(২) বাংলাদেশ ব্যাংক:

- করোনার কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং শিল্প কারখানায় নিয়োজিত জনবলকে কর্মে বহাল রাখার প্রয়োজনে ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের কাঙ্ক্ষিত বিস্তার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালুর আবশ্যকতা দেখা দেয়ায় CMS খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের নীতিমালা ও ২,০০০ কোটি টাকার তহবিল গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। করোনা মোকাবিলায় কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র CMS খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা হয়েছে।

- দেশে অবকাঠামো খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অব্যাহত চাহিদা পূরণ, বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে অবকাঠামো উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজনের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে ৫ বছর মেয়াদি ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এ্যান্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রকল্প বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়ন হচ্ছে।

- প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বেসরকারি খাতের নেতৃত্ব অবকাঠামো উন্নয়ন উৎসাহিতকরণে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজন; বাংলাদেশ ব্যাংক, পিপিপি কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রভৃতির সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এ্যান্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রকল্পের দুটি কম্পোনেন্ট: অন-লেন্ডিং এবং কারিগরি সহায়তা (টিএ)। অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট-এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইকোনমিক জোন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতসহ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত ও সরকার অনুমোদিত অবকাঠামো প্রকল্পে মার্কিন ডলার ও বাংলাদেশি টাকা উভয় মুদ্রায় অথবা একক মুদ্রায় স্থির এবং চলতি সুদ হারে অপেক্ষাকৃত ৮-২০ বছর মেয়াদে দীর্ঘমেয়াদে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। অপরদিকে, প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা (টিএ) কম্পোনেন্ট-এর আওতায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট তথা আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল-এর পরিচালন ব্যয় পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও বিআইএফএফএল-এর পরামর্শক সেবা সংগ্রহ ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

- বিদেশ হতে প্রবাসী আয় হিসাবে সর্বোচ্চ ৫,০০০ মার্কিন ডলার বা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো কাগজপত্রাদি প্রয়োজন হবে না। কাগজপত্রাদি ব্যতীত নগদ সহায়তা পরিশোধের সীমা পূর্বে ১,৫০০ মার্কিন ডলার বা ১.৫০ লক্ষ টাকা নির্ধারিত ছিল।

- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের বিপরীতে চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৩৫৯.২৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক CSR কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ ২০২০ সালের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী যে পরিমাণ নিট মুনাফা অর্জন করেছে তার এক শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ ২০২১ সালের CSR খাতের বাজেটে ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত হিসাবে বরাদ্দ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- করোনার ফলে বিশ্বব্যাপী রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' শিরোনামে ৫,০০০ কোটি টাকার ৩ বছর মেয়াদি আবর্তনযোগ্য তহবিল গঠন করা হয়েছে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে এ খাতে পুনঃঅর্থায়নের সুদহার কমিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে ৫ শতাংশ এবং ব্যাংক পর্যায়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে।

- দেশের সবুজ অর্থনীতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল এবং চামড়া খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে 'গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ড (জিটিএফ)' শিরোনামে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং পরিসেবা এবং আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শিক্ষা বীমা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং জীবন বীমা কর্পোরেশন যৌথভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' চালু করে, যা ১ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন।

- বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষক, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী, মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রাহক, পোষাক শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী, পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারক, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার শ্রমিক, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পথশিশু, প্রাক্তন ছিটমহলের বাসিন্দা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনুকূলে বিশেষ সুবিধাযুক্ত ১০ টাকার হিসাব খোলার নির্দেশনা জারির মাধ্যমে তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

- করোনা মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজসমূহের সঙ্গে 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র (CMS) উদ্যোগ খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম' চালু করায় অর্থ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয় এবং উক্ত স্কিম সংক্রান্ত সরকারের হিসাব বিকলন করার ক্ষমতা (Standing debit authority) বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে অর্থ বিভাগের মাধ্যমে সরকারি হিসাব বিকলনপূর্বক 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র (CMS) উদ্যোগ খাতে উক্ত গ্যারান্টি স্কিম-এর আওতায় গ্যারান্টির দাবি পরিশোধ এবং Rapid Financing Instrument(RFI) ঋণের সুদ পরিশোধের বিষয়ে বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সংযুক্ত তহবিলে জমা করার লক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব-০৯০০ নির্ধারিত রয়েছে এবং উক্ত হিসাব হতেই বর্ণিত অর্থ বিকলিত হচ্ছে।

- নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ১৯টি ব্যাংক ও ৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ইউনিটের সঙ্গে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করে। স্কিমে অংশগ্রহণকারী উক্ত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৬টি প্রতিষ্ঠান ২০২০ সালের পোর্টফোলিও গ্যারান্টি লিমিটের বিপরীতে ২৯.৪২ কোটি টাকার ২৭৪টি ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করে যার বিপরীতে ১৭ মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৯.০৪ কোটি টাকার গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। গ্যারান্টি প্রদত্ত উক্ত ২৭৪টি ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের মধ্যে ৩১টি নারী উদ্যোক্তা যা মোট আবেদনের ১১.৩১ শতাংশ।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র আওতায় তফসিলি ব্যাংকসমূহ সর্বমোট ২৫,৫১১.৩৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রা ২৬,২৯২ কোটি টাকার ৯৭.০৩ শতাংশ। তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে পরিমাণের পাশাপাশি ঋণের গুণগতমানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অর্থাৎ বিতরণকৃত ঋণ 'কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এবং প্রকৃত কৃষকরা স্বল্প সুদে ঋণ পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষির ৩টি প্রধান খাত অর্থাৎ শস্য খাতে ১২,৮৮৯.৩১ কোটি টাকা, মৎস্য খাতে ২,৯৫০.২৯ কোটি টাকা এবং প্রাণিসম্পদ খাতে ৩,৫২৮.৪০ কোটি টাকাসহ মোট ১৯,৩৬৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণ ২৫,৫১১.৩৫ কোটি টাকার ৭৫.৯২ শতাংশ। তফসিলি ব্যাংকসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিআরডিবি) ২০২০-২১ অর্থবছরে নিজস্ব অর্থায়নে ১,০৩১.৮৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের পরিমাণ সর্বমোট ৬৩,০৪৬.৭১ মিলিয়ন টাকা; উক্ত অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৩৯,৪৯৭টি রেটিংকৃত প্রকল্পের মধ্যে ৩২,৮০৩টি প্রকল্পে ১,১২৭.৪৫ বিলিয়ন টাকা অর্থায়নে করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তাদের নিজস্ব জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল হতে ৬৮৯.৫২ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য 'টেকসই অর্থায়ন নীতিমালা' জারি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের সুযোগ প্রশস্ত হয়েছে।

(৩) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,২৫,৮৭৮.৬৩ কোটি টাকা ও ৫৮,৫৯৩.৮৩ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে কৃষি ঋণ খাতে ১৩.১০ শতাংশ ও গ্রিন ব্যাংকিং খাতে ০.০৬ শতাংশ এবং ১,১৬৭ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ৬৭.৫৫ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংকের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১২,৯০৫.৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এর বিভিন্ন পদে ১,২৮২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এর কলকাতা ও শিলিগুড়ি শাখা, ইন্ডিয়ার লোকাল বেজড কর্মচারীদের জন্য The Sonali Bank Limited, India Operation Employees (Officer & Staff) Service Rules, 2021 প্রণয়ন করা হয়েছে।
- করোনাকালীন ব্যাংকে দায়িত্ব পালনের ফলে কোভিড-১৯ আক্রান্ত এবং আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিশেষ স্বাস্থ্য বীমা ও বিশেষ অনুদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় করার জন্য 'বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী'র সঙ্গে ২৮ জুন ২০২১ তারিখে তিন বছরের জন্য সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করা হয়েছে।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকায় নবনির্মিত 'মুজিব কর্নার'-এর জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে বই ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।

(৪) জনতা ব্যাংক লিমিটেড:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮২,৪০০.৮০ কোটি টাকা ও ৬০,৪৯৫.০১ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে কৃষি ঋণ খাতে ১১.৬০ শতাংশ ও গ্রিন ব্যাংকিং খাতে ০.৭০ শতাংশ এবং ১,২৯১ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ৬৭০.৭৮ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংকের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৭,৮১৪.৪৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

(৫) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯২১৯৯ কোটি টাকা ও ৫২০৪৯.৫০ কোটি টাকা।

- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে কৃষি ঋণ খাতে ৫.২০ শতাংশ ও গ্রিন ব্যাংকিং খাতে ১.৪০ শতাংশ এবং ১,৫০৩ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ১০৭.৫৬ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংকের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২১,০১৩.৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

চিত্র: ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক প্রথম স্থান অধিকারী হওয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক সম্মাননা স্মারক প্রদান।

(৬) রূপালী ব্যাংক লিমিটেড:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫৩,২২৯.৯০ কোটি টাকা ও ৩৩,৬৮৩.৫৪ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে কৃষি ঋণ খাতে ১১.৩০ শতাংশ ও গ্রিন ব্যাংকিং খাতে ২.১০ শতাংশ এবং ৪৬৩ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ৪২.২০ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংকের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৬,৫০৫.০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

(৭) বাংলাদেশ ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল):

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২,৪২১.৯০ কোটি টাকা ও ২,১২৯.০০ কোটি টাকা। ২০২০ সালে ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৩০.৮৫ কোটি ও ৭২৩.৩৪ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে কৃষি ঋণ খাতে ২.৭০ শতাংশ ও গ্রিন ব্যাংকিং খাতে ০.০৫ শতাংশ এবং ২০৪ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ১৭.১৬ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ব্যাংকের কেন্দ্রীয় Bio-Metric Attendance System বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রণোদনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ব্যাংক হতে ৩৮.০৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ব্যাংকে 'নো মাস্ক নো সার্ভিস' বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৮) বেসিক ব্যাংক লিমিটেড:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৩৯৭১.৫০ কোটি টাকা ও ১৪৯১২.৫৯ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে কৃষি ঋণ খাতে ৩.২০ শতাংশ ও গ্রিন ব্যাংকিং খাতে ২.৭০ শতাংশ এবং ৭০ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ৭৭.৬৫ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংকের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৩.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

(৯) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি)

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩২,৯৭৫.০০ কোটি টাকা ও ২৫,৪৬২.০০ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১১,৭৪৮.০০ কোটি টাকা ও ৮,৩৫৪.০০ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে কৃষি ঋণ খাতে ৭৬.৩৭ শতাংশ এবং ৯১৭ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ৯৪.১৯ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংকের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৩,০৬১.২৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষয়ক্ষতি ও সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং কৃষির উৎপাদন অব্যাহত রাখার নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিগত ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত কৃষি খাতে ৪,১৭,৯১৫ জন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক/কৃষি ঋণ গ্রহিতার মাঝে ৪,২০৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা একক ব্যাংক হিসাবে ব্যাংকিং সেক্টরে মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়াও সিএমএসএমই খাতে ৮,১৫০ জন ঋণ গ্রহিতার মাঝে ৩৩৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ঋণ প্রদান কর্মসূচির আওতায় বিকেবি'র নিজস্ব উৎস্য/তহবিল হতে এ পর্যন্ত ৪০,৫৫৮ জন ঋণ গ্রহিতার মাঝে ২৯৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ।

(১০) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব):

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫,৬১০.৬৪ কোটি টাকা ও ৬,৪০৮.৬৩ কোটি টাকা। ২০২০ সালে ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২,৭৬২.৯৬ কোটি ও ২,৭১৮.৯৩ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে কৃষি ঋণ খাতে ৩৬.৩০ শতাংশ ও গ্রিন ব্যাংকিং খাতে ০.০২ শতাংশ এবং ৫৮৫ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ৯.৯৯ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংকের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৩১.৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- শাখাওয়ারি বার্ষিক ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মাঠপর্যায়ে কর্মতৎপরতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- খেলাপী ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণ আদায় জোরদারকরণ, শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণ ও অশ্রেণিকৃত ঋণ শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হওয়া রোধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত নীতিমালার আওতায় দীর্ঘদিনের খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের বিশেষ সুবিধার আওতায় এক বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০ বছরের মধ্যে খেলাপী ঋণ পরিশোধের সুযোগ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান পত্র জারি করা হয়েছে।

(১১) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮৯.৫০ কোটি টাকা ও ২৪৪.৭৫ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে অভিবাসন ঋণ খাতে ৭৮.৪০ শতাংশ ও পুনর্বাসন ঋণ খাতে ২১.৩০ শতাংশ এবং বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ খাতে ০.৩০ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য ৪ শতাংশ সরল সুদে ৩,২৪১ জনকে ৮১.৩৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- ঋণের কিস্তি আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকদের সুবিধার্থে অগ্রণী ব্যাংকের সহিত 'কালেকশন সার্ভিস' শীর্ষক চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- CBS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Core Business Team গঠন এবং FRSM প্রস্তুতির কাজ চালু করা হয়েছে। ভেন্ডর কর্তৃক প্রদত্ত CBS এর Phase-1 মডিউলের FRSM ডকুমেন্টসমূহ যাচাই-বাছাই করে Core Business Team কর্তৃক Feedback দেয়ার কাজ চলমান রয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৬৩ থেকে উন্নীত করে ৮৩ করা হয়।

(১২) কর্মসংস্থান ব্যাংক:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭৫৭.০৮ কোটি টাকা ও ১,৮৯২.৩১ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে এসএমই খাতে ১৭.০০ শতাংশ ও ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ৬.৫৩ শতাংশ এবং ২৮,৩৭৪ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ৪৬৭.০০ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে ব্যাংকের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১০.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু যুবঋণ কর্মসূচির আওতায় ৬২ হাজার ৩৬১ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবদের মধ্যে ৯৭১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- করোনা মোকাবিলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নকল্পে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ঋণ সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২৫ হাজার ৯৮৪ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৪৪০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (চতুর্থ পর্যায়)-এর আওতায় ১৫ হাজার ৪১৬ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২৬৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(১৩) আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৩১.২৭ কোটি টাকা ও ১,৩৬৮.২৬ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৩৫.৪১ কোটি টাকা ও ৭৬৫.৯৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ার বিক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুন ২০২০ ভিত্তিক পরিশোধিত মূলধনের

পরিমাণ ছিল ২৯৪.২৪ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৬.৬৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এ ব্যাংক ৩৪টি ঋণ প্রোডাক্ট চালু করে সদস্যদের মাঝে জামানতবিহীন/জামানতসহ ঋণ সুবিধা প্রদান করে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলছে। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৪,৩০,৪৩৭ জন এবং ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৭২৯৮.৪০ কোটি টাকা।

(১৪) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকটির আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,৮৪৫.৪১ কোটি টাকা ও ৪,৩২০.৩৩ কোটি টাকা।
- ২০২০ সালে ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত মোট ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে এসএমই খাতে ৩০.০০ শতাংশ ও ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ৭০ শতাংশ এবং ২,৪৮,০২০ জন নারী উদ্যোক্তাদেরকে ৮২৬.৭৩ কোটি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(১৫) বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন:

- ২০২০ সালে ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫১৪.০৩ কোটি ও ৫৬২.২৩ কোটি টাকা।
- পল্লী অঞ্চলের প্রান্তিক জনগণের জন্য 'জিরো ইকুইটি ঋণ'-এর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- 'Rural and Peri-urban Housing Finance Project' প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, নবায়নযোগ্য শক্তি বিকল্প জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে 'Awareness Development Programme' গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ):

- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু আশার আলো' শিরোনামে মৃত্যুদাবী পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- দ্বিতীয় জাতীয় বীমা দিবসে (১ মার্চ ২০২১) বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা, বঙ্গবন্ধু স্পোর্টসম্যান বীমা, বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪ এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুনভাবে সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।
- বীমা শিল্পের উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Unified Messaging Platform (UMP)-এর কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে পেন্ডিং বীমা দাবি সংক্রান্ত ডাটা আপলোড করা হয়েছে।
- বীমা গ্রাহকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে লাইফ এবং নন-লাইফের বীমা দাবি নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- বীমা শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও আপলোড করা হয়েছে।
- সকল কর্পোরেশন এবং বীমা কোম্পানির সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(১৭) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি):

- পুঁজিবাজারে ১৬টি কোম্পানিকে প্রাথমিক গণ-প্রস্তাব (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন ১,৬৮৪.৭৯ কোটি টাকা, ২টি কোম্পানিকে রাইটস ইস্যুর মাধ্যমে ৭৭.৭৭ কোটি টাকা, ২৪টি কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে ১১,০২৯.৫২ কোটি টাকা মূলধন উত্তোলন এবং ১১টি বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে ২২০ কোটি টাকা উত্তোলনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যা পুঁজিবাজারের ক্রমবিকাশ নির্দেশ করে থাকে।
- সিকিউরিটিজের জোগান বৃদ্ধি ও শেয়ার লেনদেনে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কমিশন পুঁজিবাজারে আরও ২টি স্টক ডিলার, একটি স্টক ব্রোকার, ২টি মার্চেন্ট ব্যাংক, ৪টি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, ২৬টি ট্রাস্টি (ডেট সিকিউরিটিজ), ০৩টি ফান্ড ম্যানেজার, ১টি ক্রেডিট রেটিং, ১৩টি ডিজিটাল বুথ, ১টি সিকিউরিটি কাস্টোডিয়ান, ১টি ট্রাস্টি (মিউচুয়াল ফান্ড), ৩টি ট্রাস্টি (অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড) ও ৫টি ডিপোজিট রিপার্টিসিপেন্টকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে।
- ৬২২টি সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা মোট ৫০৯টি ; যার মধ্যে ৪২৮টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৮১টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মোট ৬,৯১৬ জনকে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা ইত্যাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৯টি আদেশ ও নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিভিন্ন আদালতে মোট ৫৮৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএসইসি কর্তৃক ৯টি ও বিএসইসি'র বিরুদ্ধে ৪০টি মামলা দায়ের হয়েছে এবং ১৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।
- জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা ও বিনিয়োগ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে IOSCO-এর ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ৫ অক্টোবর ২০২০ হতে ১১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত 'বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ছয়টি তালিকাভুক্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা নির্বাহীদের এবং শেয়ারহোল্ডার পরিচালকদের সমন্বয়ে সংগঠিত সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং এর বিষয়ে কমিশন প্রাথমিক তদন্ত সম্পন্ন করেছে।
- বৈদেশিক ও অনিবাসী বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের রোড শো শুরু করা হয়েছে। ৯-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে দুবাই এ বাংলাদেশ পুঁজিবাজার রোড শো আয়োজন, অনলাইন বিও হিসাব খোলার ব্যবস্থা উদ্বোধন এবং ডিজিটাল বুথ স্থাপন করা হয়েছে।
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের বোর্ডে স্বাধীন পরিচালক নিয়োগ, Nomination and Remuneration Committee (NRC) এবং Audit Committee পুনর্গঠন এবং কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোডের পরিপালন নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানির স্বাধীন পরিচালকগণের জন্য অনলাইন ডাটাবেজ পোর্টাল প্রস্তুত করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক কাজ সহজিকরণ এবং ডাটা সংরক্ষণের জন্য উন্নত ইনফরমেশন টেকনোলজি সিস্টেম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৮) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ):

- ২০২০-২১ অর্থবছরে অথরিটিতে ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ২ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ জন সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর ও ১ জন সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার পদে মোট ৫ জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- 'বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি নীতিমালা, ২০২০'প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত নীতিমালার আওতায় ইতোমধ্যে ১,১০৯ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২৬২টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে এবং ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে অথরিটির মোট ৩৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এবং ১,৪৭২ জন MFI প্রতিনিধিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- অথরিটিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০১৯ সালের ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের তথ্য সংবলিত 'NGO-MFI in Bangladesh-2019' প্রকাশ করা হয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত 'শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭' এর আলোকে অথরিটিতে কর্মরত গ্রেড-২ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজনসহ মোট ২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সেরা উদ্ভাবনী ১ জন ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে বিশেষ অবদানের জন্য ১ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সঙ্গে এমআরএ-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২০-২১ স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- অথরিটিতে ৫ বছর মেয়াদি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মাঠপর্যায়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করার লক্ষ্যে দেশের ৮টি বিভাগে গঠিত মনিটরিং সেলের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৯) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ):

- ২০২০-২১ অর্থবছরে পিকেএসএফ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানে ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যাবলির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৮৫০ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে ৮৪২.০৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। বাজেটের বিপরীতে অর্জনের হার ৯৯.০৬ শতাংশ। বর্ণিত অর্থ দ্বারা প্রায় ৭০,০০০ জন গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ সহয়তা, ১,৮৫০ জনকে আবাসন ঋণ সহায়তা ও ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের ৫০০ কোটি টাকার আর্থিক সহযোগিতায় নমনীয় সেবামূল্যে একটি ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১.৬১ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছে।

(২০) সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ):

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬২,১৫৫ জন দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সদস্যকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ২০৩.৮৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যম আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আর্থসামাজিক উন্নয়ন কাজের অংশ হিসেবে ৭.৬২ লক্ষ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সদস্যকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ২,৯৭৪.৯৩ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

❖ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৭৬ জন বেকার যুবকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫৬৫ জন বেকার যুব'র কর্মসংস্থান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৭৯,৯৬৯ জন বেকার যুবদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৬,২৩১ জন বেকার যুবাদের কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

চিত্র: সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) কর্তৃক পরিচালিত কর্মসংস্থানের জন্য বেকার যুবাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।

❖ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৬,৬৭৩ জন নারী সদস্যকে গর্ভকালীন এবং সন্তান জন্মদান পরবর্তী যত্ন, পুষ্টিকর খাবার, সুস্বাস্থ্য, শিশুর পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৩৪৩,২৪৭ জন দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যকে গর্ভকালীন এবং সন্তান জন্মদান পরবর্তী যত্ন, পুষ্টিকর খাবার, সুস্বাস্থ্য, শিশুর পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ প্রতি খানায় ১টি করে মোট ৪,২৩,৮৬১টি হাতধোয়া স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। বাচ্চাকে খাওয়ানোর পূর্বে হাত ধোয়াসহ টয়লেট থেকে আসার পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত হয়েছে। ফলে উপকারভোগী পরিবারগুলোতে পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস পাচ্ছে। গর্ভবতী নারী ও মায়ের গর্ভদান পূর্ব এবং জন্মদান পরবর্তী সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

❖ এসডিএফ এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করা। এসডিএফ প্রকল্পভুক্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানির অভাব নিরসনকল্পে সেই সকল এলাকায় কমিউনিটির জন্য সুপেয় পানি যোগান দেয়ার লক্ষ্যে ৪৪১টি স্বল্পমূল্যের পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট ৮৮টি পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট এবং ১২১টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৪২৯টি পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট, ১৪,২৭৮টি টিউবওয়েল স্থাপন এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পভুক্ত গ্রামে ৯,১২৯টি পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নিরাপদ বিশুদ্ধ পানির প্ল্যান্ট ও টিউবওয়েল ব্যবহার করার কারণে প্রকল্পভুক্ত গ্রামে জলবাহিত রোগের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে এবং ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষসহ মোট ৭.১১ লক্ষ মানুষ উপকার ভোগ করছে।

❖ প্রকল্পভুক্ত পরিবারের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য এসডিএফ কর্তৃক ২৬ জন ছাত্রী ও ২৪ জন ছাত্রসহ মোট ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বৃত্তির আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ বর্তমানে বিভিন্ন পাবলিক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং ইনস্টিটিউটসহ স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আছে।

৫. আইন ও বিচার বিভাগ

(১) দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার জনপ্রশংসিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের অন্যতম প্রধান সাফল্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৮০টি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে ৪৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩৬টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সর্বমোট ৬টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ সময়ে সর্বমোট ১১ জন আসামীকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

(২) করোনাকালে দেশের মানুষ যেন নূন্যতম বিচারিক সেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্যোগী ছিলেন। দেশের সকল আদালতে বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে বিচারপ্রার্থী সকল পক্ষ এবং তাদের আইনজীবীদের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিতক্রমে মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ও দিকনির্দেশনায় এবং মাননীয় মন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ, ২০২০' জারি করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ০৮ জুলাই ২০২০ তারিখে 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০' জাতীয় সংসদে পাস হয়। ১১ মে ২০২০ তারিখ হতে ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল আদালতের মাধ্যমে মোট ৩ লক্ষ ২২৮টি জামিনের দরখাস্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১,৫১,১৪৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। এর ফলে করোনাকালে জেলখানায় বন্দী আসামীদের অতিরিক্ত চাপ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

(৩) করোনায় আক্রান্ত বিচারক, বিচার সহায়ক কর্মচারীদের বিষয়ে খোঁজ খবর রাখতে এবং তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় আইন ও বিচার বিভাগে মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং সেল থেকে প্রতিদিন সারাদেশের বিচারক ও কর্মচারীদের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয় এবং সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিদিন রাত ১০টার মধ্যে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

(৪) মামলার দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তি এবং সুনির্দিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বিচারিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় আইন মন্ত্রীর উদ্যোগে আইন ও বিচার বিভাগ বিচারকদের জন্য নতুন পদ সৃজনে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৪৭টি নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ৭টি সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ৭টি মানব পাচার অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। গাজীপুর ও রংপুর মহানগরীতে ২টি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সৃজন করা হয়েছে। এসব ট্রাইব্যুনাল ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিচার কাজ শুরু করেছে। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ও সমপর্যায়ের ৭৩টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগ সম্মতি প্রদান করেছে। বরিশাল, গাজীপুর ও রংপুরে মহানগর দায়রা জজ আদালত সৃজন, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ের ১৫৯টি নতুন পদ, ১৩টি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এবং চকোরিয়া ও শিবচরে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(৫) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিক্‌নির্দেশনায় আদালতে বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে দ্রুততম সময়ে সাক্ষীদের অবহিত করার জন্য মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে সাক্ষীদের প্রতি সমন জারির উদ্দেশ্যে ৯ মার্চ ২০২১ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সঙ্গে টেলিটক বাংলাদেশের চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে ফৌজদারি মামলার সাক্ষীগণ আদালতে বিচারাধীন মামলার ধার্য তারিখ সম্পর্কে বিদ্যমান সমন জারি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি এসএমএস-এর মাধ্যমে অবগত হবেন। ফলে সহজে ও স্বল্প খরচে আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত হবে, যার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে মামলা নিষ্পত্তি সম্ভব হবে।

(৬) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সরকারের প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে 'ই-জুডিসিয়ারি' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকল্প প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ এবং ১ জুন ২০২১ তারিখের ভার্চুয়াল বৈঠকে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ দুটি পৃথক প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। উক্ত দুটি ভার্চুয়াল বৈঠকে মাননীয় প্রধান বিচারপতি; মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আলোচ্য প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গ এবং এর খাতওয়ারি ব্যয় বিষয়ে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা দেশীয় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রকল্পের ব্যয় পর্যালোচনা করার পর প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৭৮.৫৭ কোটি টাকা থেকে হ্রাসপূর্বক ২,২০৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৭) ভূমি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসকে স্ব স্ব প্রশাসনিক এখতিয়ারের মধ্যে রেখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সঙ্গে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের আন্তঃসংযোগ বাস্তবায়নে ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় ও মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে (উত্তরা, খিলগাঁও, গুলশান, আনোয়ারা, পাহাড়তলী, রূপগঞ্জ, টুঙ্গীপাড়া, কসবা, কুমারখালী, বাসাইল, চারঘাট, তাজপুর, চিরিরবন্দর, নান্দাইল, সাভার, নাগরপুর, হিজলা) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহে অনলাইন ভূমি রেজিস্ট্রেশন এবং ইলেকট্রনিক এলটি নোটিশ জারি করা হচ্ছে।

(৮) সরকার মাদারীপুরের শিবচরে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল একাডেমি স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে মাননীয় মন্ত্রী শিবচরের প্রস্তাবিত জায়গা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল একাডেমি স্থাপন (প্রথম পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৯ কোটি টাকা। দেশে একটি আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ সম্মতি প্রদান করেছেন।

(৯) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিচারকদের আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিচারকদের জন্য দেশে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধস্তন আদালতের বিচারকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ৪৫.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত 'অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে আইন ও বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৪০ জন বিচারককে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৮৩ জন বিচারক অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ২৯ জুন ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভারতের ভূপালে অবস্থিত (National Judicial Academy)-তে ৩৯৬ জন বিচারক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। চীন ও জাপানে বিচারকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আইন ও বিচার বিভাগের ১৬৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই বিভাগের ১০ থেকে ২০ গ্রেডের ৭৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১০) বিচার লাভের সুযোগ সুবিধাকে জনগণের জন্য অবারিত করতে বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়ন আবশ্যক। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের এজলাস সংকট দূর করতে এবং মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৫৮ কোটি ০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সম্প্রসারণ ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নতুন ১২তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন শেষে বিচারিক কার্যক্রম

ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২টি জেলায় ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জেলা জজ আদালতের এজলাস সংকট নিরসনের জন্য '২৮টি জেলায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭টি জেলা জজ আদালত ভবন তৃতীয় থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

(১১) ২০২০-২১ অর্থবছরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হতে জেলা ও দায়রা জজ পদে ৫১ জন, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ হতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে ৬০ জন, সিনিয়র সহকারী জজ হতে যুগ্ম জেলা/সমপর্যায়ের পদে ১০৫ জন, সহকারী জজ হতে সিনিয়র সহকারী জজ পদে ৪৭ জন বিচারককে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(১২) ৪১ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার ও ২ জন কর্মচারীর বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ২৩১ জন কর্মকর্তার অর্জিত ছুটি, ৩৫ জন কর্মকর্তার মাতৃত্বকালীন ছুটি, ৫৩৪ জন কর্মকর্তার শ্রান্তিবিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর, ১২ জন কর্মকর্তার শিক্ষা ছুটি/প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়েছে। ৪৩৬ জন কর্মকর্তার অবকাশকালীন ভাতা মঞ্জুর; ১১ জন কর্মকর্তার অবসর উত্তর ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত ১১ জন আইন কর্মকর্তার বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচনে (জাতীয় সংসদ/সিটি/পৌরসভা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ) দায়িত্ব পালনের জন্য ৪৫৫ জন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) আইন ও বিচার বিভাগে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৮ জন মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রার, ১ জন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ করা হয়েছে। নিকাহ রেজিস্ট্রারদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় ৯ জন নিকাহ রেজিস্ট্রারদের কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং অভিযোগ প্রমাণিত ও কারণ দর্শানোর জবাবের আলোকে ২ জন নিকাহ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। নিকাহ রেজিস্ট্রারগণের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। মাননীয় সংসদ সদস্যদের ডি.ও পত্রের আলোকে এবং বিভিন্ন জেলায় নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক প্যানেল প্রেরণের জন্য ৬৭ জন সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারদের নির্দেশনা প্রদান করে পত্র জারি করা হয়েছে।

(১৪) সরকারি কর্ম-কমিশনের মাধ্যমে ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (নন-ক্যাডার) ৩৭ জন কর্মকর্তাকে সাব-রেজিস্ট্রার পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৮তম বিসিএস হতে আরও ৩১ জন তাদের পূর্ববর্তী জীবন বৃত্তান্ত ও কাগজ যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে যাচাইয়ের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নামের তালিকাসহ ২টি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৫) ভূমি সেবা (ই-নামজারি ও ই-রেজিস্ট্রেশন) ত্বরান্বিত ও সহজিকরণ সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানপূর্বক মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন-এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৬) সাব-রেজিস্ট্রার হতে জেলা রেজিস্ট্রার পদে ৭ জন, জেলা রেজিস্ট্রার হতে আইআরও পদে ১ জন কর্মকর্তাকে এবং ২ জন প্রধান সহকারী ও ২ জন উচ্চমান সহকারীকে সাব-রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন অফিসসমূহের ৫ জন সাব-রেজিস্ট্রার (মুজিবনগর কর্মচারী) চাকরির বয়স এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(১৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২৯ জন নোটারি পাবলিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, ৭৮টি নোটারি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে এবং ১ জনের নোটারি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। প্রায় ১ লক্ষ নোটারাইজড ডকুমেন্ট সত্যায়ন করা হয়েছে।

(১৮) ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১ জন জেলা রেজিস্ট্রার ও ১৮৭ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে বদলি করা হয়েছে; ৮ জন জেলা রেজিস্ট্রারের পিআরএল মঞ্জুর করা হয়েছে; ১৫ জন অবসরপ্রাপ্ত জেলা রেজিস্ট্রার/সাব-রেজিস্ট্রারকে মাসিক অবসর ভাতা ও আনুতোষিক মঞ্জুরি এবং ১৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ভবিষ্যৎ তহবিল ও আনুতোষিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। ২ জন জেলা রেজিস্ট্রার ও ৩ জন সাব রেজিস্ট্রার-কে বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুরসহ বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) ২০২০-২১ অর্থবছরে নিবন্ধন অধিদপ্তরের আওতাধীন সাব-রেজিস্ট্রার ও সকল জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য ৪৬,৬৮,৭৪,২০০ টাকা বাজেট বরাদ্দের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(২০) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণার্থী বিচারকগণের জন্য নতুন আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের দশম তলায় ডরমিটরি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উক্ত ইন্সটিটিউটে Online/Distance Learning প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৬ষ্ঠ তলায় Roof Top Garden তৈরি করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীসহ প্রশিক্ষণে আগত প্রশিক্ষণার্থীগণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার তাৎক্ষণিক রেফারেন্স প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইন্টারনেট ভিত্তিক মামলা ও রায় বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রয় করা হয়েছে। এ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২১) ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে ২৪,৫৮০ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় হেল্প লাইন কলসেন্টার থেকে ২৯,৫৮৪ জনকে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আপোষের মাধ্যমে মোট ২৪,০১,২৮,৫২৭ টাকা আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সারাদেশে ১৩,৭৮২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ অর্থবছরে সর্বমোট আইনি সেবা প্রাপকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৯১ জন।

৬. কৃষি মন্ত্রণালয়

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৫৫.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৩৮৬.০৮+গম ১২.৩৪+ভুট্টা ৫৬.৬৩)। আলু ১০৬.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ডাল জাতীয় ফসল ৯.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন, পেঁয়াজ ৩৩.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পাট ৭৭.২৫ লক্ষ বেল উৎপাদিত হয়েছে।

(২) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল ৯টি জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয় এবং ৫০টি জাত নিবন্ধন করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৯৭, ব্রি ধান-৯৮, ব্রি ধান-৯৯, এবং বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ উল্লেখযোগ্য।

(৩) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর মাধ্যমে ২০২০-২১ মৌসুমে ১.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত বীজ থেকে ১.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে সারাদেশে ৩০,১৪৫ হেক্টর সেচ এলাকা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিএডিসি'র মাধ্যমে ৮৫০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১,৮১,৭৬০ কিলোমিটার ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা এবং ৪১৩টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫.২২ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি, ৭.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন এমওপি এবং ১৪.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি সার সাশ্রয়ীমূল্যে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়।

(৬) কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সার, বিদ্যুৎ, ইক্ষু ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) অব্যাহত রেখেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৯,৫০০ কোটি টাকা হতে ৭,৬৩২ কোটি টাকা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়। উন্নয়ন সহায়তা চালু রাখার ফলে একদিকে কৃষক সুষম সার ব্যবহার করতে পারছে এবং অপরদিকে কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পাচ্ছে।

(৭) বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং বিশেষ বিশেষ ফসল যেমন- আউশ, আমন ও বোরো ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালীন মুগ, পেঁয়াজ ও হাইব্রিড ধান এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে প্রণোদনা/পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় সর্বমোট ৪৫৮.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষককে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ (বীজ ও সার) প্রদান করা হয়। এতে ৭৪.৫০ লক্ষ জন কৃষক উপকৃত হয়।

(৮) আধুনিক নতুন জাত ও প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে দ্রুত পৌঁছানোর লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩.৬২ লক্ষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় ৪৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৯৪,৯৬০টি বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

(৯) উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৩, ব্রিধান-৫৪, ব্রিধান-৬১, বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০ সম্প্রসারণ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২ এবং খরা এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৯, ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭, কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

(১০) গমের তাপসহিষ্ণু জাত বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০ এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বারি গম-২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১১) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ মেয়াদে ৩,০২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি-যান্ত্রিকীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ ক্যাটাগরিতে ৫১,৩০০টি কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হবে।

(১২) 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলে ৭০ শতাংশ এবং সারাদেশে (অন্যান্য অঞ্চলে) ৫০ শতাংশ ভর্তুকি মূল্যে ২২১.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১,৩৬৯টি কম্বাইন হারভেস্টার, ২৪০টি রিপার ও ২২টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার বিতরণ করা হয়েছে।

(১৩) সামষ্টিকভাবে টেকসই কৃষি নিশ্চিত করতে এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সফল করে ফসল ঘরে তুলতে ৬১ জেলায় ৫০ একর করে সমলয়ে (Synchronize) বোরো চাষ হয়েছে।

(১৪) বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ১১,০০০টি মিশ্রফল বাগান, ৪,৫০০টি বাণিজ্যিক ফলবাগান ও ১৭,০০০টি বসতবাড়ি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।

(১৫) সারাদেশে নারিকেল, তাল ও খেজুর চাষ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৭ লাখ খাটো জাতের নারিকেল চারা, ৩০ লাখ তালের চারা, ১০ হাজার খেজুরের চারা রোপন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত ও বিদেশি ফল চাষে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

(১৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৭.৭৮ লক্ষ ফলের চারা, ৯.৫৭ লক্ষ ফলের কলম, ৩.৮৭ লক্ষ মসলার চারা, ৩২.২০ লক্ষ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ০.৭১ লক্ষ ঔষধি চারা, ০.৩১ লক্ষ নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

(১৭) ভার্মি-কম্পোস্ট, ট্রাইকো-কম্পোস্ট ও কম্পোস্ট পিট, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, ছাদবাগান, বীজ সংরক্ষণ ও বিপণন প্রভৃতির মাধ্যমে নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রতি ইউনিয়নে ১টি মোট ৪,৫০০ এসএমই চালু রয়েছে; প্রতি এসএমই ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যার মধ্যে নূন্যতম ১ জন নারী সদস্য রয়েছে।

(১৮) কম্পোস্ট, ভার্মি-কম্পোস্ট, ট্রাইকো-কম্পোস্ট ও সবুজ সারের মোট ৮ লক্ষ স্তুপ স্থাপন করা হয়েছে। যা থেকে জৈব সারের মোট উৎপাদন হয়েছে ১৪.৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

(১৯) উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে ১,০০০টি নিরাপদ সবজি উৎপাদন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সবজি ও ফল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৈব বালাইনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৭৫টি জৈব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

(২০) কীটনাশকের ব্যবহার প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৯ সালে কীটনাশকের ব্যবহার ছিল ৩৮,৩৬৯ মেট্রিক টন/কিলোলিটার। ২০২০ সালে ব্যবহৃত হয়েছে ৩৭,৪২২ মেট্রিক টন/কিলোলিটার। যা পূর্বের তুলনায় ৯১৭ মেট্রিক টন/কিলোলিটার কম।

(২১) দেশের ৪৮টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে ও ১২১টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের ৫০টি উপজেলার তথ্য-উপাত্ত এই সিস্টেমে হালনাগাদ করা হয়েছে।

(২২) করোনাকালীন হাওর অঞ্চলে শ্রমিক সংকট নিরসনে উত্তরবঙ্গসহ দেশের অন্য অঞ্চল থেকে নির্বিঘ্নে শ্রমিক যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু হাওরভুক্ত ৭টি জেলাতে বহিরাগত শ্রমিক আনা হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার জন।

চিত্র: কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ২৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার হাওরে 'বোরো ধান কর্তন উৎসব' এ যোগদান করেন এবং কৃষকদের প্রণোদনা প্রদান করেন।

(২৩) হাওরভুক্ত জেলাসমূহে ২০২০-২১ অর্থবছরে বোরো আবাদের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৭ শত ৭০ হেক্টর। করোনা অভিঘাতসহ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শতভাগ ধান কর্তন করে কৃষকের ঘরে আনা হয়েছে।

(২৪) ভ্রাম্যমাণ সৌর সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ধানের জমিতে নদী বা খাল থেকে সেচ প্রদানের জন্য সেচ পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করে বরিশাল অঞ্চলে প্রায় ৯০ বিঘা জমি বোরো চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ধান কাটার পর মাড়াই যন্ত্রে কোন জ্বালানি ব্যবহার না করেই সৌরশক্তি ব্যবহার করে ধান মাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। এই সোলার প্যানেলের সাহায্যে কৃষিকাজ ব্যতীত গৃহস্থালি কাজেও সৌরশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

(২৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' পত্রিকার ৯.০১ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। একইসময়ে মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা'র ১৮ হাজার কপি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

(২৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ৫টি ভিডিও ফিল্ম, ২৭টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে। বরগুনা জেলার আমতলীতে অবস্থিত কমিউনিটি রুরাল রেডিও'র অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ রেডিও'র ৫০টি শ্রোতা ক্লাব রয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ মানুষ অনুষ্ঠানগুলোর নিয়মিত শ্রোতা।

(২৭) পাট-তুলা-আনারস ফাইবার মিশ্রণে সুতা তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে স্থানীয় তাঁত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিকগণ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। কৃষকের ধান বিক্রয়ে সুবিধার জন্য প্রতি ইউনিয়নে ২,৬৭৩টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

(২৮) ডিজিটাল কৃষি তথ্য সেবা প্রদানে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- কৃষির আধুনিকায়নে ডিজিটাল সেবাসমূহ যেমন- লক্ষণ দেখে রোগ বালাই নির্ণয়, নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহার, অনলাইন বা অফলাইনের মাধ্যমে কৃষকদের সার সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে;
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষকবন্ধু' ফোন সেবার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য প্রদান চলমান আছে;
- রাইস ডক্টর ও রাইস নলেজ ব্যাংক শিরোনামে দুইটি মোবাইল অ্যাপস তৈরির মাধ্যমে ই-কৃষির প্রচলনপূর্বক তথ্য ও সেবা সহজলভ্য করা হয়েছে;
- দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন ডিসপ্লে বোর্ডের সাহায্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদরসহ বিভিন্ন বাজার তথ্য সম্প্রচার করা হচ্ছে;
- গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া-সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন;
- দশটি কৃষি অঞ্চলে আইসিটি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এসব ল্যাবরেটরি ব্যবহার করে আইসিটি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করতে পারছেন;
- 'সদাই' শিরোনামে মোবাইল অ্যাপস ভিত্তিক কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষি/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষক কৃষি বিষয়ক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০টি কলের সমাধান প্রদান করা হচ্ছে।

(২৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিকে সর্বাধিক গুরত্ব দিয়ে কৃষি কার্যক্রম উজ্জীবিত রাখতে করোনাকালীন নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানসমূহ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশ্ব খাদ্য দিবসে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ (১৬ অক্টোবর ২০২০);
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস'-এর মোড়ক উন্মোচন (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১);
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪২৪ এর পদক প্রদান এবং এ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষি বিষয়ক ১০০টি বাণী সংবলিত একটি পুস্তিকা 'বাণী চিরসবুজ' (ইংরেজি ও বাংলা)-এর মোড়ক উন্মোচন;
- বঙ্গবন্ধুর কৃষি দর্শন এবং কৃষি ও কৃষকের প্রতি জাতির পিতার ভালবাসা নিদর্শন ও ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার দিকনির্দেশনা সংবলিত 'চিরঞ্জীব' শীর্ষক একটি স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন (২৭ জুন ২০২১)।

চিত্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ জুন ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন প্রান্তে যুক্ত হয়ে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪২৪' বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে পদক প্রদান করেন।

(৩০) কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি চলমান রাখা, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্পের ৪৮৮টি প্রকল্পের মধ্যে অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা ৫৯টি এবং অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সংখ্যা ৬১টি।

(৩১) জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Plan of Action প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৩২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট-২ (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) এর টার্গেট 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a অর্জনের লক্ষ্যে একটি কমর্পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

(১) ১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে ৩৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ক্লাস শুরু হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে কারিগরি কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(২) উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় অবশিষ্ট ৩২৯টি উপজেলায় একটি করে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

(৩) ফরিদপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে আরো ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) বিদ্যমান ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান এবং আরো ২৩টি জেলায় ২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) বর্তমানে চারটি বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক বিদ্যমান আছে এবং অন্য চারটি বিভাগেও ৪টি মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিদ্যমান ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় যশোর ও পটুয়াখালীতে ২টি নতুন সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৭) 'Skills-21 Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth' প্রকল্পের মাধ্যমে ১,২৮৩ জন যুবার দক্ষতা সার্টিফিকেট প্রদান ও ৮৮০ জনের RPL সনদ প্রদান করা হয়েছে।

(৮) '৮টি বিভাগে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৯) Recognition of Prior Learning (RPL) প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২০টি Registered Training Organization (RTO) প্রতিষ্ঠানে ৩৯,১৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।-এর মধ্যে ২৯,০৬৪ জনকে National Technical Vocational and Qualification Framework (NTVQF)-এর বিভিন্ন দক্ষতা লেভেলে সনদায়ন করা হয়েছে।

(১০) Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA)-এর মাধ্যমে ১৪,০৪০ জন দক্ষ/অর্ধ-দক্ষ শ্রমিককে এক মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১১) Establishing a COE for RMG in Bangladesh প্রকল্পের মাধ্যমে ১১,১৫৬ জন বেকার যুবাকে কনস্ট্রাকশন ও আরএমজি সেক্টরে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১২) বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৩৬০ ঘণ্টা (৩/৬ মাস) মেয়াদি ১০১টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(১৩) Industry-Institute Linkage বৃদ্ধি করা এবং Demand-Driven পদ্ধতিতে কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করা হচ্ছে।
(১৪) বাংলাদেশ থেকে চীনে ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ৩ বছর মেয়াদি অধ্যয়নের জন্য শিক্ষার্থী প্রেরণ করা হচ্ছে।

(১৫) কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

(১৬) ষষ্ঠ শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত জেএসসি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমের জন্য কর্মমুখী প্রকৌশল শিক্ষা-১ (ষষ্ঠ শ্রেণি) বই প্রস্তুত করা হয়েছে। কর্মমুখী প্রকৌশল শিক্ষা-২ (সপ্তম শ্রেণি) ও কর্মমুখী প্রকৌশল শিক্ষা-৩ (অষ্টম শ্রেণি) বই প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

(১৭) কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে শতভাগ বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

(১৮) সরকার ১০ বছরে কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ এ বৃদ্ধি করেছে। মেয়েদের জন্য আলাদা ছাত্রী হোস্টেল-এর ব্যবস্থা আছে।

(১৯) নারীদের চাকরি উপযোগী Trade/Technology টেইলারিং এ্যান্ড ড্রেস মেকিং, ব্লক-বাটিক এ্যান্ড স্কিন প্রিন্ট, কুকিং, হাউজ কিপিং, বিউটিফিকেশন, ফুড এ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস ও আইটি বিষয়ক বিভিন্ন কোর্স চালু করা হয়েছে।

(২০) কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য গুণগত পাঠদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং টুলস প্রণয়ন করা হয়েছে।

চিত্র: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান।

(২১) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET)-এর ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে ২০৩০ সালের মধ্যে এনরোলমেণ্ট ৩০ শতাংশ ও ২০৪০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ এনরোলমেণ্ট অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১) মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট সচিববৃন্দের উপস্থিতিতে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে আমন সংগ্রহ মৌসুমে ২,০৭,৭৩০ মেট্রিক টন ধান, ৬,৫০,০০০ মেট্রিক টন চাল এবং বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে ৬,৫০,০০০ মেট্রিক টন ধান, ১২,৩৫,০০০ মেট্রিক টন চাল এবং গম সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে ১,০০,০০০ মেট্রিক টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে মোট ৪,২০,৬৩১ মেট্রিক টন ধান, ১১,৭৬,২২৪ মেট্রিক টন চাল এবং ১,০৩,২১২ মেট্রিক টন গম সংগৃহীত হয়। আমন সংগ্রহ-২০২০-২১ মৌসুমে প্রতি কেজি ধান, আতপ ও সিদ্ধ চালের দাম যথাক্রমে ২৬ টাকা, ৩৬ টাকা ও ৩৭ টাকা নির্ধারিত থাকলেও কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা বৃদ্ধি করে বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে যথাক্রমে ২৭ টাকা, ৩৯ টাকা ও ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। বর্ধিত হারে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য পেয়েছেন।

(৩) দেশে চাহিদার তুলনায় বেশি চাল উৎপাদিত হলেও ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও বন্যার কারণে ফলন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়ন্ত্রণে সরকারিভাবে বৈদেশিক সূত্র হতে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং ২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন গম আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়; যার মধ্যে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ৭,৭৫,৯৯৪ মেট্রিক টন চাল ও ২,৫০,০০০ মেট্রিক টন গম দেশে এসে পৌঁছায়।

(৪) সরকারি ধান ক্রয়ে কোনো মধ্যসত্ত্বভোগী যাতে সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সে জন্য প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে সংগ্রহ মৌসুম শুরুর পূর্বে উপজেলা কৃষি অফিস কর্তৃক প্রকৃত কৃষক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বোরো সংগ্রহ-২০২১ মৌসুমে দেশের ২১০টি উপজেলায় 'কৃষকের এ্যাপস'-এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান ক্রয় কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সরকারের নিকট ধান বিক্রয়ে আগ্রহী কৃষকগণ সরাসরি মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে ধান বিক্রয়ের আবেদন করেন। আবেদন ও প্রস্তুতকৃত প্রকৃত কৃষকের তালিকার ভিত্তিতে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাছাই করে বিক্রয়কারী কৃষক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত কৃষক ধান বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ, পরিমাণ সম্পর্কে তার মোবাইলে মেসেজ পান।

(৫) যে সকল উপজেলায় এখনও 'কৃষকের এ্যাপস' চালু করা হয়নি, সেখানে প্রস্তুতকৃত প্রকৃত কৃষক তালিকা থেকে উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে কৃষক নির্বাচন পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত 'উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি' যে কমিটিতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন। উভয়ক্ষেত্রেই ধান বিক্রয়ের টাকা কৃষকের ১০ টাকা দিয়ে খোলা একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। পর্যায়ক্রমে 'কৃষকের এ্যাপ' সকল উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। সেইসঙ্গে মিলারদের নিকট থেকে চাল ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে এ অর্থবছরে ৩৪টি উপজেলায় অনলাইন ভিত্তিক চাল সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা দেশে ধান শুকানোর সুবিধাসহ প্রতিটি ৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩০টি আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণের একটি প্রকল্প এ অর্থবছরে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে।

(৬) 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ' শ্লোগানে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া দেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি 'খাদ্য বান্ধব' কর্মসূচিতে পল্লী এলাকার দরিদ্র মানুষের জন্য বছরের কর্মাভাবকালীন ৫ (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) মাসব্যাপী ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ কর্মসূচিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছে। সেইসঙ্গে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের জন্য ১৮ টাকা কেজি দরে আটা এবং ৩০ টাকা কেজি দরে চাল খোলা বাজারে বিক্রির ওএমএস কর্মসূচিতে ৩,০১,৪২৬ মেট্রিক টন গম ও ১,২৭,৫৮৮ মেট্রিক টন চাল সর্বমোট ৪,২৯,০১৪ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়েছে; যা বিগত বছরের তুলনায় ২৬.৫৫ শতাংশ বেশি।

(৭) দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন চলাকালীন নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে জরুরি খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য চলাচল, গ্রহণ ও বিতরণ নিশ্চিত করেছেন।

(৮) অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৬ ধরনের অনুপুষ্টি (ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-১২, আয়রন, ফলিক এসিড ও জিঙ্ক) সমৃদ্ধ করে পুষ্টিচাল (ফর্টিফাইড রাইস) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে ১১০টি উপজেলায় বিতরণের পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত চালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ভিজিডি কর্মসূচিতে ১১০টি উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসূচিতে যথাক্রমে আরো ৫০টি ও ৭০টি উপজেলায় অর্থাৎ সর্বমোট ৩২০টি উপজেলায় পুষ্টি চাল বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে কর্মসূচি দুটিতে সারা দেশব্যাপী পুষ্টিচাল বিতরণ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৯) সরকারি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ২২,৮৯,৪০৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

(১০) ২০০৯ সালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ১৪ লাখ মেট্রিক টন যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২.৭২০ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ধারণক্ষমতা ৩৭ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ধান শুকানোর সুবিধাসহ প্রতিটি ৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩০টি আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণের একটি প্রকল্প এ অর্থবছরে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে, ২০২১-২২ অর্থবছর হতে যার বাস্তবায়ন শুরু হবে।

(১১) নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৩৬৬ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ৯ গ্রেডের ১০২ জন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তার নিয়োগ চূড়ান্ত করে ৬৪টি জেলা ও ৮টি মেট্রোপলিটন শহরে পদায়ন করে নতুন অফিস স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনগণের খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

(১২) করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে জাতীয় পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে চতুর্থ বারের মত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস, ২০২১' উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশব্যাপী স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক অনলাইন কুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চিত্র: 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস -২০২১' উদ্বোধন।

(১৩) খাদ্যের নিরাপদতা বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ৬০টি উপজেলায় একটি করে মোট ৬০টি ক্যারাভান রোড শো, উপজেলা,জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৩৮৮টি সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে সর্বমোট প্রায় ২০,০০০ অংশীজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ০৪টি গণবিজ্ঞপ্তি ৫৯টি দৈনিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ, বিটিআরসি'র সহযোগিতায় সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ০২টি বাল্ক এসএমএস প্রেরণ, অংশীজনদের সঙ্গে ৮টি সভা এবং বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি গোল-টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেইসঙ্গে দুই সেট পি এস এ ট্রিলজি, একটি নাটিকা এবং দুটি নতুন টিভিসি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং নবনির্মিত দুটি টিভিসি ও পূর্ববর্তী বছরের টিভিসিসমূহের সমন্বয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রায় ৯০০ মিনিট প্রচার করা হয়েছে।

(১৪) খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ১৮,৬০৮টি এবং প্রধান কার্যালয় হতে ১৬৮টি খাদ্য স্থাপনা (হোটেল/রেস্তোরাঁ, মিষ্টি ও কনফেকশনারি বেকারি) পরিদর্শন করা হয়েছে। মানভেদে ৬১টি হোটেল/রেস্তোরাঁকে গ্রেডিং (A^+, A, A^-, B এবং C) প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু করা হয়েছে।

(১৫) করোনা মহামারির মধ্যে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ইতোমধ্যে ৪০টি খাদ্যশিল্পে Safe Food Plan বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা শহরের ০৩টি মেগাশপের ০৫টি আউটলেটে টেম্পারেচার ডেটালগার (TDL) স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণাগারের কুল চেইনে তাপমাত্রা সার্বক্ষণিক মনিটর এবং অনলাইন মনিটরিং অ্যাপস 'নজর' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ০৬টি হোটেল-রেস্তোরাঁকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে।

(১৬) বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনায় নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অসংগতিজনিত কারণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৬২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৫৭টি মামলা দায়ের করে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়েছে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আওতাধীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১,৩৬৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার করে ২,৭১৩টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪২ হাজার ৫৭০ টাকা অর্থদণ্ড আদায় এবং ১৩১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

(১৭) জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি, ২০২০ প্রণয়নপূর্বক Plan of Action প্রণয়ন করা হয়েছে। 'জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা, ২০২০' হালনাগাদ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২)'র মনিটরিং রিপোর্ট, ২০২১ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। Food System Summit-২০২১-এর প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে ০৬টি সাব-ন্যাশনাল ডায়লগ এবং ০২টি ন্যাশনাল ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১৮) দেশের ভালনারেবল কমিউনিটির পুষ্টিমান উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান উন্নয়ন বিষয়ে ১৬টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, যা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

৯. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা 'সবার জন্য আবাসন, কেউ থাকবে না গৃহহীন' এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে সামনে রেখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

কোভিড-১৯ অভিঘাত মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন:

গণপূর্ত অধিদপ্তর:

- দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতাল পরিবর্তন-পরিবর্ধন পূর্বক ২৯টি polymerase chain reaction (PCR) ল্যাব স্থাপনের ভৌত সুবিধা তৈরি করা হয়েছে।
- ৫৭ টি হাসপাতাল মেরামত ও সংস্কার পূর্বক মোট ১,৫০০ এর অধিক শয্যার আইসোলেশন ইউনিটে রূপান্তর করা হয়েছে।
- ১৫ টি হাসপাতাল মেরামত ও সংস্কার পূর্বক মোট ১,০০০ এর অধিক শয্যার কোয়ারেন্টিন সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে।
- ২৫টি হাসপাতাল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পূর্বক মোট ৩,২০০ এর অধিক শয্যার করোনা ইউনিটে রূপান্তর করা হয়েছে।

- বিভিন্ন হাসপাতালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইসিইউ ও এইচডিইউ বেড স্থাপন, ভেনটিলেশন সিস্টেম স্থাপনে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কার্যাদি, ডায়ালাইসিস ব্যবস্থা, মেডিকেল গ্যাস সিস্টেম, কেবিনসমূহের সংস্কার এবং পর্যাপ্ত এয়ারকন্ডিশনার স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

- বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট ও ২টি সীপোর্টে ৭টি মেডিকেল ইউনিট (স্ক্রীনিং সুবিধাসহ মেডিকেল সেন্টার), দেশের ২৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে PCR ল্যাব স্থাপন, দেশের ৬২টি জেলা হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট ও ১০ শয্যার আইসিইউ স্থাপন, ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০ শয্যার আইসিইউ বা সিসিইউ স্থাপন, Infectious Disease Hospital সমূহের আইসিইউ বা সিসিইউ স্থাপন, ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ১০টি জেলা হাসপাতালে হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থা ইউনিট স্থাপন করা হবে।
- ADB-র অর্থায়নে COVID-19 Response Emergency Assistance Project-এর আওতায় দেশের ২০টি হাসপাতালে PCR ল্যাব স্থাপন এবং ১০টি হাসপাতালে ৫০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট এবং ১০ শয্যার আইসিইউ বা সিসিইউ স্থাপন করা হবে।
- জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজাতে অফিস রূপান্তরকরণ প্রকল্প এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

আবাসন:

- গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ২,৪৭৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে;
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে। ইতোমধ্যে ৩০০টি ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্র বস্তিবাসীদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে;
- রাজউক কর্তৃক গুলশানে ১টি ১০তলা ভবনে ২৭টি এপার্টমেন্ট, গুলশানে ১টি ৮তলা বিশিষ্ট ৩টি ডুপ্লেক্স এপার্টমেন্ট, হাতিরঝিলে ২টি ১৬তলা বিশিষ্ট ১১২টি এপার্টমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে;
- রাজউক কর্তৃক উত্তরা ১৮ নম্বর সেক্টরের এ ব্লকে ৭৯টি ১৬তলা বিশিষ্ট ৬,৬৬৬টি এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ করেছে;
- রাজউক কর্তৃক বর্তমানে ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমন্ডি এলাকায় ৯টি ভবনে ১৮১টি এপার্টমেণ্ট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় (রাউক) আওতায় রাজশাহী মহানগরীর বড় বনগ্রাম এলাকায় ১১০টি (আবাসিক:৯৭টি ও বাণিজ্যিক:১৩টি) প্লট উন্নয়ন, বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ এবং ২৯৪টি আবাসিক প্লট উন্নয়ন করা হয়েছে।

চিত্র: ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের জন্য ৩০০টি আবাসিক ফ্ল্যাট হস্তান্তর অনুষ্ঠান।

অফিস ভবন:

- গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২.৫ লক্ষ বর্গফুট অফিস স্পেস নির্মাণ করা হয়েছে।

পার্ক/জলাশয়:

- রাজউক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ১২.৫ একর পার্ক নির্মাণ ও ২১০ একর জলাশয় সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- রাজউক হাতিরঝিল প্রকল্পের আওতায় ৩১০ একর জমিতে Water retention Pond নির্মাণ করেছে;
- গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২.৫ কিলোমিটার লেক ড্রাইভ রোডসহ ৩.৮ কিলোমিটার লেক খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩.০০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে সহ ১ কিলোমিটার লেক খনন করা হয়েছে। পূর্বাচল ও উত্তরা ৩য় পর্ব এলাকায় প্রায় ৩০ কিলোমিটার লেক খনন সমাপ্ত হয়েছে;
- কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে ১০০ ফুট খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৩ কিলোমিটার লেক খনন কাজ চলমান রয়েছে;
- পর্যটন নগরী জেলা শহর কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর আওতায় শহরের অভ্যন্তরে লালদীঘি, গোল দীঘি ও বাজারঘাটা ৩টি পুকুর সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব সংযোজন:

- জাইকার সহযোগিতায় আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব ইটের বিকল্প ব্লক তৈরির জন্য 'Verification survery with the private sector for Disseminating Japanese Technologies for Non-fired Solidification Brick Manufacturing process' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে ২০২৫

সালের মধ্যে ইটের ব্যবহার শূন্যের কোঠায় হ্রাসের সরকারি নীতি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিবেশবান্ধব Autoclave Aerated Concrete Panel তৈরির জন্য Pilot plant তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সকল সংস্থার চলমান প্রকল্পসমূহে নিম্নোক্ত ৩টি বিষয় আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

- ❖ Sewage Treatment Plant (STP); সোলার প্যানেল; এবং রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং।

যানজট ও জলাবদ্ধতা নিরসন:

রাজউকের আওতায়:

- ❖ বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত প্রকল্পে প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তা, ১৮ কিলোমিটার ফুটপাত সহ ৪টি ব্রিজ, ৪টি ওভারপাস ও ২টি ইউটার্ণ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে;
- ❖ পূর্বাচল, উত্তরা ৩য় পর্ব ও ঝিলমিল এলাকার ৬০টি ব্রিজ সহ ৪৯৮কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত এলাকায় ২২টি ব্রিজ সহ প্রায় ১০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ চলমান রয়েছে;
- ❖ রাজউক কর্তৃক ৩.১ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- ❖ বর্তমানে কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয়পার্শ্বে ১০০ ফুট খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪ লেন বিশিষ্ট ১২.৩ কিলোমিটার রাস্তা সহ ০৫টি এ্যাটগ্রেড ইন্টারসেকশন, ১৩টি আর্চ ব্রিজ, ৬টি ব্রিজ প্রশস্তকরণ, ০৪টি আন্ডারপাস এর কাজ চলমান রয়েছে;
- ❖ মাদানী এভিনিউ প্রকল্পের আওতায় ৩টি ব্রিজ প্রশস্তকরণ, ০২টি নতুন ব্রিজ, ০২টি ওভারপাস সহ প্রায় ০৯ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ চলমান রয়েছে।

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ:

- ❖ রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের রুয়েটের পূর্ব-দক্ষিণ কর্নার হতে রাজশাহী মহানগরীর মেহেরচন্ডী, চকপাড়া ও খড়খড়িয়া অতিক্রম করে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত চার লেন বিশিষ্ট ৫.০০ কিলোমিটার চলমান; রাজশাহী কোর্ট চত্বর হতে কোর্ট বাজার এবং কোর্ট স্টেশন হয়ে রাজশাহী বাইপাস (লিলি হলের মোড়) পর্যন্ত চার লেন বিশিষ্ট ২.২৫ কিলোমিটার এবং রাজশাহী নগরীর ভদ্রা মোড় হতে ছোট বনগ্রাম, গৌরহাঙ্গা মোড় হতে রাজশাহী নিউ মার্কেট হয়ে সাহেব বাজার পর্যন্ত চার লেন বিশিষ্ট ১.২০ কিলোমিটার এবং বড়বনগ্রাম এলাকা হয়ে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত দুই লেন বিশিষ্ট ৪.১০ কিলোমিটার বিটুমিনাস কার্পেটিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ:

- ❖ চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৩৫টি খাল পরিষ্কার ও পুন:খনন কাজ চলমান। ২৪ টি খাল এর পাড়ে রিটেইনিং ওয়ালের কাজ চলমান। ৫৪টি ব্রিজ ও কালভার্টের কাজ চলমান। চট্টগ্রামের মুরাদপুর হতে লালখানবাজার পর্যন্ত ৬.২ কিলোমিটার ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং লালখানবাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫০ কিলোমিটার ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ১৫.২০ কিলোমিটার রিং রোড নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।
- ❖ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলা শহরের অভ্যন্তরে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ১০.২০ কিলোমিটার রোড নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন:

- রাজউকের আওতায় ২০১৬-২০৩৫ মেয়াদী ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্প জনিত কারণে ঢাকা শহরের ভবনসমূহের Vulnerability assessment-এর কাজ চলমান রয়েছে;
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪১)' প্রকল্পটি ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রামের মিরেরসরাই এর ৪৮২.৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত মাস্টার প্লান প্রণয়নের কাজ এবং দেশের ১৪টি উপজেলার মাস্টার প্লান প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ৩১৮.২৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার মাস্টারপ্ল্যান এবং পটুয়াখালী-বরগুনার মোট ৯টি উপজেলার ৩,৩২২.৭৭ বর্গকিলোমিটার এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা (মাস্টারপ্ল্যান) প্রণয়ন চলমান রয়েছে;
- পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ে 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭' প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুচ্ছেদ ৯.৯.১ অনুসারে পরিকল্পিত নগরায়ন এবং টেকসই অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসাবে গণপূর্ত অধিদপ্তর সরকারি ভবন/অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সুবিধা সম্প্রসারনে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ১,৫৩৬টি ফ্ল্যাট এবং প্রায় ১.৯৫ লক্ষ বর্গফুট অফিস স্পেস নির্মাণ করা হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ০৪টি স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া পদ্মা বহুমুখী সেতুর উভয় প্রান্তে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।
- ঢাকার পূর্বাচলে আধুনিক ও নান্দনিক স্থাপত্য শৈলীসম্পন্ন সুউচ্চ আইকনিক টাওয়ার নির্মাণ করা হবে।
- কৃষি জমির উপরিভাগের মাটির নির্মাণকাজে ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সম্প্রসারিত আবাসন ও অফিস স্পেস এর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
  - ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ৮,৮৩৫টি ফ্ল্যাট নির্মাণ;
  - ৬৪ জেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ;
  - প্রত্যেক জেলায় সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণ।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক, ২য় প্রেক্ষিত ও পরিকল্পনা/টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নে এবং ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পুরনো/ পরিত্যক্ত স্থাপনা অপসারণ করে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিটি জেলায় সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদারীপুর জেলায় সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মানিকগঞ্জ ও গোপালগঞ্জে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আবাসন সুবিধা ৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে আবাসন সুবিধা ২৭ শতাংশ এ উন্নীত হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত প্রকল্প সমূহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:
    - ঢাকার বেইলী ডাম্প অফিসার্স কোয়ার্টার এলাকায় ৪৮০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
    - ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১৩১টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প;
    - ঢাকাস্থ সোহবানবাগ সরকারি কর্মকর্তাদের বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ;
    - ঢাকার ইস্কাটনে সরকারি কর্মকর্তাদের বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ;
    - চট্টগ্রামের মনসুরাবাদস্থ গণপূর্ত সম্পদ উপবিভাগ সংলগ্ন এবং গণপূর্ত উপবিভাগ-৯ এর জায়গায় বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ;
    - ঢাকাস্থ বেইলী রোডে গুলফেশান, কাহফেশান এবং আসিয়ান এর তদস্থলে সুউচ্চ সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প;
    - ঢাকাস্থ শের-ই-বাংলা নগরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক প্রকল্প;
    - ঢাকাস্থ গ্রীনরোড/কলাবাগানে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ;
    - ঢাকাস্থ মিরপুর দারুস-সালাম রোড মিরপুর গণপূর্ত বিভাগের অফিস ক্যাম্পাসে গণপূর্ত সাভার সার্কেল এর অফিস ভবন নির্মাণ;
    - ৬৪ জেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ;
    - ঢাকাস্থ রমনায় ৭১ সার্কিট হাউজ, ৪৮ সার্কিট হাউজ ও রাজারবাগে সরকারি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ;
    - ঢাকাস্থ জিগাতলায় সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
    - কুমিল্লা জেলার বাগিচাঁগাও/চৌধুরীপাড়া সরকারি আবাসিক এলাকায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা অনুসারে ইতোমধ্যে প্রায় ১০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে নগর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ ও আধুনিক করেছে। পরিকল্পিত আবাসিক এলাকাটি শহরের আবাসন সমস্যা হ্রাসসহ একটি পরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় বসবাসের গুরুত্ব এবং উপকারিতা নগরবাসীর কাছে প্রচার করে পরিকল্পিত আবাসনের চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে টেকসই নগরায়নের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
- উন্নত বিশ্বের নির্মাণ প্রকৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অতি দ্রুত ভবন নির্মাণে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণকল্পে সুউচ্চ ভবন নির্মাণ অগ্রাধিকার দেওয়া; স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য নির্মাণ সামগ্রীর সর্বোত্তম ব্যবহার পূর্বক দেশীয় প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল দ্বারা নির্মাণ শিল্পকে যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়নের ধারায় পরিচালিত করা; পুরনো সরকারি ভবনগুলিকে প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী ভূমিকম্প সহনীয় ব্যবস্থা বা রেট্রোফিটিং এর আওতায় আনা এবং এ বিষয়ে আরো বেশী সংখ্যক প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া; জীবাশ্ম জ্বালানীর নূন্যতম ব্যবহার ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সকল সরকারি ভবন

পরিবেশ-বান্ধব, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও সবুজ প্রযুক্তিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার কার্যক্রম এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ❖ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্তমানে ৪টি মেগা প্রকল্প সহ সর্বমোট ১১টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখিত প্রকল্প সমূহের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে এবং প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হলে জনকল্যান সাধিত হবে। উক্ত প্রকল্পসমূহের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:
    - চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় বাঁধ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বন্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস থেকে চট্টগ্রাম শহর, বিমানবন্দর, ইপিজেডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ রক্ষাসহ রাস্তা নির্মাণ, শহরের যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্প্রসারিত হবে; একইসঙ্গে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় প্রস্তাবিত টানেলের সঙ্গে রাস্তার সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত হবে এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।
    - চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল সমূহ পরিকল্পিতভাবে পুনর্খনন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে নগরীর বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।
    - চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে প্রস্তাবিত কর্ণফুলী টানেলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি দক্ষিণ চট্টগ্রামের সঙ্গে বন্দরের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে।
    - কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসন করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এটি শহর রক্ষাকারী বাঁধ হিসাবে কাজ করবে।
    - এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন-এর বহিঃসীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণসহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে।
    - সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে শাহ আমানত ব্রিজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরের অপরিকল্পিত পরিবহন ব্যবস্থায় শৃংখলা আসবে ও বাকলিয়া এলাকা তথা ঐ অঞ্চলের পরিবেশ দূষণ হ্রাস এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।
    - প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪১) গ্রহণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ পরিকল্পিত নগরী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পিপিপি'র আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প:

- ❖ রাজউকের আওতায় উত্তরা ১৮ নম্বর সেক্টরের বি ও সি ব্লকে আরোও ১০০টি ১৬তলা বিশিষ্ট ৮,৪০০টি এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ ঝিলমিল এলাকায় ঝিলমিল রেসিডেন্সিয়াল পার্ক প্রকল্পের আওতায় আরও ১৩,৭২০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পূর্বাচল এলাকায় আরও ২০,০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।
- ❖ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় 'ঢাকার মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনে বহুতল বিশিষ্ট স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

১০. জন বিভাগ

(১) ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ মিলাদ মাহফিলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যোগদান করেন।

(২) ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বাংলাদেশ জুডিশিয়াল কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯ পেশ করা হয়।

(৩) ১৪-২৭ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত আরব আমিরাত (দুবাই) সফর করেন।

(৪) ৩০ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বঙ্গভবনে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অংশগ্রহণ করেন।

(৫) ৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে (একাদশ জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশন) মহামান্য রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা প্রদান করেন।

(৬) ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নবনিযুক্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি'র শপথ পাঠ করান।

(৭) ০৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউট্‌স এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির একটি ধারণকৃত ভিডিও বার্তা প্রদান করা হয়।

(৮) ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির ধারণকৃত একটি ভিডিও বার্তা প্রদান করা হয়।

(৯) ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ভাষণ প্রদান করেন।

(১০) ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট 'দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯' পেশ করা হয়।

(১১) ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার সিমুলেটর ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট এবং বরিশাল র‍্যাডার ইউনিটের অনুষ্ঠান বঙ্গভবন হতে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন।

(১২) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন,২০২০' পেশ করা হয়।

(১৩) ২ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

(১৪) ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Mr. Ibrahim Mohamed Solih-কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

(১৫) ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Mr. Ibrahim Mohamed Solih মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করেন।

(১৬) ২০ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে শ্রীলংকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Mahinda Rajapaksa মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

(১৭) ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Bidya Devi Bhandari-কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

(১৮) ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Dr. Lotay Tshering মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

(১৯) ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

(২০) ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.E. Mr. Narendra Modi মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

(২১) ২৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে চীনের মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী H.E. General Wei Fenghe মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

(২২) ৩ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট অধিবেশনে যোগদান করেন।

(২৩) ১৬ জুন ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে 2nd OIC Summit on Science and Technology অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

১১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২টি শাখা এবং ৮টি পদ (২টি সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, ২টি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২টি সাঁটমুদ্রাক্ষরিক, ২টি অফিস সহায়ক) সৃজন করা হয়েছে।

(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির (১০ গ্রেড, ১১ হতে ২০ গ্রেড) ০৫টি পারিবারিক পেনশন ও ০৬টি নরমাল পেনশন মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে।

(৩) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

(৪) সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের 'গ' ও 'ঘ' শ্রেণির ৫৮২টি নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।

(৫) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ৮০টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

(৬) করোনা প্রতিরোধে সচেতনামূলক কার্যক্রমসহ করোনা সেল গঠন এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭) ১৬ গ্রেড হতে ১০ গ্রেডের ১২ জন এবং ২০ গ্রেড হতে ১৬ গ্রেডে ৫ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৮) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের (যুগ্মসচিব হতে সহকারী সচিব পর্যন্ত) 'ডিপিসি নির্দেশিকা বিষয়ক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

(৯) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের (প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাসহ) 'সিটিজেনস চার্টার বিষয়ক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

(১০) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-তে সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব ও গ্রেড-১ কর্মকর্তাগণের জন্য 'Public Policy Challenges for the next twenty five years: Are we ready ?' শীর্ষক 3rd Policy Dialogue অনুষ্ঠিত হয়।

(১১) অনলাইন প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, ২০২১ প্রণয়ন: বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি সংক্রমণের বিষয় বিবেচনায় বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে অনলাইন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে অনলাইনে পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে 'অনলাইন প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, ২০২১' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অনলাইন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

(১২) আইন ও প্রশাসন কোর্স, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কোর্স, সার্ভে সেটেলমেণ্ট কোর্স, বিএমএ কোর্স, সরকারি ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রিফ্রেশার্স কোর্স, মর্ডান অফিস ম্যানেজমেণ্ট কোর্স, প্রফেশনাল ডেভেলপমেণ্ট কোর্সে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২১টি প্রশিক্ষণ কোর্সে সহকারী কমিশনার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব পর্যায়ের ১,২০৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স এ্যান্ড ম্যানেজমেণ্ট (বিআইজিএম) কর্তৃক আয়োজিত Policy Analysis প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩টি ব্যাচে মোট ৪৮ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে ৬টি ব্যাচে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে ১২২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) খণ্ডকালীন/কর্মকালীন বিভিন্ন কোর্সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের মোট ৩৫ জন কর্মকর্তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পূর্ণকালীন কোর্সে ৫ জন কর্মকর্তাকে প্রেষণ এবং ১ জন কর্মকর্তাকে শিক্ষা ছুটি প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৭ জনকে মাস্টার্স, ০৫ জনকে পিএইচডি, ০২ জনকে ডিপ্লোমা অর্থাৎ মোট ১৪ জন কর্মকর্তাকে জাপান, USA, UK, সাউথ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ড-এ উচ্চ শিক্ষার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট এক কোটি টাকার প্রশিক্ষণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) Annual Performance Appraisal Report (APAR) সংক্রান্ত রূপরেখা প্রণয়ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৭) প্রজাতন্ত্রের কর্মের সকল ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধির অব্যাহত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে সরকারি কর্মচারীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করে। ২০১৬ সালের ২৩ জুলাই প্রথমবারের মতো জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হয়। এর অনুবৃত্তিক্রমে ২০২১ সালের ২৭ জুলাই পঞ্চম বারের মতো জনপ্রশাসন পদক ২০২০ এবং ২০২১ প্রদান করা হয়েছে।

(১৮) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ হতে ২০ গ্রেডের ৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের বাস্তবায়িত ও চলমান উদ্ভাবন ধারণা নিয়ে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ একটি অনলাইন ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হয়। সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন ধারণা বিষয়ে দুটি কর্মশালা ও একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

(২০) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১-১০ গ্রেডভুক্ত একজন কর্মকর্তা, ১১-২০ গ্রেডভুক্ত একজন কর্মচারী এবং দপ্তর প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(২১) সকল মামলায় সরকার পক্ষের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত যথাসময়ে হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ সলিসিটর-এর নিকট দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের আর্জির উপর সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জবাব আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে দাখিল করা হয় এবং এটি ও এএটি মামলা হতে সৃষ্ট বাস্তবায়ন মামলার উপর বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ ও আদালতে দাখিল করা হয়।

(২২) আদালতের অধিযাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এসএফ প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ২১টি মামলার দফাওয়ারি জবাব মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সর্বমোট তিনটি মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে।

(২৩) ৩৮তম বিসিএস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ২,১৩৪ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২৪) ৪৩তম বিসিএস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ১,৮১৪টি পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে জনবলের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।

(২৫) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ০২টি, যুগ্মসচিব ০৬টি, উপসচিব ১৩টি, সিনিয়র সহকারী সচিব ২৬টি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ০১টি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ০১টিসহ মোট ৪৯টি পদ স্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।

(২৬) সিনিয়র সচিব/সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন ৪০ জন, গ্রেড-১ পদমর্যাদা সম্পন্ন ১০ জন, অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন ১০৭ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন ১১ জন এবং সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) ১৪ জন ও ৮৬ জন কর্মকর্তার পিআরএল মঞ্জুর করা হয়েছে।

(২৭) সিনিয়র সচিব পদে নিয়োগ ১৫ জন, সচিব পদে পদোন্নতি ৩৪ জন, সচিব পদে নিয়োগ/বদলি ২৪ জন, গ্রেড-১ পদে পদোন্নতি/নিয়োগ ১৮ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে নিয়োগ/বদলি ৩৩৯ জন, যুগ্মসচিব পদোন্নতি ৪১৪ জন, এবং উপসচিব পদে ৯২৩ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ/বদলি করা হয়েছে। সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদের কর্মকর্তাদের ২৮২ জন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে।

(২৮) ১-৬ গ্রেডে ৩৪৭ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি/নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(২৯) বিভাগীয় কমিশনার পদে ০৮ জন, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার পদে ১১ জন, জেলা প্রশাসক পদে ৩৮ জন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে ২৮৬ জন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে ২৭০ জন কর্মকর্তাকে/বদলি প্রদান।

(৩০) সুপারনিউমারারি ৪৩০টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা (সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী) ২২০ জন ও অন্যান্য ৮৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রেষণে নিয়োগ/বদলি করা হয়েছে।

(৩১) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৯ জন কর্মকর্তার অনুকূলে লিয়েন মঞ্জুর এবং ৯৯ জন কর্মকর্তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(৩২) বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতা প্রদান ৫৬২টি; জেলা পরিষদে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব/উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার)/জোনাল সেটেলমেণ্ট অফিসার/ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা/পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সংস্থায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ১৩ জন কর্মকর্তাকে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে।

(৩৩) ৩৫ ও ৩৬তম ব্যাচের ২১৫ জন কর্মকর্তাকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

(৩৪) এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধ করার জন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেলে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

(৩৫) সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে ৯৬ জন কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে।

(৩৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪০,৬৯৬টি পদ সৃজনে সম্মতি, ৭,৭৬৭টি পদ সংরক্ষণে সম্মতি, ৫,৫৯১ পদ স্থায়ীকরণে সম্মতি, এবং ৩২৬টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণ হয়েছে। ৯ গ্রেডের ২টি, ১০ গ্রেডের ২টি, ১১-১৯ গ্রেডের ৬৪৬টি এবং ২০ গ্রেডের ৯৪২টিসহ মোট ১,৫৯২টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

(৩৭) সকল (৪৯৩টি) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বেতন-ভাতাদি ও অফিস ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশোধিত বরাদ্দকৃত মোট ৫০৩,২১,৫৬,০০০ টাকা হতে প্রাথমিক বরাদ্দ বণ্টনসহ অতিরিক্ত অধিযাচনের ভিত্তিতে অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্রসহ প্রয়োজনীয় খাতে খাত ভিত্তিক অতিরিক্ত বরাদ্দসহ মোট ৪৫০,৪৮,১৪,৩০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(৩৮) বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সচিবালয়/অধিনস্থ/দপ্তর/মাঠপ্রশাসনের সকল (বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন) কার্যালয়ের বাজেট কোর্য়াটার ভিত্তিক বণ্টন ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব ibas^{++} এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩৯) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণদের সার্বক্ষণিক শারীরিক ও বাসভবনের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ১জন পিসি/এপিসি এবং ৯জন আনসারসহ মোট ১০ জন আনসার সদস্যদের বেতন ভাতা খাতে বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং এই বেতন ভাতা পরিশোধ সংক্রান্ত সকল সমস্যার দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করা হয়েছে।

(৪০) ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে রাজস্ব প্রাপ্তির (Non tax revenue) সংক্রান্ত ৩০২,৩১,৮৯,৮০১ টাকা আদায়ের হিসাব প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪১) সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় হতে নতুন ছকে নন ট্যাক্স রেভিনিউ (Non tax revenue) রাজস্ব প্রাপ্তির হিসাব প্রচলনের মাধ্যমে NTR আদায় ও তথ্য যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

(৪২) দাপ্তরিক প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাজেট হতে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে।

(৪৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে ৬টি এবং DPM পদ্ধতিতে ০২টি টেন্ডারসহ সর্বমোট ০৮টি টেন্ডার নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(৪৪) Web Based e-Store Management Software এর মাধ্যমে ই-স্টোর কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(৪৫) করোনা পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য-সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

(৪৬) সংশোধিত প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশের সকল জেলা ও বিভাগে কর্মরত সকল সরকারি কর্মচারীর মৃত্যু/অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদানের আবেদন কেন্দ্রীয়ভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা হতে নিষ্পত্তি করা হতো। ফলে অধিকসংখ্যক আবেদন প্রাপ্তির কারণে আবেদন নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসময়ের প্রয়োজন হতো বিধায় আবেদনকারীদের অনুদানের টাকা পেতে বেশী সময় লাগতো। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আবেদন নিষ্পত্তির টাইম, ভিজিট ও কস্ট কমানোর উদ্দেশ্যে কল্যাণ অনুদান প্রদান সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে অনুদান প্রদান কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। সংশোধিত নীতিমালা বর্তমানে কেবল রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রণালয়/বিভাগে কর্মরত

সরকারি কর্মচারীদের আবেদন কল্যাণ শাখা হতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ের সরকারি অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি অফিসে কর্মরত কর্মচারীদের আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি অফিসে কর্মরত কর্মচারীদের আবেদন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

(৪৭) এসএসবি'র বিবেচনার জন্য ইকোনমিক ক্যাডারের বিভিন্ন পদে ৩০ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ২৫৪ জন, যুগ্মসচিব পদের ৪৫১ জন, উপসচিব পদে ৬১০ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪৮) জেলা প্রশাসক পদে পদায়নের জন্য ৪১৯ জন কর্মকর্তার এসিআর, উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য ৫০৪ জন কর্মকর্তার এসিআর এবং চাকরি স্থায়ীকরণ করার জন্য ২৭৬ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়।

(৪৯) সিনিয়র স্কেল প্রদান করার জন্য ২৮২ জন কর্মকর্তার এসিআর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে ফিটলিস্ট প্রণয়ন করার জন্য ২৯৩জন কর্মকর্তার এসিআর, উপজেলা নিবার্হী অফিসার পদে ফিটলিস্ট প্রণয়ন করার জন্য ২২৮ জন কর্মকর্তার এসিআর, বৈদেশিক নিয়োগের জন্য ২৩০ জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। বিরূপ প্রক্রিয়াকরণ করা হয় ৪জন কমর্কতার। নন-ক্যাডার ১৮৯জন কর্মকর্তার এসিআরের প্রতিবেদন প্রদান করা হয়।

(৫০) বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সঙ্গে একীভূত করার কারণে সাবেক ইকোনমিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সকল এসিআর ডেটাবেজে এন্ট্রিসহ সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৫১) 'গভর্নমেণ্ট প্রিন্টিং প্রেস ও বাংলাদেশ নিরাপত্তা মুদ্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন, ই-জিপি'র মাধ্যমে যে সকল ক্রয় করা সম্ভব তার শতভাগ ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ, বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিসে ই-ইনভেণ্টরি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক 'গভর্নমেণ্ট প্রিন্টিং প্রেস এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক' প্রকল্পের আওতায় ২টি মাল্টি কালার অফসেট প্রিন্টিং মেশিন, ২টি অটোমেটিক পেপার কাটিং মেশিন এবং ৪টি বুক স্টিচিং মেশিন ক্রয়পূর্বক সরবরাহ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ, Ministry Budget Framework (MBF) প্রণয়ন, ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন, অর্থ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, অর্থ বিভাগের বাজেট কাঠামো, ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন, মাঠ প্রশাসনের (বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সার্কিট হাউস) বাজেট বণ্টন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ প্রণয়ন; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত ৭টি দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২২ স্বাক্ষর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৭টি দপ্তর সংস্থার অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির জন্য ত্রিপক্ষীয় সভা সম্পন্নকরণ, মাঠ প্রশাসনের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা সম্পন্নকরণ, পুঞ্জীভূত ১,৩২০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকল্পে ১,২৯০টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ এবং ২৫৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ৮টি বিভাগে ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির আহ্বায়ক মনোনয়ন, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপিত অডিট আপত্তির জবাব প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং পেনশন প্রদানের সুবিধার্থে কর্মকর্তাদের অনুকূলে অডিট আপত্তির না-দাবি সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

(৫৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৮টি আইন/বিধি/প্রবিধানমালা প্রমিতিকরণ করা হয়েছে। Statistics of Civil Officers and Staffs, 2020 প্রকাশিত হয়েছে। জনবলের তথ্য সংগ্রহ/সংকলন/প্রকাশের জন্য Census শীর্ষক সফট্ওয়্যার ডেভেলপমেণ্টের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৫৪) ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মোট ৩৯টি আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২৩টি আবেদনের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অন্যান্য আবেদনে চাহিত তথ্য Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট না হওয়ায়, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(চ) অনুযায়ী আইন/বিধিমালার ব্যাখ্যা 'তথ্য' নয় এবং আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের জন্য আবেদন করায় তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করা হয়েছে।

(৫৫) কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৬ জন কর্মকর্তাকে সম্পত্তি (জমি/প্লট/ফ্ল্যাট/গাড়ি) ক্রয়/বিক্রয়/নির্মাণ ও হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(৫৬) কোনো সরকারি কর্মচারী চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতা জনিত কারণে অবসর গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকার ২০১৩ সাল হতে এককালীন কল্যাণ অনুদান প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৩ সালে প্রণীত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ৫,০০,০০০ টাকা এবং অক্ষম কর্মচারীরকে ২,০০,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হতো। পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে উক্ত নীতিমালা সংশোধন করে ২০২০ সালের ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখের গেজেট প্রজ্ঞাপনমূলে 'বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত)' জারি করা হয়, যা ১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীর পরিবারকে এককালীন ৮,০০,০০০ টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীকে এককালীন ৪,০০,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

(৫৭) কল্যাণ অনুদান প্রদান কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার জন্য Financial Grant Management System সফট্ওয়্যার ব্যবহার চালু করা হয়েছে। বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ উক্ত সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে নিষ্পত্তি করে চেকের পরিবর্তে EFT-এর মাধ্যমে আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে সরাসরি অনুদানের অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের আবেদন ও উক্ত সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে সফট্ওয়্যার ডেভেলপমেণ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫৮) বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩২২,৪৪,২৭,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ২,২১২ জন উপকারভোগীর অনুকূলে ১৭০,৫৭,০০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৫৯) সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অক্ষম ও কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মকর্তা কর্মচারী মৃতুবরণ করলে তার পরিবারকে অনধিক ১৫ বছর এবং কর্মকর্তা কর্মচারী অবসর প্রাপ্তির পর ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুর তারিখ হতে ১০ বছরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা হারে ধারাবাহিকভাবে মাসিক কল্যাণ ভাতা প্রদান করা হয়। ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩৭,৯৭৯ জনকে ৫৪,৩২,১৬,১৬৯ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(৬০) ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বিশেষ সাহায্য [চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (অবসরপ্রাপ্ত অক্ষম ও মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের)] বাবদ ২২,৯৯,৬০,৫০০ টাকা, দেশে ও বিদেশে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা বাবদ ৩৯,০৩,৩৯,৫৪০ টাকা, যৌথবীমার এককালীন সাহায্য বাবদ ৫৩,৭০,৬৪,৬৪৫ টাকা, স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি বাবদ ৭,৯১,০২,৩০২ টাকা, সাধারণ চিকিৎসা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ ৭,৫৫,০০,০০০ টাকা, মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাবদ ২,১৮,০৪,১২৮ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(৬১) সেবাপ্রার্থীর নামে যৌথবীমার এককালীন অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন অনুদান এর মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাপ্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে EFT এর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

(৬২) বিসিএস প্রশাসন একাডেমির ২০২০-২১ অর্থবছরে বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে ১৯টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বমোট ৫৭৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি দীর্ঘমেয়াদি কোর্স এবং ১৩টি স্বল্পমেয়াদি কোর্স। ই-নথি কার্যক্রম শতভাগে উন্নীত হয়েছে। একাডেমির সার্ভারের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কাজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে। ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির ব্যান্ডউইথ প্রায় দ্বিগুণ (২০০ এমবিপিএস) করা হয়েছে। একাডেমির কার্যক্রমসমূহ ডিজিটাল প্লাটফর্মে বাস্তবায়নের জন্য ERP Software-এর মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একাডেমির ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে নতুন ভার্সনে পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্য বাতায়ন তথা ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

(৬৩) সরকারের অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি অনন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিয়াম ফাউন্ডেশন জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত বিসিএস বিভিন্ন ক্যাডারের ৩৯ জন কর্মকর্তা, বিসিএস (সাধারণ-শিক্ষা) ক্যাডারের ৩২ জন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ৪২১ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ৪৯২ জন কর্মকর্তা, কর্মচারীকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনসেবা নিশ্চিতে অবদান রাখতে পারবেন। এছাড়াও বিয়াম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আঞ্চলিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য পর্যটন নগরী কক্সবাজারে আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে বগুড়াতেও একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বগুড়া ও কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রেও ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে।

(৬৪) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭০৯টি শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। অকেজো ঘোষিত ৮৪টি গাড়ি নিলামে বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রয়লব্ধ ১,৬১,২৬,১৬৯ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। অকেজো ঘোষিত ০১টি জিএমভি এ্যানি লঞ্চ, ০৯টি স্পিডবোট ইঞ্জিন ও ০৪টি স্পিডবোট নিলামে বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রয়লব্ধ ২০,১২,৫০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। বিয়াম ফাউন্ডেশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, বগুড়াকে ২টি অকেজো গাড়ি বিনামূল্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানায় ৯৩৯টি গাড়ির মেজর এবং ৮৮৬টি গাড়ির মাইনর মেরামত করা হয়েছে। সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানার জমিতে সরকারি ও বেসরকারি ৭০০টি গাড়ির পার্কিং স্পেস, মোটর মেকানিক ট্রেনিং সেন্টার ও অফিস স্পেসসহ বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য প্রণীত নকশায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতি গ্রহণের পর ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে 'Education Thoughts of Bangabandhu: Analysis of the Quadret-e-Khuda Education Commission Report' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৬৬) সরকারি কর্মচারীদের করোনা চিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে রূপান্তর করে করোনা চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সন্দেহজনক করোনা রোগীদের নমুনা পরীক্ষার জন্য রিয়েল টাইম পিসিআর মেশিন ক্রয়পূর্বক স্থাপন করে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে এ হাসপাতালে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে। করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য ১০টি High Flow oxygen nasal cannula ক্রয় করা হয়েছে। রোগীদের জন্য সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ০১টি ভিভিআইপি ০১টি ভিআইপি কেবিনের জন্য আধুনিক বেডসহ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। বিভিন্ন কেবিন ও ওয়ার্ডের জন্য ৩৪টি 3 Function ও ০২টি 5 Function Electric Hospital Bed ক্রয় করা হয়েছে। Oxygen concentrator 10 Ltr/min ০২টি, Patient monitor 12// ৫টি ক্রয় করা হয়েছে।

(৬৭) সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের আউটডোরে ১০,১৪০ জন রোগীকে এবং অন্তর্বিভাগে ১,২৬১ জন করোনা পজিটিভ রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। ১২,৬০৯ জন করোনা পজিটিভ রোগীকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০,৬২৬ জন রোগীর করোনা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। হাসপাতালের ইমার্জেন্সী বিভাগে ৫,৯৪৮ জন রোগীকে

চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। ৩,১২৫ জন রোগীর ইসিজি, ৩,৭০৭ জন রোগীর এক্স-রে, ১,৮৬৩ জন রোগীর সিটি স্ক্যানসহ প্যাথলজি বিভাগে ৬,৬৭৩ জন রোগীর ৫৪,৯৫০টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

১২. জননিরাপত্তা বিভাগ

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে জনবান্ধব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদক নির্মূল সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড যথাযথ ও সুনির্দিষ্টভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে।

(১) জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ ও জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে জননিরাপত্তাজনিত ১৮টি আইন প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর এখতিয়ারাধীন তফসিলে ১০৭টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করায় মোবাইল কোর্ট-এর কার্যক্রম পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক The Police (Non-Gazetted Employees) Welfare Fund Ordinance, 1986, The Police Officers (Special Provisions) Ordinance, 1976, The Armed Police Battalions Ordinance, 1979, সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন এবং সকল মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য একটি একক আইনসহ বেশ কিছু আইন/বিধি/প্রবিধি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।

(৩) পুলিশ বাহিনীকে প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব হিসাবে সেবা প্রদানের জন্য 'জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯' চালু করা হয়েছে। এর ফলে মোবাইল ব্যবহার করে নির্যাতনের শিকার নারী, শিশুসহ সাধারণ জনগণ প্রয়োজন হলে নিকটস্থ থানায় না গিয়ে ঘটনাস্থল হতেই সহজে পুলিশের সহায়তা পাচ্ছে। টোল ফ্রি ৯৯৯ নির্যাতিত নারী ও শিশুদের জন্য পুলিশি সেবা অনেকাংশে সুগম করেছে। জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৯৯৯-এর মাধ্যমে ৬৬,৮৬,২৮৪টি কলের বিপরীতে ২৪২,০৪৭ জনকে এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশি সেবা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট কলগুলি ৯৯৯ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় সেবা প্রদান করা হয়নি।

চিত্র: মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জান খান, এম.পি এর সভাপতিত্বে 'জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯' সংক্রান্ত সভা।

(৪) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো সরকার-৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশের ১,০০০টি অফিসে স্থাপিত ভেরিফাইড প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) কানেক্টিভিটি উদ্বোধন করা হয়েছে। এর ফলে পুলিশের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন হয়েছে।

(৫) স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ১২ জন আসামীর মধ্যে সম্প্রতি ভারতে পলাতক ও আত্মগোপনে থাকা অন্যতম আসামী ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয়েছে। ৬ জন আসামীর মৃত্যুদণ্ডের রায় ইতঃপূর্বে কার্যকর করা হয়েছে। পলাতক ৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করা হয়েছে। ২০০৪ সালের একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় সাজা প্রাপ্তদের চূড়ান্ত বিচারের রায় যথাসময়ে কার্যকর করা হবে।

(৬) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা কর্তৃক এ পর্যন্ত ৭৮টি মামলায় ৩২৩ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে ৪১টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বিচারে ৯৬ জনের মধ্যে ৭০ জনের মৃত্যুদণ্ড, ২৫ জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং একজনের ২০ বছর সাজা কার্যকর করা হয়েছে। হোলি আর্টিসানে ভয়াবহ হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করায় সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জেএমবির ৭ সদস্যকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্র্যান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম মোকাবিলায় জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। সরকার নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমন বিষয়ে প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে উপকূলীয় নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি, চীনের বেইজিং মিউনিসিপ্যাল পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো'র সঙ্গে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বন্দী প্রত্যর্পন ও অপরাধ বিষয়ক চুক্তি উল্লেখযোগ্য।

(৮) জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং সুরক্ষা বিভাগের আওতাধীন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র হতে চাহিত চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন পৃথক একটি 'মেডিকেল ইউনিট' গঠনসহ এ ইউনিটের জন্য রাজস্ব খাতে ০৫টি স্থায়ী ক্যাডার এবং ১২টি নন-ক্যাডার অস্থায়ী পদ সৃজন করে 'মেডিকেল উইং' গঠন করা হয়েছে। এ বিভাগে জাতীয় বেতন স্কেলের ২০ গ্রেডে 'অফিস সহায়ক' এর ০৬টি এবং তৃতীয় শ্রেণির ১৫টি শূন্যপদে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১ জন বিভিন্ন পর্যায়ের তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৯) এ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৫টির ও বেশি প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১০) বাংলাদেশ পুলিশ:

- জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, চোরাচালান দমন ও মামলার তদন্ত কার্যক্রমসহ সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, জলদস্যু/বনদস্যু দমন, তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নাগরিকসেবা প্রদান এবং সাইবার ক্রাইম দমনে বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৭-২৭ মার্চ ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মালদ্বীপ ও নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, শ্রীলংকা, ভুটান ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন বিদেশি ভিভিআইপি ও সম্মানিত অতিথিদের বাংলাদেশ সফরকালে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রদানসহ আয়োজিত সকল ইভেন্টের যথাযথ নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।
- চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিদেশে পলাতক আসামীদের অবস্থান নিশ্চিতকরণসহ তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে INTERPOL-এর সদস্যদেশসমূহের সঙ্গে NCB -Dhaka, INTERPOL- এর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
- বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের ফায়ারিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাৎসরিক মাসকেট্রি অনুশীলনসহ পদমর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ফায়ারিং অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- নির্যাতিত নারীদের সহায়তার জন্য দেশের সকল জেলার পুলিশ সুপার, মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিটের অপরাধ বিভাগসমূহের উপপুলিশ কমিশনার-এর কার্যালয়ে মোট ৮৮টি নারী সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার নারীরা অভিযোগ জানাতে পারে। অপরাধের ধরন অনুযায়ী মামলা দায়ের, আইনগত পরামর্শ বা প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে নারী সহায়তা কেন্দ্রগুলো হতে মোট ৬৯,৮০৮ জন নারী সহায়তা এবং নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্কগুলোতে ১,৬৯,৯২৫ জন সেবা প্রত্যাশী বিভিন্ন প্রকার সেবা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে বয়স্ক (নারী ৩৪,১৭৬ জন, পুরুষ-৩১,১৭৯ জন), নারী ৮৩,৮৪৭ জন, শিশু (ছেলে-শিশু ৫,৮৮১ জন, কন্যা-শিশু ৯,৫০২ জন), প্রতিবন্ধী (নারী ২,১৪৬, পুরুষ ১,২৯৮, ছেলে ৮৮৪ এবং মেয়ে ১,০১২) জন।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের থানাগুলোতে মানব পাচারের অপরাধে ২,৯৩১ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৬৩১টি মামলা দায়ের হয়েছে এবং একই সময়ে ৫৭৬টি মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৪৫টি এসিড অপরাধ সংক্রান্ত মামলা দায়ের, ২৬টি মামলায় অভিযোগপত্রসহ ১২টি মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং ১৫টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলায় ১ জন ব্যক্তির যাবজ্জীবন মেয়াদে সাজা হয়েছে। সড়কে মহাসড়কে ফিটনেস ও বৈধ কাগজপত্রবিহীন যানবাহন চিহ্নিত করে নিয়মিত প্রসিকিউশন দাখিলের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭,৬১,৫৫,৬৬০ টাকার জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত মোট ২, ১৬,৯৩,৬২৬ টাকা মূল্যমানের চোরাচালানসামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।
- বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের সকল জেলা, রেলওয়ে, হাইওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও মেট্রোপলিটন ইউনিটে কমিউনিটি পুলিশিংয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং এর চলমান কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী মোট ৬০,৯৮১টি কমিটিতে ১১,১৭,০৮০ জন কমিউনিটি পুলিশিং-এর সদস্য কাজ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিউনিটি পুলিশিং-এর মাধ্যমে মোট ৬৯,২১২টি ওপেন হাউজ ডে/জনসংযোগ/সভা করা হয়েছে। জনগণ যাতে সহজে সঠিক সেবা পেতে পারে সেজন্য পুলিশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ যাবৎ ৬৬টি সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০২০-২১ অর্থবছরে কক্সবাজার জেলার সদর মডেল থানার অন্তর্ভুক্ত ঈদগাঁও তদন্ত কেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন ভাসানচর থানা, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানাকে বিভক্ত করে 'দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া' থানা, সাতক্ষীরা জেলায় আশাশুনি থানাধীন বুধহাটা' তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে অতিরিক্ত ডিআইজি'র

৬টি রিজার্ভ (ক্যাডার) পদসহ ৮৯টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। র‍্যাব-১৫ ব্যাটালিয়ন গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্জুরিকৃত ৬৭৭টি পদের বিপরীতে পুলিশের প্রাপ্য অংশ হিসাবে বিভিন্ন পদবীর মোট ৩০৬টি পদের কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ পুলিশের রাজস্ব খাত হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ইউনিটের অনুকূলে ১২টি কার, ৭টি মিনিবাস, ১১টি বাস, ৮টি এ্যাম্বুলেন্স, ২২৫টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১৯৯টি মোটরসাইকেল, ২৯টি ট্রাক এবং ২৪টি প্রিজনার্স ভ্যানসহ সর্বমোট ৫১৫টি যানবাহনসহ ১২টি এ্যাম্বুলেন্স, ১৬টি ঘোড়া, ১৫টি কুকুর ও ২টি ঘোড়া টানা গাড়ি, কেন্দ্রীয় পুলিশ ওয়ার্কশপ প্রকল্পের জন্য ৮৪টি যন্ত্রাংশ, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ৬টি জীপ, ৮টি ডাবল পিকআপ, ৫ পি এপিসি, ৪টি সিসিভ, ১টি ওয়াটার ক্যানন ও ৪টি এ্যাম্বুলেন্সসহ সর্বমোট ২৮টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।

(১১) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি):

- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর আধুনিকায়ন এবং ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসাবে এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিজিবি'র দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে এ বাহিনীতে স্থাপিত একটি এয়ার উইং-এর জন্য ক্রয়কৃত ২টি অত্যাধুনিক এমআই-১৭১ই হেলিকপ্টার উদ্বোধন করা হয়েছে। বিজিবি'র বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিজিবি'র ৩টি রিজিয়ন, ৪টি সেক্টর, ১৬টি ব্যাটালিয়ন ও আরবিজি কোম্পানিতে Capacity Max স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে অতি সহজে ও নিরাপদভাবে গ্রুপ কল, প্রাইভেট কল, অল কল, ডিসপাস কল, রোমিং, টেক্সট, ম্যাসেজ সেন্ড, রিমোট মনিটরিং, লোকেশন ট্র্যাকিং, ভয়েস রেকর্ডিং করাসহ একযোগে ২৫০টি সাইট ও প্রত্যেক সাইটে ৩,০০০ সেট সংযোগপূর্বক নিরাপদ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। বিওপি'র বিভিন্ন ইউনিটে ১টি ১০০ ফুট লেটিস মাস্ট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। বিজিবি'র বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এ্যানালগ রেডিও এর পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল রেডিও নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হচ্ছে। যশোর রিজিয়নে বিজিবি'র ডিজাস্টার রিকোভারি সাইট তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বিজিবি'র এয়ার উইং-এর নতুন সংযোজিত হেলিকপ্টারের উদ্বোধন।

- দেশের জনগণকে সীমান্ত সুরক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে 'রিপোর্ট টু বিজিবি' শীর্ষক একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণ সীমান্ত সংক্রান্ত যে কোন ঘটনা সম্পর্কে বিজিবি'কে অবহিত করতে পারে। বিজিবি সদর দপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯৬টি লোকেশনে কানেক্ট করে ভিডিও কনফারেন্স করার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ৬৩টি হেডকোয়ার্টার/ব্যাটালিয়নে (৫৪টি লোকেশনে) ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিজিবি'র বিভিন্ন পর্যায়ে কমান্ডারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে।

(১২) বাংলাদেশ কোস্টগার্ড:

- বাংলাদেশ কোস্টগার্ড-এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মতো সক্ষম সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণের অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪০ জন কর্মকর্তা, নাবিক এবং বেসামরিক কর্মচারীদের বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদের বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতাপূর্ণ/সেবামূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক প্রদান করেন।

- মায়ানমারের বর্ডার গার্ড, পুলিশ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে এবং উক্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩০ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হয় এবং আটককৃতদের ভাসানচর আবাসন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড হতে প্রত্যাগত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ প্রতিহত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ১৭ এপ্রিল ২০২০ হতে যৌথ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস-এর দুর্যোগকালীন ৭৪৩ জনকে আশ্রয় প্রদানসহ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে চিকিৎসা সহায়তা ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫১টি দেশি/বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬৯ রাউন্ড তাজা গোলাবারুদ, ৭ রাউন্ড ব্ল্যাংক কার্টিজ, ৫৫টি রামদা/কুড়াল/চাপাতিসহ ৩০,০০০ টাকা মূল্যের রাসায়নিক সার আটক/উদ্ধার, ১৫৪৫,৪৪,০২,২৯৭ টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকার অবৈধ জাল বিনষ্ট ও ১,৪৪৬ জন জেলেকে আটক, ২৩৩,৫৭,১৯,১২০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র আটক করা হয়েছে। সুন্দরবন ও বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮ জন অপহৃত জেলে/বাওয়ালি, বিভিন্ন দুর্ঘটনা কবলিত ৫৫৭ জন যাত্রী/ক্রু, ৩৫টি মৃতদেহ ও ১১টি বোট উদ্ধার করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোস্ট গার্ডের ২টি অফসোর প্যাট্রোল ভেসেল, ৫টি ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল, ২টি ফাস্প প্যাট্রোল বোট ও বিসিজি বেস, ভোলা'র কমিশনিং, ১০,০২,৮৬,৩১৯ টাকা ব্যয়ে বিসিজি স্টেশন, বরিশালের অধিগ্রহণকৃত ৫ একর জমির বাউন্ডারি ওয়াল স্থাপন, কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর ভবনের ২য় তলার করিডোর, লিফট, সিড়ি ও লবিতে মার্বেল প্রতিস্থাপন এবং তৎসংলগ্ন অফিস কক্ষসমূহের সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ, সদর দপ্তর ভবনের বৈদ্যুতিক লাইন পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়ন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যদের চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সদর দপ্তর সিকবে আধুনিকীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কোস্ট গার্ডে ৫৫ জন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণি বেসামরিক জনবল সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্য হতে ৪ জন তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেডে (তৃতীয় শ্রেণি) পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(১৩) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী:

- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মতো সক্ষম সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪১তম জাতীয় সমাবেশ আনসার ভিডিপি একাডেমি সফিপুর, গাজীপুরে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল আনসার ব্যাটালিয়নে নতুন কম্ব্যাট পোষাক প্রচলন করা হয়েছে। সকল ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের জন্য ৩ সেট নতুন কম্ব্যাট পোষাকসহ ট্র্যাকস্যুট, কেডস্ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। অস্বচ্ছল ভিডিপি সদস্য পরিবারকে গৃহ নির্মাণ সহায়তার অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ০৯টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ০৯টি দুই তলা বিশিষ্ট উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিস ভবন নির্মাণকাজ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের আবাসনের জন্য ০৪টি ব্যারাকের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মানিকগঞ্জ জেলায় রেস্টহাউজ নির্মাণ, দিনাজপুর রেস্টহাউজের আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এ বাহিনীতে বছরব্যাপী পরিচালিত মৌলিক প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক, কারিগরি প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ১১৪টি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৭৮,৯৭৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে।

- জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে অন্যান্য বাহিনীর সহযোগী হিসাবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দায়িত্ব পালন করেছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, করোনা হাসপাতাল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা প্রদান, দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ বিতরণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিসের সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করেছে। বিভিন্ন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ মোবাইল কোর্ট/ভেজাল বিরোধী ৪,৫৭০টি অভিযান চালিয়ে ৪১,৯৩,৯৬,০৩০ টাকা জরিমানা আদায়ে এনফোর্সমেণ্ট ফোর্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে। করোনার দ্বিতীয় ওয়েভ প্রতিরোধে বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জেলায় স্থাপিত কোয়ারেণ্টিন সেণ্টারের নিরাপত্তায় পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে।

(১৪) তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল:

- ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামসসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত, জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের এবং বর্ণিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাসমূহের বিচারকালে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করাসহ বিচারিক কার্যক্রমে যাবতীয় সহযোগিতা করা তদন্ত সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ।

- সংস্থাটি ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৭৮টি মামলায় ৩৫৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ৪৩টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৬৯ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ, ২৮ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ ও ৬ জনের প্রত্যেকে ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলায় ২১৩ জনের বিরুদ্ধে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে এবং ২৭টি মামলায় ৩৯ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশের বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মোট ৬৯৪টি মামলা/অভিযোগ (৩,৮৩৯ জনের বিরুদ্ধে) তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

- তদন্ত সংস্থা জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত একটি মামলায় ৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন করেছে যা মাননীয় আদালতে বিচারাধীন আছে।

(১৫) ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি):

- জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন ন্যাশনাল টেলিকমিউকেশন মনিটরিং সেন্টারে দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনসম্মত নজরদারি সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Open Source Intelligence Technology (OSINT) এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজিত হয়েছে। একটি ভেহিক্যাল মাউন্টেড মোবাইল ইন্টারসেপশন ক্রয়ের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ চলমান রয়েছে। সংস্থাটির Storage System: Expansion of Data Center Infrastructure and related services-এর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। একটি 'Integrated Lawful Interception Procurement of Integrated Lawful Interception (LI) System –Social Media Monitoring System (OSINT) and Related Services' এবং ১টি ভেহিক্যাল মাউন্টেড মোবাইল ইন্টারসেপ্টরের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। 'Nation Comes First' বা 'সবার আগে দেশ' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এনটিএমসি দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

১৩. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সঙ্গে জ্বালানি তেলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদার সিংহভাগ বিভিন্ন দেশের ৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান থেকে জিটুজি ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে চাহিদা পূরণ করে আসছে। সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সৌদি আরামকো থেকে এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এডনক, আবুধাবী থেকে মারবান ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) এ প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনপূর্বক বিপিসি'র আওতাধীন তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে সারা দেশে বাজারজাত করা হয়।

(২) দেশে স্থাপিত সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) সরকারের নির্দেশানুযায়ী ২০১১ সাল থেকে ফার্নেস অয়েল আমদানিপূর্বক সরবরাহ করছে।

(৩) দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক ৩৫,৪৮,৫৯৩ মেট্রিক টন ডিজেল, ২,৩৬,০০০ মেট্রিক টন জেট-এ-১, ২,৮৫,৯১৪ মেট্রিক টন অকটেন, ২২,৮৬৮ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল, ৩০,০৪১ মেট্রিক টন মেরিন ফুয়েল এবং ১৩,৩৫,২৮৭ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম হতে ৬৩,৫৯৩ মেট্রিক টন মোগ্যাস (অকটেন), পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারি লিমিটেড, মংলা হতে ৩০,৫৫১ মেট্রিক টন মোগ্যাস (অকটেন) এবং এ্যাকোয়া রিফাইনারি লিঃ, নরসিংদী হতে ১১,১৬৩ মেট্রিক টন মোগ্যাস (অকটেন) গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত তিনটি প্রতিষ্ঠান হতে যথাক্রমে ২৭,৮৩৯ মেট্রিক টন ৪,২০৬ মেট্রিক টন ও ৩৫,২৬৯ মেট্রিক টনন এমএস (পেট্রোল) গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য অর্থবছরে ১৮,৭৯৫ মেট্রিক টন ন্যাফথা বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

(৪) ২০২০-২১ অর্থবছরে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এর পরিচালনায় Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে স্থাপিত মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল (MLNG) হতে ৯২,২১১.১০ MMCF (২,৬১১.১৩ MMCM) আরএলএনজি এবং Summit LNG Terminal Company (Pvt.) Limited কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে স্থাপিত সামিট এলএনজি টার্মিনাল (Summit LNG) হতে ১২৩,৮৮৭.৯০ MMCF (৩,৫০৮.১১ MMCM) আরএলএনজি সর্বমোট ২১৬,০৯৯ MMCF (৬,১১৯.২৪ MMCM) আরএলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ৫৯২.১০ MMCF আরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে।

(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. (Ltd)(3) (Qatar Gas) হতে ৪০টি কার্গোর মাধ্যমে ১২৭.৩৮ Million MMBTU এলএনজি আমদানি করা হয়। একই সময়ে OQ Trading Limited (OQT) হতে ২১টি কার্গোর মাধ্যমে ৬৭.৬৯ Million MMBTU এলএনজি আমদানি করা হয়। স্পট মার্কেট হতে মোট ১১টি কার্গোর মাধ্যমে ৩৬.৩৬ Million MMBTU এলএনজি আমদানি করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৭২টি কার্গোর মাধ্যমে ২৩১.৪৩ Million MMBTU এলএনজি আমদানি করা হয়। ২০২৪ সাল নাগাদ কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে একটি ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন Land Based LNG Terminal স্থাপনের জন্য Express of Interest (EoI) আহ্বান করা হয়েছে। টার্মিনাল ডেভলপার শর্টলিস্টিংয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Liquefied Natural Gas (LNG) টার্মিনাল স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

(৬) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) কর্তৃক কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৪৯,৭৯৮.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রশিদপুরে পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (CRU) স্থাপন প্রকল্পের (দ্বিতীয় সংশোধিত) কার্যক্রম মার্চ ২০১২ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্লান্টের টেস্ট রান ২ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে প্লান্টের উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আছে।

(৭) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর সিলেট-৯ নম্বর কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন প্রকল্প (প্রথম সংশোধিত): জিডিএফ অর্থায়নে মোট ১৭,১২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কূপ খনন কাজ ২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত কূপের মাধ্যমে দৈনিক পাঁচ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সিলেট-৯ উন্নয়ন কূপ খনন শুরু করে খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এ কূপ হতে প্রায় ১২-১৫ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৮) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) কর্তৃক তিতাস-৭ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ দ্বিতীয় দফায় ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে শুরু করে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে এ কূপ হতে প্রায় ১৫ এমএমএসসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৯) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোঃ লিঃ (বাপেক্স) কর্তৃক ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে ১০ এমএমসিএফডি গ্যাস সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হয়েছে এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপের পূর্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১০) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর নিজস্ব জনবল ও রিগ দ্বারা শাহবাজপুর-৩ ওয়ার্কওভার কূপ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সফলভাবে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কূপটি গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রমের উপযোগী অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে এ কূপ হতে প্রায় ২০-২৫ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

(১১) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক জাইকা-এর ঋণ সহায়তায় ৩০ ইঞ্চি ব্যাস ৬৬ কিলোমিটার ধনুয়া-এলেঙ্গা-নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণকাজ এ পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার পাইলাইন লেয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে। একটি মিটারিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। শীঘ্র পাইপলাইন কমিশনিং সম্পন্ন করা হবে।

(১২) বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ভূগর্ভের ২,৩১০ মিটার রোডওয়ে উন্নয়ন অর্জিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ বেশি।

(১৩) বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য খনি এলাকায় ৪১ কক্ষ বিশিষ্ট কোয়ারেন্টিন সেন্টার নির্মাণসহ কোয়ারেন্টিন পরবর্তী শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ইতোমধ্যে কনসোর্টিয়ামের অধীনে নিয়োজিত (নিবন্ধনকৃত) ৮২৯ জন স্থানীয় শ্রমিকের কোভিড-১৯-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ টিকা গ্রহণ সম্পন্ন করেছে এবং ২৭৭ জন চীনা জনবলের মধ্যে ২৪৫ জন প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ ও ১৮ জন প্রথম ডোজ টিকা গ্রহণ করেছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ১৩০৭ ফেজ হতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রায় ৪ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টন উত্তোলিত হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ বিভিন্ন রোডওয়ে উন্নয়ন থেকেও প্রায় ২৪ হাজার মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৪,৫০০ মেট্রিক টন হারে কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে, যা বিসিএমসিএল-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

(১৪) বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০৯৭ বর্গ কিলোমিটার ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৩২৭ বর্গ কিলোমিটার অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় মানচিত্রায়ন এবং ৩০ লাইন কিলোমিটার সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট ইউনিয়নে ভূপৃষ্ঠের ৪২৬-৫৪৮ মিটার গভীরে প্রায় ৫০ মিটার পুরুত্বের লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ চৌম্বক শিলার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আনুমানিক ৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে লৌহ আকরিকের সম্ভাব্য মজুদ প্রায় ১,২৫০ মিটার টন পাওয়া গেছে।

(১৫) নেত্রকোনা জেলার অন্তর্গত দূর্গাপুর উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশ বান্দরবান জেলার অন্তর্ভুক্ত রুমা উপজেলার পরিবেশ ভূতত্ত্ব নিরুপণ এবং ভূমিধ্বস জোনিং মানচিত্রায়ন কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ এবং রাঙ্গামাটি জেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়নের বহিরংগন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১৬) বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহারের সতর্কতা গণসচেতনতা তৈরির জন্য পিভিসি বিজ্ঞাপন তৈরি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে, এলপিজি সিলিন্ডার নিরাপদ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলিং-এ প্রচার করা হয়েছে, ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ বিভিন্ন নিম্ন আয়ের এলাকায় লিফলেট, পোস্টার, হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হয়েছে এবং সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার্থে আমদানি সংক্রান্ত জরুরি সেবা অনলাইনে শুরু করা হয়েছে।

(১৭) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৮৩৪ জন ও তিনটি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ৯৩ জনসহ মোট ৯২৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৮) ২০২০-২১ অর্থবছরে হবিগঞ্জ জেলায় ৫টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং এভার লাস্ট মিরারেলস-এর অনুকূলে খনিজ বালু অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) ২৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR)-এর ১৯তম Executive Committee Meeting এবং ২৬তম Steering Committee Meeting, Microsoft Teams (Online)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

(২০) ৭, ৯ এবং ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), USAID কর্তৃক আয়োজিত 'Public Communications and Stakeholder Engagement' শীর্ষক ওয়েবিনারে কমিশনের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

(২১) ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক ভার্চুয়ালি ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি'র মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ ঘোষণা করা হয় এবং ৩০ জুন ২০২১ তারিখে জুন ২০২১ মাসের সৌদি সিপি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জুলাই ২০২১ মাসের জন্য ভোক্তা পর্যায়ে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-এর মূল্যহার সংক্রান্ত আদেশ ঘোষণা করা হয়।

(২২) Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2021 এবং Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement (Cancel) Regulation, 2021 সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

(২৩) হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক গ্যাস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদনের মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০২০-এপ্রিল ২০২১), গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ ও কনজাম্পশন শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৯-২০), Energy Scenario of Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদন (২০১৯-২০), বাংলাদেশের শিল্প খাতে ইক্যুইপমেণ্ট ভিত্তিক প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও ব্যবহার নিরূপণ ও বিশ্লেষণ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালার সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে।

১৪. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত বিশেষ উদ্যোগ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর সুদক্ষ দিকনির্দেশনায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এ লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:-

(১) সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দেশের মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৭.৫৩ কোটি এবং ইণ্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.৭৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশের টেলিডেনসিটি ১০৩.০১ শতাংশ এবং ইণ্টারনেট ডেনসিটি ৬৮.৪১ শতাংশ। দেশের 4G গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৫.৭৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশে 5G সেবা চালুর জন্য ২.৬ গিগাহার্জ ও ৩.৫ গিগাহার্জ ব্যান্ড দুটি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং 2G, 3G, 4G/LTE ও 5G'র জন্য Unified Licensing গাইডলাইন তৈরির কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(২) মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় বিপুল ব্যয়ের পাশাপাশি টাওয়ারের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা, ভূমি ও বিদ্যুতের সংকট ছাড়াও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাবসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনায় ৪টি টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে Vehicle Tracking Services, Internet Protocol Telephony Service Provider, Internet Service Provider-Category C এবং Call Center Registration Certificate-এর মোট ২০টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

(৩) সাইবার এবং ইণ্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ প্রতিহত করা অর্থাৎ তথ্য উপাত্তে অনধিকার প্রবেশ (Data Intrusion), পরিচয় চুরি (Identity Theft), Malware Infection, ইণ্টারনেটের মাধ্যমে মানুষকে উত্ত্যক্তকরণ এবং সাইবার অপরাধ রোধে বিটিআরসি'তে Bangladesh Computer Security Incident Resource Team (BD-CSIRT) গঠন করা হয়েছে- যার মাধ্যমে ইণ্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ দমন করা সম্ভব হচ্ছে।

(৪) বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম রেজিস্ট্রেশনের ফলে মোবাইল ফোন দ্বারা সংগঠিত অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ভিওআইপি (VOIP) প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবৈধ ব্যবসা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

(৫) মোবাইল ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে ই-ব্যাংকিং চালুসহ আন্তর্জাতিক রিচার্জ, ই-টিকেটিং, ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স, ইউটিলিটি বিল পেমেণ্ট, মোবাইল-ব্যাংকিং ইত্যাদি নাগরিক সেবা চালু করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ সেবা খাতে অপারেটরদের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত রেগুলেশন জারি করা হয়েছে।

(৬) বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এবং দেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অবৈধভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেটের অনুপ্রবেশ রোধ, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, জাতীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়াবলি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে জাতীয় পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় National Equipment Identity

Register (NEIR) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে NEIR কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত সিস্টেম সম্পূর্ণরূপে চালু হলে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সকল মোবাইল হ্যান্ডসেট-এর রেজিস্ট্রেশন এবং আবশ্যিকভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেটসমূহের নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকবে। সিস্টেমে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোবাইল হ্যান্ডসেটসমূহের মালিকানা কিংবা প্রকৃত ব্যবহারকারী চিহ্নিতকরণ সম্ভব হবে যার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রম অনেকাংশে কমে যাবে। বৈধপথ ছাড়া বিকল্প উপায়ে হ্যান্ডসেট আমদানি হ্রাস পাবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

(৭) বিটিআরসি কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,৭৮৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮০৩.২৯ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

(৮) বিটিআরসি 'Central Biometric Verification Monitoring Platform (CBVMP)' শীর্ষক প্রকল্প World Summit on Information Society (WSIS)-এর WSIS Prizes 2021 প্রতিযোগিতায়, Action Line C5 ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়। মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, জনাব মোস্তাফা জব্বার ১৮ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন।

(৯) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ই-এডুকেশন, Direct To Home (DTH), Very Small Aperture Terminal (VSAT) প্রভৃতি সেবা প্রদান, স্যাটেলাইটের বিভিন্ন সেবার লাইসেন্স ফি ও স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্যাটেলাইট টেকনোলজি ও সেবার প্রসারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে।

(১০) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সুবিধা ব্যবহার করে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিংসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালে সার্বক্ষণিক আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধার আওতায় আনার জন্য 'স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যা দুর্গম ও প্রত্যন্ত দ্বীপ অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

(১১) সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত স্যাটেলাইটের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

(১২) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সুবিধা ব্যবহার করে Very Small Aperture Terminal (VSAT) প্রযুক্তির মাধ্যমে সারাদেশে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাপর ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং নোয়াখালীর ভাসানচর থানা ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

(১৩) বর্তমানে টেলিটক-এর গ্রাহক সংখ্যা ৫৯.৮০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৫০টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে টেলিটকের মোট টাওয়ার সংখ্যা ৫,৪৩২টি। দেশের জনসংখ্যার ৭৯ শতাংশ এবং ভৌগোলিক এলাকার ৭২ শতাংশ টেলিটকের কভারেজভুক্ত।

(১৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেলিটকের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে টোল ফ্রি ১০৯০ নাম্বারের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন আবহাওয়া বার্তা প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার মাধ্যমে উপকূলবর্তী এলাকার জনগণসহ সমগ্র দেশের জনগণ দুর্যোগের আগাম বার্তা জানতে পারছে এবং নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছে, ফলে ক্ষয়ক্ষতি কমে আসছে। শুধু টেলিটক নয়, অন্যান্য অপারেটরের গ্রাহকরাও টোল ফ্রি নাম্বার ১০৯০-এ ডায়াল করে যে কোনো সময় সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা, নদী বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেত, ঘূর্ণিঝড়ের বিশেষ বার্তা এবং বন্যার বার্তাসহ দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে পারছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ।

(১৫) টেলিটকের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৩ কোটি ৬১ লক্ষ পল্লী বিদ্যুৎ গ্রাহক এ সেবা গ্রহণ করেছেন।

(১৬) এসএসসি ও এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ডেটাবেজ আর্কাইভিং-এর জন্য টেলিটকের সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহের স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় এসএসসি/দাখিল/টেকনিক্যাল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষার ফলাফল টেলিটক সার্ভারে সংরক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে টেলিটকের এ সেবার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৈদেশিক মিশনসমূহ ও বিভিন্ন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান অনলাইনেই ফলাফল যাচাই করতে পারছে। টেলিটকের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি-আবেদন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরাসরি অনলাইনে আবেদন দাখিল, ফি প্রদান, এ্যাডমিট কার্ড, এটেনডেন্স সিট ও রেজাল্ট প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবিধা পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৫১ লক্ষের অধিক। সরকারি চাকরিতে অনলাইন আবেদন, ফি প্রদান, এ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষের অধিক।

(১৭) গ্রাহক পর্যায়ে টেলিচার্জ ও পল্লীবিদ্যুৎ-এর সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে রিটেইলার Apps (Telepay) এবং গ্রাহক Apps (Myteletalk) চালু করা হয়েছে।

(১৮) বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ সক্ষমতার পরিমাণ ২,৯০০ জিবিপিএস এবং সাবমেরিনের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার ১,৫৬৪ জিবিপিএস এ উন্নীত হয়েছে। দেশের ব্যান্ডউইথ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে South East Asia-Middle East-Western Europe-4 (SEA-ME-WE-4)-এর পাশাপাশি SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামে বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে SEA-ME-WE-6 সাবমেরিন ক্যাবল কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ বিষয়ে একটি প্রকল্প ১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ বাংলাদেশ তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হতে পারবে।

(১৯) Cyber Space এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক Cyber ক্রাইম পর্যবেক্ষণ ও অপরাধ প্রতিহতসহ সকল প্রকার তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'Cyber Threat Detection and Response' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।-এর ফলে সরকারি নীতি অনুসারে আইন প্রয়োগকারী ও অন্যান্য আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো বিষয়বস্তু ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর জন্য পাওয়ার অযোগ্য রাখা বা আড়াল করা এবং ওয়েবসাইট অপব্যবহারকারীর প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এ কাজের অংশ হিসাবে প্রায় ২১,০০০ পর্ণসাইট ও ২,৫০০ গ্যাম্বলিং সাইট বন্ধ করা হয়েছে।

(২০) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের আওতায় 'সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন অঞ্চলের ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রর ১,৯৭৮টি শ্রেণিকক্ষে ল্যাপটপ, ডিজিটাল ডিসপ্লেসহ আধুনিক শিক্ষার উপযোগী ডিজিটাল ক্লাশরুম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

(২১) বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৭২টি উপজেলা এবং ১,২১৬টি ইউনিয়নে বিটিসিএল-এর ৩০,১০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রয়েছে। যার মাধ্যমে দেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। উচ্চমানের ব্রডব্যান্ড এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য 'Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity', 'Switching and Transmission Network Development for Strengthening Digital Connectivity' এবং 'Installation of Telecommunications Network at Mirsharai Economic Zone in Chittagong' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়াও, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের আওতায় 'হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে।

(২২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যাবলি/মিটিং ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বদা বিটিসিএল-এর বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হচ্ছে।

(২৩) তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ডট বিডি ও ডট বাংলা ডোমেইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাভাষায় বাংলাদেশি ডোমেইন ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৩,০৮৭টি ডট বিডি এবং ৬৩১টি ডট বাংলা ডোমেইন সচল রয়েছে।

(২৪) বর্তমানে দেশে বিটিসিএল-এর টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪.৮৪ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। বিটিসিএল টেলিফোন কলচার্জ বর্তমানে অত্যন্ত সাশ্রয়ী এবং সাধারণ গ্রাহক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সকল অপারেটর (মোবাইল/গেটওয়ে) পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট-এর চার্জও অত্যন্ত সুলভ করা হয়েছে।

(২৫) বিটিসিএল-এর উদ্ভাবনী কমিউনিকেশন অ্যাপ 'আলাপ' চালু করা হয়েছে। গ্রাহক খুব সহজেই ঘরে বসে অ্যাপে সংযোগ নিতে পারেন। অ্যাপ টু অ্যাপ কল ফ্রি এবং অনলাইন রিচার্জ-এর মাধ্যমে অ্যাপ থেকে সুলভমূল্যে মোবাইল ও অন্যান্য ফোনে কথা বলা যাচ্ছে।

(২৬) বিটিসিএল-এর সেবা অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। 'টেলিসেবা' মোবাইল টেলিফোন অ্যাপ-এর মাধ্যমে সহজে অভিযোগ গ্রহণ এবং টেলিফোন ও ইন্টারনেট নতুন সংযোগের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও Website, E-mail, কলসেন্টার (১৬৪০২) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Facebook)-এ গ্রাহকগণ যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ, সার্ভিস গ্রহণ, স্বল্পতম সময়ে সংযোগ/ত্রুটি প্রতিকার করতে পারছেন। বিটিসিএল-এর বিল অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২৭) ডাক অধিদপ্তরকে আধুনিকায়নের অংশ হিসাবে আধুনিক স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন ১৪তলা বিশিষ্ট ডাক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক সদর দপ্তর ডাক ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ মে ২০২১ তারিখে ঢাকার আগারগাঁওয়ে ডাক অধিদপ্তরের নবনির্মিত সদর দপ্তর 'ডাক ভবন' ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ডাক অধিদপ্তরের নবনির্মিত সদর দপ্তর 'ডাক ভবন'-এর শুভ উদ্বোধন।

(২৮) সারাদেশে ৮৫০০টি ডাকঘরে পোস্ট ডিজিটাল-সেন্টার চালু করা হয়েছে। এ সেন্টারসমূহে গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য ইন্টারনেট ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক পর্যায়ে দ্রুত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক/মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস চালু রয়েছে। অল্প খরচে টাকা আদান প্রদানের লক্ষ্যে ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' চালু করা হয়েছে। নগদের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে দ্রুত টাকা আদান প্রদান করা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি ২১ লক্ষ 'নগদ' গ্রাহক রয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির অর্থ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় ভাতা নগদের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় 'নগদ'-এর মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৩,৩০০ কোটি টাকা এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১,৮২৯ কোটি টাকার ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

(২৯) ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, ভাষা শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবসসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও ইভেন্টে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৭টি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন।

(৩০) 'কৃষক বন্ধু ডাক সেবা'-এর মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত সবজি নির্ধারিত বাজার/স্থানে বিনামূল্যে পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা হতে মৌসুমী ফল বিনামূল্যে ডাক পরিবহনের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

(৩১) করোনা প্রতিরোধে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং-এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ বিষয়ে লিফলেট বিতরণ, এসএমএস প্রেরণ, টেলিটকের মোবাইল ফোনে কল প্রেরণকারী সকল ফোন গ্রাহককে রিং ব্যাক টোনে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বার্তা প্রেরণ, সচেতনামূলক পোস্ট তৈরি ও তা বিভিন্ন প্রিন্ট, ডিজিটাল মিডিয়ায় প্রচার করা হয়। করোনাকালে ডাক অধিদপ্তরের কাভার্ড ভ্যান/পিক আপ ভ্যান/ক্যাশ ওয়াগান কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের জরুরি ঔষধ/সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহ, ক্যাশ ও মেইল পরিবহণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। করোনার সাধারণ ছুটির সময়ও জরুরি ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়।

(৩২) রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেডের মাধ্যমে ল্যাপটপসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন এবং বাজারজাত করা হচ্ছে। টেলিফোন শিল্প সংস্থা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করে বাজারজাত করছে। টেলিফোন শিল্প সংস্থা বর্তমানে কলার আইডি টেলিফোন সেট উৎপাদন ও পিএবিএক্স স্থাপনের পাশাপাশি ডিজিটাল বৈদ্যুতিক মিটার, মোবাইল সেটের ব্যাটারি ও চার্জার সংযোজন ও বিপণন করছে।

(৩৩) খুলনায় অবস্থিত বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড অপটিক্যাল ফাইবার, কপার ক্যাবল, এইচডিপিই ডাক্ট এবং বৈদ্যুতিক ওভারহেড যন্ত্রাদি উৎপাদন করার মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে।

১৫. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

(১) 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর নির্মিতব্য 'বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক বায়োপিক চলচ্চিত্র বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হচ্ছে। উক্ত চলচ্চিত্রের ভারতীয় অংশের শ্যুটিং ভারতের মুম্বাইয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশ অংশের শ্যুটিং সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে শুরু হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত Audio Visual Co-production Agreement-এর আওতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রামাণ্যচিত্র 'Bangladesh Liberation War-1971' নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পক্ষের পরিচালক জনাব তানভীর মোকাম্মেল ও সহযোগী পরিচালক জনাব রেজাউর রহমান খান (পিপলু খান)কে মনোনয়ন প্রদান করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনকে অবহিত করা হয়েছে।

(২) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সহযোগিতায় ৫-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে 'তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব' এবং ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ এ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে প্রদত্ত সংবর্ধনা স্মরণে একই স্থানে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বর্ণিত অনুষ্ঠান দু'টিতে যথাক্রমে ৩২টি বাংলাদেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্মরণীয় অবদান রাখার জন্য ৩৪ জন বরেণ্য ব্যক্তি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়।

(৩) ৩০ জানুয়ারি-০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে ১৪তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা হয়। গত ১৬-২৪ জানুয়ারি ২০২১ মেয়াদে অনুষ্ঠিত 'উনবিংশ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন করা হয়।

(৪) ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯ প্রদান করা হয়। মোট ৩৩ জন অভিনেতা/অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী চলচ্চিত্র শিল্পীদের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২১'-এর সকল আনুষ্ঠানিকতা পরিপালনপূর্বক আইনটি বিল আকারে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত আইন ৩ জুলাই ২০২১ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হয়। গত ৫ জুলাই ২০২১ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

(৬) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরকারি-বেসরকারি সকল টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৭) বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সংবাদ, স্বাস্থ্য বার্তা এবং পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত প্রচারণা চালানো হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস, জঙ্গিবাদ, মানবপাচার, ভেজালবিরোধী, ডেঙ্গুপ্রতিরোধ, মাদক পাচার, বাল্য বিবাহ, ধূমপান নিরোধ ইত্যাদি সংক্রান্তে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে।

(৮) টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট নির্ধারণের বিষয়ে ১৭ মে ২০২১ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট (টিআরপি) নির্ধারণ কার্যক্রমে তথ্য অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার)-কে আহ্বায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিআরপি তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(৯) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন কনটেন্ট প্রদর্শনের বিষয়ে এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১০) ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল বিভাগের মোট ৮৪জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন গ্রেডে (২য়, ৩য়, ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ গ্রেড) পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(১১) ২৮টি বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত এফ.এম রেডিও/কমিউনিটি রেডিও'র লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন:

(১২) বাংলাদেশ টেলিভিশন করোনা সংক্রমণকালীন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন, করোনা নিয়ন্ত্রণে জনপ্রতিনিধি ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল মতবিনিময়, মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করেছে। অন্যান্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে বিটিভি ফিড সরবরাহ করেছে।

(১৩) বাংলাদেশ টেলিভিশন বাঙালির ইতিহাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি'কে উপজীব্য করে সঙ্গীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান, শিশুতোষ অনুষ্ঠান, আলোচনামূলক অনুষ্ঠান, কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বিতর্ক অনুষ্ঠান, নারী বিষয়ক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক, প্রতিবন্ধীদের অনুষ্ঠান, পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, ধর্মীয়, নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান এবং জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

(১৪) দেশ ও বিদেশের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক সংবাদ ও প্রতিবেদন চিত্রসহ প্রচার, সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডসহ সরকার গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যাবলির খবর জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং জনগণকে ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে উদ্বুদ্ধকরণ, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির চর্চা ও লালন, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে বিটিভি গুরুত্বসহকারে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করছে।

(১৫) আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে। সার্ভারের মাধ্যমে সংবাদ চিত্র এডিট ও প্রচার করা হচ্ছে। ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বার্তা শাখার প্রতিদিনের সংবাদ কাভারেজ সিডিউল 'ই-সিডিউল'' প্রক্রিয়ায় চালু করা হয়েছে।

(১৬) সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডসহ সরকার গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যাবলির সংবাদ জনগণের কাজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিটিভি'র রিপোর্টিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিদের জন্য প্রতিদিন বিটিভি'র ১টি বুলেটিন ইশারা ভাষায় উপস্থাপিত হচ্ছে। জাতীয় সংবাদসহ বিটিভির সকল সংবাদে কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংযোজন করা হয়েছে।

(১৭) করোনা সংক্রমণ রোধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় করণীয় এবং করোনা পরিস্থিতিতে চিকিৎসা, টিকাদান ও দরিদ্রদের মধ্যে সহায়তা প্রদান, জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী, ভাষার মাস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবসের উপর ভিত্তি করে মাসব্যাপী প্রতিবেদন, বিশেষ দিবসের উপর প্রতিবেদন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ও শিশু অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ উন্নয়ন, পর্যটন ও কৃষির উপর প্রতিবেদন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহহীনদের মধ্যে গৃহ প্রদান কর্মসূচির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রচার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১৮) বৈশ্বিক মহামারি করোনা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে এবং জনসচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে ১২০টিরও অধিক জনসচেতনতামূলক স্পট/ফিলার প্রচার এবং করোনার উপর সমসাময়িক অনুষ্ঠান 'এই সময়' রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সপ্তাহে পাঁচ দিন নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি অনুষ্ঠান 'স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা' প্রতি রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবার প্রচার করা হচ্ছে পাশাপাশি করোনাকালীন নির্দেশনাসহ নিয়মিত পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান 'পুষ্টিই সমৃদ্ধি' প্রতি রবিবার সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে।

(১৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, সবার জন্য বিদ্যুৎ, আমার বাড়ি আমার খামার, নারীর ক্ষমতায়ন, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, আশ্রয়ণ প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বিনিয়োগের বিকাশ বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হচ্ছে।

(২০) জনসাধারণের স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সুরক্ষা, আত্ম কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ, যৌতুক বিরোধী জাতীয় কার্যক্রম, অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা সংক্রান্ত, এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্য সেবন প্রতিরোধ, জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকার, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, যানজট মুক্ত নিরাপদ সড়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানী সাশ্রয় ও সংরক্ষণমূলক ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতন করে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে সব সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্পট/ফিলারসহ বিভিন্ন ডকুমেণ্টারি প্রচার করা হয়েছে।

(২১) দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, নিম্নচাপ, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, টর্নেডো ইত্যাদি মোকাবিলায় আগাম বার্তা প্রেরণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য ক্ষতি লাঘব করার উদ্দেশ্যে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিটিভিতে বিভিন্ন স্পট/ফিলার এবং ডকুমেণ্টারি প্রচার করা হয়ে থাকে।

(২২) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি বিশেষ দিবস গুলোতে অধিবেশন সম্প্রচার সময় সূচির পরিবর্তন/পরিবর্ধন হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, অলিম্পিক গেমস-এর সরাসরি সম্প্রচার এবং পবিত্র রমজান মাসে বিশেষ অধিবেশন সম্প্রচার করা হয়ে থাকে।
(২৩) ১২ মে ২০২১ তারিখে বিটিভি মোবাইল অ্যাপস চালু করেছে। মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে বিটিভির সংবাদ ও সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রচারিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া উইং-এর ইউটিউব চ্যানেল btv smw1 এ প্রচার করা হচ্ছে।

(২৪) বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বার্তা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও শ্লোগান এবং বিজ্ঞাপন সহ নিজস্ব প্রযোজিত অনুষ্ঠান এবং প্যাকেজের আওতায় ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬৪৫৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট প্রচারিত হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার:

(২৫) বাংলাদেশ বেতার ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬টি বিশেষায়িত ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক অনুষ্ঠান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ, SDG's, সরকারের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, দিন বদলের পালা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা স্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মানবপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। বহির্বিশ্বের শ্রোতাদের জন্য বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, আরবি ও নেপালি ৫টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ বেতার আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সথে একযোগে কাজ করছে। বাংলাদেশ বেতার মহান মুক্তিযদ্ধে গৌরবময় ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বাধীনতা পুরস্কারসহ আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে সংরক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণ, গান, সাক্ষাৎকার পরিবেশন করা হয়।

(২৬) বাংলাদেশ বেতার মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অলংকৃত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান, ভিডিও কনফারেন্স, জাতীয় সংসদ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করেছে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম, ফোন-ইন অনুষ্ঠান, ইনফোটেইনমেণ্ট সরাসরি সম্প্রচার করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলাধুলা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

(২৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে বাংলাদেশ বেতারের ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রাজস্ব বাজেটে গান, স্পট, জিঙ্গেল, কথিকা, প্রামাণ্য নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

(২৮) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ বেতার আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে গান,স্পট, জিঙ্গেল, শ্লোগান, ভক্সপপ, কম্পোজিট অনুষ্ঠানে আলোচনা, মতামত, কুইজ ইত্যাদি প্রচার করেছে।

(২৯) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১, মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২১, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১, মুজিব নগর দিবস, ৭ই মার্চের অনুষ্ঠান, এবং মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ ইত্যাদি দিবসের আলোকে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীনতার মাস মার্চ, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি এবং শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার বিশেষ দিবসে এবং মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত অডিও সিডি বেসরকারি বাণিজ্যিক বেতার ও কমিউনিটি বেতারে প্রচারের জন্য সরবরাহ করেছে।

(৩০) বাংলাদেশ বেতার ও এটুআই প্রোগ্রামের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক অনুষ্ঠান প্রচারের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩১) করোনা মোকাবিলার জন্য এ সংক্রান্ত প্রতিকার, প্রতিরোধ, সচেতনতামূলক স্লোগান/জনসচেতনতামূলক স্বাস্থ্যবার্তা গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়েছে। পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত পরামর্শ ও ভাষণ গুরুত্বসহকারে নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে। করোনা সতর্কতায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বক্তব্য প্রচারের পাশাপাশি পরামর্শমূলক ফোন-ইন-অনুষ্ঠান/কথিকা/স্পট/জিঙ্গেল/জীবন্তিকা এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য বার্তা, স্লোগান এবং নির্দেশনাবলি প্রচার করা হয়েছে।

তথ্য অধিদপ্তর:

(৩২) সরকারের নীতি, আদর্শ ও সিদ্ধান্ত সংবলিত বিভিন্ন তথ্য তথ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫,৯৩১টি তথ্যবিবরণী, ৫,৬৮০টি অনুষ্ঠানের ফটো কভারেজ, ৩৬টি প্রেস ব্রিফ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয় এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ১৭১টি ফিচার/নিবন্ধ ও ৮টি ক্রোড়পত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিকদের জন্য ১৭৭টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু ও ১,৭১৩টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নবায়ন করা হয়েছে। ২৮৮টি নিউজব্রিফ, বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় ২১,২৩১টি ক্লিপিংসের প্যাকেট/বাঞ্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৫৫টি অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩৩) নিউজ পোর্টাল/টিভি/রেডিও-এর ডেটাবেজ সম্পাদন এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ: অনলাইন নিউজ পোর্টাল ৫৯৮টি, অনলাইন আইপি টিভি ২৭০টি অনলাইন রেডিও ২৯টি।

(৩৪) তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। 'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ ওয়েবসাইটে 'মুজিবশতবর্ষ' কর্নার চালু করা হয়েছে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর:

(৩৫) সরকারের দিন বদলের সনদ রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১-এ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশকে উন্নতদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ অধিদপ্তর ৬৮ তথ্য অফিসের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, সড়ক প্রচার, উন্মুক্ত-বৈঠকসহ বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে 'এসো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি', উন্মুক্ত বৈঠক, আলোচনা সভা, প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

(৩৬) মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর রচিত সংগীত ৬৮টি তথ্য অফিস কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে প্রচার করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে রেকর্ডকৃত সংগীত এবং মুজিববর্ষের 'থিম সং' সারাদেশে প্রচার করা হয়েছে।

(৩৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা সভা, আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠান, সড়ক প্রচার ও প্রেসব্রিফিং ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী বিশেষ প্রচার অভিযানের অংশ হিসাবে প্রতিটি তথ্য অফিস চলচ্চিত্র প্রদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

(৩৮) করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে দেশব্যাপী ব্যাপক মাইকিং/সড়ক প্রচার কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়ন করছে। সারাদেশে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরিবার্তা সংবলিত পিভিসি ডিসপ্লে বোর্ড ও ফেস্টুন প্রদর্শন করেছে। করোনা সংক্রমণরোধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা/স্থিরচিত্র/ভিডিও নিয়মিত প্রচার করছে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা তথ্য অফিস ও পর্যটন জেলাসমূহে তথ্য অফিস কর্তৃক এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করছে।

(৩৯) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তথ্য অফিসসমূহ কর্তৃক আয়োজিত উন্মুক্ত বৈঠকের কার্যক্রম জোরদারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, ইউটিউব) ব্যবহার করেও প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর:

(৪০) ৮ আগস্ট ২০২০ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯০তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে সারা দেশে বিতরণের জন্য মোট ৩ লক্ষ কপি, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে মোট ৮ লক্ষ কপি ও বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২টি পোস্টার মুদ্রণপূর্বক বিতরণ করা হয়েছে।

(৪১) 'কোভিড-১৯ টিকা নিন নিজেকে সুরক্ষা করুন' শীর্ষক লিফলেট মুদ্রণ এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার কপি পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। করোনা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৫টি টিভি ফিলার নির্মাণ করা হয়েছে। মাসিক নবারুণ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, মাসিক সচিত্র বাংলাদেশ ১ লক্ষ ২০ হাজার ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ১২ হাজার কপি মুদ্রণ করা হয়েছে।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট:

(৪২) 'Impact of Internet Based Media on Adolescents and Young Children: Challenges and Solutions' শীর্ষক ১টি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের নিউজ লেটার (৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) প্রকাশ করা হয়েছে।

(৪৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২টি প্রশিক্ষণে ১৩৮ জন পুরুষ ও জন ৫৫ মহিলাসহ মোট ১৯৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ৪১টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে ৮৯৩ জন পুরুষ ও ১৯৬ জন মহিলাসহ মোট ১,০৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ৫৪টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১,৪৩৬ জন পুরুষ ও ৫৯০ জন মহিলাসহ মোট ২,০২৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল:

(৪৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে ৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে কুমিল্লা ও ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা প্রেসক্লাব ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সৌজন্যে চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, নড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, রাজশাহী, পাবনা, পঞ্চগড়, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, মুন্সিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বই প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে ৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় ও ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

(৪৫) ২৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তথ্য ভবন অডিটরিয়ামে সংবাদপত্র/সাংবাদিকদের মাঝে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২০ প্রদান করা হয়।

(৪৬) ৬টি পূর্ণ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কমিটিসমূহের মধ্যে জুডিশিয়াল কমিটির ১৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৬টি জুডিশিয়াল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। পাশাপাশি প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ডের ৫টি সভায় ১টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য কমিটিসমূহের মধ্যে ৪টি নিয়োগ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪৭) প্রেস কাউন্সিলের উদ্যোগে ঢাকা, খাগড়াছড়ি, পঞ্চগড়, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ জেলায় সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ৮টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৪৪১ জন ও মতবিনিময় সভায় ৩৮১ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড:

(৪৮) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০ জুন পর্যন্ত ৩৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ১৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৫টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ১৫টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার সেন্সর করা হয়েছে। SAPTA চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত ১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র সেন্সর করা হয়েছে। সেন্সরকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে ৩০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৫টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, এবং ১৫টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেলারের অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে। SAPTA (SAARC Preferential Trade Arrangement) চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত ১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্রেরও সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।

(৪৯) ৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা ও ১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী নয় মর্মে সেন্সর আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ২৩৪টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে। ৪৭টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৪৫টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং ২টি পোস্টার/স্থিরচিত্র বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ:

(৫০) ৯টি গবেষণা কর্মসম্পাদন করা হয়েছে, ১টি জার্নাল ও ৬টি বই প্রকাশ করা হয়েছে, ১০টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে, ৫০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ২৮৯টি ডিজিটাল ফরমেটের চলচ্চিত্র, ৫২৩টি তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র, ২৭৫টি বই, ৫৩টি পোস্টার, ৭৫টি চিত্রনাট্য, ১২টি ম্যাগাজিন, ৯৫৩টি পেপার কাটিং এবং ৩টি অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৫১) ৮৩টি সংরক্ষিত চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর করা হয়েছে, সাপ্তাহিক এবং বিভিন্ন দিবস ও উৎসবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অংশ হিসাবে মোট ১২৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, ৭০৫টি চলচ্চিত্র/তথ্যচিত্র/সংবাদচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র চেকিং ও ক্লিনিং করা হয়েছে।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি):

(৫২) প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এ ৫টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে (১) সংবাদপত্রের বঙ্গবন্ধু: চতুর্থ খন্ড: ষাটের দশক ১৯৬৮, (২) দৈনিক ইত্তেফাক ও সমকালীন রাজনীতি: ছয় দফা আন্দোলন, (৩) বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ: একটি সমীক্ষা, (৪) বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতা ও প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকর্মীর ধারণা বিশ্লেষণ এবং (৫) বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ: একটি পর্যালোচনা।

(৫৩) শিশু ও নারী বিষয়ক ফিচার প্রকাশ করা হয়েছে ৫৩ টি। নিরীক্ষা ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪ ও ২৩৫তম তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, ৩টি গ্রন্থ পুনঃমুদ্রণ করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশিত হয়েছে এবং পিআইবির প্রকাশনা বিষয়ক বুকলেট নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা:

(৫৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে মাঠপর্যায়ের গণমাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচির আলোকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে দুটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য ১০০টি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। (৫৫) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এটুআই-এর মধ্যে সম্পাদিত 'Developing-Disseminating Message and Creating Demand of Digital Bangladesh & a2i initiatives among Citizens' বিষয়ক সমঝোতার আলোকে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাসস ৬৪টি জেলা সংবাদদাতা এবং ব্যুরো প্রধানদের সমন্বয়ে ৪টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে এবং ৫০টি প্রতিবেদন ও বিশেষ ফিচার তৈরি করেছে।

(৫৫) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাসস পার্বত্য জেলাসমূহ সম্পর্কিত মোট ১,৩০২টি সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে বাসস থেকে ১,১৭,৬০৮টি সংবাদ সংগ্রহ করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে (প্রিন্ট,ইলেকট্রনিক মিডিয়া) এবং বাসস-এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। এসডিজি বিষয়ক ১৮৫টি সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং বাসস'র নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।

তথ্য কমিশন:

(৫৬) তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ প্রকাশ করে এবং তা মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করে।

(৫৭) 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের মাসভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহ সংবলিত তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২০ প্রকাশ ও মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি):

(৫৮) ছায়াছবির বকেয়া আদায়ের মামলায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের পাওনা ৬ লক্ষ টাকা পরিশোধের আদেশ প্রদান করেন। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে ও জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিএফডিসির বিচারাধীন ৪৪টি মামলায় নিষ্পত্তির নিমিত্ত জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই):

(৫৯) ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে দুই বছর ও এক বছর মেয়াদি দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি ৫৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিসিটিআই'র বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট ৩৭টি ডিপ্লোমা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে এবং ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৪ জন শিক্ষার্থীকে/গবেষককে (দেশে ৫৯ জন ও বিদেশে ৫ জন) সর্বমোট ২,২১,১০,০০০ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

(২) 'লার্নিং এ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেণ্ট' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪০ হাজার জনকে Professional Outsourcing প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ এ পর্যন্ত ৩১ লক্ষ ইউএস ডলার উপার্জন করেছেন।

(৩) ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকারি ম্যানুয়াল সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের কার্যক্রমে মাইগভ এবং ডিএসডিএল-এর মাধ্যমে ৩৫১টি নাগরিক সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে।

(৪) ই-নথি সিস্টেমে ১১ হাজারেরও অধিক কর্মকর্তা যুক্ত হয়েছেন এবং ২৭ লক্ষেরও অধিক সিদ্ধান্ত ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে সরকারি দপ্তরের ৩ লক্ষেরও অধিক বিষয়ভিত্তিক কনটেণ্ট যুক্ত করা হয়েছে।

(৬) ৩৩৩ জাতীয় হেল্পলাইনে ২.২১ কোটিরও অধিক কল গৃহীত হয়েছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ৪ হাজারেরও অধিক সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

(৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,২২১টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে নাগরিকদের প্রায় ৫ কোটি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২ হাজারেরও অধিক উদ্যোক্তা ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন; এর মধ্যে ৭ শতেরও অধিক নারী উদ্যোক্তাও রয়েছেন।

(৮) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ই-নামজারি সিস্টেমে আগত ২১ লক্ষেরও অধিক আবেদন হতে ১৮ লক্ষেরও অধিক আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। ৩৬৮টি সেবা সহজিকরণ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৯) প্রান্তিক পর্যায়ের নাগরিকদের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণে ২৭৩টি ডিজিটাল সেণ্টার থেকে এজেণ্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং ৯,৮১৭ কোটি টাকারও অধিক আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

(১০) সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ১৮ লক্ষেরও অধিক জনগোষ্ঠীর নিকট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা অনলাইনে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

(১১) ই-চালান সিস্টেমে ২২টি নতুন সেবা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নাগরিক কর্তৃক ২,৪৬০ কোটি টাকারও অধিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। একপে সিস্টেমে নতুন ৬টি সেবা সংযুক্ত করা হয়েছে এবং ২১ লক্ষেরও অধিক নাগরিক উপকৃত হয়েছেন।

(১২) প্রায় ২ লক্ষ গ্রাহক একশপের মাধ্যমে ই-কমার্স সেবা গ্রহণ করেছে এবং একশপ ৫ লক্ষেরও অধিক পণ্য ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

(১৩) মুক্তপাঠে ৮ লক্ষেরও অধিক শিক্ষার্থী নিবন্ধিত হয়েছেন এবং ৩২টি নতুন কোর্স সংযুক্ত হয়েছে। ৪ লক্ষ ৮৫ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) ১ নম্বরে ডায়াল করে নাগরিকগণ বিভিন্ন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সেবা পেতে পারেন এবং এই হেল্পলাইনে ৩৭ লক্ষেরও অধিক কলের মাধ্যমে নাগরিকগণ টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত নাগরিকগণ ২ কোটিরও অধিক বার করোনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যের জন্য করোনা পোর্টালে ভিজিট করেছেন। কোভিড-১৯ টেলিহেলথ সেন্টার হতে নাগরিকদের ১১ লক্ষেরও অধিক বার সেবা প্রদান করা হয়েছে। নাগরিকগণ ৩ লক্ষেরও অধিক বার মা টেলিহেলথ সেন্টার হতে সেবা লাভ করেছেন।

(১৫) নাগরিকগণকে ৩৩৩-৫ নম্বরের মাধ্যমে 'ফোনে নিত্যপণ্য' সেবা প্রদানের কার্যক্রম চলছে। এ পর্যন্ত এই হেল্পলাইনে নিত্যপণ্যের জন্য নাগরিকগণ ৮ লক্ষেরও অধিক বার কল করেছেন। যাচাই-বাছাই করে ১ লক্ষেরও অধিক অর্ডার ডেলিভারি করা হয়েছে।

(১৬) ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম (MyCourt) প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে।

(১৭) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠে' করোনা বিষয়ক ১০টি ই-লার্নিং কোর্স যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪.২১ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রায় ২.২৮ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থী কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

(১৮) এটুআই এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করোনা সচেতনতায় হাউটু, ফিকশনাল এবং এনিমেশন জাতীয় মোট ১,৬৬৬টি কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সোশ্যাল মিডিয়া, বিলবোর্ড ও অন্যান্য মাধ্যমে সচেতনতামূলক কনটেন্ট প্রচার করে ইতোমধ্যে ১১.৫ কোটি নাগরিকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

(১৯) বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ এর ভাষণের Holographic Projection উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে Holographic Projection প্রদর্শনের জন্য একটি স্থায়ী হলরুম স্থাপন করা হয়েছে।

(২০) বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে এ্যানিমেটেড মুভি 'মুজিব ভাই'-এর প্রথম পর্বের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক লিখিত 'মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থ অবলম্বনে এ্যানিমেশন মুভি এবং এর এ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস এ্যাপস্ উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২১) করোনা মোকাবিলায় Corona Tracer BD এ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। করোনাকালীন Call for Nation নামে Online প্ল্যাটর্ফম উন্নয়ন ও হ্যাকাথন আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। করোনা সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন অনলাইনে করোনা ঝুঁকি টেস্ট করার জন্য Live Corona Test নামে Web Based Application উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২২) ৮টি বিভাগীয় শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮টি গেম ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং ৩০টি জেলা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩২টি গেম ও এ্যাপস্ টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

(২৩) ১৬,১০০ জনকে এ্যাপ ও গেম উন্নয়ন বিষয়ক বেসিক প্রশিক্ষণ ও নির্বাচিত ৭৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এ্যাডভান্সড হ্যান্ডস অন ওয়ান টু ওয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২৪) ৬৪টি জেলার সকল সরকারি দপ্তরের সেবাসমূহের জন্য 'Citizen Help Desk', পিপিআর এ্যাপস, সচিবালয় নির্দেশমালা, আইসিটি আইন ও বিধি, আইসিটি নীতিমালা বিষয়ক মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন এবং ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'Age of Dengue' গেম তৈরি করা হয়েছে যা Google Play Store এ আপলোড করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি সেবা সম্পর্কিত ২১টি এ্যাপস্ ও ওয়েব এ্যাপ্লিকেশনের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৫) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ই-সার্ভিস সংক্রান্ত www.smartrajshahi.gov.bd ওয়েব এ্যাপ্লিকেশন ও মোবাইল এ্যাপস্ তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র-এর যৌথ উপস্থিতিতে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করা হয়েছে।

(২৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Management Information Systems (MIS) ডিপার্টমেন্টের জন্য web based student management system উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(২৭) বঙ্গবন্ধুর শৈশব নিয়ে নির্মিতব্য ১০ পর্বের এ্যানিমেশন সিরিজ 'খোকা' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিশু কিশোরদের ইন্টারেক্টিভ গেম 'Interactive Games for Genious'; Digital Book Archive; সিভিল এভিয়েশন অথরিটির আওতাধীন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য অটোমেশন সফট্ওয়্যার Digital Airport Service, Height Management Clearance System এ্যাপ উন্নয়ন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের Database তৈরি ও Progress Monitoring এর লক্ষ্যে Web Based Software, Mobile Apps কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(২৮) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি):

কানেক্টিভিটি (অবকাঠামো উন্নয়ন):

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৩টি ডোমেইনে মোট ৯,০১০টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬২৫টি ডোমেইনে সর্বমোট ৯৬,০৩১টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে;

- ২,৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং ১,০০০টি পুলিশ অফিসে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ প্রদানের জন্য 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন তৃতীয় পর্যায় (ইনফো-সরকার, ৩য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ১,৬০০; ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রান্তিক গ্রাহকের নিকট ইন্টারনেট সংযোগ ৩১১৩ এবং ইউনিয়ন পপ NMS-এ সংযুক্ত ২,৫৫৪টি। করোনা এবং করোনা উত্তর স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা এবং অন্যান্য খাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতি সম্পর্কিত নিশ্চিত তথ্যগুলি তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের জানা প্রয়োজন। ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্পের তৈরি এ পরিকাঠামো নাগরিকদের সকল সরকারি পরিষেবা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ এবং দক্ষতার সঙ্গে সচেতন করার জন্য একটি সুপার হাইওয়ে হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত নেটওয়ার্কের আওতা বহির্ভূত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাসমূহের অবশিষ্ট ৬১৭টি ইউনিয়নে কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে 'টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ)' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। সারাদেশে ০৮টি বিভাগে প্রকল্পের ৮,১০৬ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন এবং PoP Renovation'র কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড খুলনা থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে ৮,১০৬ কিলোমিটার যার মধ্যে ৪৮ কোর ৫,১০৬ কিলোমিটার ও ২৪ কোর ৩,০০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং ৫,০০০ কিলোমিটার DUCT পাইপ ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি করা হয়েছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন সাইটে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ও DUCT পাইপ সরবরাহ করা হচ্ছে।

- বিসিসি'র জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার হতে ১৮,৪৩৪টি দপ্তরের মধ্যে ১৭,৩৮০টি দপ্তরের নেটওয়ার্ক ও ওয়াই-ফাই সেবা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৯২টি এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির ০১টি সহ মোট ৫২১টি ভিডিও কনফারেন্সিং-এ নেটওয়ার্কসহ সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ভিডিও

কনফারেন্সিং সিস্টেম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিসিসি'তে সর্বশেষ প্রযুক্তির 4K Multi Conferencing Unit (MCU) এবং (4K Codec, 4K Camera, 4K Display, Microphone Array, Vidéo Matrix Switch and Tripod) স্থাপন করা হয়েছে। ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Agile Controller সহ 5G টেকনোলজির ওয়াইফাই-৬ স্থাপন করা হয়েছে।

- ই-সেবা উন্নয়ন ও ব্যবহার সহজীকরণে Bangladesh National Digital Architecture (BNDA)-এর উন্নয়ন করা হয়েছে। ২৫টি নাগরিক সেবা, ই-সেবা ও সরকারি অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম বর্তমানে জাতীয় ই-সার্ভিস বাসের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। আরো ৩-৪টি সরকারি ই-সেবা ও সরকারি অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিটিআরসি-এর মোবাইল সিম নিবন্ধন (CBVMP) ডেটাবেজ জাতীয় ই-সার্ভিস বাসের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।। পরিচয় প্ল্যাটফর্মটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

- 'ডিজিটাল সিলেট সিটি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেটকে 'সেফ সিটি' করার লক্ষ্যে আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক সার্ভেল্যান্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় সিলেট জেলায় স্থাপিত ৯০টি আইপি ক্যামেরা, ১০টি ফেস রিকগনিশন ক্যামেরা, ১০টি অটোমেটিক নম্বরপ্লেট রিকগনিশন ক্যামেরাসহ সর্বমোট ক্যামেরার সংখ্যা ১১০টি। ৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক সার্ভেল্যান্স সিস্টেমটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

- স্টার্ট-আপদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনে গবেষণা ও টেস্টিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বমানের উন্নত ডিভাইসের সমন্বয়ে প্রকল্প কার্যালয়ে একটি আইডিয়া ফ্যাবল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাবে Digital Oscilloscope (6 GHZ Four Channel), Function Generator (Frequency: 6 GHz), PCB CNC Milling machine, ROBOT Station with Artificial Vision System, IOT & Communication Trainer এবং Digital Trainer সহ স্টার্টআপদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী অন্যান্য হাই ক্যাপাসিটি এবং অত্যাধুনিক ডিজিটাল টেস্টিং যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই ফ্যাবল্যাব। তরুণ উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ এবং সংশ্লিষ্টদের জন্য তাদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে টেস্টিং এবং গবেষণার সুবিধা এই ল্যাবে গ্রহণ করতে পারবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিকেআইআইসিটি এবং ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র হ'তে বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী ৭টি ডিপ্লোমা/পিজিডি ও ২৬টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের আওতায় মোট ৭০৮ জনকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্পের আওতায় ৮,৪৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থী Coursera ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। FTFL প্রশিক্ষণের আওতায় Emerging Technology (AI, Blockchain, Data Analytics, Cyber Security, IoT, etc.) এর উপর ১,০৭০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যম স্তরের ২০৭ জন কর্মকর্তাকে মিডিল ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। National University of Singapore- এর সঙ্গে দেশীয় ১০টি কোম্পানির প্রোটোটাইপ উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে দেশীয় ১০টি কোম্পানির ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর স্তরের ৫০ জন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে CXO প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- বিসিসি'তে স্থাপিত সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টারে CISCO Cyber Security Ops training, DNS, DNSSEC, Cyber Drill orientation, National Cyber Drill 2020 বিষয়ক কোর্সে মোট ১,২০৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট এসব প্রশিক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিসিসি, বাংলাদেশ আর্মি, কোস্টগার্ড, NTMC, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।
- 'তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৬০ জন শিক্ষকের 'ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন' প্রশিক্ষণ কোর্স ১০ ফেব্রুয়ারি-২৪ মার্চ ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত মোট ১০টি ব্যাচে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধি এবং আইটি গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ জনকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- 'জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে জাপানিজ ভাষা, জাপানিজ বিজনেস কালচার ও আইটি'র ওপর ৬০ জন আইসিটি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: IDEATHON closing and award giving ceremony.

আইডিয়াথন:

- বাংলাদেশের স্টার্ট-আপদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম বিকশিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া যৌথভাবে আয়োজন করে 'আইডিয়াথন' কনটেস্ট। উদ্ভাবনী স্টার্ট-আপের খোঁজে লেটস স্টার্ট ইউ আপ' স্লোগানে শুরু হওয়া তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্প আয়োজনে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় ৩০টি দল অংশগ্রহণ করে। বিচারকমন্ডলীর নির্বাচন শেষে সেরা ৫টি স্টার্টআপকে বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী স্টার্ট-আপরা দক্ষিণ কোরিয়াতে ৬ মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ, ইনকিউবেশন, ফান্ডিং, আন্তর্জাতিক পেটেন্টসহ বিভিন্ন সুবিধা পাবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার সেরা ৫ বিজয়ী স্টার্টআপ হতে ১০ জন তরুণ উদ্যোক্তা ৬ মাস দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-২০২১:

- ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-২০২১' এর প্রধান অতিথি হিসাবে উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা:

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ২১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। সারাদেশ থেকে আগত মোট ১৫৭ জন প্রতিযোগী ৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ বিসিসির রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে এ প্রতিযোগিতা একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় চারটি ক্যাটাগরির প্রত্যেকটি হতে সেরা ৩ জনকে নিয়ে মোট ১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠনে ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশন ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশীয় স্টার্ট-আপদের কল্যাণে iDEA প্রকল্প ইতোমধ্যে ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং Republic of Korea-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। iDEA প্রকল্প উদ্ভাবন সহায়ক ইকোসিস্টেম ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি তৈরির লক্ষ্যে স্টার্ট-আপদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে গ্রুমিং, মেন্টরিং, ট্রেনিং, ক্যাম্পেইন, অ্যাওয়ার্ডস, ফেলোশিপ, সেমিনার ও রিসার্চসহ উদ্যোক্তা সংস্কৃতি বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে Women IT Frontier Initiative (WIFI) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৯৭৯ জন নারী উদ্যোক্তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ডিজিটাল সরকার (ই-গভর্নেন্স):

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA):

- কোভিড ভ্যাকসিনের অনলাইন নিবন্ধনের সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম নাগরিকত্ব যাচাইকরণে জাতীয় ই-সার্ভিস বাস ব্যবহার করছে, এ অর্থবছরে BNDA সার্ভিস বাস ব্যবহার করে ৯০+ লক্ষ বার এনআইডি যাচাইসম্পন্ন হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে ইতোমধ্যে 'বৈঠক' প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারী হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত বৈঠক প্ল্যাটফর্মে মোট ৪৫০+টি মিটিং/আলোচনা সভা সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা/প্রকল্পের মোট ৩৫টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ ১৫টি সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি BNDA কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের বিএনডিএ বিষয়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে ২০০+ অংশগ্রহণকারী কর্মশালায়/প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। বাংলাদেশ দূতাবাস (UK) এর জন্য আইটি হেল্পডেস্ক সিস্টেমের প্রাথমিক সংস্করণের ডেভেলপমেন্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এটি ৩ জুন ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। এ বিষয়ে LICT প্রকল্পকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেয়া হচ্ছে।

BGD e-GOV CIRT:

- বিজিডি ই-গভ সার্ট কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩২টি সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৯০২টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহের Vulnerability

Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। বিজিডি ই-গভ সার্ট ওয়েবসাইটে মোট ৩০০টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোর মধ্যে ০২টি সংস্থায় আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য সরকারি ১০টি সংস্থায় আইটি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য Cyber Threat Landscape Report 2020-21 প্রস্তুত করা হয়েছে। বিদ্যমান করোনাকালীন ডেটা সেন্টারে কর্মরতদের জন্য নিরাপদে কাজ করার লক্ষ্যে 'COVID-19-Minimizing-it-data-center-risk-plan Report' প্রস্তুত করা হয়েছে। সরকারি ৩টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে সাইবার ঝুঁকি প্রশমনের জন্য রিস্ক এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। ৩২০টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/সোশ্যাল মিডিয়া পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারি ১১টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)-তে ৯০টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। বৈশ্বিক সাইবার থ্রেট সম্পর্কে সর্বমোট ১৪০টি ইন্টেলিজেন্স প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনসমূহের মধ্যে ১০০টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৩৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ০৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন রয়েছে। র‍্যানসমওয়্যার প্রতিরোধ ও করণীয় নির্দেশিকা, ২০২১ (খসড়া সংস্করণ ১.০) প্রকাশ করা হয়েছে। Malware Threat Intelligence Report for Bangladesh Context, Oct 2020 প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বমোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে এক বা একাধিকবার ডিজিটাল ফরেনসিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রেরিত কম্পিউটার হার্ড ডিস্কের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি'র সর্বমোট ১২টি কেসের ডিজিটাল ফরেনসিকের সেবা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ০৬টি কেসের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে, নতুন ০৩টি কেসের কাজ চলমান রয়েছে এবং অপর ০৩টি কেসের আলামত বিশ্লেষণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Digital Diplomatic কার্যক্রম:

- BGD e-GOV CIRT কর্তৃক সাইবার নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল কার্যক্রমের documentation যথাযথভাবে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে আইটিইউ গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স তৈরীর জন্য আইসিটি অংশের তথ্য সমূহ টেলিকম বিভাগের মাধ্যমে দাখিল করা হয়। উক্ত তথ্য সমূহের ভিত্তিতে আইটিইউ গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স (জিসিআই) ২০২০ এ বাংলাদেশের অবস্থান ২৫ ধাপ অগ্রগতি হয় ও বর্তমানে ৫৩তম স্থান অর্জন করে।

বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি সফট্ওয়্যার উন্নয়ন:

- সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পাইলট ভিত্তিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি'র একটি ইআরপি সলিউশন'র জন্য সঠিক ও সহজলভ্য প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ৯টি মডিউলের মধ্যে ৫টি মডিউলের উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং Event and Meeting Management, Inventory, Procurement, Asset, and Budget মডিউল উন্নয়ন পরবর্তী কার্যক্রম সমাপ্ত করে ইমপ্লিমেন্টেশন চলমান রয়েছে।

সফট্ওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার:

- সফট্ওয়্যার এর গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করার জন্য বিসিসি'তে Software Quality Testing and Certification সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সেন্টার হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ৩৬টি সফট্ওয়্যার এবং ৩৫টি আইটি ডিভাইস (হার্ডওয়্যার) টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে।

'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প:

- এ প্রকল্পের আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ১৬টি কম্পোনেন্টস তথা ৫০টিরও অধিক টুলস উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কম্পিউটিং ও আইসিটিতে বাংলা ভাষাকে অভিযোজিত করা বা খাপ খাইয়ে নেয়া এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন করা একটি কম্পোনেন্ট বাংলা টু আইপিএ কনভার্টার সফট্ওয়্যার 'ধ্বনি' এর 'পরীক্ষামূলক সংস্করণ' মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। বাংলা ডট গভ ডট বিডি (www.bangla.gov.bd) 'ভাষা-প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তির' প্ল্যাটফর্ম। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি করা বাংলা ভাষার বিভিন্ন সেবা এই প্লাটফর্ম থেকে পাওয়া যাবে। আপাতত এটি প্রোডাক্ট শোকেস ও ইনফরমেশন পোর্টাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডিজিটাল সিলেট সিটি:

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক ডিজিটাল সিলেট সিটি' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সিলেট এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের Health Service Management System উন্নয়ন করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিলেট সিটির বেশ কিছু নাগরিক পরিষেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের আওতায় সিলেট সিটিতে ১২৬টি এবং কক্সবাজার জেলায় ৭৪টি ফ্রি ওয়াই-ফাই এক্সেস পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্রি ওয়াই-ফাই এক্সেস পয়েন্টে ১০এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় জনগণ সিলেট সিটি এবং কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা পাচ্ছে। ইতোমধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণকে এ সিস্টেম পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রের উপস্থিতিতে এ কার্যক্রম সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

- 'বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিরাপদ ই-মেইল ও তথ্য সংরক্ষণ সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের প্রায় ৬২৯টির বেশি ডোমেইন নিরাপদ ই-মেইল ও নিরাপদ তথ্য সংরক্ষণ সেবা ব্যবহার করছে। ইতোমধ্যে ৯৫,৭৬৫টি ই-মেইল একাউন্ট প্রদান করা হয়েছে।

- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এনডিডিসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্নয়নকৃত সফট্ওয়্যার 'ইমপোরিয়া' ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ উদ্বোধন করেন।

তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে দেশের প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ফ্রিল্যান্সার আইডি প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ফ্রিল্যান্সার আইডি প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন।

- iDEA প্রকল্পের আওতায় প্রি-সিড গ্রান্ট-এর আওতায় ৮৭টি স্টার্টআপকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানিকে ২০২০-২১ অর্থবছরে পেইড আপ ক্যাপিটাল এর সর্বমোট ১৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ইন্টার-অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি) প্রতিষ্ঠা করার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- 'লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অব আইটি-আইটিএস ইন্ডাস্ট্রি' প্রকল্পের আওতায় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্য লন্ডনে একটি নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। সারাদেশ থেকে ৬৪টি টিমের ৪৫০ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে অনলাইনে ০২ দিনব্যাপী ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছে। National Strategy for Blockchain, Robotics, Made in Bangladesh এবং Mission 5 Billion প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০২১, National ICT Roadmap for Covid-19 Response Strategy, Strategy for leveraging high-tech FDI opportunities due to global value chain restructuring-এর কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সার্টিফিকেশন প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং টেস্টিয়ের কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ন্যাশনাল ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ও গুজব প্রতিরোধ করার জন্য 'আসল চিনি' ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে। 'আমার মুজিব', Women and e-Commerce (WE) এর সঙ্গে Masterclass 1.0 এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বেসিস আউটসোর্সিং পুরস্কার, বেসিস-নাসা স্পেস এ্যাপস, বরেন্দ বিশ্বঃ টেক ফেস্ট, IIT IT Verse, আইসিটি কেরিয়ার ক্যাম্প, ইন্টারনেট গভার্নেন্স, ডিজিটাল ফ্যাক্ট চেকিং ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০:

- ১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথম বারের মত দুই দিনব্যাপী 'জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০' অনলাইন মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। জাতীয় সাইবার ড্রিল ২০২০ এ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কোম্পানি থেকেও স্বতন্ত্রভাবে ২৩৩টি দলে ১,০০০ জনের অধিক অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করে।

- দেশে বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি হেল্পডেস্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে BHTPA ও BIDA-এর সঙ্গে এ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক ম্যাচমেকিং সংস্থা Acclerence-কে বাংলাদেশের ৫টি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে দ্রুত আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট' প্রকল্পের আওতাধীন মোট ৯টি মডিউল উন্নয়ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধান নমিনেটেড পরামর্শক বুয়েটের কারিগরি দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় আইটি প্রতিষ্ঠান Synesis IT Ltd. এবং BDECOM Ltd. (JV) প্রকল্পের সকল মডিউলের উন্নয়ন করছে।
- গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণে সফট্ওয়্যার টুলস্/অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ যুক্ত রয়েছেন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলা, ২০২১-এর অংশ হিসাবে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে 'Announcement of Employment' শীর্ষক একটি প্রোগ্রাম জুম প্ল্যাটফর্ম-এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। আয়োজিত প্রোগ্রামে ৩৮ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাকরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোভিড ১৯ ট্র্যাকার:

- Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কোভিড ১৯ ট্র্যাকার করোনা সংক্রমণ জনিত তথ্য সংগ্রহকারী একটি সিস্টেম। যা সংগৃহীত তথ্য ম্যাপ/সারণী আকারে দেখায়। কোভিড ১৯ ট্র্যাকারে তথ্য ও উপাত্ত নির্দিষ্ট সময় পরপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও হালনাগাদ করা যায়, যাতে কোনো ধরণের manual intervention প্রয়োজন হয় না। ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। এ পর্যন্ত ট্র্যাকারটি ১২,০০,০০০+ বার ভিজিট করা হয়েছে এবং সামাজিক মাধ্যমে ১৫,০০০+ বার শেয়ার করা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে'উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)-এর উদ্যোগ:

- এ প্রকল্পের মাধ্যমে করোনাকালীন স্বাস্থ্যের জন্য 'হেলথ্ ফর ন্যাশন', শিক্ষার জন্য 'এডুকেশন ফর ন্যাশন' এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 'ফুড ফর ন্যাশন' তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই প্ল্যাটফর্মসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে দেশের অসংখ্য উদ্যোক্তাদের। ফুড ফর ন্যাশনের বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে করোনা পরিস্থিতিতে 'কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট' আয়োজন করা হয় যেখানে সর্বাধিক প্রচারকারী উদ্যোক্তাদের সম্মাননা হিসাবে সেরা ১ জন বিজয়ীকে ৫০,০০০ টাকা মূল্যমানের পুরস্কার প্রদানসহ শ্রেষ্ঠ ১০ জনকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খামারির পাশাপাশি ৫,২৯৩টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ৬,৩০০টি গরু, মহিষ, ছাগল নিবন্ধিত হয় এবং এই অনলাইন হাটে ভিজিটরের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,৫২,৮৩৭ জন। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'ফুড ফর ন্যাশন'-এর উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।

পরামর্শ সেবা:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয় ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অফিস/সংস্থাসহ ৮৫টি প্রতিষ্ঠানকে বিসিসি পরামর্শ ও সেবা প্রদান করে।

পুরস্কার/সম্মাননা:

- ❖ ‘WSIS Prizes 2020’ প্রতিযোগিতায় বিসিসি’র অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি ক্যাটেগরি-১১ (ই-এমপ্লয়মেণ্ট)’তে WINNER পুরস্কার অর্জন করে।
- ❖ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ক্যাটাগরিতে রানার্সআপ হিসাবে উইটসা গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড, ২০২০-এ আন্তর্জাতিক সম্মাননা পায় ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)’ প্রকল্প।
- ❖ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও কৃষকের অ্যাপ BASIS National ICT Award, 2020 প্রতিযোগিতায় WINNER পদক পেয়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)।

(২৯) কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইয়িং অথরিটিজ:

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:

- ❖ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি দপ্তরের ৮০১ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ করোনাকালে সারাদেশের ০৮টি বিভাগের ৫০টি জেলার ৪৮২টি স্কুলের ২৭,৩৮০ জন নারী শিক্ষার্থীকে ‘ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা’ শীর্ষক ওয়েবিনারের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩০) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর:

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০:

- ❖ দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন (ডিজিটাল সক্ষমতা উন্নয়ন), আইসিটিশিল্পের রপ্তানিমুখী বিকাশ এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার (ই-গর্ভনেন্স) এই চারটি স্তম্ভকে ভিত্তি করে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অভিলক্ষ্যসহ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পালিত হয়।
- ❖ কোভিড-১৯ পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরত: ভৌত ও অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সকলের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ‘যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ৪র্থ বারের দেশব্যাপী ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপিত হয়। চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০-এর উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভিডিও বার্তা প্রদান করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এ কে এম রহমতুল্লাহ এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

জাতীয় সেমিনার আয়োজন:

- ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিসিসি অডিটোরিয়ামে ভার্চুয়াল ও ভৌত কাঠামোর সংমিশ্রণে যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

জাতীয় ওয়েবিনার আয়োজন:

- ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর' শীর্ষক জাতীয় ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসাবে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- ২৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখ বিসিসি অডিটোরিয়ামে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন;
- ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ;
- কেন্দ্রীয়ভাবে আইসিটি অধিদপ্তর, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রিয়.কম ও ওয়াল্টন বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান:
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ২০২০-এর থিম সংগীত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছরের উপর নির্মিত অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন;
- মূল অনুষ্ঠান নিউজ ২৪ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। মূল অনুষ্ঠান বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত প্রজেক্টোরের মাধ্যমে প্রচার করা হয়;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ পুরস্কার প্রদান (সরকারি ও বেসরকারি);
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে প্রতিপাদ্য নির্ভর সচেতনতামূলক নাটিকা পরিবেশন;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে লেজার শো আয়োজন;
- ১০টি টক-শো আয়োজন;
- ৩৬০ ডিগ্রি প্রচার ও ব্র্যান্ডিং;
- ১৭টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ও ৭০টি বিজ্ঞাপন প্রকাশ;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তরের প্রকাশনায় বিশেষ নিউজলেটার প্রকাশ;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা/সেমিনার/ওয়েবিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন।

চিত্র: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০-এর পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।

চিত্র : জাতীয় ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর বক্তব্য।

Central Aid Management System (CAMS):

- তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অভিগমন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে কর্মরত জেলার ৫ জন প্রোগ্রামার সরকারের মানবিক সহায়তা বিতরণের কাজের গতিশীলতা ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা

থেকে স্ব-উদ্যোগে Aid Management System (CAMS) সফট্ওয়্যার তৈরি এবং প্রাথমিকভাবে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় উক্ত সফট্ওয়্যার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা হয়।

- উপর্যুক্ত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ CAMS সফট্ওয়্যারটির কলেবর বৃদ্ধি পূর্বক সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়ের দিকনির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের প্রতিপাদ্য 'Find Technology; Innovate; Don't Imitate;' বিবেচনায় নিয়ে CAMS-এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। CAMS চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে সরকারি কারিগরি ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার, ২০২০' অর্জন করেছে।
- CAMS সফট্ওয়্যার সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ high performance features সংযুক্ত করা হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য features-সমূহ নিম্নরূপ:
- CAMS মানবিক সহায়তা/সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের জন্য গৃহীত কর্মসূচির আওতায় সকল সুবিধাভোগীদের তথ্যভান্ডারসহ একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম। NID তথ্যভান্ডারের সঙ্গে CAMS-এর সংযুক্তির মাধ্যমে সঠিক উপকারভোগী নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ পূর্বক স্বচ্ছ তালিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রকৃত উপকারভোগীর সরাসরি উপস্থিতিতে OTP (One Time Password) প্রেরণের মাধ্যমে CAMS-এ নিবন্ধন সম্পন্ন হবে।
- ৩৩৩ নম্বরে কল করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তার কেন্দ্রীয় ডেটাবেজে নিবন্ধন সহায়তা পাওয়া যাবে।
- CAMS সিস্টেমটিতে Secured Socket Layer (SSL) সংযুক্ত এবং Software Quality Testing & Certification Center (SQTC) কর্তৃক নিরাপত্তা পরীক্ষিত।
- CAMS সিস্টেমে বিভিন্ন সেফটি নেটের আওতায় থাকা উপকারভোগীর তালিকার সঙ্গে Cross-Matching এর মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেমের ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা হতে মনিটরিং ও প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS-এ User Role ভিত্তিক তথ্য হালনাগাদ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- CAMS Mobile Apps-এর মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেসিয়াল রিকগনিশন, OTP (One Time Password) ও জাতীয় পরিচয়পত্র/QR কার্ডের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেম হতে সময়ে সময়ে মানবিক সহায়তা বিতরণের তথ্য, বিতরণের স্থান ও সময় সম্পর্কে উপকারভোগীকে মুঠো বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেমটি 4 Tier Data Center (4TDC) -এ মাল্টিপল ডেটাবেজ সার্ভার ও অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার এবং লোড ব্যালেন্সার-এর মাধ্যমে Scalable থাকায় নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান সম্ভব।

- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি CAMS ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করার জন্য CAMS-এর প্রয়োজনীয় Customization চলছে।
- CAMS প্ল্যাটফর্ম মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করেছে।

'সুরক্ষা' কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামারদের একটি দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম 'সুরক্ষা' www.surokkha.gov.bd সিস্টেমটি সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করা হয়েছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাক্সিন প্রদানসহ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা সিস্টেম স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যবহার করতে পারবে। উক্ত সিস্টেমের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ সিস্টেমের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।
- সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম প্রমাণ করেছে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সরকারি সেবা সহজিকরণ ও দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। সুরক্ষা ওয়েবসাইট এবং টিকা প্রদানের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সরকারি সেবা সহজিকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের একটি অনন্য উদাহরণ এবং রোল মডেল।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন (২য় পর্যায়) প্রকল্প:

- ৫,০০০ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ৩০০টি স্কুল অফ ফিউচার স্থাপনের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪০টি জেলার আবেদন যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরের মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

'বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন' শীর্ষক কর্মসূচি:

- আইসিটিতে অনভিজ্ঞ এবং আগ্রহী ৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।
- আইসিটিতে ন্যূনতম জ্ঞানসম্পন্ন ৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে IT Support Technician বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।
- বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকায় ২টি সুবিধাজনক Digital Service Employment & Training Center (D-SET) স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

শেখ রাসেল দিবস:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(৩১) ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি:

সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ অনুযায়ী এজেন্সিতে ০১ জন মহাপরিচালক ও ০২ জন পরিচালক-এর পদ রয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ১,০২১টি পদের একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে ০৩টি ধাপে নিয়োগের লক্ষ্যে ২৩৫টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করে। অর্থ বিভাগ থেকে ২৪ জুন ২০২১ তারিখে ১২০টি পদ পর পর ০৩টি আর্থিক বছরে (১ম অর্থবছরে ৫০টি, ২য় অর্থবছরে ৪০টি এবং ৩য় অর্থবছরে ৩০টি) বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ী ভিত্তিতে সৃজনের সম্মতি প্রদান করে, যা স্কেল ভেটিংয়ের জন্য অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র ভবন নির্মাণ:

- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর-এ মোট ১৪.৩৩ একর জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বুয়েট কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা ও বুলিং বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম:

- প্রশিক্ষণ/সেমিনার: বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে সাইবার সচেতনতামূলক ১০টি সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৫,০০০ জনকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- আসল চিনি: তথ্যের সত্যতা যাচাই, গুজব প্রতিহত করা, অনলাইনের নিরাপদ ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা ইত্যাদি তৈরিতে BCC-এর LICT প্রকল্পের সঙ্গে যৌথভাবে 'আসল চিনি' ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

অনলাইন প্রশিক্ষণ (মুক্তপাঠ):

- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মুক্তপাঠে ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছে এবং প্রায় ৩০ হাজার প্রশিক্ষণার্থী কোর্সটি সম্পন্ন করেছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:

- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং কম্বোডিয়া এর মধ্যে Cooperation in the area of National Cyber Security বিষয়ক সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়।
- সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন, বিধি-বিধান, স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদি

২০২১-২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত আইন, বিধি-বিধান, স্ট্র্যাটেজি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ডেটা প্রটেকশন এন্ড প্রাইভেসি এ্যাক্ট;
- ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন;
- ক্লাউড কম্পিউটিং নীতিমালা;

- ❖ ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাইডলাইন;
- ❖ সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি ২০২১-২৫।

হেল্প ডেস্ক সেবা (৩৩৩)

- ❖ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির ভিশন হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার স্পেস এবং ডিজিটাল জীবনযাত্রাকে সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার স্পেস প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে নাগরিকের সাইবার নিরাপত্তার পাশাপাশি ডিজিটাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া নিরাপত্তা বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ০৫ আসন বিশিষ্ট একটি হেল্প-ডেস্ক/কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। নাগরিকগণ ৩৩৩ এবং ১০৪ নম্বরে কল করার মাধ্যমে উক্ত সেবা গ্রহণ করতে পারেন। কল সেন্টারে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩,৬৬,০১১ নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বাস্তবায়িত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

- ❖ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে কর্মরত কর্মকর্তাগণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২০০ জন কর্মকর্তা উক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।
- ❖ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক ডিজিটাল ডিভাইস এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক সহায়িকা 'ডিজিটাল হাইজিন' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ❖ ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ সালের মহান বিজয় দিবসে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' শীর্ষক ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়।
- ❖ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত নিয়মিত সতর্কীকরণ এবং PCI-DSS, ISO27000-সহ বিভিন্ন সনদ অর্জনে পরামর্শ/সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম-এর কার্যক্রম:

- ❖ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম: সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (সিআইআই) বছরব্যাপী আইটি অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সে মোতাবেক ৪টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (সিআইআই) নির্বাচন করে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা চলমান রয়েছে।

রিস্ক এসেসমেন্ট কার্যক্রম:

- ❖ বাংলাদেশের জন্য বাৎসরিক Cyber Threat Landscape Report, 2020 প্রকাশিত হয়েছে।
- ❖ সিপিটিউ-এর সাইবার রিস্ক এসেসমেন্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। DIP এবং E-passport-এর রিস্ক এসেসমেন্টের কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ Cyber Threat Intelligence (CTI)-এর ডেভেলপমেন্ট কাজ চলমান রয়েছে।
- ❖ বিদ্যমান কোভিড মহামারির সময় ডেটা সেন্টারে কর্মরতদের জন্য নিরাপদে কাজ করার লক্ষ্যে 'COVID-19 Minimizing IT Data Center Risk Plan Report' প্রস্তুত করা হয়েছে। সরকারি ১১টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) তে ৯০টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।

- ইন্সিডেন্ট হ্যান্ডেলিং কার্যক্রম: ৩২টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৯০২টি সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন সমূহকে সুরক্ষিত করার জন্য Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) করে প্রতিকারের সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। BGD e-GOV CIRT হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩০০টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।
- সাইবার থ্রেট ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম: বৈশ্বিক সাইবার থ্রেট সম্পর্কে সর্বমোট ১৪০টি ইন্টেলিজেন্স প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনসমূহের মধ্যে ১০০টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৩৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং ৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রতিবেদন রয়েছে। রেনসমওয়্যার প্রতিরোধ ও করণীয় নির্দেশিকা, ২০২১ (খসড়া সংস্করণ ১.০) প্রকাশ করা হয়েছে। Malware Threat Intelligence Report for Bangladesh Context – Oct, 2020 প্রকাশ করা হয়েছে।
- Social Media Monitoring কার্যক্রম: দৈনিক ভিত্তিতে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ৩২০টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়েছে। মাসিক ভিত্তিতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ১০টি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম সর্বমোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে এক বা একাধিকবার ডিজিটাল ফরেনসিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রেরিত কম্পিউটার হার্ডডিস্কের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি-এর সর্বমোট ১২টি কেসকে ডিজিটাল ফরেনসিকের সেবা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ০৬টি কেসের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকে প্রেরিত ১০টি হার্ডডিস্কের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃক প্রেরিত ডিজিটাল ডিভাইসের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃক প্রেরিত ডিজিটাল ডিভাইসের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।
- সাইবার জিম কার্যক্রম: আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সাইবার ড্রিল এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে জাতীয় সাইবার ড্রিল-২০২০ আয়োজন করা হয়। জাতীয় সাইবার ড্রিলে ১,০৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়ন:

- ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহ বিশেষত BGD e-GOV CIRT টিম ও অন্যান্য অংশীজনের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ সম্প্রতি প্রকাশিত সাইবার সিকিউরিটি সূচকসমূহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।
- Global Cybersecurity Index (GCI): ITU কর্তৃক প্রণীত Global Cybersecurity Index (GCI) 2020 -এ বাংলাদেশ ১৯৪টি দেশের মধ্যে ৮১.২৭ স্কোর পেয়ে ৫৩তম স্থান অর্জন করেছে, যা বিগত বছরে ছিল ৭৮তম। এক বছরে ২৫ ধাপ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এক্ষেত্রে আইনি কাঠামো (Legal), কারিগরি (Technical), সাংগঠনিক (Organizational), সক্ষমতা উন্নয়ন (Capacity Development) ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা (Cooperation) সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করার কারণে।
- National Cyber Security Index (NCSI): এস্তোনিয়া ভিত্তিক ই-গভর্নেন্স একাডেমি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত National Cyber Security Index (NCSI) 2020 সূচকে বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে ৫৯.৭৪ স্কোর করে বাংলাদেশ ৩৮তম স্থান অর্জন করেছে, যা ২০২০ সালে ৬৩তম স্থানে ছিল। উল্লেখ্য, ভারতকে (৩৯তম)

পেছনে ফেলে বাংলাদেশ এবার সার্ক দেশসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। মৌলিক সাইবার হামলা প্রতিরোধের প্রস্তুতি, সাইবার ইনসিডেন্ট, সাইবার অপরাধ ও বড়ধরনের সংকট ব্যবস্থাপনার বিষয় মূল্যায়ন করে এ সূচক তৈরি করা হয়।

১৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(১) ১৫ জন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত ১৩ থেকে ২০ গ্রেডের বিভিন্ন পদে মোট ২০২টি পদের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

(৩) অধিদপ্তরাধীন ১৯ জন কর্মকর্তার পেনশন/পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৭ জন কর্মকর্তার ল্যাম্পগ্র্যান্ট এবং ১৫ জন কর্মকর্তার অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

(৪) অধিদপ্তরাধীন ১১ জন কর্মকর্তার জিপিএফ-এর অর্থ অগ্রিম/চূড়ান্ত উত্তোলনের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ইজিপিপি প্রকল্পের ৪০ জন উপসহকারী প্রকৌশলীকে অধিদপ্তরের দশম গ্রেডের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা পদে আত্মীকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৬) ১৩ অক্টোবর ২০২০ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(৭) ৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে CICA (Conference on International and Confidence Building Measures in Asia) এর আওতায় Promoting Cohesion Learning form Volunteerism in Disaster Risk Management বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালার অয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: নির্মিত Multi-Purpose Rescue Boat.

(৮) ২৩ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১১০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৩০টি জেলা ত্রাণ গুদাম-কাম-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র ও ৫টি মুজিব কিল্লা উদ্বোধন এবং ৫০টি মুজিব কিল্লার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৯) ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে গণভবনে পূর্বে স্বাক্ষরিত Memorandum of Understanding between Cooperation in the Field of Disaster Management Resilience and Mitigation আদান-প্রদান হয়।

(১০) ভারত মহাসাগর বলয় সংস্থা (IORA) কর্তৃক প্রেরিত Individual Search and Rescue (SAR) Capacity Gaps Risk, Opportunities and Training Needs in MSS শীর্ষক ম্যাট্রিক্স পূরণপূর্বক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১) বিভিন্ন হাসপাতাল/মার্কেট/জেলাসমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্যোগ বিষয়ক মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। ২৪টি বিভিন্ন এনজিও প্রকল্পের ওপর মতামত/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

(১২) জাতীয় নগর স্বেচ্ছাসেবক ডেটাবেজ, ২০২০ চূড়ান্ত করার জন্য ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

(১৩) ০৪ জানুয়ারি ২০২১ শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মসম্পাদনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৪) ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে 1st IORA Expert's Group Meeting on Disaster Risk Management (EGDRM) বিষয়ক সভায় কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে Request for forwarding plan of activities/programmers and its timeline and funding modalities, in connection with Bangladesh's application for the status of Sartorial Dialogue partner of ASEAN সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৬) ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াশ' মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমসমূহের প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতি, ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান', বন্যা, ২০২০ এবং উপকূলীয় জোয়ার মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৭) Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP)-এর ৭৭তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপনের জন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৮) ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(১৯) কোভিড-১৯ চলাকালীন ঘূর্ণিঝড় আম্ফান মোকাবিলায় ২০ মে ২০২০ তারিখে ভার্চুয়ালি পদ্ধতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) এর বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২০) 'Disability inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের পঞ্চম সভায় বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে Multipurpose Accessible Rescue Boat সরবরাহের লক্ষ্যে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রতি বছর ২০টি করে ৩ বছরে মোট ৬০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে সরবরাহ করা হবে। ডিসেম্বর ২০২১ মাসের মধ্যে ২০টি বোট এবং সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসের মধ্যে ৮টি জেলায় তৈরিকৃত বোট হস্তান্তর করা হবে।

(২১) 'Disability inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'প্রতিবন্ধিতা-বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' এবং 'দুর্যোগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং নিরাপদ উদ্ধার ও অপসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' প্রণয়ন করা হয়েছে।

চিত্র: Disability inclusive Disaster risk management টাস্কফোর্সের সভায় টাস্কফোর্সের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ও অটিজম বিশেষজ্ঞ মিজ সায়মা ওয়াজেদ এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি।

(২২) People's Republic of China-এর সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU-এর আলোকে চীন সরকারের অর্থায়নে ন্যাশনাল ইমারজেন্সি অপারেশন সেণ্টার প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(২৩) 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র' ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে যা ডিসেম্বর ২০২১ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

(২৪) ২৫ জন ভিকটিমকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সাইকো-সোশ্যাল কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

(২৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেণ্ট এ্যান্ড ভালনারিবিলিটি স্টাডির ৪০ জন শিক্ষার্থীর ইণ্টার্নশীপের আওতায় ৫টি বিষয়ে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ফিডব্যাক নেয়া হয়েছে।

(২৬) জনসংখ্যার অতি ঘনবসতি ও পরিবেশের অতি ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১ লক্ষ 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক'কে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৪,৭২৪ পরিবারের ১৮,৮৪৬ জনকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(২৭) কক্সবাজারের মত ভাসানচরেও জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলোচনার জন্য সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নিয়ে ৩ জুন ২০২১ তারিখে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের জন্য UN সংস্থাসমূহের সঙ্গে এ কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভাসানচরে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(২৮) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) সরকার ও বাংলাদেশ রেডক্রিসেণ্ট সোসাইটির একটি যৌথ কর্মসূচি ৩,৭০১টি ইউনিটে ৩৭,০১০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৭৪,০২০ জন স্বেচ্ছাসেবক কর্মরত আছে। সিপিপির অপারেশনাল ব্যয় অর্থাৎ মহড়া, প্রশিক্ষণ, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং অন্যান্য কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সিপিপির রাজস্ব বাজেট ৬ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি

পেয়ে বর্তমানে ২৭.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে 'সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার, ২০২০'-এর জন্য নির্বাচিত ৮২ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশংসনীয় কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১৮. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) 'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৫১৯টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ৫১৬টি মসজিদের জন্য NoA/কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৪২৩টি মসজিদের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ৫০টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ জুন ২০২১ তারিখে 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শুভ উদ্বোধন করেছেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন।

চিত্র: ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

(২) করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি বাংলা বয়ান ও একটি আরবি খুতবার ধারণাপত্র প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত জরুরি বিজ্ঞপ্তির নির্দেশনাসমূহ দেশের সকল মসজিদের ওয়াক্তিয়া নামাজের আগে ও পরে এবং জুমআর প্রাক-খুতবায় বক্তব্য/ঘোষণা প্রদানের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালকগণ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ফিল্ড অফিসার, ফিল্ড সুপারভাইজার, মাস্টার ট্রেইনার, মডেল ও কেয়ারটেকার এবং শিক্ষকগণকে আবশ্যিকভাবে সম্পৃক্ত করে ব্যাপকভাবে প্রচারণা ও জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৪) পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক পবিত্র ঈদুল আযহার নামাজ আদায়, কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয়, নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি, দ্রুত বর্জ্য অপসারণ ও যথাযথভাবে পশুর কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষরোপণের অংশ হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে ২ লক্ষ বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয় ও বায়তুল মুকাররম কার্যালয়সহ দুস্থ ও অসহায়দের ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৭) ১৯ আগস্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জুম ওয়েবিনারের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

চিত্র: 'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা।

(৮) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র ও শোক দিবসের জন্য বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৯) করোনার পরিস্থিতি বিবেচনায় অনলাইনে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ৩টি বিষয় ক্বিরআত, ৭ই মার্চের ভাষণের অনুকৃতি ও উপস্থিত বক্তৃতা বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬-২৪ আগস্ট ২০২০ মেয়াদে ৮টি বিভাগের প্রতিযোগীদের নিয়ে ৮দিন ব্যাপী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীদের নিয়ে ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে ১২ জন ও বিভাগীয় পর্যায়ে ৯৬ জনসহ মোট ১০৮ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের পুরস্কারসহ বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ প্রদান করা হয়।

(১০) বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে তথ্যভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

(১১) জুম'আর প্রাক-খুতবায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রদান নিশ্চিত করার জন্য দেশের সকল মসজিদের খতিব/ইমাম এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকদের মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

(১২) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রস্তুত, প্রচার প্রচারণা ও করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে খতিব ও ইমামদের মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার এবং জেলা-উপজেলা ও ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে সভা সমাবেশ আয়োজনের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

(১৩) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং সামাজিক সমস্যা নিরসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলাম' এ বিষয়টি আব্যশ্যকীয় কোর্স হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের পাশাপাশি ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালি ইতিহাস ঐতিহ্য, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, মৎস্য চাষ ও গবাদি পশুপালন, বৃক্ষরোপণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি, তথ্য ও প্রযুক্তি, বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং কৃষি ও বনায়ন ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম-খতিবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বেকার যুবক এবং ইমাম, খতিব ও মুয়াজ্জিনকে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(১৪) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামিক মিশন বিভাগের তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থিত ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র ও ৪৬৫টি মক্তবে এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

(১৫) পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে তামাক ও মাদকের কুফল, ক্ষতিকর দিক এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের প্রতিটি মসজিদে জুমআর খুতবার পূর্বে খতিব/ইমাম সাহেবদের বয়ান/বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ইমামগণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ সিলেবাসে 'মাদক, তামাক ও ধুমপানের ক্ষতিকর দিক ও প্রতিরোধে করণীয়' এবং 'মানবদেহের বিভিন্ন অংশে তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফল ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী ইমামগণকে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

(১৭) মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কদের পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তামাক ও মাদকদ্রব্যের কুফল এবং জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধীসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে প্রচার প্রচারণার কার্যক্রম অব্যাহত হয়েছে।

(১৮) সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা যেমন দুর্নীতি, মাদক, পরিবেশ সংরক্ষণ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, কোরবানীর বর্জ্য অপসারণ ও চামড়া সংরক্ষণ, ডেঙ্গু, নারী ও শিশুর অধিকার বিষয়ে দেশের সকল মসজিদের খতিব ও ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণে করা হয়েছে।

(১৯) ঢাকা ওআইসি 'Youth Capital, 2020'-এর আওতায় আন্তর্জাতিক ক্বিরাত প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(২০) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪২ হিজরি উদযাপন উপলক্ষে ওয়াজ মাহফিল , ক্বেরাত মাহফিল , রাসুলুল্লাহ (স.) এর শানে স্বরচিত কবিতা মাহফিল, হামদ ও নাত মাহফিল, বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যৌথভাবে ৭ দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠান আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৯. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ মে ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বিআইডব্লিউটিএ'র ২০টি কাটার সাকশন ড্রেজার, ৮৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, ০১টি প্রশিক্ষণ জাহাজ 'টিএস ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী (দাদা ভাই)', ০১টি বিশেষ পরিদর্শন জাহাজ 'পরিদর্শী' এবং ০১টি নবনির্মিত ড্রেজার বেইজসহ বিআইডব্লিউটিসি'র ০২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ 'এমভি তাজউদ্দিন আহমেদ' ও 'এমভি আইভি রহমান' এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পায়রা আবাসন পুনর্বাসনের আওতায় ৫০০টি বাড়ি হস্তান্তরের শুভ উদ্বোধন করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নবসৃষ্ট অবকাঠামো ও জলযান উদ্বোধন।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৩টি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

(৩) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের ড্রেজিং কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য 'রিয়েল টাইম ড্রেজ মনিটরিং সিস্টেম' পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) ২০২০-২১ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের আওতাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা নদীর সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে ১,৩৯২টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে ২৩.৫০ একর তীরভূমি উদ্ধার করা হয় এবং নিলামের মাধ্যমে ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও জরিমানার মাধ্যমে ৫,০০০ টাকা আদায় করা হয়।

(৫) অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণ যে কোন জরুরি প্রয়োজনে ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগের লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ'র হটলাইন নম্বর ১৬১১৩ খোলা হয়েছে।

(৬) প্রত্যেক নদীবন্দরে করোনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে লঞ্চের প্রত্যেক যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলের মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি পালনের বিষয় নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে বন্দর বিভাগের মাধ্যমে ৪৩৪টি ঘাট/পয়েন্ট/টোল স্টেশন ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রায় ১১০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

(৮) PIWT&T-এর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,০৩৯টি ট্রিপের মাধ্যমে বাংলাদেশি নৌ-যান দ্বারা ২৭,২১,৫০৭ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ২০০টি নৌ-যান দ্বারা ২,০৬,৭০৯ মেট্রিক টনসহ মোট ২৯,২৮,২১৬ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে। ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রথমবারের মতো নৌপথে খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানি করা হয়েছে।

(৯) PIWT&T -এর 2nd Addendum to the Protocol-এ ২টি নতুন রুট সংযুক্ত করা হয়েছে। উভয় দেশের ৫টি করে মোট ১০টি নতুন Ports of Call ঘোষণার মাধ্যমে দেশে Ports of Call-এর সংখ্যা সর্বমোট ২২টিতে উন্নীত হয়েছে।

(১০) নতুন প্রটোকল রুট ৯ ও ১০ ব্যবহার করে ট্রায়াল হিসাবে বাংলাদেশি নৌযান দ্বারা ১০ মেট্রিক টন সিমেন্ট ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রপ্তানি করা হয়েছে। প্রটোকল রুট ৩ ও ৪ ব্যবহার করে ১২৫ মেট্রিক টন সিমেন্ট রপ্তানি করা হয়েছে।

(১১) এডিপিভুক্ত জিওবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত ৯টি প্রকল্প এবং নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত ২টি প্রকল্পসহ মোট ১১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

(১২) বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২২৬.৩৩ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খনন করে সারাদেশে প্রায় ৩০৩ কিলোমিটার নৌপথ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

(১৩) যাত্রীসাধারণের নিরাপদে পণ্টুনের উপর দিয়ে যাতায়াত করে লঞ্চে উঠা-নামার জন্য ১৯২টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি পণ্টুন মেরামত ও নতুনভাবে ১৭টি পণ্টুন বিভিন্ন ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে। আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পণ্টুন নির্মাণ ও স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫০টি বিশেষ টার্মিনাল পণ্টুন সংগ্রহ করা হয়েছে।

(১৪) অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে ২,৫২৫.২৫ কিলোমিটার এবং উপকূলীয় নৌ-পথে ২,১০০ বর্গ কিলোমিটার জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১৫) বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয় হয়েছে ২৪০ কোটি টাকা।

(১৬) সারাদেশে নৌ-পথে ২,৩২০১টি (LED Lantern, Steel Lighted Buoy, Spherical Buoy) নৌ-সহায়কসামগ্রী স্থাপন করা হয়েছে।

(১৭) চট্টগ্রাম বন্দর ৩০,৯৭,২৩৬ TEU's কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করেছে।

(১৮) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) কর্তৃক ৪১টি ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। চবক চ্যানেলে টহল ও পাইলটিং কাজের জন্য ১টি হাইস্পিড পেট্রোল বোট ও (Sea Going Water Vessel, Jolpori) সংগ্রহ করা হয়েছে।

(১৯) ৮,০০০ TEU's কন্টেইনার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কন্টেইনার ইয়ার্ড এবং ২০,০০০ টিইউএস কন্টেইনার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নিউমুরিং এলাকায় ওভারফ্লো ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে।

(২০) বন্দরভবনে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৩৬ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল চালু করা হয়েছে।

(২১) ২,৪৯৫.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে 'বিআইডব্লিউটিসি'র জন্য ২টি মিডিয়াম ফেরি নির্মাণ' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন এবং হাইস্পিড শিপবিল্ডিং লিমিটেডের সঙ্গে ফেরি নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিটি ফেরির নির্মাণ ব্যয় ১০৭১.২২ লক্ষ টাকা।

(২২) ২,০৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বিআইডব্লিউটিসি'র সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে 'বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযানে জ্বালানী সরবরাহের জন্য ২টি শ্যালো ড্রাফট অয়েল ট্যাংকার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন এবং থ্রি-এ্যাঙ্গেল মেরিন প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে ট্যাংকার নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২৩) 'অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ ও মেরামতের সুবিধাদি স্থাপনসহ প্রয়োজনীয়সংখ্যক Hover Craft সংগ্রহ'-এর বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য IIFC প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(২৪) মোংলা বন্দরে নির্বিঘ্নে জাহাজ চলাচলের লক্ষ্যে চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য ৮৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২৫) মোংলা বন্দরে নিরাপদে জাহাজ আগমন ও নির্গমন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেণ্ট এ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম প্রবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মোংলা বন্দরের পার্শ্ববর্তী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সমুদ্রগামী জাহাজে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট স্থাপন প্রকল্পের ৭৫.৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৬) মোংলা বন্দরের জন্য ২টি পণ্টুন এবং ৬৪টি কণ্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ৩টি জলযান মেরামত ও ইঞ্জিন প্রতিস্থাপন ও ২টি হাইড্রোগ্রাফিক ইকুইপমেণ্ট-এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২৭) পায়রা বন্দর অপারেশনাল কার্যক্রম শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি ১৪১টি বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দরে এসেছে যা থেকে সরকার প্রায় ৩১০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে।

(২৮) রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Bangladesh Infrastuctural Development Fund (BIDF) স্কিমের আওতায় ৫,৪৩০.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে 'রাবনাবাদ চ্যানেলের (ইনার ও আউটার চ্যানেলে) জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং' প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২৯) পায়রাবন্দরের কর্মকর্তাদের জন্য অফিসার্স কোয়াটার (৫ম তলা পর্যন্ত) নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৩০) বেনাপোল স্থলবন্দরে ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৩১) 'গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২টি ওয়েব্রিজ স্কেল ও একটি ওয়্যারহাউজ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৩২) শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। বেনাপোল স্থলবন্দরের সিসিটিভিসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

(৩৩) বাল্লা স্থলবন্দরে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে নির্মাণকাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৩৪) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সারাদেশে ৬৩,২৪৯ জন অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১৮,৭৮২ জন উচ্ছেদ করা হয়েছে।

(৩৫) গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তারাপুর ইউনিয়নের তিস্তা নদীর তীরে অবৈধভাবে ১,০০০ একর ফোরশোর ও প্লাবনভূমি দখল করে সোলার প্ল্যাণ্ট স্থাপনের পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে।

(৩৬) চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর মাথাভাঙ্গা নদীর দর্শনা অংশে নদীগর্ভে স্থাপিত স্থাপনা নির্মাণ ও বর্জ্য নিষ্কাশন বন্ধ করা হয়েছে।

(৩৭) রংপুরে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে ঘাঘট নদীর জমি দখল করে স্থাপিত পার্কখেয়া রেস্টুরেণ্টসহ বিশাল পার্ক উচ্ছেদ করা হয়েছে।

(৩৮) মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,৭০০ জন মেরিন অফিসার প্রশিক্ষণ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। করোনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে অদ্যাবধি একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত সকল ক্যাডেটদের (প্রি-সী এবং পোস্ট-সী) 'অনলাইন দূর-শিক্ষণের' মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৩৯) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রী-সি কোর্সে ২৬৫ জন এবং পোষ্ট-সী কোর্সে ১,১৪৭ জনকে অর্থাৎ সর্বমোট ১,৪১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪০) ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট চট্টগ্রামে সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে।

(৪১) বাংলাদেশে (রংপুর, বরিশাল, সিলেট ও পাবনা) ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন প্রজেক্ট, জুলাই ২০১২-জুন ২০২১ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন করা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়।

(৪২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ৫০০টি বাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে। আরও ৩,৪২৩টি বাড়ির নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

২০. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে দ্বৈত করারোপন পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তি 'Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion' নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুতে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি ১ জুলাই ২০২০ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে।

(২) ২ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে 'International Geo-politics and post COVID-I9 Economic Diplomacy 'শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

(৩) ৮ জুলাই ২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত 'ILO Global Summit'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও বার্তার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

(৪) সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের বিষয়ে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্সের তিনটি সভা যথাক্রমে ১৫ জুলাই ২০২০, ২৯ অক্টোবর ২০২০ এবং ৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে জাতীয় টাস্কফোর্সের সদস্যদের পাশাপাশি জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সংগঠনসমূহ অংশগ্রহণ করে। উক্ত সভাসমূহে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা, বায়োমেট্রিক নিবন্ধন, জন্মনিবন্ধন, ক্যাম্পে কোভিড-১৯ মোকাবিলা, ভাসানচরে স্থানান্তর, ক্যাম্পসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃংখলা, ক্যাম্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ রোহিঙ্গা সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

(৫) ১৬ জুলাই ২০২০ বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ দূতাবাস মেক্সিকো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা,পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,মেক্সিকো এবং মেক্সিকোর ইবেরো-আমেরিকানা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে বাংলাদেশ-মেক্সিকোর ৪৫তম কূটনৈতিক সম্পর্ক দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ-মেক্সিকোর ৪৫তম কূটনৈতিক সম্পর্ক দিবস উপলক্ষ্যে একটি শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেন। উক্ত ওয়েবিনার-এ বাংলাদেশ মেক্সিকো কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণ এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের সচেতনতা তৈরিতে আলোচনা করা হয়।

(৬) ২০ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ইউরোপের দেশসমূহে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে 'Government Actions in the Health and RMG Sector' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

(৭) ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনিক আলাপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ এবং চলমান বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় এবং এর চিকিৎসায় সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি বাংলাদেশের বন্যার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

(৮) ২৭-২৮ জুলাই ২০২০ মেয়াদে ভার্চুয়াল 'Resilient Youth Leadership Summit 2020' সম্মেলনে ৭৫টি দেশের ২৫০ জন যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভার্চুয়াল ট্যুরের আয়োজন করা হয়।

(৯) ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে Dhaka OIC Youth Capital-2020-এর শুভ উদ্বোধন করেন।

(১০) ২৯ জুলাই, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১১ নভেম্বর, এবং ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের কক্সবাজার হতে ভাসানচরে স্থানান্তরের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব-এর সভাপতিত্বে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত নির্বাহী কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

(১১) ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী এবং বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল এর ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত সকল আবাসিক ও অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতগণের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। সভায় মূল বক্তা ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জনাব শাহেদ রেজা। উক্ত আলোচনা সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(১২) ১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবসে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কর্মকর্তাবৃন্দ মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু কর্ণারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

(১৩) ১৮-১৯ আগস্ট ২০২০ মেয়াদে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 'একান্ত বৈঠক'-এ অংশগ্রহণ করেন এবং বৈঠকে দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

(১৪) ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে Climate Vulnerable Forum-এর Thematic Ambassador for Vulnerability সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এবং যুক্তরাজ্যের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও পরিবেশ বিষয়কমন্ত্রী লর্ড জ্যাক গোল্ডস্মিথ এর মধ্যে অনুষ্ঠেয় বৈঠকের জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়।

(১৫) ৩১ আগস্ট-০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে বিমসটেকের ৪র্থ স্থায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। চার সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এতে অংশগ্রহণ করে। ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে বিমসটেকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের ২১তম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালযের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এতে অংশগ্রহণ করে। এ সভায় বিমসটেক সনদ চূড়ান্ত করা হয়। বিমসটেক সেণ্টার/এণ্টিটিজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত এমওএ টেম্পলেট এ সভায় চূড়ান্ত করা হয়।

চিত্র: ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত বিমসটেকের ২১তম সভা।

(১৬) ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে International Day to Protect Education from Attack উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

(১৭) ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ হতে ২ অক্টোবর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৫ তম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের সভাসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। তিনি এই অধিবেশনের সাধারণ বিতর্ক পর্বে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ০৬ টি উচ্চ পর্যায়ের সভায় পূর্বধারণকৃত বক্তব্যের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে এ সাধারণ অধিবেশনের সকল সভা ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

- ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত 'High-level meeting to commemorate the 75th Anniversary of the United Nations' শীর্ষক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে বহুপাক্ষিকতাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হতে পারে বলে উল্লেখ করেন।
- ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত 'High-level Dialogue on "Digital Cooperation: Action Today for Future Generations' শীর্ষক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিলক্ষ্যই প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন সহ সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে বিশাল অবদান রেখেছে ।

- ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক আয়োজিত 'High-Level Roundtable on Climate Action' শীর্ষক সভায় Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর সভাপতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানুষ ও পৃথিবী কে বাঁচাতে ৫টি সুপারিশ তুলে ধরেনঃ ক) বর্তমানে বিদ্যমান ঝুঁকি বিবেচনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিমাণ অত্যন্ত কম, সুতরাং রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এ বিষয়ে আরো সক্রিয় হতে হবে। খ) প্যারিস চুক্তি মেনে চলতে হবে ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। গ) জলবায়ুজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বৈশ্বিক অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রচন্ড সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং এর পুনঃঅর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘ) দূষণকারী দেশসমূহকে তাদের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান বাড়াতে হবে। এবং ঙ) জলবায়ু শরণার্থীদের পুনর্বাসন করাকে একটি বৈশ্বিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে (General Debate) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ আপদকালীন, উত্তরণকাল ও উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং প্রণোদনা প্যাকেজ নিশ্চিত করা এবং কোভিড-পরবর্তী সময়ে অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার প্রতি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিবেচনা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও অভিবাসী গ্রহণকারী দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি, তিনি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা উত্তরণ, লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ, শিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ, শান্তিরক্ষী মিশনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি বজায় রাখতে বাংলাদেশের অগ্রগামী ভূমিকা এবং সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের বিরুদ্ধে গৃহীত 'জিরো টলারেন্স' নীতিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও, তিনি বাংলাদেশে আশ্রিত ১১ লাখেরও বেশি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক অর্থাৎ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

চিত্র: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ।

- ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে 'High-Level Event on Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond' শীর্ষক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন এবং সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসের প্রারম্ভে ৬টি নির্বাচিত বিষয়ে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মাননীয় অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে যেসব বিকল্প সামনে এসেছে তাকে বাস্তবে রূপদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত Biodiversity Summit এ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে ৪টি সুপারিশ তুলে ধরেনঃ ক) বর্তমানের লাভের কথা চিন্তা না করে, বিনিয়োগের সময় টেকসই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে; খ) জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে আমাদের বৃহত্তর জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে আইন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে; গ) জেনেটিক রিসোর্স ও এর সম্পর্কিত পুরুষানুক্রমিক জ্ঞানের সুফল যেন বৈশ্বিকভাবে তার প্রকৃত মালিকগণ ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে; ঘ) প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যসমূহ অর্জন আমাদের টিকে থাকা ও বিলুপ্তির মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে এবং আমাদের অবশ্যই এর বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।
- ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে 'High-Level Meeting on the 25th Anniversary of the Fourth World Conference on Women' শীর্ষক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সাল নাগাদ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

(১৮) সেপ্টেম্বর ২০২০-এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরো নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। এসময় তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন- 'রোহিঙ্গা সমস্যার উৎপত্তি মিয়ানমারে এবং এর সমাধান মিয়ানমারেই খুজেঁ বের করতে হবে'।

(১৯) সেপ্টেম্বর ২০২০ এ অনুষ্ঠিত ASEAN Regional Forum (ARF)-এর ২৭তম সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ARF কে আহ্বান জানান এবং পরবর্তী সময়ে ARF-ভুক্ত সকল দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

(২০) সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বহু দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে রোহিঙ্গা বিষয়ে তাদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হতে আহ্বান জানিয়ে আসছেন। এ ধরনের প্রচেষ্টার ফলে কানাডা এবং নেদারল্যান্ডস যৌথ বিবৃতিতে রোহিঙ্গা ইস্যুতে জবাবদিহি ও সুবিচার নিশ্চিতকল্পে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) গাম্বিয়ার দায়েরকৃত মামলায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়।

(২১) ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নেপালের কোভিড আক্রান্ত জনগণের জন্য উপহার হিসাবে নেপালে ৫০০ ভায়াল রেমডিসিভির ইনজেকশন, ২,০০০ পিপিই, ৫,০০০ Sepnil hand Sanitizer এবং ১,০০০ ShineX Floor Cleaner পাঠানো হয়।

(২২) ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে 'Global Centre on Adaptation (GCA)' এর আঞ্চলিক কার্যালয় বাংলাদেশে স্থাপিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, 'Global Centre on Adaptation (GCA)'-এর বর্তমান সভাপতি এবং জাতিসংঘের অষ্টম মহাসচিব বান-কি-মুন এবং নেদারল্যান্ডস-এর প্রধানমন্ত্রী Mark Rutte, যৌথভাবে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত কার্যালয় উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ বর্তমানে 'Climate Vulnerable Forum (CVF)' এবং 'Vulnerable Group of Twenty (V20)'-এর সভাপতি। উক্ত অনুষ্ঠান সমাপনান্তে, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী, জনাব বান-কি-মুন ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গের অংশগ্রহণে একটি প্রেস ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে CVF-এর Thematic Ambassador মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনসহ অপরাপর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের অংশগ্রহণে Partnership Forum–এর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি, ভাষণ ও ইন্টারভেনশন প্রস্তুত, ইনপুট প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করেছে।

(২৩) ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে হাঙ্গেরীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী H.E. Mr. Péter Szijjártó বাংলাদেশ সফর করেন। উক্ত সফরে বাংলাদেশ এবং হাঙ্গেরীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(২৪) ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্ক এস্পার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করেন। এ সময় রোহিঙ্গা ইস্যু, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ নানা বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বাংলাদেশকে সহায়তা করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশ রোহিঙ্গা ইস্যুতে যে উদারতা দেখিয়েছে, সেজন্য সরকারের প্রশংসা করেন এবং পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে করোনা সংক্রমণের চরম মুহূর্তে সহযোগিতার জন্যও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। অন্যদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা মহামারিতে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন এবং কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসা করেন। মার্ক এস্পার জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশের প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তাও এক্ষেত্রে অব্যাহত থাকবে মর্মে অবহিত করেন।

(২৫) ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি আংকারায় বাংলাদেশের নতুন দূতাবাস কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন করেন। একইসঙ্গে তিনি দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিনিধিদলসহ তুরস্ক সফর করেন। উক্ত সফরে তিনি তুরস্কের রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বাণিজ্য ৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণে আগ্রহী এবং তুরস্কের বাজারে রপ্তানিযোগ্য বাংলাদেশি পণ্যের একটি তালিকা চেয়েছিলেন। ইতোমধ্যে তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে ২,৫০,০০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল নির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৪৫.৭৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে 'তুরস্কের আংকারায় বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (প্রথম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

(২৬) 'F20 Climate Solution Week' উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় বক্তব্য প্রদান করেন।

(২৭) ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মালাউই-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী Mr. Eisenhower Mkaka M.P.-এর সভাপতিত্বে এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের বার্ষিক মন্ত্রিসভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন।

(২৮) মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে GAVI, WHO ও IFRC আয়োজিত Ensuring Equitable Access to Life-saving Immunizations in the time of Covid-19 শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল সভায় বক্তব্য প্রদান করেন।

(২৯) মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে Responsibility to Protect (R2P) কর্তৃক আয়োজিত 'Building Back Better: Strengthen the UN, Prevent Atrocities and Uphold Human Rights' শীর্ষক একটি মন্ত্রিপর্যায়ের ১২তম সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন।

(৩০) ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সুগন্ধা প্রাঙ্গণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ প্রদানের ৪৬তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ প্রদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(৩১) মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে Alliance for Multilateralism আয়োজিত Our Commitment and Contribution to Building Back Better (Closing the digital divide-digital response to Covid-19) শীর্ষক একটি মন্ত্রিপর্যায়ের সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন।

(৩২) ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে লন্ডনস্থ IMO (International Maritime Organization)-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(৩৩) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৪৮.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০২০ 'মেয়াদে ফরেন সার্ভিস একাডেমির (সুগন্ধা) অবকাঠামোগত উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করেছেন।

(৩৪) ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশন (জেসিসি) এর ষষ্ঠ সভা ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর। সভায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়াবলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়। উক্ত সভায় মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করা হয়।

(৩৫) মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে NAM Coordinating Bureau কর্তৃক আয়োজিত একটি মন্ত্রিপর্যায়ের ভার্চুয়াল সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। একই দিনে, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী United Nations Alliance of Civilization (UNAoC) Group of Friends কর্তৃক আয়োজিত 'Shaping a Better World: Building Cohesive and Inclusive Societies in a Challenging COVID-19 Environment' শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের বার্ষিক সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

(৩৬) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'Vision for Advancing U.S.-Bangladesh Economic Partnership'সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে Keith Krach, Under Secretary of State for Economic Growth, Energy, and the Environment সভাপতিত্ব করেন। সভায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সার্বিক উন্নয়ন, বাংলাদেশের বিনিয়োগের সম্ভাবনা, সুনীল অর্থনীতিতে সহযোগিতার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি বিনিময় হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'বিমান পরিবহণ চুক্তি' হয় যাতে বাংলাদেশ বিমান আমেরিকায় বিমান পরিচালনার সুযোগ পাবে।

(৩৭) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'বিমান পরিবহণ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান আমেরিকায় বিমান পরিচালনার সুযোগ পাবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বহিঃসমর্পণ চুক্তি, Agreement on Scientific and Technological Cooperation এবং Counter Terrorism চুক্তির ব্যাপারে কাজ এগিয়ে চলছে। জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কৌশলগত স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডিফেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক বিষয়ে কাজ করছে।

(৩৮) অক্টোবর ২০২০ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট-এর বাংলাদেশ সফরকালে শুধু মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত রোহিঙ্গাদের রাখাইনে প্রত্যাবাসন শুরু করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানান।

(৩৯) ১ অক্টোবর এবং ১৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এ.কে.আব্দুল মোমেন-এর সভাপতিত্বে রোহিঙ্গা বিষয়ে ২টি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসহ ক্যাম্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৪০) ০২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনের সাইড লাইনে অনুষ্ঠিত 'High-Level Plenary Meeting to commemorate and promote the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons' শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্বে ধারণকৃত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

(৪১) ০৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে 'UN Secretary General's High-level Engagement on Women, Peace and Security in Peacekeeping contexts' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(৪২) ৬ থেকে ৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও নেপালের বাণিজ্যসচিব পর্যায়ের ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাধা দূরীকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ ও Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়। দু'দেশের ট্রেড নেগোসিয়েশন কমিটির আগামী বৈঠকে PTA স্বাক্ষরের বিষয় চূড়ান্ত হবে।

(৪৩) ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে CVF এর বর্তমান সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'CVF Leaders Event' শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন হতে এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে উক্ত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগদান করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপ্রবণ ৪৮টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত CVF সংগঠনের ২০২০-২২ মেয়াদের সভাপতি হিসাবে বাংলাদেশ দায়িত্ব পালন করছে। 'CVF Leaders Event'-এর আয়োজক হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমগ্র বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির বিষয়ে সচেতন করেন এবং 'Midnight Survival Initiative for the Climate' উদ্যোগ গ্রহণ করে এতে অংশীদার হবার জন্য CVF সদস্য দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত ভার্চুয়াল সভায় জাতিসংঘের মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান-কি-মুন, CVF-এর ৫ জন Thematic Ambassador, মার্শাল আইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া, বার্বাডোজ, নেপালসহ CVF-এর বিভিন্ন সদস্য দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রিবর্গ বক্তব্য প্রদান করেন। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'Midnight Survival Initiative'-এর সঙ্গে উক্ত নেতৃবৃন্দ একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

(৪৪) ১২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে '20th Commonwealth Foreign Affairs Ministers'-এর বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

(৪৫) ১৪ থেকে ১৬ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট স্টিফেন ইবিগান ঢাকা সফর করেন। গত চার বছরে এ সফর ছিলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধির বাংলাদেশ সফর। ঢাকা সফরের প্রথমদিন ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় তিনি মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বৈঠক শেষে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। ১৫ অক্টোবর সকালে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিবদর্শন করে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। একই দিন তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি সৌজন্য

সাক্ষাতে অংশগ্রহণ করেন। এ সফরকালে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বহুমুখী বিষয়ে আলোচনা হয়। ডেপুটি সেক্রেটারি করোনা মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের সফলতার প্রশংসার পাশাপাশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার মানবিক দৃষ্টান্তের প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশংসা করেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিতে বাংলাদেশ কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। ফ্লোরিডাতে বাংলাদেশের নতুন কনস্যুলেট চালু করার মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরো জোরদার হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় তারা রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ, বঙ্গবন্ধুর খুনী রাশেদ চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা এবং বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রদানসহ নানবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন।

(৪৬) ২০ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ওআইসি রোহিঙ্গা ইস্যুতে মানবাধিকার লংঘন এবং জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে গঠিত এডহক মিনিস্টেরিয়াল কমিটির মন্ত্রিপর্যায়ের একটি সভার আয়োজন করে। এই সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। সভায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) গাম্বিয়া কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার খরচ বহনের বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। উক্ত মামলায় ব্যয় নির্বাহে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহকে বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল দেশসমূহকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এ যাবৎ দুই দফায় সর্বমোট ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার প্রদান করেছে।

(৪৭) ২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে Global Compact for Migration-এর জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি ত্রিপক্ষীয় সভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পররাষ্ট্র সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইওএম-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। GCM কার্যকরকরণে বাংলাদেশের অগ্রগতি, National Action প্রস্তাবিত National Taskforce গঠন ও Terms of Reference (ToR)সহ বিভিন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

(৪৮) ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে দ্রুততম সময়ে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করতে চীনকে সম্পৃক্ত ২০১৯ সালে গৃহীত ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Mr. Wang Yi-এর সঙ্গে ফোনালাপে অংশগ্রহণ করে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তাদের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের কার্যক্রম দ্রুত শুরুর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতা এবং আন্তর্জাতিক মহলকে অধিক সম্পৃক্ত করে বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মিয়ানমার সরকারের উপর এ বিষয়ে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখা হয়। এই সময় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন যে চীন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তৎপর আছে এবং মিয়ানমারের নভেম্বর ২০২০ মাসের জাতীয় নির্বাচনের পর বাংলাদেশ, চীন এবং মিয়ানমারকে নিয়ে মন্ত্রিপর্যায়ের একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক আয়োজনের আশ্বাস দেন।

(৪৯) ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে রোহিঙ্গাদের তহবিল সংগ্রহের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের যৌথ উদ্যোগে 'Donor Conference' ভার্চুয়াল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেয়া রোহিঙ্গা সংকটের আশু স্থায়ী সমাধানে জোরালো ভূমিকা পালনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ জানান।

(৫০) ২৮-২৯ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত '২০২০ ইন্দো-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস 'Enhanced Market Connectivity between South and Southeast Asia to Foster Economic Growth' বিষয়ে অনলাইন প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত আলোচনায় তিনি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির কৌশল হিসাবে সরকারের গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপসমূহের প্রতি আলোকপাত করেন।

(৫১) ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে G-77ভূক্ত মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(৫২) ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে পোল্যান্ডে আয়োজিত '2020 Ministerial to Advance Freedom of Religion or Belief' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের একটি ভার্চুয়াল সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম. পি. পূর্বধারণকৃত বক্তব্যের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

(৫৩) ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ব্রিটেনের দক্ষিণ এশিয়া ও কমনওয়েল্থ বিষয়ক মন্ত্রী লর্ড আহমাদের মধ্যে একটি ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৪) ২০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত 'One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance'-এর উদ্বোধন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ এবং উদ্বোধনী সংবাদ সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন।

(৫৫) ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে UK-Bangladesh Climate Action Partnership Forum-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করেন।

(৫৬) ডিসেম্বর ২০২০ মাসে UNHCR এবং সরকারের 'যৌথ নিবন্ধন প্রক্রিয়া'য় সংগ্রহকৃত প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার রোহিঙ্গার তথ্যাবলি মিয়ানমার কর্তৃক যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে মিয়ানমার সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং এ যাবত হস্তান্তরিত সর্বমোট ৮,২৯,০৩৬ জন রোহিঙ্গার তথ্যাবলি দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বারংবার তাগাদা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, মিয়ানমার সরকার এ পর্যন্ত মাত্র ৪২,০০০ রোহিঙ্গার তথ্যাবলি যাচাই সম্পন্ন করেছে।

(৫৭) ডিসেম্বর ২০২০ মাসে অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি জন্ম নিবন্ধন সনদ, পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট সংগ্রহের চেষ্টা প্রতিহত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের পূর্বে আগত এবং ক্যাম্পের বাইরে অবস্থানরত অনিবন্ধিত আনুমানিক ৩ লক্ষ রোহিঙ্গাকে UNHCR এবং সরকারের 'যৌথ নিবন্ধন প্রক্রিয়া'য় অন্তর্ভুক্ত করা এবং ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে আগত প্রায় ৩৬ হাজার 'নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী' এর বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া UNHCR, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, কক্সবাজার-এর মাধ্যমে শুরু করা হয়। এই প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে মর্মে জানা গেছে।

(৫৮) ০৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ এর উপর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩১তম বিশেষ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বধারণকৃত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ মহামারির বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ এই মহামারির প্রভাব মোকাবিলায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে আর্থিক প্রণোদনা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর পরিধি বৃদ্ধিকরণ অন্যতম। এই মহামারি উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ নিরসনকল্পে বহুপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনকে বৈশ্বিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানান।

(৫৯) ৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কক্সবাজারস্থ ক্যাম্পসমূহের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ঘনবসতি, দুর্যোগ প্রবণতা, ভূমি ধসের আশংকাসহ নানাবিধ কারণে কক্সবাজার হতে ১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে স্থানান্তরের বিষয়ে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাসানচরে স্থানান্তর কার্যক্রম শুরু হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ৬ দফায় ১৮,৫০০ এর অধিক রোহিঙ্গাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তিতে ভাসানচরে স্থানান্তর সম্পন্ন করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের পূর্বে ৫-৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে ৪০ জন রোহিঙ্গা প্রতিনিধি এবং ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে রোহিঙ্গা সংশ্লিষ্ট ২২টি এনজিও'র একটি প্রতিনিধিদলের ভাসানচরে 'Go-and-See Visit' আয়োজন করা হয়। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে তাদের সকল মানবিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করেছে।

(৬০) ৬ ডিসেম্বর ২০২০-এ বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে 'Preferential Trade Agreement between The Royal Government of Bhutan and The People's Republic of Bangladesh' শীর্ষক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি দু'দেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছে। উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে এটি প্রথম অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি।

(৬১) ৭-৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে UN Women ও ভিয়েতনাম সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'Strengthening Women's Role in Building and Sustaining Peace: from Commitments to Results' শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন ১৩২৫ গ্রহণের ২০ বছর পূর্তি এবং বেইজিং প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন এর ২৫ বছর পূর্তির প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নারীদের যথার্থ ও সমান অংশগ্রহণের বিষয়ে একত্রে কাজ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

(৬২) ২০২০ সালের ৮ ডিসেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিমসটেক ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি ওয়ার্কিং গ্রুপের তৃতীয় ভার্চুয়াল বৈঠকে ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটির মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত করা হয়। ছয় সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এতে অংশগ্রহণ করে।

(৬৩) ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে 'Thimphu Ambition Summit: Momentum for a 1.5° C World' শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সম্মেলনে একটি ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন।

(৬৪) ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে COP-26-এর সভাপতি হিসেবে যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে প্যারিস চুক্তির পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে Leaders-level Climate Ambition Summit অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভার্চুয়াল সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি ভিডিও বার্তা প্রদান করেন।

(৬৫) ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের 'বাংলাদেশ-ভারত ভার্চুয়াল সামিট' অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়াল সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লী থেকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। সামিটে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেল সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত একটি স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচন করেন। পাশাপাশি মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য 'বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী'-এর একটি সূচনা ভিডিওচিত্র সামিটে প্রদর্শিত হয়। ভার্চুয়াল সামিটে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ সীমান্ত, বাণিজ্য সহযোগিতা, কানেকটিভিটি, কোভিড সহযোগিতা, বাংলাদেশ-ভারত অংশীদারিত্ব, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতা, বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যৌথ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করেন। হলদিবাড়ি রেল সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও ভার্চুয়াল সামিট-এ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ০৭টি সমঝোতা স্মারক/সমঝোতা কাঠামো/প্রটোকল/টিওআর স্বাক্ষরিত হয়।

(৬৬) ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নেপাল সরকারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৫০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার রপ্তানির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ও নেপালের Krishi Samagri Company Ltd. (KSCL)-এর মাঝে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বাংলাদেশ থেকে ৫০,০০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের পরিশোধযোগ্য ঋণ সহায়তা চাইতে ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে

ফোন করেন। উক্ত টেলিফোনিক সাক্ষাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বন্ধুপ্রতীম প্রতিবেশি রাষ্ট্র নেপালকে সহায়তা প্রদানে সম্মতি প্রকাশ করেন। নেপালের জনগণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সহযোগিতার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

(৬৭) ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে Indian Ocean Rim Association (IORA)-এর ২০তম মন্ত্রী পর্যায়ের কাউন্সিল সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি প্রদান করেন।

(৬৮) ১১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে UNESCO -এর নির্বাহী পর্ষদে 'UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of the Creative Economy' শীর্ষক পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এ পদকটি প্রথমবারের মত প্রদান করার লক্ষ্যে UNESCO ইতোমধ্যে আবেদন আহ্বান করেছে।

(৬৯) তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী H.E. Mr. Mevlüt ÇavuŜoĠlu ২২-২৩ ডিসেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফরে তিনি তুরস্ক দূতাবাসের নতুন চ্যান্সারি ভবন উদ্বোধনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ.কে.আব্দুল মোমেনের সঙ্গে পৃথকভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং দুদেশের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন।

(৭০) ৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-তে ধারা ২৬ এর অধীনে আনীত অভিযোগ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রস্তাবিত শ্রম অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা/রোডম্যাপ আলোচনার জন্য সিনিয়র সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে এবং সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৭১) ১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে নেপাল সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হতে ফেরতযোগ্য ঋণ সহায়তা হিসেবে MI-17 হেলিকপ্টারের স্পেয়ার পার্টস নেপালী সেনাবাহিনীর একটি এয়ারক্রাফটযোগে (NA-062-CASA) নেপালে পৌছানো হয়।

(৭২) ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) এর উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারদের সমন্বয়ে The Future of Human Mobility: Innovative Partnerships for Sustainable Development The Post COVID-19 Reality শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভার্চুয়াল মাধ্যমে উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

(৭৩) ১৮-২৬ জানুয়ারি ২০২১ মেয়াদে গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (জিএফএমডি) -এর বর্তমান সভাপতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্যোগে ১৩তম শীর্ষ সম্মেলন ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশ দলের নেতা হিসাবে Future of the Forum-এ বক্তব্য প্রদান করেন। সিনিয়র সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সঙ্গে একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন।

(৭৪) ১৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগের আওতায় চীনের উপমন্ত্রী Mr. Luo Zhaohui এবং মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক সহায়তাবিষয়ক উপমন্ত্রী Mr. Hau Do Suan এর সঙ্গে সিনিয়র সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, একটি ভার্চুয়াল সভায় অংশ নেন। উক্ত বৈঠকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার রোডম্যাপ প্রণয়নসহ প্রত্যাবাসন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয় এবং তিন দেশের প্রতিনিধিরা বেশ কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান। ২৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সিনিয়র সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপসমূহের বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেন।

(৭৫) ২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত Asia Cooperation Dialogue এর ১৭তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশ নিয়ে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সাময়িকভাবে আশ্রয় প্রদানের ফলে আর্থসামাজিক, পরিবেশসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিভাবে সীমাহীন বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবিলা করছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে ACD-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সক্রিয় সমর্থন কামনা করেন।

(৭৬) ২১ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে ACD ভূক্তমন্ত্রী পর্যায়ের ১৭তম সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(৭৭) ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ব্রিটিশ হাইকমিশনের উদ্যোগে গবেষণা কনফারেন্সের একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এতে একটি ভিডিও বার্তা প্রদান করেন।

(৭৮) ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে নেদারল্যান্ড সরকারের উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বিষয়ক 'Climate Adaptation Summit (CAS)'অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নেদারল্যান্ড এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট্–এর আমন্ত্রণে,উক্ত সামিটে ভিডিও বক্তব্য প্রদান করেন। এতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফোকাল মন্ত্রণালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করে।

(৭৯) ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ২০২১ মেয়াদে One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance-এর প্রথম উদ্বোধনী সভা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সভায় একটি ভিডিও বার্তা প্রদান করেন।

(৮০) যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে সফর করেন। তিনি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার জন্য মিয়ানমার সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনকে অনুরোধ জানান। তিনি রোহিঙ্গা সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক উদ্যোগ এবং কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে রোহিঙ্গা বিষয়ক বিশেষ দূত নিয়োগের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের Secretary of State-কে বিশেষ অনুরোধ জানান।

(৮১) ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, মিয়ানমারে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা কামনাপূর্বক রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে দেশটির সঙ্গে চলমান প্রক্রিয়াসমূহ অব্যাহত রাখার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ মিয়ানমারের চলমান পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। মিয়ানমারের পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে দেশটির সঙ্গে চলমান প্রক্রিয়াসমূহ পুনরায় পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

(৮২) ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে Ban Ki-Moon Foundation-এর উদ্যোগে 'Global Partnerships During and Post Covid-19' সংক্রান্ত GEEF 2021-এর একটি অনলাইন গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি ভিডিও বার্তা প্রদান করেন।

(৮৩) ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও UN Women এর যৌথ উদ্যোগে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন ১৩২৫ এর ২০তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি ভার্চুয়াল সভা আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখপূর্বক তিনি বিশ্বশান্তি রক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণ, জাতীয় ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ব্যাপারে আলোকপাত করেন।

(৮৪) ০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে 'Bay of the Bengal Economic Forum 2021'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

(৮৫) ৮-১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে মালদ্বীপের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ শহীদ বাংলাদেশ সফর করেন। ২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তিনি বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করেন। উক্ত টেলিফোনিক আলাপে মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোভিড- ১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করেন। মালদ্বীপে অভিবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রত্যাবাসন, দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন-এর আমন্ত্রণে এসময় দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশ-মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়, যথা বাণিজ্য সহযোগিতা, উপকূলীয় যোগাযোগ, পর্যটন সম্পর্ক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে তিনি ফরেন সার্ভিস একাডেমি পরিদর্শন করেন। মালদ্বীপের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাত করেন। উক্ত সফরে বাংলাদেশ- মালদ্বীপের মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়ঃ

- Memorandum of Understanding on Placement of Manpower between Bangladesh and Maldives;
- Memorandum of Understanding between the Foreign Service Institute of Maldives (FOSIM) and Foreign Service Academy (FSA) of Bangladesh

(৮৬) 'Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters' বিষয়ে বাংলাদেশ এবং তুরস্ক উভয় পক্ষেরই অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তিটি ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে কার্যকর হয়েছে।

(৮৭) ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৪৬তম সভার High-level Segment-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্বধারণকৃত বক্তব্যের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, এবং লিঙ্গ-সমতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘিষ্ট, মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের অধিকারের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

(৮৮) ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ ২০২১ মেয়াদে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সফরকালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থিংঙ্কট্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 'নিউলাইন ইনস্টিটিউট অন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসি'-এর সঙ্গে মতবিনিময়কালে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে নতুন মার্কিন প্রশাসনকে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপাক্ষিকভাবে নেতৃত্ব দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এসময় তিনি সিএফআর আয়োজিত 'বাংলাদেশ-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং রোহিঙ্গা ইস্যু' শীর্ষক ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র কর্মকর্তা, একাধিক আইন প্রণেতা, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যান্টনিজে. ব্লিনকেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরি এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতারেস এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনিব্লিনকেন-এর সঙ্গে আলাপের সময় বাংলাদেশও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, সন্ত্রাসবাদ দমন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা আর প্রতিরক্ষাখাতে দুই দেশের মধ্যে সর্ম্পক জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। ইউএস চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মাননীয়মন্ত্রী দুইদেশের বাণিজ্য সম্পর্ককে আরো নিবিড় করার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকদের বাংলাদেশি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ৩ বছরের জন্য আমদানি শুল্ক স্থগিত রাখার বিষয় বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনী রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পাওয়ার আশা পুনর্ব্যক্ত করেন। জন কেরির সঙ্গে বৈঠকে মাননীয় মন্ত্রী প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফিরে আসাকে সাধুবাদ জানান। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার মতো বৈশ্বিক ইস্যুতে বাংলাদেশ- যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করবে মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত

করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সফরে জাতিসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের বিশেষদূত নিয়োগের বিষয়ে গুরত্ব আরোপ করেন। এই সফরে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতা গ্রেসমেংএর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অভিবাসীদের প্রতি বাইডেন প্রশাসনের উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অনিবন্ধিত বাংলাদেশিদের বৈধ অভিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানান। এসময় তিনি সিএফআর আয়োজিত 'বাংলাদেশ-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং রোহিঙ্গা ইস্যু' শীর্ষক ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সফরে জাতিসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের বিশেষ দূত নিয়োগের বিষয়ে গুরত্ব আরোপ করেন।

(৮৯) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে OIC-এর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল Ambassador Youssef Aldobeay-এর নেতৃত্বে ওআইসির ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ভাসানচর এবং কক্সবাজার পরিদর্শন করেন এবং রোহিঙ্গাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় রোহিঙ্গারা দ্রুততম সময়ে মিয়ানমারে ফেরত যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য OIC-এর সফরকারী সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলকে অনুরোধ জানায়। প্রত্যুত্তরে তিনি রোহিঙ্গাদের জন্য OIC-এর ধারাবাহিক সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার বিষয়ে OIC-এর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

(৯০) Military Financial Cooperation Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of Turkey' and the 'Implementation Protocol Regarding the Financial Assistance between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of Turkey বিষয়ে তুরস্ক সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং চুক্তির ৯ এবং প্রটোকলের ৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১ মার্চ ২০২১ তারিখ হতে চুক্তি এবং প্রটোকলটি কার্যকর হয়েছে।

(৯১) ৩ মার্চ ২০২১ তারিখে মালদ্বীপের প্রবাসী বাংলাদেশিদের টিকা প্রদান কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ২১ জনের একটি অভিজ্ঞ মেডিকেল টিম মালদ্বীপে প্রেরণ করে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রক্ষিত সার্ক কোভিড-১৯ জরুরি তহবিল থেকে ব্যয়ভার মিটানো হয়।

(৯২) ৪ মার্চ ২০২১ তারিখে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস জয়শংকর ঢাকা সফর করে। সফরে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর-এর বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণ, যাত্রীবাহী ট্রেন চালুসহ কানেকটিভিটি বৃদ্ধি, তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানিবণ্টন, সীমান্ত হত্যা বন্ধের বিষয়ে ঋণ চুক্তির প্রকল্প, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র দ্রুত বাস্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হয়।

(৯৩) ৬-৯ মার্চ ২০২১ মেয়াদে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সৌদি আরব সফরকালে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সৌদি আরবের ধারাবাহিক সহযোগিতা কামনা করেন। এই সময় তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (ICJ) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে OIC'র পক্ষে মামলার জন্য সৌদি আরবের আর্থিক অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এই বিষয়ে সৌদি আরবের অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা কামনা করেন।

(৯৪) ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে Bangladesh Foreign Service Academy এবং Diplomatic Diaspora of the Ministry of Foreign Affairs of Kosovo এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(৯৫) ১৬-১৭ মার্চ ২০২১ মেয়াদে 'Energy Transition - Towards Climate Neutrality' বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত 7th Berlin Energy Transition Dialogue মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন।

(৯৬) ১৭-২০ মার্চ ২০২১ মেয়াদে ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গাদের জন্য জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি দল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভাসানচরে সফর করে। দলটি ভাসানচরে জাতিসংঘের কর্মকান্ড শুরুর লক্ষ্যে সেখানকার স্থাপনা ও চলমান মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং রোহিঙ্গাদের চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সবিস্তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে সরকারের বিবেচনার জন্য একটি প্রতিবেদন পেশ করে। একই উদ্দেশ্যে, এর পূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ঢাকায় নিযুক্ত ৮টি দেশের রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনার/হেড অব ডেলিগেশনের অংশগ্রহণে ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি ব্রিফিং সেশন আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় পররাষ্ট্র সচিব এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এই সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ ঢাকায় নিযুক্ত ১০ জন বিদেশি রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনার/হেড অব ডেলিগেশন ভাসানচর সফর করে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে খোলাখুলি মত বিনিময় করেন। মিশন প্রধানগণের সঙ্গে সিনিয়র সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এই সফরে অংশগ্রহণ করেন। সফরের পর ২৩ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুনরায় একটি ডিব্রিফিং সেশন আয়োজন করা হয়। এই সময় রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনার/হেড অব ডেলিগেশনবৃন্দ ভাসানচরে অনতিবিলম্বে জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম শুরু করার জন্য তাঁদের ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।

(৯৭) ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগত মালদ্বীপ-এর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

(৯৮) ১৯ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগত শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং একটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

(৯৯) ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগত নেপালের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং একটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

(১০০) ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ হতে নেপালে পণ্য পরিবহনে রোহানপুর- সিংঘাবাদ রেলপথকে অতিরিক্ত ট্রানজিট রুট হিসাবে ব্যবহারের জন্য ১০ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ- নেপাল ট্রানজিট এগ্রিমেণ্ট এ রোহানপুরকে ‘Port of Call’ হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি মন্ত্রীসভায় অনুমোদন হয়। বাংলাদেশ- নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের ৬ষ্ঠ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে চুক্তিটি ‘Letter of Exchange’ এর মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হবে এবং তা নেপালের সম্মানীয় রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরের সময়ে স্বাক্ষরিত এবং বিনিময় হয়। বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে ১৯৭৬ সালে সম্পাদিত ট্রানজিট চুক্তির প্রোটোকলে এই লেটার অব এক্সচেঞ্জ সংযোজিত হবে।

(১০১) ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগত ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং একটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

(১০২) ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাত করেনএবং একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

(১০৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখে ‘International Debt Architecture and liquidity event’- এ অংশগ্রহণ করেন।

(১০৪) ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী 10th D-8 Summit-এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

(১০৫) ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে শ্রীলংকার কলম্বোতে Special Session of the BIMSTEC Senior Officials’ Meeting (SOM) (ভার্চুয়াল) অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে চার সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এতে অংশগ্রহণ করে।

(১০৬) ১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে শ্রীলংকার কলম্বোতে বিমসটেকের ১৭তম মন্ত্রী পর্যায়ের সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সভায় যোগদান করেন। এ সভা ৫ম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরের জন্য finalized draft text of the BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, finalized draft text of the Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer Facility (TTF) in Colombo, Sri Lanka and draft text of the MoU on Mutual Cooperation between Diplomatic Academies/Training Institutions of BIMSTEC Member States অনুমোদন ও সুপারিশ করে। এ সভা ৫ম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত (Adoption) করণের নিমিত্ত rationalization of sectors and sub-sectors of BIMSTEC and the Template of the Memorandum of Association (MoA) on the Establishment of the BIMSTEC Centres/Entities অনুমোদন করে। এ সভা BIMSTEC Master Plan for Transport Connectivity অনুমোদন করে।

চিত্র: ১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে শ্রীলংকার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত বিমসটেকের ১৭তম মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় (ভার্চুয়াল) মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি।

(১০৭) ০৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত ১০টি দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ ভাসানচর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কূটনীতিকগণ ভাসানচরে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ করেন এবং ভাসানচরে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

(১০৮) ০৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে SAARC এবং BIMSTEC-ভুক্ত দেশসমুহের মধ্যে 'Bangabandhu Futsal Championship-2021'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

(১০৯) ০৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে রোহিঙ্গা সংকট ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: প্রত্যাবাসন ও জবাবদিহিতার উদ্যোগে কানাডা'র ভবিষ্যৎ ভূমিকার উপর ওয়েবিনার -এ মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(১১০) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কের অফিসের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের তৃতীয় Universal Periodic Review (UPR)-এ প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন, এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতি, মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপ এবং তা সঠিকভাবে তুলে ধরার উপায় সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদানের লক্ষ্যে পরিকল্পিত ধারাবাহিক চারটি কর্মশালাসমূহের মধ্যে যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় কর্মশালাসমূহ ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখ এবং ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখে আয়োজন করা হয়।

(১১১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত শীর্ষ সম্মেলনে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট, ইরানের প্রেসিডেন্ট, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, মিশরের প্রধানমন্ত্রী এবং নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সভা হিসেবে বিগত ৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ডি-৮ Council of Ministers এর ১৯-তম সভা এবং বিগত ৫-৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল মাধ্যমে 43rd Session of the D-8 Commission অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, দশম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে ৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ভার্চুয়াল মাধ্যমে 1st D-8 Youth Summit 2021 এবং D-8 Business Forum আয়োজন করে।

(১১২) ৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরি বাংলাদেশ সফর করেন। তাঁর সফর সংক্রান্ত সামগ্রিক সমন্বয়সাধনসহ তাঁর সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বৈঠকে এ মন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধন করে।

(১১৩) ৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে US Special Presidential Envoy for Climate (SPEC) John Kerry বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এছাড়া John Kerry মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, Bangladesh Special Envoy of the Climate Vulnerable Forum এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে Climate Change সংশ্লিষ্ট ইস্যু বিষয়ক এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত সফর ও সফর সংশ্লিষ্ট বৈঠকসমূহ আয়োজনে এ মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয় করে।

(১১৪) ২০ এপ্রিল ২০২১ তারিখে 'Boao Forum for Asia'এর বার্ষিক সম্মেলন ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন।

(১১৫) ২২-২৩ এপ্রিল ২০২১ মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর আমন্ত্রণে 'Leaders Summit on Climate' ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বক্তব্য প্রস্তুত, এবং অংশগ্রহণের সার্বিক সমন্বয়ের কাজ এ মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করে।

(১১৬) ২২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে শ্রীলংকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসার বাংলাদেশ সফরের সময় সম্মত Joint Communique এর অনুচ্ছেদ ১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার মধ্যে Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA) বিষয়ক একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় দু'দেশের বাণিজ্য

এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। সভাটিতে জানুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে PTA স্বাক্ষরের বিষয়ে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী দু'দেশ অগ্রসর হবে মর্মে সম্মত হয়। সভাটিতে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ- শ্রীলংকার মধ্যে বাণিজ্য বাধা দূরীকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরের জন্য প্রাথমিক Draft PTA text শ্রীলংকা কর্তৃপক্ষের বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩০ জুন Draft PTA text সংক্রান্ত Trade Negotiation Committee (TNC) এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ২২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রস্তাবিত Draft PTA text-এর উপর আলোচনা এবং শুল্ক ছাড়ের জন্যেও আলোচনা করা হয়।

(১১৭) ২৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ASEAN শীর্ষ সম্মেলনে ১০টি দেশের নেতৃবৃন্দ মিয়ানমারে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য একটি পাঁচ-দফা ভিত্তিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ASEAN-এর চেয়ার হিসেবে ব্রুনাই এর পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ASEAN-এর সেক্রেটারি জেনারেল এর নিকট পৃথক পত্র প্রেরণ করে মিয়ানমারের সংকট নিরসনে ASEAN-এর গৃহীতব্য সকল কার্যক্রমে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে সংকটটির স্থায়ী সমাধানে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

(১১৮) ২৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission)Sub-Commission for the Western Pacific (WESTPAC) এর সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। চীনের উদ্যোগে 6-country COVID Consultation–এ মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(১১৯) ২৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'Foreign Policy Virtual Climate Summit' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন।

(১২০) ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে High-level Interactive Dialogue on AMR অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন।

(১২১) ৪-৫ মে ২০২১ মেয়াদে One Health Global Leaders Group-এর আয়োজনে Antimicrobial Resistance বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করবেন।

(১২২) ৬ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ভারতের কোভিড আক্রান্ত জনগণের জন্য উপহার হিসাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১০,০০০ ভায়াল এন্টিভাইরাল রেমডিসিভির ইনজেকশন ভারতে প্রেরণ করা হয়েছে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির কাছে বাংলাদেশ উপহাইকমিশনার কলকাতা উক্ত ঔষধ সামগ্রী হস্তান্তর করেন।

(১২৩) ৬ মে ২০২১ তারিখে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মান্যবর রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালীন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের করোনা ভ্যাক্সিনের স্বল্পতার ফলে উদ্ভুত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের অতিরিক্ত মজুদ হতে ২০ মিলিয়ন Astra Zeneca ভ্যাক্সিন প্রদানের বিষয়ে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। মাননীয় মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য গমনেচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের করোনা পরিস্থিতির কারণে সরকারের আরোপিত বিধি-নিষেধ চলাকালীন সময়ে মার্কিন দূতাবাস কর্তৃক ভিসা সংক্রান্ত সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। আমেরিকা অনুবিভাগ এ সংক্রান্ত বাচ্যাবলী ও প্রেস রিলিজ প্রস্তুত করার কাজ করেছে।

(১২৪) ১১ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকাস্থ নেপালী রাষ্ট্রদূতের কাছে ৫ হাজার ভায়াল রেমডিসিভির ঔষধসামগ্রী প্রদান করেন, যা বিমানে করে একই তারিখে নেপালে পৌঁছে যায়।

চিত্র: ১১ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকাস্থ নেপালী রাষ্ট্রদূতের কাছে ৫ হাজার ভায়াল রেমডিসিভির ঔষধ সামগ্রী হস্তান্তর।

(১২৫) ১৬ মে ২০২১ তারিখে ফিলিস্তিন ইস্যুতে ওআইসিভূক্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের উন্মুক্ত সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(১২৬) ১৭ মে ২০২১ তারিখে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এ সময় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশকে জরুরি ভিত্তিতে ২০ মিলিয়ন AstraZeneca ভ্যাক্সিন প্রদানের অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য করোনা পরিস্থিতির জন্য বন্ধ থাকা যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের ভিসা সাক্ষাতকার গ্রহণের কাজ পুনরায় চালু করার বিষয়ে আলাপ করেন।

(১২৭) ১৮ মে ২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সৌজন্যে এসেনশিয়াল ড্রাগস কোঃ লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত ১৮ ধরনের ঔষধসামগ্রী ভারতে পাঠানো হয়েছে। উক্ত ঔষধসামগ্রী ভারতে প্রেরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয় করে। একই তারিখে কানাডার রাষ্ট্রদূত মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এ সময় মাননীয় মন্ত্রী বাংলাদেশে ভ্যাক্সিন স্বল্পতার জন্য ভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ প্রদান নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কানাডা সরকারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ২ মিলিয়ন AstraZeneca ভ্যাক্সিন প্রদানের অনুরোধ করেন। তিনি বাংলাদেশ আশ্রয় নেয়া মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের টিকা প্রদানের বিষয়ে কানাডার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

(১২৮) ১৮ মে ২০২১ তারিখে 'Joint Response Plan-2021'-এর ভার্চুয়াল 'Launching Ceremony' অনুষ্ঠিত হয়। UNHCR-এর হাইকমিশনার, IOM-এর মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পক্ষ হতে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে টেকসই প্রত্যাবাসন ও রাখাইন সমাজে পুনঃআত্তীকরণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিশ্ব সম্প্রদায়কে অধিকতর তৎপর হতে অনুরোধ করেন।

(১২৯) ২১ মে ২০২১ তারিখে ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগের আওতায় মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে পূনরায় এক টেলিফোন আলাপে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে চীনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক চালু করার বিষয়ে চীন শীঘ্রই উদ্যোগ নিবে মর্মে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আশ্বস্ত করেন।

(১৩০) ২৪ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা HRH the Prince of Wales- এর সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত 'Asia Regional Commonwealth Heads of Government Roundtable: Accelerating Economic Recovery and Sustainable Markets' শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

একই তারিখে Jahangirnagar University, Bangladesh এবং University of Tourism, Samarkhand, Uzbekistan-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(১৩১) ২৫-২৬ মে ২০২১ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি Mr. Volkan Bozkir বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং ভাসানচর প্রকল্পের উপর নির্মিত একটি ভিডিওচিত্র অবলোকন করেন। বাংলাদেশের সম্পদ ও স্থানের তীব্র সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করার জন্য তিনি বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

(১৩২) গত ২৭ মে ২০২১ তারিখে সাম্প্রতিক সফরে প্যালেস্টাইন উপর ইসরাইলের আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট এর মানবাধিকার বিপর্যয় নিয়ে জাতিসংঘের Human Rights Counclil-এ Council-এর সদস্যভুক্ত ১৫টি OIC member countries এবং ৭টি Non-OIC member countries-এর অংশগ্রহণে জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে আয়োজিত মন্ত্রী পর্যায়ের এই অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্যালেস্টাইনের মানুষের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন।

(১৩৩) ২৯ মে ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিবস উদ্‌যাপনের প্রথম পর্বে সকাল ৬.১৫ মিনিটে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দর হতে একটি 'Peacekeepers' Rally' আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবসের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ও শহিদ সদস্যবৃন্দের পরিবারকে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

(১৩৪) ৩০-৩১ মে ২০২১ মেয়াদে সিউলে এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত 'P4G Seoul Summit 2021'-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(১৩৫) ৩১ মে এবং ১ জুন ২০২১ তারিখে UNHCR-এর সুরক্ষা বিষয়ক সহকারী হাইকমিশনার এবং পরিচালন বিষয়ক সহকারী হাইকমিশনার ভাসানচর এবং কক্সবাজার সফর করেন। ভাসানচর সফরকালে তারা প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হন এবং সেখানে স্থানান্তরিত রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এই সময় রোহিঙ্গারা নিজভূমে তাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে সফরকারী UNHCR সহকারী হাইকমিশনারদ্বয়কে অবহিত করেন।

(১৩৬) ২-৪ জুন ২০২১ মেয়াদে জলবায়ু বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন COP-26-এর মনোনীত সভাপতি এবং ব্রিটিশ এমপি অলক শর্মা বাংলাদেশ সফর করেন। তার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য সহযোগিতা ও COP 26-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সফরকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে 'Bangladesh-UK Climate Partnership Roundtable'–এর আয়োজন করে।

(১৩৭) ৭ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে উপহার হিসাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৫,০০০টি Sepnil hand Sanitizer এবং ১,০০০ Shinex Floor Cleaner নেপালে প্রেরণ করে।

(১৩৮) ৭ জুন ২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সৌজন্যে ৪,৫৫,০০০টি Surgical Mask, ৫০,০০০টি N95 Mask, ৫০,০০০টি KN95 Mask এবং ৭৯,৫৮০টি Hydroxy Chloroquine Tablet নেপালে পাঠানো হয়েছে। উক্ত সুরক্ষাসামগ্রী নেপালে প্রেরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে।

(১৩৯) ১০ জুন ২০২১ তারিখে BAPI (Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries) কর্তৃক সরবরাহকৃত ঔষধ সামগ্রী মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফিলিস্তিনীদের কাছে অনুদান হিসাবে হস্তান্তর করেন।

(১৪০) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি H.E. Mr. Volkan Bozkir-এর আমন্ত্রণে জাতিসংঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য গত ১৩-২০ জুন ২০২১ তারিখ মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম.পি. যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সফরকালে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এলডিসি বিষয়ক একটি থিমেটিক সভা, রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব H.E. Mr. António Guterres, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতিসহ জাতিসংঘের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এছাড়া, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জ' উদ্বোধন করেন এবং নিউইয়র্ক ও বোস্টনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি মতবিনিময় সভায় যোগ দেন।

(১৪১) ১৩ জুন ২০২১ তারিখে সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের মান্যবর রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলারকে ৭ ও ১০ জুন ২০২১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কার্গো বিমানে বাংলাদেশে মেডিকেল যন্ত্রপাতি প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত মজুদ থেকে AstraZeneca ভ্যাক্সিন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ পুনর্ব্যক্ত করেন। কো-ভ্যাক্স এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এশিয়ার দেশসমূহকে ৭ মিলিয়ন ভ্যাক্সিন প্রদানের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান। তিনি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক এই বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইন প্রণেতাগণকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণের কথা উল্লেখপূর্বক যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফরের সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করেন।

(১৪২) ১৫ জুন ২০২১ তারিখে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশ, কানাডা, সৌদি আরব ও তুরস্ক স্থায়ী মিশন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা 'গ্লোবাল সেণ্টার ফর রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট' কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি: সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের অবস্থা' শীর্ষক এক উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল আলোচনায় মূল বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন। তিনি রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করে এর রাজনৈতিক সমাধান, রোহিঙ্গাদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদে, নিরাপত্তার সঙ্গে এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে নিজ দেশে টেকসই প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জন্য নব্যসৃষ্ট আবাসন সুবিধার বিষয়ে জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেন। উদ্বোধনী বক্তা হিসাবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি Mr. Volkan Bozkir তাঁর বক্তব্যে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের মানবিক ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানান। উক্ত সফরে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত Christine S. Burgener এর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হয়ে চার বছরেও রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন শুরু না হওয়ায় প্রত্যাবাসন বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক স্পষ্ট একটি রোডম্যাপ তৈরি করার জোর দাবি জানান।

(১৪৩) ১৮ জুন ২০২১ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর যৌথ উদ্যোগে নিউইয়র্কে 'Diversifying the Financing Toolbox to Enhance Investment in Least Developed Countries' শীর্ষক বিষয় ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য প্রদান করেন।

(১৪৪) ১৮-২০ জুন ২০২১ তুরস্কে অনুষ্ঠিত 'Antalya Diplomacy Forum'এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯ জুন ২০২১ তারিখে 'Humanitarian Approach Towards Refugees and Migranst'শীর্ষক এক প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করা হয়।

(১৪৫) ২২ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীজাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোন সাক্ষাতে অংশগ্রহণ করেন।

(১৪৬) ২২ জুন ২০২১ তারিখে কাতারে 'Qatar Economic Forum 2021' অনুষ্ঠিত হয়। কাতারের আমির H.E. Tsmim bin Hamad Al Thani-এর আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

(১৪৭) ২২ জুন ২০২১ তারিখ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত NAM Committee on Palestine-এর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংহতি ও অব্যাহত সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের অস্ত্রবিরতি লংঘনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

(১৪৮) ২৫ জুন ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত '5th United Nations Special Thematic Session on Water and Disasters'–এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন।

(১৪৯) বাংলাদেশ ও চেক রিপাবলিকের মধ্যে 'Agreement on Elimination of Double Taxation' বিষয়ে বাংলাদেশ এবং চেক রিপাবলিক উভয় পক্ষের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

(১৫০) MoU between the Ministry of Foreign and Trade of Hungary and the Ministry of Education of Bangladesh on 'Cooperation within the frameworks of the Stipendium Hungaricum Programme for the Years 2021-2023' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে উক্ত সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন অস্ট্রিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় হাঙ্গেরি সরকার বছরে ১৩০টি স্কলারশিপ প্রদান করবে।

(১৫১) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬টি বিদেশস্থ মিশনে (বার্লিন, ইসলামাবাদ, রিয়াদ, জেদ্দা, থিম্পু ও ব্রুনেই) চ্যান্সারি কমপ্লেক্স ও রাষ্ট্রদূত ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ঢাকায় 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান চত্বরে ১টি বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ (প্রথম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প মোট ৬৩.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের ৭০ শতাংশ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

(১৫২) ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় চার শতাধিক প্রেস রিলিজ (বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন এবং মন্ত্রণালয়সহ) স্থানীয় মিডিয়াকে সরবরাহ করেছে। বিভিন্ন সময়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন, বিদেশি সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে Journalist Visa এর ইস্যুকরণ ও তাদের বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধান, সার্ক স্টিকার প্রদানের প্রক্রিয়া সমন্বয়করণ, ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসসমূহের বিভিন্ন প্রকাশনা, ভিডিও প্রচার ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় দিবসসমূহে পোস্টার, বাণী প্রেরণ করা, প্রাত্যহিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ এবং সংকলন ইত্যাদি করা হয়।

(১৫৩) যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, কানাডাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে নির্বাচন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, রোহিঙ্গা সমস্যা, আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ ২০২১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে সরকারের গৃহিত কর্মকাণ্ড তুলে ধরে স্বাগতিক দেশের সরকার, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন প্রকার আলোচনা/কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

(১৫৪) উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারকল্পে এ অঞ্চলের দেশসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কানাডার সঙ্গে Air Transport Agreement ; ব্রাজিল-এর সঙ্গে Basic Agreement On Technical Cooperation; পেরুর সঙ্গে Visa Waiver Agreement ও Agreement for the Protection, Conservation, Recovery and Restitution of Cultural, Paleontological, Archaeological, Artistic and Historical Property, Stolen, Robbed, Exported or Illicitly Transferred চুক্তিসমূহ দ্রুত স্বাক্ষরের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

(১৫৫) আর্জেন্টিনা ও চিলির সঙ্গে দ্বৈত কর পরিহারের লক্ষ্যে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি এবং 'ফরেন অফিস কন্সাল্টেশন' করার জন্য দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আর্জেন্টিনার সঙ্গে Agricultural Cooperation বিষয়ক সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(১৫৬) বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। চুক্তিতে ই-পাসপোর্ট সংযুক্ত করার জন্য ই-পাসপোর্টের নমুনা বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্রাজিলে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৫৭) বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর সঙ্গে Agreement on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters সম্পাদনের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। বাংলাদেশের Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries (FBCCI) এবং Mexican Business Council for Foreign Trade, Investment and Technology (COMCE)-এর মধ্যে প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য FBCCI থেকে প্রাপ্ত চূড়ান্ত খসড়া স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মেক্সিকো কর্তৃপক্ষের মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৫৮) বাংলাদেশ দূতাবাস বুখারেস্ট, রোমানিয়ায় পদসৃজনপূর্বক জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। রোমানিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে রোমানিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বৈঠকে রোমানিয়া বাংলাদেশ থেকে খসড়া সমঝোতা স্মারক প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ে সমঝোতা স্মারকের সম্ভাব্য টাইটেল প্রস্তাব করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

(১৫৯) করোনা মোকাবিলায় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব দূর করবার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল ও মেক্সিকোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। করোনাকালীন বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সেবাপ্রদান এবং করোনা পরবর্তী সময়ে গৃহীতব্য কার্যাবলি সম্পর্কে বিদেশস্থ সকল বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং তারা এ লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সমবেদনা জানিয়ে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধানত তৈরি পোশাকশিল্প ও রেমিট্যান্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করোনার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য একযোগে কাজ করার আশ্বাস ব্যক্ত করে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে পত্র যোগাযোগ হয়। করোনার কারণে আমেরিকায় আটকে পরা বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনার জন্য আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে দুইটি এবং কানাডা থেকে একটি চার্টার ফ্লাইট পরিচালনা করা হয় ও ৫৪৬ জন বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনা হয়। একইভাবে বাংলাদেশে আটকে পড়া আমেরিকার ও কানাডার নাগরিক ও গ্রিনকার্ডধারীদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার আটটি চার্টার ফ্লাইট পরিচালনা করা হয় এবং ৩,৩০৪ জন আমেরিকার ও কানাডার নাগরিক ও গ্রিনকার্ডধারীদের পাঠানো হয়। মে ২০২১ মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে বাংলাদেশ থেকে ৬.৫ মিলিয়ন পিপিই যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয় যা চিকিৎসাসামগ্রীসহ ঔষধ রপ্তানির একটি নতুন বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করবে। পাশাপাশি উদ্ভূত করোনা পরিস্থিতিতে ব্রাজিলে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানির বাজার অনুসন্ধানের জন্য ব্রাজিলের সঙ্গে সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(১৬০) কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএইড এর মাধ্যমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ১০০টি ভেন্টিলেটর ও ২টি গ্যাস এনালাইজার প্রদান করেছে। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ-কে উপহার হিসাবে করোনা সুরক্ষা-সরঞ্জাম প্রদান করে।

(১৬১) রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের নির্মাণকাজের জন্য বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে আগমনের প্রক্রিয়া সহজিকরণসহ আলোচ্য প্রজেক্টের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানী সংস্থা রোসাটাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দূতাবাসসমূহের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত পাওয়ার প্ল্যান্টে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের কোভিড-১৯ টিকাদানের লক্ষ্যে রাশিয়ায় তৈরি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন 'স্পুটনিক-ভি' বাংলাদেশে আনয়ন এবং ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৬২) করোনাকালে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের মধ্যে ৮,০০০ বাংলাদেশি নাগরিককে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ভারতস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে করোনার শক্তিশালী ভ্যারিয়েন্টের ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে স্থলবন্দর দিয়ে নিয়ন্ত্রিত যাতায়াত কার্যকর করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। ২০১৯-এর পর থেকে সকল institutional mechanism যেমন- ফরেন অফিস কনসাল্টেশন, বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে বৈঠক, স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক, পানি সম্পদ বিষয়ক সচিব পর্যায়ে বৈঠক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ - বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর বৈঠক, বিভিন্ন বিষয়ে জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটি, জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটি-এর বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। করোনাকালীন দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কানেক্টিভিটি আরো সুসংহত হয়েছে।

(১৬৩) মালদ্বীপের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশই প্রবাসী বাংলাদেশি। করোনার কারণে তারা অনেকেই কর্মহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। ২০২০ সালে এই পরিস্থিতিতে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য মালদ্বীপ সরকারের উদ্যোগ ও চাপ সত্ত্বেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রত্যাবাসনের সংখ্যা হ্রাস ও গতি শ্লথ করতে সক্ষম হয়। প্রবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণপূর্বক পর্যায়ক্রমে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এখন পর্যন্ত আনুমানিক ১১,০০০ প্রবাসী বাংলাদেশিকে মালদ্বীপ থেকে প্রত্যাবাসিত করা হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের শুভেচ্ছাবার্তা হিসাবে নৌবাহিনীর জাহাজ 'বিএনএস সমুদ্র অভিযান' প্রায় ১০০ টন ত্রাণসামগ্রী ও ঔষধ নিয়ে ২১ এপ্রিল ২০২০ মালদ্বীপে পৌঁছায়। প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের সহায়তার জন্য প্রায় ৯ টন খাদ্যসামগ্রী ও ঔষধ নিয়ে ১৭ মে ২০২০ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর C-130 ফ্লাইট মালদ্বীপে পৌঁছায়। বাংলাদেশের এ সকল উদ্যোগ মালদ্বীপে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি টেলিফোনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মালদ্বীপ প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ১,৫০৭টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর বিশেষ ফ্লাইটে মালদ্বীপ পাঠানো হয়।

(১৬৪) ২০২১ সালে মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ্ কোভিড ১৯ মোকাবিলায় মালদ্বীপে অবস্থানরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীকে বিনামূল্যে টিকা প্রদান করা হবে মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি সেদেশে বাংলাদেশি ডাক্তার এবং নার্সদের চাহিদা ব্যক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে মালদ্বীপে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের বিনামূল্যে টিকা প্রদানে সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল মালদ্বীপে তিন মাসের জন্য যায়। পরবর্তী সময়ে মালদ্বীপ সরকারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থানের সময় আরো এক মাস বর্ধিত করা হয়।

(১৬৫) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মিয়ানমারের সঙ্গে নিয়মিত বিমান যোগাযোগ বন্ধ থাকায় মিয়ানমারে আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে ইয়াঙ্গুনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে এবং ঢাকাস্থ মিয়ানমার দূতাবাস এর সহযোগিতায় জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ঢাকা এবং ইয়াঙ্গুনের মধ্যে মোট ৬টি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়।

২১. পরিকল্পনা বিভাগ

(১) ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থবছরের প্রথম এনইসি সভায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) অনুমোদিত হয়। ২ মার্চ ২০২১ তারিখে ২য় এনইসি সভায় ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর বিদ্যমান ১৭টি সেক্টরকে ১৫টি সেক্টর ও ৭২টি সাব-সেক্টরে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ১৮ মে ২০২১ তারিখে তৃতীয় এনইসি সভায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) চূড়ান্ত ও অনুমোদন করা হয়।

চিত্র: পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক নির্মাণাধীন জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি ভবন।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একনেক-এর চেয়ারপার্সন-এর সভাপতিত্বে ২৭টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে মোট ১৬৯টি প্রকল্প অনুমোদন হয়। এর মধ্যে ১০৬টি নতুন প্রকল্প এবং ৬৩টি সংশোধিত প্রকল্প। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৪১০৬.৮৫ কোটি টাকা (জিওবি ১৪২৭৬৭.১৬ কোটি, নিজস্ব অর্থায়ন ৪৪১১.৭৬ কোটি এবং বৈদেশিক অর্থায়ন ৮৬৯২৭.৯৩ কোটি টাকা)। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনূর্ধ্ব ৫০ কোটি প্রাক্কলিত ব্যয় সংবলিত ৫৪টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫২২.২৭ কোটি টাকা।

(৩) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে এনইসি সভার পূর্বে এনইসি সভার আলোচ্যসূচির উপর পরিকল্পনা কমিশনের ২টি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে এবং দ্বিতীয় সভা ৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) ২০২০-২১ অর্থবছরের ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মেয়াদে আইপিইউ এবং জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত 2021 Parliamentary Hearing at the United Nations, ২৪-২৮ মে ২০২১ মেয়াদে অনুষ্ঠিত Inter-Parliamentary Union (IPU), এর ১৪২তম Assembly, ১২ জুলাই ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত Parliamentary

Forum at the United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development and related meetings উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগ বিষয়ক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ব্রিফ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে ১০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৬) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ক্যাম্পাসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সচিবালয় ক্লিনিকের আদলে একটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রথম প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৮) মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বিপরীতে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে (১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকাচিহ্নিত এবং তারকাচিহ্নবিহীন মোট ১২৪টি প্রশ্নের জবাব (সম্পূরকসহ) প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৯) পরিকল্পনা বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ৩টি ব্যাচে মোট ৬০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১০) সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত ৪৬টি গবেষণাসমূহের বিপরীতে গবেষকগণকে সর্বমোট ২ কোটি ২৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৮৬টি গবেষণা প্রস্তাবনার মধ্যে ২৫টি গবেষণা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(১১) ৭ জুন ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের Multidisciplinary Journal of Social Science Research Council জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে।

(১২) এসএসআরসি-এর আওতাধীন সমাপ্তকৃত গবেষণাসমূহ সংরক্ষণের জন্য একটি বৃহৎ ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের আধুনিকায়ন কাজ (ডিজিটাল রূপান্তর) চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৬টি চূড়ান্ত গবেষণাসহ মোট ৭৬৪টি গবেষণা ডকুমেন্টেশন সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(১৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যথা- ১. অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, আগারগাঁও ৩. দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৪. অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ৫. Planning and Development Research Centre, Khulna University ৬. জামাল-নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৭. বাংলাদেশ বায়োথিক্স সোসাইটি, ডিওএনএইচএস, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এর ব্যবস্থাপনায় রিসার্চ মেথডোলজিসহ সামাজিক বিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয় এবং এ কার্যক্রমের জন্য মোট ২৮ লক্ষ টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

(১৪) এসএসআরসি'র আওতাধীন বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের অধীনে মোট ১০টি গবেষণা চলমান আছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন ভাবনা, (কৃষি, শিক্ষা, অর্থনীতি, উন্নয়ন রাজনীতি, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়, গৌরবের ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদনগুলি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ডকুমেন্টেশন সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয়।

(১৫) সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণসহ সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসআরসি'র করিডোরে একটি ট্রান্সপারেন্ট সেবা পরামর্শ বক্স স্থাপন করা হয়। সেবা গ্রহীতাগণ যাতে সেবার মান সম্পর্কে কিংবা অন্য যেকোনো বিষয়ে সহজে মত প্রকাশ করতে পারেন সে জন্য একটি ফরমও প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম পরিকল্পনা বিভাগের সার্বিক সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

(১৬) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) এর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে বিতরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

(১৭) 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)' শীর্ষক দলিল বিভিন্ন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

(১৮) ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রাধিকার নিরুপণ এবং অর্থায়ন কৌশল বিষয়ে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সাপোর্ট টু দি ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (এসআইবিডিপি ২১০০)' শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে একটি সভা আয়োজন করে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(১৯) মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এসডিজির কর্মবণ্টন সংক্রান্ত পথ নকশার (Mapping) দলিল হালনাগাদের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কর্মশালা এবং এসডিজি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

(২০) BIMSTEC Poverty Plan of Action-এর জন্য হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। Istanbul Programme of Action (IPoA) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২১) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার জন্য তথ্য উপাত্তসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সংশ্লিষ্ট চাহিত তথ্যাবলি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ করা হয়েছে।

(২২) পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্য হতে মনোনীত ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(২৩) পরিকল্পনা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট পুস্তিকা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহের অভ্যন্তরীণ বাজেট বিভাজন আদেশ জারি করা হয়েছে।

(২৪) ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের মধ্যে 'মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়) শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বর্ণনামূলক চিত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২৫) ২০১০-১১,২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরসমূহের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২৬) জাতীয় পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুসৃত সেক্টরের সঙ্গে সংগতি রেখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)-এর অনুমোদনক্রমে বিদ্যমান এডিপি'র ১৭টি সেক্টরকে ১৫টি সেক্টর ও ৭২টি সাব-সেক্টরে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

(২৭) এডিপি/আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ২৭ জুন ২০২১ এবং ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।

(২৮) ‘কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডেটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (এসডিবিএম)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ওয়েবভিত্তিক ডেটাবেইজ ADP/RADP Management System (AMS) তৈরি করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি AMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে।

(২৯) সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত পরিপত্রে Disaster Impact Assessment (DIA) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩০) ‘National Resilience Programme (Programming Division Part)-(এনআরপি)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার Digital Risk Information Platform (DRIP) সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এর ব্যবহার বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

(৩১) ২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ৪৪২টি প্রকল্পের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৩টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি প্রদান করা হয়।

(৩২) ‘National Resilience Programme (Programming Division Part) -(এনআরপি)’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে Business Continuity Plan (BCP) সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন ও পাইলটিং-এর জন্য পরিকল্পনা বিভাগ ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(৩৩) পরিকল্পনা কমিশনের ৪টি সেক্টর/বিভাগে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৮৭টি আন্তঃমন্ত্রণালয় পিইসি সভা আয়োজন করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

(৩৪) NAPD কর্তৃক ৮০টি অনক্যাম্পাস/অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে ১,৯২৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তপাঠের মাধ্যমে ১টি প্রশিক্ষণে ২২৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়েছে। ৫টি কর্মশালায় ৩৩৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে ২টি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। French Language, Arabic Language, Advance Office Application এবং Land Management শিরোনামে ৪টি নতুন কোর্স চালু করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সাফল্যজনকভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(৩৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় খ্যাতনামা জার্নালে/বইয়ে (Peer-Reviewed) বিআইডিএস’র গবেষকগণের ৫১টি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিআইডিএস কর্তৃক মোট ১১টি গবেষণা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এই সময়ে মোট ১০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স আয়োজন করে। আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্সসমূহের মধ্যে ২৩ মে এবং ৯ জুন ২০২১ তারিখে ওয়েবিনারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত BIDS Critical Conversations 2021 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৩৬) ২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার লডার ইনস্টিটিউট কর্তৃক ‘২০২০ গ্লোবাল গো টু থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনডেক্স’-এ বিশ্বের ১১,১৭৫টি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মধ্যে বিআইডিএস ৯৪তম স্থান অর্জন করে। দক্ষিণ এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে বিআইডিএসের অবস্থান ১৭তম।

২২. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) কৃষি নমুনা শুমারির মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২) জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্পের দ্বিতীয় জোনাল অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) Consumer Price Index (CPI) রিবেজিং-এর কম্পাইলেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) Report on Bangladesh Sample Vital Statistics-2020-এর প্রকাশ করা হয়েছে।

(৫) সারাদেশের ২,০১২টি নমুনা এলাকা হতে ২,০১২ জন স্থানীয় মহিলা রেজিস্টার ও সুপারভাইজারের মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে।

(৬) BBS Glossary (Concepts and Definitions) প্রকাশ করা হয়েছে।

(৭) কম্পাইলেশন অব বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যাটিসটিক্স ২০২০-এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

(৮) বাংলাদেশ ডিজাস্টার রিলেটেড স্ট্যাটিসটিক্স ২০২০ জরিপের মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

২৩. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

(১) বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত অপরাধ উদঘাটন করা হয়:

বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত মোট অপরাধ	জব্দকৃত মোট বন্যপ্রাণীর সংখ্যা	জব্দকৃত মোট ট্রফির সংখ্যা	মোট মামলা সংখ্যা	অপরাধীর সংখ্যা
৫৪৯ টি	৩,৭৮৫ টি	১৬৯ টি	১৪ টি	২৮ জন

বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে দুটি বিনোদনমূলক পার্ক ও মিনি চিড়িয়াখানায় অভিযান পরিচালনা করা হয়; বন্যপ্রাণী অপরাধ ও ফরেনসিক বিষয়ক ৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় এবং ৪টি প্রশিক্ষণে সর্বমোট ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ৩৮টি জেলার ৯৩টি স্থানে ৯৩টি ও অনলাইনে ১৭টি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সচেতনতামূলক সভায় সর্বমোট ৪,৪২৭ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামূলক ১৮,৯৪৮টি লিফলেট/পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়।

(২) বিধিমালা প্রণয়ন:

দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী অপরাধ উদঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা, ২০২০ এবং বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৩) **উদ্ধার কার্যক্রম:** প্রায় ৬,০০০ একর জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করা হয়।

(৪) **বনায়ন কার্যক্রম:** ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫,৭০১ হেক্টর ব্লক বাগান, ১০,৪৭০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১৮২০.৪০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়।

(৫) **দারিদ্র্য বিমোচন:** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীসহ ভূমি মালিক সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে ৪৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়।

(৬) **জলবায়ু সম্মেলন:** ১ অক্টোবর ২০২১ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ মেয়াদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই-এ অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড এক্সপো ২০২০ এ অংশগ্রহণ এবং গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিতব্য COP-26 এ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যয় ট্রাস্টফান্ড হতে নির্বাহের বিষয়টি ৯ জুন ২০২১ তারিখে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডের ৫৪তম সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।

(৭) **জলবায়ু ভবন নির্মাণ:** ২৮ জুন ২০২১ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) এর নিজস্ব অফিস ভবন 'জলবায়ু ভবন' স্থাপনের লক্ষ্যে মিরপুরস্থ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ৩৩ শতাংশ জমিতে ভবনটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৮) **গ্লোবাল কমিশন অন এডাপ্টেশন (জিসিএ) সভা:** পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ঢাকায় আয়োজন করা হয় গ্লোবাল কমিশন অন এডাপ্টেশন (জিসিএ)-এর সভা যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিসিএ'র একটি আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকাতে স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত সিওপি-২৫ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অর্জনসহ পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে।

চিত্র: গ্লোবাল কমিশন অন এডাপ্টেশন (জিসিএ) সভা।

(৯) বাংলাদেশ সচিবালয়ের চারপাশে 'শব্দদূষণ মুক্ত' এবং 'নীরব এলাকা' ঘোষণা করা হয়েছে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও স্টিকার লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে এনফোর্সমেণ্ট অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন ব্যক্তি/শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পলিথিন ও দানা ব্যবহার বন্ধ এবং অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ইটের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির বাধ্যবাধকতা রেখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। পাহাড় কেটে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি করে এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেণ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পসহ ২৫টি অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১,২৮১.১৭ কোটি টাকার বিপরীতে (অর্থ বিভাগের ব্যয়সীমা ১,১৭১.৮২ কোটি টাকা) ১,১৪২.২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৭.৪৭ শতাংশ।

(২) 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প:

- 'আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে ৭৮৮৫.২৭ কোটি টাকা সম্পূর্ণ সরকারের অর্থায়নে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলা, ৪,৫৫০টি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২.১৮ লক্ষ পরিবারকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই, ১৭৫.৪৭

কোটি টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা, ২৫৫.০৪ কোটি টাকা কল্যাণ অনুদান প্রদান এবং সমিতিসমূহকে ২৯৪.৩৯ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান, ৭৭৪.৫৯ কোটি টাকা তহবিল গঠন, ৭,৩৬০ জন উপকারভোগীকে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত পারিবারিক বলয়ে গড়ে উঠা জীবিকাভিত্তিক আয়বর্ধক খামারের সংখ্যা ৪.১৯ লক্ষ। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২৪৫ কোটি টাকা।

- ৩০ জুন ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ৭,৭৫৭.৮৪ কোটি টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৮.৩৮ শতাংশ। সরকার আরো দরিদ্র মানুষকে 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন সংশোধন করে প্রকল্প ও ব্যাংক উভয়ই একসঙ্গে চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক মূলতঃ 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে স্থায়ীভাবে পরিচালনা তথা দরিদ্র মানুষকে সুবিধাজনক শর্তে আর্থিক সেবা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচনই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত সকল সমিতি, সম্পদ ও দায় ইতোমধ্যে ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(৩) সমবায় অধিদপ্তর:

- সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ৮,৮৭৭টি সমিতি নিবন্ধন এবং ৮৩,২০১টি সমিতি অডিট হয়েছে। সমবায় বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন করে নতুন ৬ ক্যাটাগরির সমিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নাগরিক সেবা সহজিকরণের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও ই-সেবা চালু করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৬.৩৩ কোটি টাকার বিপরীতে (অর্থ বিভাগের ব্যয়সীমা ৬.৩২ কোটি টাকা) ৫.৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৩.৯১ শতাংশ।

(৪) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর আওতায় রাজস্ব বাজেটে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৫৯৬টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পর অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে সৃজিত ৪৮৭টি অফিস সহায়কের পদের বিপরীতে ৩১৯টি পদ আউটসোর্সিং থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সম্মতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেছে। ২৫ মে ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে অর্থ বিভাগের পত্রানুযায়ী পুনরায় তথ্য প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিআরডিবি বর্তমানে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৯৮.১৪ কোটি টাকার বিপরীতে (অর্থ বিভাগের ব্যয়সীমা ৯৮.১৪ কোটি টাকা) ৯০.৪২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯২.১৩ শতাংশ।

(৫) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লা:

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ড, কুমিল্লা ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৮টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে গবেষণা প্রকাশনাসমূহের সংখ্যা ৬টি। বার্ড ১৫০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠনপূর্বক মোট ৫,৫৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৬.৯০ কোটি টাকার বিপরীতে (অর্থ বিভাগের ব্যয়সীমা ১৪.৩৬৫০ কোটি টাকা) ১৪.০৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৭.৮২ শতাংশ।

(৬) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া:

- আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক একাডেমীর বিধিবদ্ধ কার্যক্রমের আওতায় নিজস্ব উদ্যোগে, বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগে ও যৌথ উদ্যোগে ১৭৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১০,১১৬ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩৬টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। আরডিএ, বগুড়া বর্তমানে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০৫.৫৭ কোটি টাকার বিপরীতে (অর্থ বিভাগের ব্যয়সীমা ৮৮.২০৭০ কোটি টাকা) ৭০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৭৯.৯৮ শতাংশ।

(৭) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাপার্ড, গোপালগঞ্জ কর্তৃক ২,২৯০ জনকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, ৫৬৭ জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সুফলভোগী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে ৬টি সেমিনার, ২৯১ জন স্থানীয় প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাপার্ড, গোপালগঞ্জ বর্তমানে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৮ কোটি টাকার বিপরীতে (অর্থ বিভাগের ব্যয়সীমা ১৮ কোটি টাকা) ১৬.৪৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯১.৫৯ শতাংশ।

(৮) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা):

- বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত তিনটি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৫৯.০২ কোটি টাকার বিপরীতে (অর্থ বিভাগের ব্যয়সীমা ২৫.৫৪ কোটি টাকা) ৬.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ২৬.৫০ শতাংশ।

(৯) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):

- কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণ এবং অর্থনীতিকে সুসংহত রাখার জন্য ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারিশিল্পকে লক্ষ্য করে সম্প্রতি সরকারের কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ হতে ইতোমধ্যে ১০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। এ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পকে লক্ষ্য করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য একটি ঋণ পরিচালন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ১৭ জুন ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ ঋণ সহায়তা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পিডিবিএফ নতুন ৪৭৮টি সমিতি গঠন করে এবং ১৯,৬৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্ব, নেতার গুণাবলি, সমিতির উদ্দেশ্য, সমিতির শৃংখলা, ঋণের প্রকারভেদ, বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। পিডিবিএফ বর্তমানে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪৬.৭৯ কোটি টাকার বিপরীতে (অর্থ বিভাগের ব্যয়সীমা ২৫.২৩ কোটি টাকা) ২৪.০৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৫.৪১ শতাংশ।

(১০) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ):

- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা সহায়তা প্যাকেজের আওতায় এসএফডিএফকে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান আবর্তক ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরবর্তী উত্তরণ এবং অর্থনীতিকে সুসংগত করার লক্ষ্যে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুফলভোগী সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে সবচেয়ে স্বল্প হারে ৪ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ ঋণ প্রদানের ফলে আত্মকর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সদস্য পরিবারের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩১৬টি অনানুষ্ঠানিক সমিতি/দল গঠন, ১১,৮০০ জন সদস্যভুক্তি, ১৩.৭৭ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা, ১০,৬৫০ জন সুফলভোগী এবং ৮০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১২৪৭.০৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২৫. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড:

- সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন ১৪৫ কিলোমিটার; নিষ্কাশন খাল পুনঃ খনন ৩৮০.০৬ কিলোমিটার; সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ৫২টি; সেচ অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ৫০টি; পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ৭৯টি; পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত পুনর্বাসন ৬১টি; ড্রেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন ২২০.৭৯ কিলোমিটার; এক্সক্যাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন ১৭৯.৭৬ কিলোমিটার; বাঁধ নির্মাণ ৮০.৪৭ কিলোমিটার; বাধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামত ৭৮.৩১ কিলোমিটার; নদী তীর সংরক্ষণ ৯০.০১ কিলোমিটার; ছোট নদী/খাল ও জলাশয় পুনঃখনন ১,৪৪০ কিলোমিটার; ডুবন্ত বাঁধ মেরামত/নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ৮১৮.৯৪ কিলোমিটার; নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্লোজার নির্মাণ ২০৮টি; উপকূলীয় বাধ মেরামত ও উঁচুকরণ ৮১.৭২ কিলোমিটার; উপকূলীয় বাধের ঢাল প্রতিরক্ষা ২৫.৬৮ কিলোমিটার; নদী সিস্টেম পুনঃখনন ৭,০০০ কিলোমিটার।

চিত্র: গোপালগঞ্জ হতে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত নৌ-রুট পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বর্ণি বাওড় ড্রেজিং।

(২) বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর:

- আরিয়াল বিল ও চলন বিলের সমীক্ষা প্রকল্পের PFS-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড:

- বর্তমানে ১০ দিন পূর্বেই বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়।
- পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালন এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ।

(৪) বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর:

- ‘৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ‘Comprehensive feasibility for sustainable restoration and protection of wetlands (Haor, Baor, beel and connected rivers etc.) and Development of a Dynamic Tool to Assess Temporal variations of wetlands in different Hydrological Regions of Bangladesh’ শীর্ষক সমীক্ষা বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুলাই ২০১৯ – ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন এ সমীক্ষার আওতায় দেশের ৮১টি বিশেষ নদী (যার উৎপত্তি কোন জলাভূমি থেকে) পূর্ণাঙ্গভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ।

(৫) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা:

- জেলা পর্যায়ে ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে চাহিদাকৃত ১০টি ক্যাটাগরিতে ৬৯৩ জন জনবলের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৬৩ জেলায় ৭টি ক্যাটাগরিতে ৪৪১ জন জনবল নিয়োগের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে এবং আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুসারে অবশিষ্ট ৩টি ক্যাটাগরিতে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ২৫২ জন জনবল নিয়োগের ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অর্থ বিভাগ ৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি কার্যালয়ের জন্য ৫৬টি পদ সৃজনের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে। বর্তমানে বিষয়টি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০; উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ এবং ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে পানি সম্পদ খাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভাণ্ডারে ২টি সংস্থা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৬টি সংস্থাকে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।
- ‘Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision making Process’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
- ‘পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ’ শীর্ষক সমীক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
- ‘Research on River bank erosion dynamics using Numerical Modeling and Deep learing Techniques’ শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
- পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ও আইডব্লিউএফএম এর যৌথ গবেষণা প্রকল্প ‘বাংলাদেশের ‘দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পলি (Sediment) ব্যবস্থাপনা’-এর কাজ চলমান রয়েছে।
- Operationalizing Integrated Water Resources Management (IWRM) in compliance with the Bangladesh Water Rules, 2018 প্রকল্পটি ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদিত হয়েছে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ: ১ জানুয়ারি ২০২০-৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের বাজেট: ১,৫৩৩.৭৬ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১০২৩.৭৬ লক্ষ টাকা এবং এসডিসি: ৫১০ লক্ষ টাকা)।

- পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশের শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি (ইংরেজি ভার্সন)-এর বাংলা অনুবাদ ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (IDM), খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) কর্তৃক 'Research on Water Security Assessment in South-West Coastal Region of Bangladesh' শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক ২,৪২৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ২২.০৮ লক্ষ টাকা।

গবেষণা স্টাডি:

- 'Development of suitable technologies for removal of manganese from ground water in household, community and municipal levels' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য household, community and municipal পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে ম্যাংগানিজ অপসারণে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সে অনুযায়ী ডিজাইন মডিফিকেশন করা যেন বাংলাদেশের সকল স্তরের জনগণ খাওয়া এবং রান্নার জন্য জীবাণুমুক্ত, পরিষ্কার, নিরাপদ ও সুপেয় পানি পেতে পারে। গবেষণাটি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর Seventh, cross-cutting Hotspot; Goal 2: Enhance water security and efficiency of water usages এবং Goal 6: Achieve optimal and integrated use of land and water resource-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতিরিক্ত ঘনত্বের আয়রন এবং আর্সেনিক স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর বিধায় বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে ম্যাংগানিজ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারণের প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কণ্টাক্ট অক্সিডেশন মেথডের মাধ্যমে ল্যাবরেটরিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে অদ্যাবধি ৯০ শতাংশ ম্যাংগানিজ, আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। আরও অধিক পরিমাণে ম্যাংগানিজ, আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারণের জন্য ডিজাইন মডিফিকেশন করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি (খাবার পানির জন্য নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে নির্ধারিত একমাত্র টিউবওয়েল) থেকে ম্যাংগানিজ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে আয়রন এবং আর্সেনিক অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (প্ল্যান্ট) তৈরি করা হয়েছে। প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে, মূল পানিতে ম্যাংগানিজ-এর ঘনত্ব ০.৮৭ মিলি গ্রাম/লি. এবং পরিশোধিত পানিতে ম্যাংগানিজ-এর ঘনত্ব ০.০২ মিলি গ্রাম/লি. অর্থাৎ এ পর্যন্ত ৯৭ শতাংশ ম্যাংগানিজ অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। হাউজহোল্ড পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে ম্যাংগানিজ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এবং আর্সেনিক অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (প্ল্যান্ট) তৈরি করা হয়েছে। ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্ল্যান্টটি চালু করা হয়েছে। মূল পানিতে ম্যাংগানিজ, আয়রন ও আর্সেনিক এর ঘনত্ব যথাক্রমে ০.৩৩ মিলিগ্রাম/লি., ১২.৭৫ মিলিগ্রাম/লি এবং ৯৫ মা.গ্রাম/লি এবং পরিশোধিত পানিতে ম্যাংগানিজ এর ঘনত্ব হচ্ছে ০.০২ মিলি গ্রাম/লি., আয়রন ০.০৪ মিলি গ্রাম/লি এবংআর্সেনিক ২ মা. গ্রাম/লি অর্থাৎ এ পর্যন্ত ৯৪ শতাংশ ম্যাংগানিজ, ৯৯ শতাংশ আয়রন এবং ৯৮ শতাংশ আর্সেনিক অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে।
- 'Characterization of Soils around the Arial Khan River of Bangladesh' শীর্ষক দুই বছর চার মাস মেয়াদি গবেষণা কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। কাজটি মার্চ ২০২০ এ শুরু হয়েছে। Literature Review চলছে। Field visit করে Location ঠিক করে Boring কাজ শেষ হয়েছে। Field Survey চলছে ও ল্যাবরেটরিতে Soil Test চলমান আছে।

- ‘Eco-hydrological status and impact assessment of Someshwari River in Netrokona and Shitalakhya River in Dhaka, Bangladesh’ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য নদীর ইকো-হাইড্রোলজিক্যাল প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ এবং নদীর জৈবিক পরিবেশের উপর এর প্রভাব নিরুপণ। শীঘ্রই ফিল্ড ভিজিট ও ডেটা সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। সমীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:
  - নদীর ইকোসিস্টেমের উপর হাইড্রোলজিক্যাল চলকসমূহের প্রভাব নিরুপণ;
  - নদীতে উপস্থিত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও তলদেশের শৈবালের জীবসমষ্টি, প্রাচুর্য ও বিন্যাস নির্ণয়;
  - নদীতে হাইড্রলিক ও হাইড্রোলজিক; পানির ভৌত-রাসায়নিক; পানি, পলল ও তীরের মাটির ভারী ধাতু ও খনিজ পদার্থ; ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনসহ জৈবিক প্যারামিটারসমূহের মৌসুমি পরিবর্তন নিরূপণ;
  - উপরোক্ত প্যারামিটারসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ম্যাট্রিক্স গঠন;
  - নদীর শৈবালের ক্রিয়া, বাস্তুসংস্থান এবং বাস্তুসংস্থানের গুণগতমান নির্ণয়।
- জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরে ‘ব্যাম্বো ব্যান্ডলিং-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ, ভূমি পুনঃরুদ্ধার ও নাব্যতা বৃদ্ধি’ শীর্ষক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাম্বো ব্যান্ডলিং-এর মাধ্যমে স্বল্প খরচে নদী-তীর ভাঙ্গন রোধ, নদীর তলদেশে পলি জমার পরিমাণ হ্রাস, নদীর পানির নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি, নদী ভাঙন রোধের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক বিপর্যয় রোধ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, ভূমি পুনঃরুদ্ধার এবং ব্যাম্বো ব্যান্ডলিং কোন ধরনের নদীর কোন গভীরতা পর্যন্ত কার্যকর সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ ও ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং- এর মাধ্যমে নদী শাসনের একটি ম্যানুয়াল তৈরির জন্য ২,৩৮৪.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ৫টি সার্ভে এবং ২০টি ব্যাম্বো ব্যান্ডলিং-এর প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গবেষণাসহ প্রকল্পটি জুন ২০২১ মাসে সমাপ্ত হয়েছে এবং একইসঙ্গে ৫টি সার্ভের মাধ্যমে ব্যাম্বো ব্যান্ডলিং-এর ফলাফল সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৯ শতাংশ।

(৭) হাইড্রোলিক রিসার্চ পরিদপ্তর:

হাইড্রোলিক রিসার্চ পরিদপ্তরের আওতাধীন ৩টি বিভাগ রয়েছে-

(ক) রিভার এন্ড কোস্টাল হাইড্রোলিক বিভাগের মাধ্যমে নদী শাসন, নদী ভাঙ্গনরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী পুনরুদ্ধার, নদীর পলল ব্যবস্থাপনা, নদী খনন ও নদীর মোহনা ও উপকূলীয় সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে বিদ্যমান ভৌত মডেল পরিচালন সুবিধাদি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কোস্টাল এলাকার ভৌত মডেল পরিচালনার জন্য 2D ও 3D ওয়েভ মেকার স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন হাইড্রোলিক অবকাঠামো যেমন ব্রিজ, ব্যারেজ, বাঁধ, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান ও দৈর্ঘ্য নির্ধারণসহ নকশা প্রণয়ন কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

(গ) ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ছোট বড় এবং টাইডাল ও নন-টাইডাল নদীতে সেতু ও ব্যারেজ নির্মাণ এবং হাওর অঞ্চলে সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের Hydro-morphological study সম্পাদন করেছে। কাজের পরিসর বৃদ্ধি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য MIKE Series ক্রয় ও Install করা হয়েছে।

- ❖ ‘Physical Modelling study for Dredging and Bank Protection Works along Tetulia River at Bakerganj and Bauphol Upazilla under Barishal and Patuakhali District’ শীর্ষক কাজের Single Source হিসাবে RFQ প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল জোন (বরিশাল), বাপাউবোতে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির জন্য Proposal validity period বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ❖ ‘Physical Model Investigation for Sustainability of the Buriganga River Restoration Project (BRRP)’ শীর্ষক কাজের অতিরিক্ত টেস্ট সম্পাদনপূর্বক রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ❖ Roads and Hihgways Depertment –এর বিভিন্ন সেতু নির্মাণ কাজের সংযোগ Hydrological and Morphological Study কাজের জন্য ৫টি Technical ও Financial প্রস্তাব প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে মুল্যায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়ছে।

(৮) যৌথ নদী কমিশন

- ❖ গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আলোকে ২০২১ সালের শুকনো মৌসুমে (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) ভারতের ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপ ও বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রবাহ পরিমাপ করা হয়েছে।
- ❖ ৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৭৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী ২০২০ সালের শুকনো মৌসুমের পানি বণ্টন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।
- ❖ ৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠক ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উভয় দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।
- ❖ ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে ১,২০০ বর্গমিটার ভবন নির্মাণ, ৪০০ বর্গমিটার ভবন মেরামত, ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়/শিশুসদনে ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১২ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ, ৫০০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ, ২০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ মিটার রাস্তা মেরামত/সংস্কার, ১৫০ মিটার ধারক দেওয়াল নির্মাণ, ১৫০ মিটার সিড়ি নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে ৭০০ বর্গমিটার বিশ্রামাগার/ক্লাব/অফিস ভবন নির্মাণ, ১০০ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ৩০০ মিটার সেচ ড্রেন, ১০০ মিটার বাঁধ নির্মাণ, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ২,০০০ বর্গমিটার ভবন নির্মাণ, দারিদ্র্যমুক্তি ও নারী উন্নয়নে প্রশিক্ষিত বেকার মহিলাদের ৩০০ জনকে সেলাই মেশিন বিতরণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়নে ৫টি পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা/উৎস, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে ০২টি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহ করেছে।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহের ব্যবস্থার উন্নয়নে ১০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ, ৩০ মিটার ব্রিজ/কালর্ভাট নির্মাণ, ২০০ মিটার সীমানা প্রাচীর/ধারক দেওয়াল/সিড়ি নির্মাণ, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে ৮টি ভবন (৫০০ বর্গমিটার) শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ৩০০ বর্গমিটার স্কুল ভবন/ছাত্রাবাস নির্মাণ, ১০০ সেট আসবাবপত্র সরবরাহ, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫০০ মিটার সেচ ড্রেন নির্মাণ, ৫০ মিটার বাঁধ নির্মাণ, ৯০টি কৃষিজ উপকরণ (পাওয়ার ট্রিলার/পাম্প মেশিন/ধান মাড়াই মেশিন/ফুট পাম্প/স্প্রে মেশিন ইত্যাদি), নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন উন্নয়নে ০৪টি পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা/উৎস সৃষ্টি, ২৭,৫০০টি চারা/কলম বিতরণ, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ১,০০০ বর্গমিটার ভবন নির্মাণ করেছে।

চিত্র: এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি মৎস্য চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ ১৩৫ মিটার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ বাগান সৃজন ১.২৫ হেক্টর, সেচ ড্রেন ৩০০মিটার, পুকুর খনন প্রায় ৭,১৫০ বর্গমিটার। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে লাইব্রেরি ০১টি, ছাত্রাবাস ০১টি, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংস্কার/মেরামত ০৪টি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫০.৫০ কিলোমিটার রাস্তা, ১.০৪ কিলোমিটার ড্রেন, ২০টি বক্স কালভার্ট, ব্রিজ ০৪টি, (১৫০ মিটার), ১২৫ মিটার ধারক ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। শিশু সদনের অনাথালয় ভবন নির্মাণ (১৮০ বর্গমিটার), মহিলা সমিতি উন্নয়ন (৮৫০ বর্গমিটার), ক্লাব/সংঘ, মা ও শিশু কল্যাণ সমিতি (৭৫০ বর্গমিটার) বাস্তবায়িত হয়েছে। মসজিদ উন্নয়ন ২৫টি (১,০৫০ বর্গমিটার), মন্দির উন্নয়ন ২৫টি (৩৫০ বর্গমিটার), বৌদ্ধ মন্দির/বিহার উন্নয়ন ২৭টি (১,৫৫০ বর্গমিটার) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন উপজেলায় শুষ্ক মৌসুমে পানিধারণ করে রাখার জন্য ০৪টি পুকুর খনন করে নিত্য ব্যবহার্য পানির সমস্যা নিরসন করা হয়েছে।

(৪) উন্নয়ন সহায়তার আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় ৩৪.৬০ কিলোমিটার রাস্তা, ৬৭ মিটার সেতু, ২১ মিটার কালভার্ট, ৭০০ মিটার এল ড্রেন, ১০০ মিটার ইউ ড্রেন, ৩৫ মিটার ক্রস ড্রেন, ৪৯০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল, ২,৩৬৪ বর্গমিটার স্কুল ভবন, ২,৩১০ বর্গমিটার কলেজ ভবন, ৭২৪ বর্গমিটার বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, ৫৯৩ বর্গমিটার ছাত্রাবাস ভবন, ১৩৫ একর কমলা ও মিশ্র ফসল বাগান সৃজন, ১০ লাখ ট্যাবলেট সার বিতরণ, ২,৩০৮ বর্গমিটার সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪৮ বর্গমিটার যাত্রী ছাউনী, বঙ্গবন্ধু অ্যাডভেঞ্চার উৎসব ২০২১ আয়োজন, ১২৫টি ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান এবং ২,২০০ জন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(৫) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন-২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প (এলজিইডি অংশ): সড়ক উন্নয়ন ১.১৯ কিলোমিটার, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ৯৫.৮০ মিটার, ও ১৪৬ মিটার নদীর তীর প্রটেকশন কাজ এবং ১২৫ মিটার সড়কের স্লোপ প্রটেকশন কাজ করা হয়েছে।

(৬) 'ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের মূল অবকাঠামো ভবন নির্মাণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভবনের ইনটেরিয়র ও ফিনিসিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯০ শতাংশ।

(৭) 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ' প্রকল্পের আওতায় এ যাবত তিন পার্বত্য জেলায় সৃজিত ১.৫০ একরের ২,৫০০টি এবং ০.৭৫ একরের ২,৫০০টি সর্বমোট ৫,৬২৫ একরের ৫,০০০টি মিশ্র ফলের বাগান পরিচর্যা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ও যে সকল বাগানে ফলন আসা শুরু হয়েছে সে সকল বাগানের উৎপাদিত ফল বাজারজাতকরণ বিষয়ে কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

(৮) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬৩৯১.৫৭ ঘন মিটার মাটির কাজ, ১.২৯ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক, ২০ মিটার সেতু, ৩৮ মিটার কালভার্ট, ২,৬০০ মিটার ড্রেন, ৬১ মিটার আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল ও ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল ১৫৮ মিটার নির্মাণ করা হয়েছে।

(৯) 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় তিন কিলোমিটার রাস্তা ও ৮০ মিটার দীর্ঘ ব্রিজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(১০) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৪০,৫৯০ ঘনমিটার মাটি কাটা, ৬,৩৮০ ঘনমিটার মাটি ফিলিং, ৭.৫০ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক, ১৫ মিটার সেতু, ২৪ মিটার কালভার্ট, ৬,২৭০ মিটার ড্রেইন, ৮০ মিটার আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল, ১৬২ মিটার ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল ও ১০০টি সৌর বিদুৎ প্যানেল (স্ট্রিট লাইট) স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(১১) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান' প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার, ২৬টি উপজেলার, ১২১টি ইউনিয়নে ৪,৫০০টি পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে ২,৪১,০০০টি পরিবারকে উপকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ৪,৫০০ পাড়াকেন্দ্রের অতিরিক্ত ১০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পাড়াকেন্দ্রের প্রাক-শিক্ষা কার্যক্রমে ৩ হতে ৫+ বছর বয়সী ৫৮,২০৬ জন শিশুদের শিক্ষা উপকরণ বিতরণসহ পাঠদান করা হয়েছে। ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ২০২১ শিক্ষা বর্ষে ১৮৯ জন নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। জীবনরক্ষাকারী মৌলিক অভ্যাস অনুশীলন সংক্রান্ত বিষয়ে ১৩,৪২৫ জন মহিলা ও এ্যাডোলসেন্টদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ১৯,১১৪ জন কিশোরীকে বিএমআই নির্ধারণের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ২৮১টি হ্যান্ড ওয়াশিং ষ্টেশন নির্মাণ, ২০০টি ল্যাট্রিন স্থাপন, ৬০,০২৩টি পরিবারকে স্যানিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ, বিশ্ব হাত ধোয়া দিবসে ৩,২৬,৯৭৯ জন শিশু, কিশোর-কিশোরী ও অভিভাবককে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ৩,১২৪টি এ্যাডোলসেন্ট ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ৪,৫০০ পাড়াকেন্দ্রে করোনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১২১টি ইউনিয়নে শিশু মেলা আয়োজন, ১৭ মার্চ একযোগে সকল পাড়াকেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন ও এ্যাডোলসেন্ট গ্রুপের মাধ্যমে সকল পাড়াকেন্দ্র ১,০৭,৫০০টি বৃক্ষরোপণসহ ৫৪,৪৪২ জন পাড়াকেন্দ্রের শিশুকে শীতের পোষাক বিতরণ করা হয়েছে।

(১২) 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলার সঙ্গে প্রত্যন্ত জনপদের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৪.৩ কিলোমিটার. ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ৮০ মিটার এবং ৩১ মিটার দীর্ঘ ২টি পিসি গার্ডার ব্রিজের ৪০ শতাংশ ভৌত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১৩) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন' প্রকল্পের আওতায় ১৮০ জনকে বাশ ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং স্ব স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৮,০০০ জন উপকারভোগীর নিকট সার বিতরণ করা হয়েছে।

(১৪) 'স্ট্রেনদেনিং ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন সিএইচটি' প্রকল্পের আওতায় ৯,৬৬১ জন কৃষকের (পুরুষ ৩,৫২৭ এবং নারী ৬,১৩৪) অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৩৬৪টি পরিবার আইএফএম-এফএফএস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রায় ৯৯ শতাংশ উপকারভোগী পরিবার আইএফএম-এফএফএস এর মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলার ৯৮,৫০০ পরিবারকে করোনা পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট খাদ্যাভাব ও স্বাস্থ্যগত হুমকি মোকাবিলায় 'ফুড এবং হাইজিন বাস্কেট' ও কৃষি উৎপাদন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ১৫টি নতুন ভিলেজ কমন ফরেস্ট চিহ্নিত করা

হয়েছে। লোকাল রেজিল্যান্ট প্রোগ্রামের আওতায় ৭৫টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ২১,৮৩৩ জন (১১,০৫০ জন পুরুষ এবং ১০,৮৩৩ জন নারী) উপকৃত হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ১১১ জন যুবক এবং ৫ জন যুবতীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ০১টি এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ০১টি মিনি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৫টি এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৫টি মোট ১০টি মার্কেট কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। মধু চাষে ৪০০ জন কৃষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

(১৫) 'রাঙ্গামাটি পৌরসভাসহ সকল উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় (১০,০৫০ মিটার) স্থাপন ৭৬৩টি হস্তচালিত ডিএসপি নলকূপ, ১৯৩টি সাবমারসিবল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন, ১৪টি সাবমারসিবল পাম্প মোটর ও অন্যান্য ফিটিং ফিস্কিং ক্রয় ও স্থাপন, ১১টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প মোটর ও অন্যান্য ফিটিং ফিস্কিং ক্রয় ও স্থাপন, ১০.৮০ কিলোমিটার বিভিন্ন ব্যাসের এইচডিপি ও জিআই পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

(১৬) 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫২০টি গাভী বিতরণ, ৫২০টি গাভীর শেড স্থাপন, ৫২০টি Fodder Plot তৈরি, ৫২০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১৭) 'বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ'প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় মাটির কাজ ৯২,৮৯০.২৯ ঘনমিটার, ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট ৪.১০ কিলোমিটার, ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (ম্যাকাডম) ১.৫০ কিলোমিটার, রিজিড পেভমেন্ট ০.১ মিটার, কালভার্ট ৫৩.৩৮ মিটার, ড্রেন ৯২.৮৩ মিটার, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল ৮০.২৫ মিটার, ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল ৩৮৩.৭৮ মিটার, সৌর বিদুৎ প্যানেল ১০০টি স্থাপন করা হয়েছে।

(১৮) 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মসলা চাষ' প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় ৮০০টি উচ্চ মূল্যের মসলা বাগান সৃজন করা হয়েছে এবং ইতঃপূর্বে সৃজিত ১,৮০০টি বাগানের পরিচর্যা বিষয়ক পরামর্শ অব্যাহত রয়েছে।

(১৯)'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসককে অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে নির্মিতব্য ভবনসমূহের নকশা অনুমোদনের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২০) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পিসি গার্ডার ব্রিজ থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকায় পাইলিং, ০১টি এবাটমেন্ট বেইস, ০২টি পিয়ার বেস, ০২টি এবাটমেন্ট কেপ, ০১টি পিয়ার কেপ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পিসি গার্ডার ব্রিজ রোয়াংছড়ি উপজেলার বেতছড়া এলাকায় পাইলিং-এর কাজ, ০২টি এবাটমেন্ট বেস, ০৩টি পিয়ার বেস, ০২টি এবাটমেন্ট ক্যাপ, ৬টি পিয়ার নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। আরসিসি গার্ডার ব্রিজ থানচি উপজেলার জ্ঞানলাল পাড়া সোনাখালী খালে পাইলিং সমাপ্ত, ০১টি এবাটমেন্ট বেস, ০২টি এবাটমেন্ট ক্যাপ, ০৩টি পিয়ার ক্যাপ, ০২ কিলোমিটার ব্রিক পেভমেন্ট, ৪২০ মিটার ড্রেন, ৪৯ মিটার আরসিসি ওয়াল, ৩৫ মিটার ব্রিক ওয়াল এবং ১২ মিটার কালভার্টের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(২১) 'বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় জিএফএস ও সকল এলাকায় ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ০৬টি জিএফএস, ০৬টি পরীক্ষামূলক নলকূপ, ০৪টি উৎপাদক নলকূল, ০১টি পাবলিক টয়লেট, ০২টি পাম্প হাউজ, ০৪টি স্ট্যান্ড পোস্ট, ০১ কিলোমিটার পাইপ লাইন, ১৮৩টি ডিএসপি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

(২২) 'বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১০ বর্গমিটার পাম্প হাউজ, ২,৬২০ মিটার সেচ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

(২৩) 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় ১,৪০০ মিটার দীর্ঘ মাস্টার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

২৭. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ব্যবহৃত দপ্তর কক্ষটি 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর' হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত জাদুঘরটি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ০৬ ক্যাটাগরির ০৮টি সৃষ্ট পদে কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০' জারি করা হয়েছে।

(২) করোনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ), ঢাকায় চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে এবং করোনা আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সার্বিক বিষয়ে সহায়তার জন্য একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের মেইন গেটে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে প্রবেশের পূর্বে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের যানবাহনসমূহে নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৩) 'সমরে আমরা শান্তিতে আমরা সর্বত্র আমরা দেশের তরে'- এ মূলমন্ত্র ধারণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত হচ্ছে। সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ যে কোন অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনে এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা সকল ক্ষেত্রে বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ নির্মাণ:

- ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ফলে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার পানি নিয়ন্ত্রণ বাঁধসমূহের ১৪টি পয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ২১ মে ২০২০ তারিখ হতে সেনাবাহিনী বাঁধ মেরামত/পুনঃনির্মাণ কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে।

চিত্র: খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/পুনঃনির্মাণ এবং বসতবাড়ি মেরামত ও সংস্কার কাজে অংশগ্রহণ।

অপারেশন কোভিড শিল্ড:

- ❖ করোনা সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ করোনা প্রটোকল ও কঠোর বিধি নিষেধ বাস্তবায়নে ২৪ মার্চ ২০২০ হতে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত অপারেশন কোভিড শিল্ড (পর্ব-১) পরিচালনা করা হয়।

অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা:

- ❖ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রথমবারের মত নিজস্ব অর্থায়নে এবং ব্যবস্থাপনায় বহুজাতিক সামরিক মহড়া অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা ৪-১২ এপ্রিল ২০২১ মেয়াদে বঙ্গবন্ধু সেনানিবাসে আয়োজন করে। উক্ত মহড়াতে বাংলাদেশ, ভারত, ভূটান ও শ্রীলংকার সেনা কন্টিনজেন্ট প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ভুটান, সৌদি আরব শ্রীলংকা, নেপাল, তুরস্ক ও আমেরিকা অবজারভার হিসাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করে।

চিত্র: অনুশীলন শান্তির অগ্রসেনা।

বিএমএ রাষ্ট্রপতি প্যারেড ডিসেম্বর, ২০২০:

- ❖ ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিএমএ ভাটিয়ারী'তে ৭৯তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের ১১৬ জন এবং ৪ জন বিদেশি ক্যাডেটসহ সর্বমোট ১২০ জন ক্যাডেট-এর পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়;

(৪) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০২০-২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

নৌবাহিনীর সংযোজিত জাহাজসমূহ:

ক্রমিক	জাহাজ	জাহাজের শ্রেণি	সংখ্যা	কমিশনিং/সংযোজনের তারিখ
১।	বানৌজা প্রত্যাশা	করভেট (১টি)	৫টি	৫ নভেম্বর ২০২০
২।	বানৌজা ওমর ফারুক	ফ্রিগেট (২টি)		
৩।	বানৌজা আবু উবাইদাহ			
৪।	বানৌজা দর্শক	হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ভেসেল (২টি)		
৫।	বানৌজা তল্লাশী			

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংযোজিত জাহাজসমূহের কমিশনিং।

মৎস্য সম্পদ রক্ষা:

- মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing প্রতিরোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী Law Enforcement Agency সমূহের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। এর আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী In Aid To Civil Power-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ 'অপারেশন জাটকা', 'মা ইলিশ রক্ষা' প্রভৃতি নিয়মিত পরিচালনা করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ২৮৭,২৮,৬৬,৯০০ টাকা মূল্যের জাটকা, মা ইলিশ, অবৈধ জাল এবং একটি স্পিডবোট জব্দ করা হয়।

চলমান কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় গৃহীত ব্যবস্থা:

- করোনা মোকাবিলায় বেসামরিক প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তার লক্ষ্যে 'In Aid To Civil Power'-এর আওতায় ১ জুলাই হতে ২৫ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত মংলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও টেকনাফসহ মোট ১৯টি উপজেলায় নৌ কন্টিনজেন্ট দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসহ চট্টগ্রাম, খুলনা, চাঁদপুর, বরিশাল, বরগুনা, ভোলা ও উপকূলীয় জেলাসমূহে জীবাণুনাশকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় নৌবাহিনীর নিজস্ব তহবিল ও নৌসদস্যদের প্রদত্ত অনুদান থেকে প্রায় ১,২৭,০০০ দুস্থ, অসহায় ও হতদরিদ্র পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে প্রোটেকশান ডিসপেন্সার, থার্মাল আর্চওয়ে ও আইআর থার্মোমিটারসহ বিভিন্ন সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। করোনাকালীন বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক কক্সবাজার, কুতুবদিয়া, টেকনাফ, হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও ভোলার কর্মহীন ও অসহায় জনগণের মধ্যে জীবিকা নির্বাহে সহায়তা প্রদানের জন্য ৯২টি ভ্যান/রিক্সা, ৭টি নৌকা, ১০টি মাছ ধরার জাল, ৮৯টি সেলাই মেশিন এবং ১৮৭টি গবাদি পশু প্রদান করা হয়েছে।

বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া:

- ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া (এক্সারসাইজ সেফগার্ড ২০২০) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহড়ার সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে মাননীয় ভূমি মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন;

চিত্র: সমুদ্র মহড়া (এক্সারসাইজ সেফগার্ড ২০২০)।

(৫) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অর্জনসমূহ:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে CATIC, China হতে ১টি K-8W aircraft Simulator ক্রয়ের লক্ষ্যে DGDP-এর মাধ্যমে ২৩ মে ২০২১ তারিখে একটি চুক্তিপত্র এবং ২৪টি G 120TP Primary Trainer Aircraft এবং ২টি G 115BD Light Aircraft ক্রয়ের লক্ষে G2G ব্যবস্থাপনায় GROB Aircraft SE, Germany এর সঙ্গে ৩০ মে ২০২১ তারিখে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ১৮ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল (JAG) এর পদবি গ্রুপ ক্যাপ্টেন হতে এয়ার কমোডোর পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ X-Ray Screener Machine পরিচালনা এবং করোনার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিমানবন্দরের অপারেশন কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে সর্বমোট ১৯৪ জন বিমান বাহিনী সদস্য AVSEC-এর অধীনে দায়িত্ব পালন করছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে বিমান বাহিনীর ৩২৯ জন কর্মকর্তা, ২,৯৬৭ জন বিমানসেনা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৯ জন, নৌবাহিনীর ৬৯ জন, বিজিবি'র ১২ জন এবং বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের ১১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এটিআই বিএএফ) বিমানসেনাদের বিভিন্ন কারিগরি ও অকারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে যা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সনদপ্রাপ্ত। ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৩৫ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন বিমানসেনাকে বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত বিশেষ যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রথমবারের মত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী রিক্রুট প্রশিক্ষণ স্কুল হতে ৬৪ জন মহিলা রিক্রুট সাফল্যের সঙ্গে প্রশিক্ষণ শেষে ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখ থেকে মহিলা বিমানসেনা হিসাবে বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৩ জন সদস্য যথাক্রমে অলিম্পিক ২০২১, জাতীয় ক্রিকেট এবং বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস্ এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ২টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য এবং ৪টি ব্রোঞ্জ পদকসহ মোট ১০টি পদক অর্জন করে যা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ইতিহাসে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ অর্জন।

- তথ্যপ্রযুক্তির সেবা সকলের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে Aircraft Occurrence Investigation Archive (AOIA), Hospital Management Software (HMS), Air Passage Request Formসহ অন্যান্য সফট্ওয়্যার Develop করা হয়েছে।

(৬) স্পারসোর কার্যক্রম:

- স্পারসোর SDG বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম- এসডিজি-২ (ক্ষুধা মুক্তি), এসডিজি-৬ (নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন), এসডিজি-৯ (শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো), এসডিজি-১১ (টেকসই নগর ও জনপদ), এসডিজি-১২ (পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন), এসডিজি-১৩ (জলবায়ু কার্যক্রম), এসডিজি-১৪ (জলজ জীবন) এবং এসডিজি-১৫ (স্থলজ জীবন) চলমান রয়েছে।

- স্পারসো ফসল এলাকার পরিমাণ নিরূপণ করে থাকে। ২০২০ সালে দেশে ৫৫.৫৬ লক্ষ হেক্টর এলাকায় আমন ধানের চাষ হয়েছে। বন্যা পর্যবেক্ষণ আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে স্পারসো স্যাটেলাইট উপাত্তের উপর ভিত্তি করে দেশে বর্ধিত বন্যা পর্যবেক্ষণের একটি সিস্টেম ডেভেলপ করেছে এবং ২০১৫ সাল থেকে দেশে সংঘটিত বর্ধিত বন্যা পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ শুরু করেছে। এ বছর বন্যা কবলিত ৩৫টি জেলায় বর্ধিত বন্যা এলাকা প্রায় ১৭,৪৫,৩৬৬ হেক্টর যা বন্যা কবলিত জেলাসমূহের মোট এলাকার ২২.৩৩ শতাংশ এবং দেশের মোট এলাকার ১১.৮৩ শতাংশ। বন্যা কবলিত বাড়ি-ঘরের মোট এলাকা প্রায় ৩,৮১,৬১০ হেক্টর এবং বন্যা কবলিত মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪৮,৪৯,৭৫৮ জন। নদ-নদী পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্পারসোতে স্যাটেলাইট উপাত্তের উপর ভিত্তি করে ২০২২ সালের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নদী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি সিস্টেম ডেভেলপ চলমান আছে। এই পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সারা দেশের ২০২০ সালের নদ-নদীর উপাত্তভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে স্পারসো জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চাহিদার আলোকে CS ও RS মানচিত্রের ভিত্তিতে নদীর আকার-আকৃতিগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ এবং সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পাদন করেছে।

- Global ও Regional Context-এ মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারের নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে Space Agency কর্তৃক পরিচালিত মহাকাশ প্রযুক্তির সাফল্যজনক ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য উদাহরণসমূহ লিপিবদ্ধ করে একটি Compendium প্রকাশ করে। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) কর্তৃক পরিচালিত মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহারের নিম্নোক্ত দু'টি উদাহরণ উক্ত Compendium-এ সংযোজিত হয়েছে এবং contributor হিসাবে স্পারসোর অবদানের বিষয়টি উল্লেখ আছে। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) কর্তৃক সম্পন্ন গবেষণা কাজের ফলাফলের মাধ্যমে স্যাটেলাইট উপাত্তের উপর ভিত্তি করে দেশে বর্ধিত বন্যা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ব্যবস্থা (Extended Flood Monitoring System) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্ধিত বন্যা কবলিত এলাকা, বন্যা সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও বন্যা কবলিত জনসংখ্যার তথ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সরবরাহ করা হচ্ছে।

- ভূ-উপগ্রহচিত্র ব্যবহার করে সারাদেশের বোরো ও আমন ফসলের আবাদি এলাকার পরিমাণ নিরূপণের একটি ব্যবস্থা (Crop Acreage Monitoring System) স্পারসোতে স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে স্পারসো গত দুই দশক ধরে আবাদি এলাকার পরিমাণ নির্ণয় এবং মানচিত্র ও পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ করে থাকে। এই তথ্যসমূহ উল্লিখিত সংস্থাদ্বয়ের তথ্যের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশে বোরো ও আমন ফসলের উৎপাদনের তথ্য প্রস্তুত করা হয়।

(৭) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রম:

- মুজিববর্ষে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডিজিটাল ডেটাবেজ প্রস্তুত ও বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান সহজিকরণের লক্ষ্যে স্মারক উদ্যোগ স্বরূপ 'সেবাবান্ধব মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সফট্ওয়্যার (Service Friendly Human Resource Management Initiative Digital Platform Software)-সহমর্মী' বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুতির আলোকে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৫টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় ২,৭৪০ জন শিক্ষক/ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পারিবারিক রেশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে, ফলে সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে তারা রেশন উত্তোলন করছেন।
- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে একইসঙ্গে ৩৫০০ জন মুসল্লির নামাজ আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন ৫০ শয্যা বিশিষ্ট চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে একাধিক ওটি সুবিধাসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে যেখানে প্রায় ২০,০০০ লোকের সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাপ্তরিক কাজে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে গমনকারী সরকারি কর্মকর্তাদের রাত্রি যাপনের জন্য চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত রেস্টহাউজ নির্মাণ করা হয়েছে।
- কুমিল্লা সেনানিবাসের প্রধান গেট নির্মাণ, 'যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ' শহীদ মিনার, সমর যাদুঘরের প্রবেশমুখে গেট নির্মাণ এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বাজারে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, ফলে ক্যান্টনমেন্টের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং সামাজিক সুবিধাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল এন্ড কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে ফলে নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত ঘাটতি পূরণ হয়েছে এবং শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হয়েছে।
- কৃষকদের প্রয়োজনে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে গোপালগঞ্জসহ দেশের ২৬টি পর্যবেক্ষণাগারে স্বয়ংক্রিয় মাটির আর্দ্রতা পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। সমুদ্রের আবহাওয়াগত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সেন্টমার্টিন ও কুতুবদিয়ায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সন্নিকটে বঙ্গোপসাগরে Ocean Monitoring System স্থাপন করা হয়েছে। Agricultural climate services decision support platform তৈরি করার লক্ষ্যে একটি কাঠামো তৈরি করে কৃষি উৎপাদনে শস্যভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাসকে অধিকতর কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মেট নরওয়ের (Met Norway) অর্থায়নে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রস্তুতের জন্য DIANA এবং T-series সফ্টওয়্যার/মডেল স্থাপন করা হয়েছে। Global Telecommunication System আপগ্রেড করে WMO Information System (WIS)-এ উন্নীত করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণাগার হতে তাৎক্ষণিকভাবে আবহাওয়া তথ্য সরবরাহ করার জন্য ঢাকাস্থ ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। আবহাওয়া সদর কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণাগারসমূহে ১৪২টি ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া উপাত্ত আদান-প্রদানের জন্য Software Upgradation করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের দরপত্র কার্যক্রমে e-GP ও দপ্তরে e-Filing প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল ওয়েদার সিস্টেম স্থাপন এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অতি দ্রুত আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও আদান-প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপাত্ত ও তথ্যাদি সহজে প্রাপ্তির লক্ষ্যে Web portal কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। Global Information Services Center (GISC), Tokyo এর সঙ্গে আবহাওয়া তথ্য ও

উপাত্ত আদান প্রদানের জন্য Back Up সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার স্থাপনের মাধ্যমে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে সঠিক আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রদানের ফলে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে। রাঙামাটি, সিলেট, শ্রীমঙ্গল ও নেত্রকোনা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে অপটিক্যাল বৃষ্টিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল কার্টোগ্রাফিক কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রধান নদী অববাহিকার ১:৫০,০০০ স্কেলের ৭৫টি মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৮টি বিভাগ এবং ৬৪ জেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় ভূ-স্থানিক ডেটা অবকাঠামো নির্মাণ এবং চট্টগ্রামের রাঙাদিয়ায় টাইডাল স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন, বিভিন্ন স্থানের স্থানাংক ও উচ্চতা নির্ণয় করার জন্য সারাদেশে ৮১৭টি ২য় অর্ডার জিওডেটিক হরাইজন্টাল কন্ট্রোল পয়েন্ট এবং ১,০৪৫টি ২য় অর্ডার জিওডেটিক ভার্টিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে।

২৮. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(১) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে যথাযথভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

(২) জাতীয় সংসদ বিষয়ক দায়িত্ব পালনে এবং সরকার পরিচালনায় নীতি-নির্ধারণ ও নীতিমালা সংশোধনীর ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা প্রদান করা হয়। সকল গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থার সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধন এ কার্যালয় হতে করা হয়।

(৩) মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াবলি সমন্বয় ও তদারকি এ কার্যালয় থেকে সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ সফরকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় করে থাকে।

(৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক পর্যালোচনা করে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার সন্তোষজনক তাদের ধন্যবাদপত্র এবং যারা কাঙ্ক্ষিত হার অর্জন করতে পারেনি তাদের অনুকূলে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়।

(৫) বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল-এর মাধ্যমে তদারকি করা হয়।

(৬) করোনা প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জেলা পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দকে জেলাওয়ারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ):

(৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ৭,২৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৪৫৭.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, অগ্রগতি ৪৭.৫২ শতাংশ।

(৮) ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২০২০-২১ (১ম পর্যায়) ফেলোশিপ প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়, তবে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে ফেলোশিপ প্রদান সম্ভব হয়নি। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের ২০২১-২২ এর প্রথম পর্যায়ের বাছাই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(৯) 'স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন' বিষয়ে জিআইইউ-এর উদ্যোগে ২০২০-২১ সময়ে ৪৫টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে ২,৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(১০) মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের যুগ্মসচিব ও উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রতিফলন' শীর্ষক ০৭টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের যুগ্মসচিব ও উপসচিব পর্যায়ের মোট ১৫৯ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত হয়েছেন।

(১১) ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে 'Knowledge Sharing on Action Research for SDG's Localization in Bangladesh' শীর্ষক ফলোআপ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে আরও ২০ জন কর্মকর্তাকে শর্টকোর্সে প্রেরণের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর কোভিড পরিস্থিতির কারণে ফ্লাইট বাতিল করা হয়।

(১২) সড়কে শৃঙ্খলা আনয়নে গত চার বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে আসছে। বিআরটিএ'র বর্তমান সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, এর দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবা প্রদান সহজিকরণের জন্য কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক বিআরটিএ প্রধান কার্যালয়, মিরপুর আঞ্চলিক কার্যালয়, জোয়ার সাহারা পরীক্ষার ভেন্যু, উত্তরা কার্যালয় ও পরীক্ষার ভেন্যু, উত্তরায় অধিগ্রহণকৃত জমি এবং পূর্বাচলে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করা হয়। এছাড়াও জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৭তম সভায় অনুমোদিত সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটির সুপারিশ এর বিআরটিএ সম্পর্কিত অংশসমূহ, সাম্প্রতিক জারিকৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়। বর্ণিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণপূর্বক উক্ত কমিটি কর্তৃক কয়েকটি সুপারিশ সংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ (মহাপরিচালক/পরিচালক) কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পরিদর্শনকে যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে জিআইইউ কর্তৃক একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক প্রস্তুত করা হয়। ৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে উক্ত ছক ব্যবহারের জন্য নির্দেশনাসহ পত্র জারি করা হয়।

(১৪) National Governance Assesment Framework-এর আওতায় সারাদেশে ইউএনডিপির সহায়তায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি পাইলট স্টাডি পরিচালিত হয় এবং যা বর্তমানে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পর্যায়ে রয়েছে।

(১৫) স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার টার্গেট বা ইন্ডিকেটর '৩৯ + ১' মডেল কর্মকাণ্ডের আওতায় সিলেট বিভাগের ৪০টি উপজেলা এবং ৪টি জেলায় দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(১৬) বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত পর্যালোচনান্তে জিআইইউ স্বাস্থ্যখাতের নিম্নোক্ত তিনটি সেক্টর নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে এবং সুপারিশ প্রদান করে।

- ❖ স্বাস্থ্যখাতের ক্রয় ব্যবস্থাপনা;
- ❖ বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল;
- ❖ স্বাস্থ্যকর্মীদের (চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য) কর্মসোপান।

(১৭) জিআইইউ ও হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের কোলেবোরেটিভ রিসার্চ এর জন্য ৪টি বিষয় প্রস্তাব করা হয়েছে:

- ❖ Impact of social safety net on poverty reduction
- ❖ Impact of energy investment on sustainable development
- ❖ Employment generation through economic diversification

(১৮) ২০২০-২১ অর্থবছরে জিআইইউ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দশটি উদ্যোগের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত তথ্যসমূহ সুসংগঠিত করে সংকলনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অংশীজন সভার মাধ্যমে তথ্যসমূহ চূড়ান্ত করা হবে।

(১৯) নির্বাহী সেল (বেসরকারি ইপিজেড):

বেসরকারি ইপিজেড:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে কোরিয়ান ইপিজেড (কেইপিজেড) হতে প্রায় ১৯,৭৯,৯১,২৪৯ মার্কিন ডলারের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। কেইপিজেডে সর্বমোট ২৩,০০০ জনবল কর্মরত আছে। সবুজ বেষ্টনীর জন্য কোরিয়ান ইপিজেড কর্তৃক ২৫ লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্বাহী সেল কর্তৃক কেইপিজেডে কর্মরত বিদেশিদের বিপরীতে ১৩টি ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ:

- রূপকল্প ২০২১ অর্জনের লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ এবং মেগা-প্রকল্পসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন কাজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে নিবিড় তদারকি অব্যাহত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ:

উদ্যোগ ১.	**আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প** পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন দক্ষতা ও আয়বর্ধক কর্মসূচি।
উদ্যোগ ২.	**আশ্রয়ন প্রকল্প-২** ভূমিহীন, গৃহহীন মানুষের মাথাগোজার ঠাঁই করে দেয়ার অনন্য প্রকল্প।
উদ্যোগ ৩.	**ডিজিটাল বাংলাদেশ** সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা বাস্তবায়নের সরকারি প্রচেষ্টা।
উদ্যোগ ৪.	**শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি** বিনামূল্যে বই বিতরণ, বৃত্তি-উপবৃত্তি।
উদ্যোগ ৫.	**নারীর ক্ষমতায়ন** সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ।
উদ্যোগ ৬.	**ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ** সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণ।
উদ্যোগ ৭.	**কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য** গ্রামের মানুষের দোরগোঁড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি করে ক্লিনিক স্থাপন।
উদ্যোগ ৮.	**সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি** অবহেলিত, অক্ষম জনগোষ্ঠী ও দরিদ্র এলাকার যুবসমাজকে স্বাবলম্বী করতে ১২৮টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম গ্রহণ।
উদ্যোগ ৯.	**বিনিয়োগ বিকাশ** অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।
উদ্যোগ ১০.	**পরিবেশ সুরক্ষা** পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা।

উদ্দেশ্য: চলমান প্রকল্প/উদ্যোগসমূহের অধিকতর সমন্বয়সাধন; উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ ঘটানো; উদ্যোগসমূহ জনগণের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া; জনগণের দোরগোঁড়ায় আরও সহজ উপায়ে, কম খরচে এবং কম সময়ে সেবা পৌঁছে দেয়া; উদ্যোগসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরও মানুষকে সেবার আওতায় আনা; সরকার এবং জনগণের নৈকট্য বৃদ্ধি।

- ইতোমধ্যে নির্বাহী সেল হতে এ সংক্রান্ত একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়। এ উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমন্বয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষে নির্বাহী সেল হতে সম্পাদিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন:

- সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন, উদ্বোধনকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের কল্যাণে এবং জনগণের দাবি পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। একইভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিদর্শনকালে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বিভিন্ন নির্দেশনা/অনুশাসন প্রদান করে থাকেন। পরবর্তী সময়ে এ প্রতিশ্রুতিসমূহ ও নির্দেশনা/অনুশাসনসমূহ তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পত্র প্রেরণসহ তদারকি করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক তৈরি সফট্ওয়্যার Prime Minister's Commitment Monitoring Systems-এর মাধ্যমে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করে থাকে। এ সফট্ওয়্যারটি ব্যবহার করে প্রতিশ্রুতিসমূহের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা যায়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষে নির্বাহী সেল এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে থাকে।
- সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৭৬৯টি প্রতিশ্রুতি ও ৯৫১টি নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যার বাস্তবায়ন অবস্থা সন্তোষজনক (প্রতিশ্রুতি: বাস্তবায়িত ৫৭.৮৭ শতাংশ, আংশিক-৫.৮৫ শতাংশ, বাস্তবায়নাধীন-১৩.৫২ শতাংশ, ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন-৩.১২ শতাংশ, চলমান-১৩.৭৮ শতাংশ এবং নির্দেশনা: বাস্তবায়িত- ৪০.১৭ শতাংশ, আংশিক বাস্তবায়িত-৪.৪২ শতাংশ, বাস্তবায়নাধীন-১৫.১৪ শতাংশ, ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন-১.৪৭ শতাংশ, চলমান-৩৪.৯১ শতাংশ)।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন:

- ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটে। এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করে জাতিসংঘ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিবজন্মশতবর্ষে দেশের এ অর্জন বিশাল গৌরব এবং আনন্দের। অনন্য এ অর্জন দেশব্যাপী একযোগে ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সকল সমন্বয় কার্যক্রম নির্বাহী সেল থেকে করা হয়। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সারাদেশে LDC Graduation উদ্‌যাপন সংক্রান্ত পোস্টার, বুকলেট, লোগো, ব্যানার, থিম সং ইত্যাদি কেন্দ্রীয়ভাবে সংগ্রহপূর্বক সারাদেশে প্রেরণ করা হয়। এর ফলে ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে সারাদেশে একযোগে স্বাস্থ্যবিধি পরিপালনপূর্বক সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণে সফলভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ উদ্‌যাপনে র‍্যালী, বক্তৃতা, কুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ নানাবিধ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যাতে দেশের উন্নয়নের অগ্রগতির চিত্র আপামর জনগণ জানতে পারে, দেখতে পারে এবং এর সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ত হতে পারে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং:

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত ২৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বেসরকারি বিভিন্ন সেক্টরের সমন্বয়ে নিম্নরূপ কার্যপরিধিসহ ২২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়:

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে দেশের কোন্ কোন্ খাতে কী পরিমাণ প্রভাব পড়তে পারে তা নির্ধারণ;

(খ) নির্ধারণকৃত প্রতিটি খাতের জন্য মূল দায়িত্ব পালনকারী (responsible) এবং সহযোগী (associate) হিসাবে দায়িত্বপালনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থাসমূহের ম্যাপিং;

(গ) দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) মুক্ত/অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শুল্কনীতি প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;

(চ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে নিয়মিত মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান;

- ৫ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত কমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মূল কমিটিকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষেত্রভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি ও তার কার্যপরিধি নির্ধারণে প্রস্তাব তৈরির জন্য সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রস্তাবনায় কর্ম পরিধিসহ বিষয়ভিত্তিক নিম্নলিখিত ৬টি উপকমিটি গঠন করা হয়:
    - Sub-committee on Preferential Market Access & Trade Agreement;
    - Sub-committee on Intellectual Property Rights (IPR);
    - Sub-committee on WTO Issues (Other than market access & TRIPS);
    - Sub-committee on Investment, Domestic Market Development & Export Diversification;
    - Sub-committee on Internal Resource Mobilization & Tariff Rationalisation;
    - Sub-committee on Smooth Transition Strategy.

এ উপকমিটিসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের মূল কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব এবং সদস্যদের মধ্যে ও অন্যান্য উপকমিটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় নির্বাহী সেল থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ ও অনুবৃত্তিক্রমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকারের বহুমুখী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং

বিভিন্ন মেগাপ্রকল্পে সরকার অর্থ বিনিয়োগ করছে। এ ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে বিকল্প কর্মসংস্থানে, পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ভিক্ষুকমুক্তকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। দীর্ঘদিনের চলে আসা এ সামাজিক সমস্যাকে দূরীকরণের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পুনর্বাসনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত করা।

- উদ্দেশ্য: ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত করা।
- ইতোমধ্যে খুলনা এবং নড়াইল জেলা ভিক্ষুকমুক্ত হয়েছে। অন্যান্য জেলাতে ভিক্ষুকমুক্তকরণের কার্যক্রম চলছে। দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ১,৯১,৫৭২ জন (২০১৭ সালের আমার বাড়ি আমার খামার কর্মসূচির জরিপ অনুযায়ী)। ভিক্ষুকদের বিভিন্নভাবে পুনর্বাসনের জন্য এ যাবৎ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- ভিক্ষুকদের গরু ছাগল, হাঁস-মুরগী, সেলাই মেশিন, ভ্যানগাড়ি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের দোকান ইত্যাদি দিয়ে তাদের আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। তাদের ভিজিডি, ভিজিএফ, বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে সমপরিমাণ বা তারও অধিক অর্থ সংগ্রহ করে ভিক্ষুকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত সারা দেশে ৫৮,৬৮১ জন ভিক্ষুক পুনর্বাসন করা হয়েছে।

সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন:

- সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত: (৪৬টি জেলার ২০৭টি উপজেলায়, মোট বরাদ্দ ৭,৩০৩.১৫৫ লক্ষ টাকা):

- ৩,৫৫৪টি গৃহনির্মাণ করা হয়েছে, বরাদ্দ ৬,৪৩৯.১৫ লক্ষ টাকা;
- ছাত্রীদের মধ্যে ২,৬৭২টি বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে, বরাদ্দ ২০০.৪ লক্ষ টাকা;
- শিক্ষাবৃত্তি (১-১২ শ্রেণি) প্রায় ১৫,০০০ জন, বরাদ্দ ৪৫০.২৫ লক্ষ টাকা;
- শিক্ষা উপকরণ প্রদান ৮,৬৫০ জন, বরাদ্দ ১৫২.০৫ লক্ষ টাকা;
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৮.৫ লক্ষ টাকা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়িত:

- ২,৫০০ জন শিক্ষার্থীকে জনপ্রতি এককালীন ২৫,০০০ টাকা করে মোট ৬.২৫ কোটি টাকা উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়;
- উচ্চ শিক্ষা বৃত্তির জন্য আবেদন দাখিল ও বৃত্তির অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনের মাধ্যমে প্রেরণের লক্ষ্যে একটি অনলাইন ওয়েবপোর্টাল প্রস্তুত করা হয়েছে, যার বরাদ্দ ৪.৫০ লক্ষ টাকা;
- ১৯৯৬ সাল হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণের জীবনমান উন্নয়নের প্রভাব পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে, যার বরাদ্দ ৩৪.৫০ লক্ষ টাকা।

আবাসন সংক্রান্ত:

- ❖ এ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসনের লক্ষ্যে পৃথক দুটি ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দুটি ভবন সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে হস্তান্তর/গ্রহণ করা হয়েছে। দুটি ভবনে ১৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৪ জন কর্মচারীর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প:

- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০৯৬৯২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থে মুজিবর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে ৫৩,৩৪০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫৪,৪৩৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৬৫৭টি ব্যারাক নির্মাণের জন্য ৬৫.৩৭ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে যেখানে ৩,২৮৫টি ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। ৯২৬.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৯,৩৩৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে খাস জমি

বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক একক গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ১.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'যার জমি আছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ'-এর আওতায় ৭৫টি দরিদ্র গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৬৪০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আম্ফান ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ১,১০০টি পরিবার পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ৬২৮টি পরিবারকে ১.৮২৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৬০৮টি পরিবারকে ১.৮২৪ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৫০,০০০টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে ৫টি প্রকল্প গ্রাম অনুমোদন করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৮৩০৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থে নোয়াখালীর ভাসানচরে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য আশ্রয়স্থল নির্মাণ করে পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(২০) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা):

- দেশের পরিকল্পিত শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য সেবা উৎপাদন ও রপ্তানির প্রত্যাশা নিয়ে বেজা কর্তৃক অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- উক্ত সময়ে বেজা'র ১টি গভর্নিং বোর্ড সভা (৭ম গভর্নিং বোর্ড সভা) অনুষ্ঠিত হয়েছে। গভর্নিং বোর্ডের উক্ত সভায় ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে বেজার অনুকূলে ৯০৪ একর জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৯০৩.৫ একর জমির অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে। নড়াইল অর্থনৈতিক অঞ্চলের ১৫৮.১৫ একর জমিতে জোন ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ৮৫ জন অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,১৪০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে মোট স্থানীয় বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৬১.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৩.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে মোট ৭,২০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। উক্ত সময়ে জিয়াংসু ইয়াবাং ডাইস্টাফ কো. লিঃ (চীন), সিসিইসিসি বাংলাদেশ লিঃ (চীন), জাইহং মেডিক্যাল প্রোডাক্টস (বিডি) কো. লিঃ (চীন), মারিকো বাংলাদেশ লিঃ (ভারত), লিজার্ড স্পোর্টস বি.ভি. (নেদারল্যান্ডস), জেইহং মেডিক্যাল প্রোডাক্টস (বিডি) কোঃ লিঃ (চীন) ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরসহ অন্যান্য

অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিটাক এবং বিজিএমইএ'র ৪১টি বিনিয়োগকারীর অনুকূলে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উত্তরা মটরস, ইফাদ গ্রুপ, হেলথকেয়ার, কারমো ফোম, সামুদা ফুড প্রোডাক্টস লিঃ ইত্যাদিসহ স্বনামধন্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❖ বিনিয়োগকারীদের এক দরজা হতে সকল সেবা প্রদানের প্রত্যয় নিয়ে বেজায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়। বেজার ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হতে সর্বমোট ১২৫টি সেবা প্রদান করা যাবে। উক্ত সময়ে বেজার ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার হতে ৩৫টি নতুন সেবা সহ মোট ৪৮টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে এবং ৮৮টি সেবা প্রদানের জন্য Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সময়ে ২৯টি বিভিন্ন দপ্তর হতে ৩১ জন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে ১টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে নির্মিত গ্যাস সরবরাহ লাইন।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে নির্মিত ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে নির্মাণাধীন প্রশাসনিক ভবন।

চিত্র: আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন-এ হোন্ডা কোম্পানির ফ্যাক্টরি।

❖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (বিএসএমএসএন) উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ৪৩৪৭.২ কোটি টাকা। এ সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৭টি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে যার অনুমোদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২১) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

- বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত হয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গঠিত হয় এবং ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে কার্যক্রম শুরু করে। দেশে বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে সমৃদ্ধ ও উন্নততর বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়ন ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে Apex Investment Promotion Agency হিসাবে বিডা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধন ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত সেবা:

- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগে আগ্রহী দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ প্রকল্প প্রস্তাব রেজিস্ট্রেশনসহ বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্প প্রকল্পের তথ্য নিম্নরূপ:

বিনিয়োগ	প্রকল্প সংখ্যা	প্রস্তাবিত বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান
স্থানীয় বিনিয়োগ	৯৮৬	৬,৬৬৯.০৩	১,৬০,১০০
শতভাগ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ	১০৯	১,০৫৮.৪৭	২০,৬৮৬
মোট	১,০৯৫	৭,৭২৭.৫০	১,৮০,৭৮৬

প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহচিত্র:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ পাওয়া গেছে ১৩৭৫.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

Investment Counselling, on Arrival Visa সেবা:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে মোট ৭৫,০৩১ জনকে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ (Pre-investment Counseling) এবং ১৩ জনকে বিমান বন্দরে সৌজন্যসেবা (Courtesy Service) প্রদান করা হয়েছে। হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে Welcome Service Desk হতে ৬৮৭ জনকে Visa on Arrival/Landing permit-এর সুপারিশ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শিল্পে ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিদেশি প্রকর্মীদের কর্মানুমতি (Work Permit) প্রদানসহ, ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ, রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসের অনুমোদন, শিল্প আইআরসি ও ইম্পোর্ট পারমিটের সুপারিশ, প্রত্যয়নপত্র প্রদান এবং কারিগরি সহায়তা ফিস প্রত্যাবাসন অনুমোদন দিয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবা প্রদানের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম	সেবা	নতুন	মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
(ক)	কর্মানুমতি	৫,৯২১	৬,৪৩৫	১২,৩৫৬
(খ)	ব্রাঞ্চ অফিস	৫৪	১৪৫	১৯৯

ক্রম	সেবা	নতুন	মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
(গ)	লিয়াজোঁ অফিস	৩৬	২৩৫	২৭১
(ঘ)	রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস	২	১৯	২১

ক্রম	সেবা	সংখ্যা
(ক)	শিল্প আইআরসি	১,৮৫১
(খ)	ইম্পোর্ট পারমিট	৫৫
(গ)	প্রত্যয়ন পত্র	৭২
(ঘ)	কারিগরি সহায়তা ফিস প্রত্যাবাসন অনুমোদন	২৫০টি (১৫৭৯১.১৯ মিলিয়ন টাকা)

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫১টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে ৮১১.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

বিডা-কে দেশব্যাপী পরিচিত করার লক্ষ্যে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম গ্রহণ:

- বিডা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ৬৪ জেলায় নতুন অফিস স্থাপন করে ১ জুলাই ২০১৯ হতে শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জুন ২০২১ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে ইতোমধ্যে ২৪,৯০০ জন শিক্ষিত বেকার যুব পুরুষ ও মহিলা উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৪,০৯৯ জন উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও প্রত্যেকটি বিভাগ ও জেলা শহরে বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তা বিষয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। বিডাকে বিশ্বমানের IPA হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেশে ব্যাপক পরিচিতির যথাযথ Branding কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

Policy Advocacy কার্যক্রম:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিডা কর্তৃক বিনিয়োগ অংশীজনের নিকট হতে প্রাপ্ত পত্র, বিভিন্ন IPA হতে মতামত, বিবিধ বিনিয়োগ সুবিধাসহ প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদি বিষয়ে মোট ৩০টি মতামত প্রেরণসহ বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুকূলে পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

বিশেষ অর্জন:

বাংলাদেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রমঃ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসায় কর্মসম্পাদন সূচকের উন্নয়নের উদ্যোগ:

- Ease of Doing Business-এর Index দুই অংকে উন্নীত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের Ease of Doing Business-এর ব্যবসার বিভিন্ন সূচক উন্নয়নে বিশ্বের সর্বোচ্চ ২০টি সংস্কারকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং Ease of Doing Business-এর সার্বিক

র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থান ৮ ধাপ উন্নতির মাধ্যমে ১৭৬তম হতে ১৬৮তম স্থান অর্জিত হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে বিশেষায়িত দল গঠন করে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমের সমন্বয় করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সহজিকরণের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে Ease of Doing Business, National Steering Committee এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms (NCMID) এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'বিনিয়োগ ও ব্যবসা উন্নয়ন সহায়তা' কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেবা প্রদান:

- ❖ 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০' অনুমোদিত হয়েছে এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে বিডা অনলাইনভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল কার্যক্রম চালু করেছে। উক্ত পোর্টালের মাধ্যমে ৩৫টিরও অধিক সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রায় ১৫৪টি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে এ পর্যন্ত ২৫টি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং বিডাসহ ১৫টি প্রতিষ্ঠানের ৪৭টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সভা, সেমিনার/ওয়ার্কশপ:

- ❖ দেশে বিনিয়োগ প্রসারের জন্য দেশি ও বিদেশি চেম্বার, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিনিয়োগ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান, নির্বাহী সদস্যসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের বিনিয়োগ উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন সভা/সেমিনার, চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে

চিত্র: ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বিডা'র অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের 'ট্রেড লাইসেন্স প্রদান' শীর্ষক সেবা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: অধিকহারে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং Standard Chartered Bank (SCB) এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর।

চিত্র: বাংলাদেশে তুর্কি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং ফরেন ইকোনোমিক রিলেশন বোর্ড অফ তুর্কি (ডিইআইকে) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'Turkey and Bangladesh: A New Era in Investment & Trade' শীর্ষক ওয়েবিনার।

(২২) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা):

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সংস্থা, বেপজার আওতাধীন ৮টি ইপিজেড রয়েছে। তিনিই সূচনা করেছেন বিনিয়োগের নবদিগন্ত 'বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল'। তাঁর বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে দেশে আরো তিনটি নতুন ইপিজেড স্থাপিত হতে যাচ্ছে। বিনিয়োগ বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে স্থাপিত উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের উত্তরা, ঈশ্বরদী ও মোংলা ইপিজেড বাংলাদেশের শিল্পখাতে সৃষ্টি করেছে সাফল্যের এক নতুন ইতিহাস।

❖ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত বেপজায় মোট বিনিয়োগ এসেছে ৩৪০.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট রপ্তানি হয়েছে ৬,৬৩৭.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের পণ্য। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ২৮,১০২ জন বাংলাদেশি নাগরিকের।

জুন ২০২১ পর্যন্ত ইপিজেডভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত পরিসংখ্যান:

ইপিজেড	শিল্প		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	চালু	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম	১৫১	১১	১,৮৬০.৬০	৩৫,৫২২.৭৭	১,৫৮,৭৯৪
ঢাকা	৯৪	৪	১,৬০৫.৭১	৩০,৪৫৬.৩৫	৬৭,৮৫৯
কুমিল্লা	৪৫	৮	৪৪৬.০৪	৩,৯৪৮.২৬	৩৭,৭৭১
মোংলা	৩৪	৯	৮৯.০৩	৮১২.৩৭	৬,৬৬৪
উত্তরা	২৪	৫	২১৬.৫৯	১,৫৬৯.৪২	২৯,৮৮৮
ঈশ্বরদী	২০	১৬	১৬৫.২৪	১,১১৮.১০	১৩,২৭৬
আদমজী	৫১	১৪	৫৯৮.৯০	৫,৯৩০.৩৭	৫০,১৭২
কর্ণফুলী	৪২	৫	৬৪৮.৫১	৭,৮৫৮.০৬	৭৩,৭৮১
মোট	**৪৬১**	**৭২**	**৫,৬৩০.৬৩**	**৮৭,২১৫.৬৯**	**৪,৩৮,২০৫**

❖ এ পর্যন্ত ৩৮টি দেশের উদ্যোক্তাগণ ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ করেছে।

পণ্যের বহুমুখীকরণ:

❖ দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে পোশাকশিল্পের উপর এককেন্দ্রিক নির্ভরতার ঝুঁকি হ্রাস করে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করছে। ইপিজেডসমূহে উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে- গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, টেক্সটাইল, অপটিকাল ফাইবার ক্যাবল, তাঁবু ও তাঁবুর সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ, এলইডি ল্যাম্প ও সিলেকশন বোতাম, আসবাবপত্র, বাইসাইকেল, কসমেটিক্স, হলিউড মাস্ক, ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (পিপিই), ব্রাইডালসামগ্রী, পাটপণ্য, অপটিক্যালপণ্য, অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ, প্রকৌশল পণ্য, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা, ব্যাটারি, ক্যামেরার যন্ত্রাংশ ও ক্যামেরার লেন্স, মোবাইল যন্ত্রাংশ, সোনা ও হীরার গহনা, ব্যাগ, লাগেজ, থার্মাল ব্যাগ, স্লিপিং ব্যাগ, ক্যাম্পিং ফার্নিচার, গন্ধ শ্যাফট, উইগ ও ফ্যাশন চুল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, ধাতব পণ্য, খেলনা, চশমা ও চশমার ফ্রেম, ছবি আঁকার তুলি, কার্পেট, টুথব্রাশ, বাঁশের তৈরি কফিন ইত্যাদি।

বেপজার বিনিয়োগ ও রপ্তানির চিত্র:

❖ ইপিজেডের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের কারণে করোনার মধ্যেও বেপজা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ভাল সাড়া পেয়েছে। জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত করোনাকালীন দেশি-বিদেশি ১৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেপজা নতুন লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৩৬.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে প্রায় ২০,১২৪ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- বৈশ্বিক মহামারির কারণে পরিবর্তিত নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত রাখতে বেপজা ভার্চুয়াল বিনিয়োগ চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি স্বাক্ষরকৃত উল্লেখযোগ্য দেশসমূহ হলো- চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, জাপান, সিঙ্গাপুর, ভারত ও বাংলাদেশ।
- সামাজিক দূরত্ব এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন কার্যক্রম বজায় রাখার জন্য বেপজা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। সময়ের প্রয়োজন মেটাতে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) উৎপাদন করতে আগ্রহী এমন কারখানাগুলিকে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছে। এর ফলে আজ বেপজার প্রতিষ্ঠানসমূহ এ খাতের অন্যতম রপ্তানিকারক।

চিত্র: জার্মান কোম্পানির সঙ্গে অনলাইনে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর।

বিনিয়োগের নব দিগন্ত- বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে অগ্রগতি:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিফলক উন্মোচনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। জোনের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ৫৩৯টি শিল্প প্লট তৈরি করা হবে যেখানে প্রায় ৩৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে। প্রায় ৫ লক্ষ বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। ১,১৫০ একর জমির উপর এই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজের অংশ হিসাবে প্রকল্পের চারপাশে ইতোমধ্যে ডাইক (বাধ) নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন সম্পূর্ণ এলাকায় মাটি ভরাট কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যথা- রাস্তা, পানির লাইন, বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। জোন সার্ভিসেস কমপ্লেক্স (বেপজার অফিস), অফিসার্স ও স্টাফ ডরমিটরি, ইনভেস্টরস্ রেসিডেন্স, আনসার ও সিকিউরিটি ব্যারাক, সিকিউরিটি ও কাস্টমস ভবন, মেইন গেট ও কাস্টম গেট প্রভৃতি নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি ৩,৬০০ বর্গ মিটার আয়তনের ১৪০টি শিল্প প্লট প্রস্তুত করা হয়েছে।

চিত্র: বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ আরো ত্বরান্বিত করতে সম্প্রতি বেপজা এবং বেজা এর মধ্যে ডেভেলপমেন্ট চুক্তি স্বাক্ষর।

- উল্লেখ্য, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে শিল্প প্লট বরাদ্দ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি ১০টি প্রতিষ্ঠানের কাছে সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়। ৭০টি দেশি-বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে অবিস্থত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে বেপজার নিকট প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করেছে। এদের মধ্য থেকে ১০টি প্রতিষ্ঠানকে সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রদান করে বেপজা। বরাদ্দপত্র প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্যের দুটি, দক্ষিণ কোরিয়ার দুটি, চীনের দুটি, যুক্তরাষ্ট্রের একটি, হংকং-এর একটি, কানাডার একটি ও বাংলাদেশের একটি। প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে ৫১,৩০০ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগকারী সহায়ক কার্যক্রম:

বিনিয়োগ উন্নয়নমূলক সেমিনার:

- নতুন বিনিয়োগ বিশেষতঃ মোংলা, উত্তরা, ঈশ্বরদী ইপিজেড এবং বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বেপজা বছরব্যাপী বিভিন্ন জোনসমূহে বিনিয়োগ উন্নয়নমূলক সেমিনারের আয়োজন করে। করোনার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বেপজা ভার্চুয়ালি বিভিন্ন বিনিয়োগ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করেছে।

বেপজা এবং জাপানিজ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ওয়েবিনার:

- বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ আকর্ষণে জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন ও জাপান বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির যৌথ উদ্যোগে বেপজা বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে। ওয়েবিনারে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করা হয় এবং বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।

কাস্টমস অফিস:

- বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা কার্যক্রমকে সহজ করতে চট্টগ্রাম ইপিজেডে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত নতুন কাস্টমস অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। শুরু থেকেই চট্টগ্রাম ইপিজেডের কাস্টমস কার্যক্রম বিভিন্ন ভবনে পরিচালিত হচ্ছিল। এখন বিনিয়োগকারীগণ তাদের শুল্ক সংক্রান্ত কার্যাদি একই ভবনে সম্পন্ন করতে পারবে ফলে বিনিয়োগকারীদের সময় সাশ্রয় হবে। বেপজার ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের উদ্দেশ্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যক্রম এই নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

উন্নততর সেবার লক্ষ্যে ডিজিটালাইজেশন:

- বিনিয়োগকারীদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইপিজেডসমূহকে অটোমেশন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়েছে। বিনিয়োগকারীগণ বিলিং, আমদানি-রপ্তানি অনুমতি এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সেবাসহ ২৯ ধরনের সেবা দ্রুততম সময়ে অনলাইনে পেয়ে থাকেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে জুম মিটিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেমিনার, সভা ইত্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- বেপজা ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিধিমালা ২০১৯-এর আওতায় তাৎক্ষণিক সেবাসহ এক থেকে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে অনলাইনে সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। ইপিজেডসমূহে আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করতে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে বেপজা বিনিয়োগকারীদের ১২৪ ধরনের সেবা প্রদান করছে। বিনিয়োগকারীরা বেপজা ওএসএস এর মাধ্যমে অন্যান্য বিভাগ থেকে ৭৬ ধরনের সেবা পাচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমে জোনসমূহের মধ্যে দ্রুত ভার্চুয়াল যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে।
- ইপিজেডের কারখানাসমূহের উৎপাদন সচল রাখার স্বার্থে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে ডিজিটাল মাধ্যমে বেপজার দাপ্তরিক কাজ পরিচালিত হয়েছে। ই-নথি ব্যবস্থাপনা পূর্বের চেয়ে অধিক জোরদার করা হয়েছে।

উত্তরা ইপিজেড পরিদর্শন:

- ইপিজেডে ব্যবসা সহজিকরণের লক্ষ্যে এবং সহজ কাস্টমস সেবা নিশ্চিত করতে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ও এনবিআর চেয়ারম্যান সম্প্রতি উত্তরা ইপিজেড পরিদর্শন করেন। তিনি ইপিজেডের বিনিয়োগকারীদের অভিনব ব্যবসা কৌশলের প্রশংসা করেন। এসময় অধিক বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য তিনি এনবিআর নীতিমালা সহজ করার আশ্বাস দেন। উত্তরা ইপিজেড বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে।

শ্রমিক কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ:

বেপজা হেল্পলাইন সার্ভিস চালুকরণ:

- ইপিজেড এ কর্মরত শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে যে কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক হেল্পলাইন চালু করেছে বেপজা। হেল্পলাইন নাম্বার ১৬১২৮। ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে বেপজা নির্বাহী দপ্তর হতে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে দেশের আটটি ইপিজেডে একযোগে এই হেল্পলাইন সেবার উদ্বোধন করা হয়। হেল্পলাইন চালুর অন্যতম উদ্দেশ্য ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এর সুষ্ঠু সমাধান ও দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ। শ্রমিকরা যেকোনো নম্বর থেকে হেল্পলাইনে ফোন করে তাদের সমস্যা জানাতে পারবেন। আর অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা নেবেন কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের কাছে প্রাপ্ত অভিযোগ হেল্প সেন্টার থেকে তাৎক্ষণিকভাবে শিল্প সম্পর্ক বিভাগকে অবহিত করা হবে। শিল্প সম্পর্ক বিভাগ প্রাপ্ত অভিযোগ পরীক্ষা করে সর্বোচ্চ সাত দিনের মধ্যে তদন্ত করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেবে এবং হেল্প লাইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীকে অভিযোগের বিষয়ে আপডেট তথ্য জানাবেন।

- হেল্পলাইন সেবার মাধ্যমে ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকরা খুব সহজেই তাদের অভিযোগ জানাতে পারবে। ফলে ইপিজেডসমূহে শ্রমিক অসন্তোষের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় দাঁড়াবে এবং ইপিজেডে একটি সুষ্ঠু উৎপাদনমূখী শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় থাকবে যা কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ এর আওতায় শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন:

- 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' আইনে ইপিজেডের শ্রমিকদের শ্রমিক কল্যাণ সমিতি (WWA) গঠন প্রক্রিয়াকে সহজ করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় ইতোমধ্যে ইপিজেডের ২৩৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের লক্ষ্যে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ইপিজেডের ১টি কারখানায় শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্যসেবা ও ডে-কেয়ার:

- শ্রমিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ইপিজেডেই হাসপাতাল অথবা মেডিকেল সেণ্টার রয়েছে। শ্রমিকদের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৪৮টি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব মেডিকেল সেণ্টার/আউটলেট স্থাপন করেছে। শ্রমিকদের সন্তানদের পরিচর্যার জন্য ১৯৮টি ডে-কেয়ার সেণ্টার স্থাপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষে বেপজা নির্বাহী দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের পরিচর্যার জন্য ১৭ মার্চ ২০২১তারিখে ডে-কেয়ার সেণ্টার চালু করা হয়।

শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইপিজেডে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডের বিদেশি একটি কারখানা তাদের নারী শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণ করেছে। মোংলা ইপিজেডে নারী শ্রমিকদের আবাসনের লক্ষ্যে প্রায় ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ডরমিটরি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪ তলা বিশিষ্ট ৬,৯০০ বর্গমিটার আয়তনের এই ডরমিটরিতে ১,০০৮ জন নারী শ্রমিক বসবাস করতে পারবে।

চিত্র: মোংলা ইপিজেডে নারী শ্রমিকদের জন্য নির্মীয়মান ডরমিটরি।

পকেট গেট:

- ❖ শ্রমিকদের সহজে যাতায়াতের লক্ষ্যে কর্ণফুলী ইপিজেডের দক্ষিণ পাশে একটি পকেট গেট তৈরি করা হয়। এই পকেট গেটের মাধ্যমে শ্রমিকেরা মেইন গেটের পরিবর্তে সহজে জোনে প্রবেশ ও জোন থেকে বের হতে পারবে যা সময় সাশ্রয় করবে।

এটিএম বুথ:

- ❖ ইপিজেডের শ্রমিকদের বেতনসহ দ্রুততম সময়ে সহজ ব্যাংকিংসেবা নিশ্চিত করতে উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারীর অভ্যন্তরে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের এটিএম বুথ স্থাপন করা হয়। ইপিজেডের শ্রমিকসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বুথ তৈরি করা হয়।

ওয়াটার বুথ:

- ❖ শ্রমিকদের নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে একটি ওয়াটার বুথ স্থাপন করা হয়েছে। এই ওয়াটার বুথ ৪,০০০ শ্রমিকের পানির চাহিদা মেটাবে।

জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন:

- ❖ বেপজা এবং এর আওতাধীন ইপিজেডসমূহে জাতীয় শোক দিবস, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী, ২৬ মার্চ প্রভৃতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। বেপজা এবং এর আওতাধীন জোনসমূহ এ বছর ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ও স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষ্যে প্রতিটি জোনে আলোচনা অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ:

- ❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় এবছর বেপজা এবং এর আওতাধীন ইপিজেডসমুহ অংশগ্রহণ করে। এসময় ইপিজেডসমূহের কারখানাগুলোতে উৎপাদিত বৈচিত্র্যময় পণ্য প্রদর্শন করা হয়। উত্তরা ইপিজেড নীলফামারী জেলার সেরা স্টল হিসাবে মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে। কুমিল্লা ও ঈশ্বরদী ইপিজেড দ্বিতীয় সেরা স্টল হিসাবে পুরস্কার লাভ করে।

প্রচার কার্যক্রম:

- ❖ 'শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ'-ব্র্যান্ডিং এর আওতায় বেপজার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অনুমোদিত চারটি শ্লোগান টিভিসি, বিজ্ঞাপন, পোস্টার ও বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে।
- ❖ শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক, নিরাপত্তা, কর্ম প্রণোদনা প্রভৃতি বিষয়ে নির্মিত সচেতনতামূলক ডকু-ড্রামা, পোস্টার ও ফেস্টুন তৈরি ও প্রচার করা হয়েছে। আটটি ইপিজেডের গেইটে ডিজিটাল আউটডোর ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে। সচেতনতামূলক ভিডিওসমূহ স্থাপিত ডিজিটাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে।
- ❖ সরকারের সাফল্যের অগ্রযাত্রায় বেপজার বিভিন্ন অর্জনের চিত্র তুলে ধরে প্রতিবছরে ২০,০০০ কপি ত্রৈমাসিক বেপজা বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ, দেশি-বিদেশি চেম্বার এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড এবং আর্থিক বিবরণীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে।

(২৩) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো:

- ❖ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে সম্পাদিত APA সম্পর্কিত চুক্তির অধিকাংশ বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। যে সকল বিষয় অর্জন করা সম্ভব হয়নি তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন এনজিও'র মোট ১,৮৭০টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এ সময়ে ৮,২৪৬.৬৮ লক্ষ টাকার বৈদেশিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন কিস্তিতে পূর্ববর্তী বৎসরের জেরসহ মোট ৬,০১৩.৭৫ টাকা ব্যুরো হতে অর্থছাড় করা হয়েছে।
- বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১,৪৮৯টি প্রকল্পের (এফডি-৭) বিপরীতে মোট ৩,৯২৩.৮৯ লক্ষ টাকা অনুমোদন ও অর্থছাড় করা হয়। বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৭৮টি এনজিও'র ২২৮টি প্রকল্পের (এফডি-৭) বিপরীতে মোট ৪২৬ কোটি টাকা অনুমোদন ও অর্থছাড় করা হয়।
- স্বেচ্ছায় ভাসানচরে গমনেচ্ছুক বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ভাসানচরে স্থানান্তর পরবর্তী মানবিক সহায়তায় এগিয়ে আসা এনজিওসমূহের মাধ্যমে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৫০টি এনজিও'র ১০৩টি প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব তহবিল এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে মোট ৫৯.০২ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় করা হয়। উক্ত ৫০টি এনজিও অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় ভাসানচরে বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের স্থানান্তর পরবর্তী মানবিক সহায়তা হিসাবে ফুড আইটেম, নন-ফুড আইটেম, জ্বালানি (এলপিজি) বিতরণ এবং স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাপ্ত অডিট রিপোর্টের সংখ্যা ২,১১৯টি এবং অডিট নিষ্পত্তির সংখ্যা ১,৬৪৯টি। নিষ্পত্তির হার ৭৭.৮২ শতাংশ।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক মোট ৩৭টি (দেশি ৩৩ এবং বিদেশি ৪) এনজিও'র নিবন্ধন প্রদান, ২৯৫টি এনজিও'র নিবন্ধন নবায়ন করা হয়েছে। উক্ত অর্থবছরে ৩টি এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।

(২৪) দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ:

- এনএসডিএ-এর বাজেট এন্ড একাউন্টিং সিস্টেম iBas-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সকল আর্থিক কার্যক্রম iBas-এ সম্পাদিত হচ্ছে।
- ১০১টি দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- ২৩টি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০ জন অ্যাসেসরকে সনদায়ন করা হয়েছে।
- ৭ জন প্রশিক্ষককে সনদায়ন করা হয়েছে।
- ১২টি কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৬১টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও ৬১টি কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ১১টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ক্রিয়েটিভ মিডিয়া শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি) গঠন করা হয়েছে। জুট সেক্টর আইএসসি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নিবন্ধন প্রাপ্তির শেষ পর্যায়ে আছে।
- সক্ষমতাভিত্তিক যোগ্যতা কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

- আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা সনদায়ন গাইডলাইন, ২০২০, কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২০, প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন, ২০২০, অ্যাসেসর অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন, ২০২০ এবং অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। আরপিএল সংক্রান্ত গাইডলাইন, ২০২১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদনের জন্য রয়েছে। অনুমোদনের পর শীঘ্র গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামোতে ৮৮টি পদ সৃজনের জিও জারি করা হয়েছে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এনএসডিএ এর পূর্ণাঙ্গ টিওএন্ডই অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। এনএসডিএ এর ৪টি যানবহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে জিও জারি করা হয়েছে।
- আগারগাঁওস্থ বিনিয়োগ ভবনে স্থাপিত নতুন অফিসে এনএসডিএ'র কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) চূড়ান্ত করা হয়েছে। অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি ও গভর্নিং বোর্ডে উপস্থাপন করা হবে।
- বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা সাংহাই, ২০২২ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ১৩টি অকুপেশনের অনুমোদন পাওয়া গেছে।
- শিল্প দক্ষতা পরিষদ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। সেন্টার অব এক্সিলেন্স গাইডলাইন এবং এপ্রেন্টিসশিপ গাইডলাইনের জিরো ড্রাফট প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) ব্যবহার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইন্টার্নশিপ পলিসি প্রণয়নের উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব-এর নির্দেশনা মোতাবেক ইন্টার্নশিপ পলিসির প্রাইমারী ড্রাফট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মতামতসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল তৈরির জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাব মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করে উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে শীঘ্র Notification of Award প্রদান করা হবে।

চিত্র: দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা সভা।

(২৫) পিপিপি কর্তৃপক্ষ:

ক্রম	সম্পাদিত কার্যক্রম	সংখ্যা
১.	পিপিপি প্রকল্পের পাইপলাইনে নতুন প্রকল্প	৪
২.	প্রজেক্ট স্ক্রিনিং	৭
৩.	ট্রানজ্যাকশন এ্যাডভাইজার নিয়োগ	১১
৪.	প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস রিপোর্ট দাখিল	৬
৫.	ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট দাখিল	২
৬.	আইএফবি রিপোর্ট দাখিল	৮
৭.	কণ্ট্রাক্ট এওয়ার্ডেড	০
৮.	স্থানীয় পর্যায়ে পিপিপি বিনিয়োগ প্রচার কার্যক্রম	১৮
৯.	কনফারেন্সে অংশগ্রহণ	২২
১০.	পিপিপি নীতির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দেশিকা জমা	১

২৯. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৭১,৯৫৫ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। এর মধ্যে দক্ষ কর্মী ৬১,৬৯১ জন, আধা-দক্ষ ১০,১৯৫ জন, স্বল্প-দক্ষ ১,৯৯,৮৩০ জন, উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন ২৩৯ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ২,৩৩,১১৫ জন মহিলা কর্মীর সংখ্যা ৩৮,৮৩৯ জন।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ২৪,৭৭৭.৭১ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার।

(৩) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ জারি করা হয়েছে।

(৪) বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (বৈদেশিক কর্মসংস্থান) নীতিমালা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৫) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে স্থায়ীভাবে/ছুটিতে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের ডেটাবেজ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৬) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বহির্গমন ও আগমনকালে বিদেশগামী অভিবাসী কর্মীদের সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিমান বন্দরে কর্তব্যরত সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার করণীয় বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৭) কোভিডকালীন প্রবাসী ও বিদেশগামী কর্মীদের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর জিসিসি দেশসমূহের দূতাবাস প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক এবং ভিসার মেয়াদ বর্ধিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

(৮) অভিবাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অংশীজনদের নিয়ে করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে এ যাবত ১৬টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৯) মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ১৭ মে ২০২১ তারিখ হতে প্রবাসী কর্মীদের সুবিধার্থে ঢাকার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বন্ধ রাখা ফ্লাইট চালুর ব্যবস্থা করেন।

(১০) কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে সৌদি আরব সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ২০ মে ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত সৌদি আরব প্রবাসী যেসব বাংলাদেশি কর্মী বাংলাদেশে ছুটিতে এসেছে এবং যারা নতুন করে সৌদি আরব গমন করবেন তাদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে কর্মী প্রতি ২৫,০০০ টাকা করে ভর্তুকি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র: ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সৌদি আরবে হোটেল কোয়ারেন্টিন বাবদ বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(১১) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অনুরোধে কোয়ারেন্টিন ফ্যাসিলিটি ২,০০০ থেকে ৪,০০০ জনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দিয়াবাড়ী, ঢাকায় অবস্থিত রাজউক উত্তরা, এ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট এর বিল্ডিং-১কে কোয়ারেন্টিন সেন্টার হিসাবে উপযোগী করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর অনুকূলে প্রাথমিকভাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(১২) বিদেশগামী কর্মীদের জন্য টিকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে টিকা প্রদানের যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৩) বিদেশগামী কর্মীদের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএমইটির মাধ্যমে Amiprobashi Apps চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীগণ তাদের তথ্য প্রদান করতে পারেন এবং তথ্য জানতে পারেন।

(১৪) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা, ২০২০ এর আওতায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর তহবিল এর বরাদ্দকৃত ২০০ কোটি টাকা হতে ৯০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবকদের গ্রামীণ এলাকায় ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যান ব্যাংকের অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে।

(১৫) সকল শ্রম কল্যাণ উইং-কে করোনা পরিস্থিতি বিষয়ে নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য প্রদানের এবং সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের চাহিদানুযায়ী সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

(১৬) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ)-কে মন্ত্রণালয়ের করোনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফোকাল পারসন মনোনয়ন এবং তার নেতৃত্বে বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(১৭) মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রণীত লিফলেট বায়রা ও এনজিওসমূহের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার, শ্রম কল্যাণ উইং, টিটিসি, আইএমটি, সাপোর্ট সেন্টারকে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(১৮) করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গন্তব্য দেশে বাংলাদেশি কর্মী এবং দেশে ফেরত আসা কর্মীদের সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সভায় সংশ্লিষ্ট মিশনের চাহিদা অনুযায়ী সব রকম সহযোগিতার জন্য বোর্ড আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৯) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে অভিবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে (শ্রমকল্যাণ উইং এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) অর্থ বরাদ্দসহ সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(২০) করোনার কারণে বিদেশে গমনেচ্ছু এবং বিদেশে প্রত্যাগত কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা, টিকা প্রাপ্তি ও কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানকল্পে এবং তাদের সহযোগিতা করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'কুইক রেসপন্স' টিম গঠন করা হয়েছে।

(২১) বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীগণের ডেটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এর সহায়তায় Return Migrant Management Information System (ReMiMIS) সফট্ওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে।

(২২) বিএমইটি'র জন্য ILO-এর সহায়তায় Systech Digital Limited কর্তৃক ডেভেলপকৃত Recruiting Agencies Information Management System (RAIMS) ডেভেলপ করা হয়েছে। যা বিএমইটি'র সার্ভারে ইনস্টল ও হোস্টিং করা হয়েছে। উক্ত সফট্ওয়্যার ব্যবহারের জন্য www.raims.bmet.gov.bd শিরোনামে URL-এর একটি ডোমেইন নির্বাচন করা হয়েছে।

(২৩) ILO-এর সহায়তায় Online Complain Management Software ডেভেলপ করা হয়েছে। লিডস কর্পোরেশন কর্তৃক ডেভেলপকৃত ট্রেনিং মডিউল ব্যবহার করে এ্যাটেনডেন্ট বেজড অনলাইন ট্রেনিং সার্টিফিকেট চালুকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২৪) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশন, নারী অভিবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থান, জিসিসি দেশসমূহের কর্মসংস্থানে ভাষা জ্ঞানের প্রভাবসহ মোট সাতটি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২৫) বিএমইটির জন্য রিক্রুটিং এজেন্টসমূহকে শ্রেণিকরণের লক্ষ্যে Recruiting Agencies Classification Software Application ডেভেলপ করা হয়েছে।

(২৬) সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞানের অভাবে সৃষ্ট বিভ্রান্তির কারণে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীগণ মধ্যস্বত্বভোগীর দ্বারস্থ হয়। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএমইটি ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বৈধভাবে বিদেশগমন, বৈধপথে রেমিটেন্স প্রেরণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রবেশ উপযোগী পেশা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও নিরাপদ অভিবাসন, সচেতনতামূলক লিফলেট বিষয়ক ব্রোসিয়ার ও পোস্টার বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় পত্রিকায় ও স্যাটেলাইট টিভি স্ক্রলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, বিলবোর্ডে প্রদর্শন, ভিডিও ক্লিপ এবং ডকুমেন্টারির মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

(২৭) জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে এবং সুশীল সমাজ ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে সভা-সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতি বছর জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলা, ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা, ১৮ ডিসেম্বর আর্ন্তজাতিক অভিবাসী দিবস, সেবাসপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসনে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণে যুবসমাজকে উৎসাহিত করতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তিসমূহ স্থানীয় পত্রিকায় এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। নিরাপদ অভিবাসনের জন্য সংবাদপত্র এবং রেডিও টিভিতে নাটিকা, ডকুড্রামা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন ও প্রচার করা হচ্ছে।

(২৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলা হতে ১,০০০ জন করে কর্মীকে বিদেশে প্রেরণের লক্ষ্যে বিএমইটি ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপজেলা পর্যায়ে টিটিসি নির্মাণের সার্বিক কাজ ৬৯ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৯) বিএমইটির আওতাধীন ৭০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,৪২,৪০০ জন পুরুষ ও ২৫,০০০ জন মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩০) বিএমইটির আওতাধীন টিটিসি/আইএমটি হতে পূর্ব দক্ষতার স্বীকৃতি বা Recognition of Prior Learning (RPL) কার্যক্রমের মাধ্যমে করোনার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে ফেরত আসা অভিবাসী কর্মীদের সনদায়ন এবং Entreprenurship Development কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের ডিইএমও, টিটিসি ও আইএমটিতে রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে এবং আগ্রহী কর্মীদের ৮টি টিটিসি-বিকে টিটিসি ঢাকা, বিকে টিটিসি চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ ও যশোর টিটিসি'র মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১২২ জন RPL কার্যক্রমের আওতায় সনদায়ন করা হয়েছে। RPL এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যাগত কর্মীদের জনপ্রতি ১,০০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং RPL কার্যক্রম সম্পাদনে যাবতীয় ব্যয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বহন করা হচ্ছে।

(৩১) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের আর্থসামাজিক পুনর্বাসনে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে Aspire to Innovate (a2i) এবং BMET-এর মধ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে (a2i) এর পক্ষ থেকে বিএমইটির আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ৩৯২ জন প্রশিক্ষককে Entreprenurship Development এর উপর প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান করা হয়েছে।

(৩২) Skills for Employment Investment Programme (SEIP)-এর অর্থায়নে বিএমইটি'র আওতাধীন ৬১টি টিটিসিতে মোটর ড্রাইভিং ও বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্স চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ভর্তিকৃত ১৪,৬২২ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে Driving Competency Test Board (DCTB) কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় ১০,২২৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২,৮৬২ জন স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে।

(৩৩) জাপানী ভাষায় কেয়ার গিভার কোর্সের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৬ মাস করা হয়েছে।

(৩৪) ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মধ্যে অবৈধ প্রবাসী কর্মীদের বৈধকরণ ও ফেরত আনার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চিত্র: বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মধ্যে অবৈধ প্রবাসী কর্মীদের বৈধকরণ ও ফেরত আনার প্রক্রিয়া নির্ধারণ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

(৩৫) SEIP-এর অর্থায়নে বিএমইটির আওতাধীন টিটিসিতে চলমান 'মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্স' প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্ণিত প্রকল্প হতে ১০টি ডাবল কেবিন পিক-কাপ ভ্যান প্রদান করা হয়েছে।

(৩৬) KOICA এর সহায়তায় রাজশাহী টিটিসিতে (অটোমোবাইল, আরএসি ও মেশিনশপ প্র্যাকটিস ট্রেড) প্রতিটি ট্রেডে ৩০ জন করে সর্বমোট ১৮০ জন প্রশিক্ষকের ৩ মাস মেয়াদি প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

(৩৭) LG Butterfly ও বিএমইটির মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী বাংলাদেশ কোরিয়া টিটিসি ঢাকা ও চট্টগ্রামে উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে একটি আধুনিক রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ওয়ার্কশপ স্থাপন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষকদের সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩৮) বিদ্যমান শ্রমবাজারের পাশাপাশি সরকার নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নতুন ৫৩টি দেশের শ্রমবাজারের Diversified Sector-এর চাহিদা নিরুপণের লক্ষ্যে কর্মী নিয়োগকারী দেশ পরিদর্শন/নিয়োগকর্তা/প্রতিনিধিগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩৯) ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি রিক্রুটিং কোম্পানি বোয়েসেল-এর মাধ্যমে ৫ হাজার মহিলা গার্মেন্টস কর্মীকে স্বল্প ব্যয়ে জর্ডানে প্রেরণ করা হয়েছে। বিনা অভিবাসন ব্যয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধার ১০০ জন সন্তানকে বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪০) করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য ৪ শতাংশ সরল সুদে ৩,২৪১ জনকে ৮১.৩৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪১) ১২ অক্টোবর ২০২০ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ৩,০৩২ পদবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত চাকরি প্রবিধানমালা অনুমোদনের জন্য ২৪ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে; ঋণের কিস্তি আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকদের সুবিধার্থে অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে 'কালেকশন সার্ভিস' শীর্ষক চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

(৪২) ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৬৩টি থেকে উন্নীত করে ৮৩টি করা হয়।

৩০. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ১,৫৮০টি বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক খেলার সামগ্রী বাবদ বিদ্যালয় প্রতি ১.৫০ লক্ষ টাকা, ৪২ হাজার বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে রুটিন মেরামতের জন্য ৪০ হাজার টাকা, ১৩,৩০০টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে মাইনর মেরামতের জন্য ০২ লক্ষ টাকা, ২,১৯৫টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে বড় ধরনের মেরামতের জন্য ৭ লক্ষ টাকা, ২,৫০০টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ওয়াশব্লকের বড় ধরণের মেরামতের জন্য ১ লক্ষ টাকা, ২৮,৫০০টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ওয়াশব্লকের রুটিন মেরামতের জন্য ১০,০০০ টাকা, ৬৭টি পিটিআই-এর প্রতিটিতে রুটিন মেরামতের জন্য ১ লক্ষ টাকা, ৬৪টি ডিপিইও অফিস ও ৮টি ডিডি অফিসের প্রতিটিতে রুটিন মেরামতের জন্য ৫০,০০০ টাকা, ৫০৯টি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসের প্রতিটিতে রুটিন মেরামতের জন্য ৪০,০০০ টাকা, ৫০৫টি উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের প্রতিটিতে রুটিন মেরামতের জন্য ৩০,০০০ টাকা, ৬২টি উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসে সংস্কার ও মেরামত জন্য ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, ২৫০টি উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারে সংস্কার ও মেরামত জন্য ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা, ৬,৫১১টি বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপনের জন্য ২ লক্ষ ২০ হাজার করে টাকা, ৩২টি পিটিআই, ১৮টি ডিপিইও অফিস, ৬৫টি ইউআরসি ও ৩২টি ডিডি অফিসে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ৪,৪২,৪৬,৮৬৮ টাকা, ২৫,০০০ বিদ্যালয়ে দুর্যোগ মোকাবিলায় সুরক্ষা উপকরণ কেনার জন্য ১২.৫০ কোটি টাকা, দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত ৫২৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গৃহ নির্মাণ/মেরামতের জন্য ১২ কোটি টাকা, ৬৪,৭৮০টি বিদ্যালয়ে স্লিপ ফান্ড বাবদ ৩৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(২) ২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ২,২৯,৯১,৪৯২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯,৫৬,৯০,২৯১ কপি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ২,১৩,২৮৮ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: ২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ।

(৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় ১ কোটি ৮ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিওরক্যাশের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(৪) প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আয়োজন করা হয়েছে।

(৫) জাতীয় শোক দিবসসহ সকল জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে।

(৬) আন্তঃপিটিআই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

(৭) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ অনুযায়ী ই-মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ই-মনিটরিং এ্যাপস-এর মাধ্যমে অনলাইন বিদ্যালয় পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। ই প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম-এর আওতায় তথ্য সংগ্রহ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রচারের কার্যক্রম চলমান আছে।

(৮) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে উপজেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন তিন ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ১,৪৭৩টি পদ সৃজনের বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে।

(৯) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(১০) দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬টি জেলায় ৩,৩১২ শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪টি মডেলে বিদ্যালয় বহির্ভূত ৮-১৪ বছর বয়সী ১ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকাল সম্পন্ন করে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের নির্বাচিত ৪টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার (ISA) মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১১,২৭৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

(১১) দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির ৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রদানের জন্য ৬১টি জেলায় আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫৩টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে।

(১২) আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি বিষয়ক অবহিতকরণের জন্য দুটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন সহায়ক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণকে কর্মসূচি সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান, ৪৯টি জেলায় আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচি বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (উশিব্যু) সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও জেলা পর্যায়ে কর্মরত সহকারী পরিচালকগণের সমন্বয়ে বেইজলাইন জরিপ বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

(১৩) ৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত ৬১টি জেলায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ১১ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৬১ জেলায় মোট ৯,৩১,০০০ জন বিদ্যালয় বহির্ভূত ৮ হতে ১৪ বছর বয়সি শিশু চিহ্নিত করা হয়েছে। আনুমানিক ২৫,৫০০টি শিখন কেন্দ্রের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(১৪) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত ১৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার পরিবারকে ১৭,৯৮,১৭০ টাকা এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক মুজিববর্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কোভিড-১৯ কালীন অনলাইন বা ভার্চুয়াল সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩১. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(১) ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ৩৯৯ জন (৮৪.৮৯ শতাংশ), টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে ৭৪৭ জন (৯৯.০৭ শতাংশ) এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে ১,১৪৬ (৯৩.৬২ শতাংশ) জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

(২) পোষাক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে পোষাক কাজের সেবা ফি বাবদ ১,৩৪,৯৯,০০০ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

(৩) তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,১০৩ জন তাঁতির মধ্যে ২৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩৮,১০৭.৪৫ মার্কিন ডলার মূল্যমানের তাঁত বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানির লক্ষ্যে ৪টি কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

(৫) মসলিন প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় 'বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার, (প্রথম পর্যায়)' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে মসলিন সুতা ও কাপড় তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মসলিন কাপড়ের Geographical Indications (GI) পাওয়া গেছে এবং বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

(৬) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় ৫.৮৫ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন, বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। পি-৩ কেন্দ্রে ৯টি মাতৃজাত সংরক্ষণ এবং ৬২৫ জন রেশম চাষী ও বসনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চাকী রিয়ারিং কেন্দ্রে ২ লক্ষ ডিমের চাকী পলু পালন করে রেশম চাষীদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। রেশম বীজাগার ও পি-৩ কেন্দ্রে ৪ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। আইডিয়াল রেশম পল্লী ও রেশম সম্প্রসারণ এলাকার চাষীদের ৪ হাজার ডালা, ৩,৯০০টি চন্দ্রকী, ৩,৭৭০টি সুতার জাল (পলু পালন সামগ্রী), ১৩৬টি ঘড়াকটি এবং ৫০টি পলুঘর বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

(৭) দেশের ৪১টি জেলার ৯৯টি উপজেলায় আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের ৫২৮টি সমিতির ২২,৭৩৩ জন সদস্যদের মধ্যে জরিপ করে ৩,৮০৩ জন সুবিধাভোগীকে তুঁত চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ৬৯৭ জন রেশম চাষী পলুপালনে সম্পৃক্ত হয়ে রেশম গুটি উৎপাদন করছে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১,২৫২ জনকে তুঁতচারা রোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পভুক্ত ২,৫২৭ জন সদস্য তুঁতচাষে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ৬৯৭ জন সদস্য রেশমপোকা পালন করে উৎপাদিত রেশমগুটি বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

(৮) বিটিএমসি'র আওতাধীন দি চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ লিঃ-এর জমিতে 'চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লী' স্থাপনের লক্ষ্যে বিক্রিত ৩টি (৩, ৪ ও ১০ নম্বর) শিল্প প্লটের জমি সাফকবলা দলিল ক্রেতার অনুকূলে রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয়েছে।

(৯) কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ-এর কোন জমি/স্থাপনা জনাব শরীফ আহাম্মদ যাতে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করতে না পারেন কিংবা ইতোমধ্যে যদি মিলের জমি/স্থাপনা বিক্রি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বিক্রয় দলিল বাতিলসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

(১০) বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত ১৬টি পাটকলের নিকট সরকার, বিজেএমসি ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের হালনাগাদ পাওনাদি পরিশোধের জন্য মিল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

(১১) পুনঃগ্রহণকৃত কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লি:, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী-এর সকল শেয়ার সরকারের নামে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(১২) পাট ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্সিং কার্যক্রম অনলাইনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোনালী আঁশ শিরোনামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এ্যান্ড এনফোর্সমেণ্ট) রুলস, ১৯৬৪-এর আওতায় পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ের লক্ষ্যে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৩,৮৯৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং লাইসেন্স ফি ও জরিমানা বাবদ মোট ৩,৯১,০১,৪৭ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

(১৩) পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১,৪২৪টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৯৫,৫৪,৮৯০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

(১৪) রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহে বিরাজমান পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান এবং পাটখাত পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্তে বিজেএমসি'র আওতাধীন ২৫টি মিলে কর্মরত সকল স্থায়ী শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি, পিএফ ও ছুটি নগদায়নসহ গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সুবিধার আওতায় চাকরি অবসায়নপূর্বক উৎপাদন কার্যক্রম ১ জুলাই ২০২০ তারিখ হতে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে শ্রমিকদের পাওনা টাকার ৫০ শতাংশ নগদে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে।

(১৫) বিজেএমসির আওতাধীন বন্ধ মিলসমূহ ইজারা পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনরায় চালুর প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৩২. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(১) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ:

- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে দ্রব্যমূল্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দেশব্যাপী নিয়মিত বাজার মনিটরিং এবং খাদ্যসামগ্রী ভেজালমুক্ত রাখার স্বার্থে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে প্রতিদিন ৪টি করে প্রতি সপ্তাহে মোট ২৮টি টিম ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজারে মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। উক্ত টিমসমূহ ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০৩৫টি বাজার অভিযানপূর্বক ১,৮২৫টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অপরাধে মোট ১২,৯০,৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১,৯৫৩টি বাজার অভিযান পরিচালনা করে ২৩,৬৮১টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৩,৮৩,০৮,৩০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জননিরাপত্তা বিভাগ, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য সমুদ্র ও স্থলবন্দরে দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(২) টিসিবির কার্যক্রমের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সহনীয় রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ:

- পবিত্র রমজান মাসসহ করোনাকালীন সাশ্রয়ীমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে টিসিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সারা দেশে পেঁয়াজের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ২০২০-২১ অর্থবছরে টিসিবি কর্তৃক ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ ক্রয় এবং বিক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ৭৩ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ ক্রয়পূর্বক সর্বমোট ৬৫,৮১৯.৯২ মেট্রিক টন পেঁয়াজ ভোক্তাসাধারণের নিকট ট্রাকসেলের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে দেশব্যাপী (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত) ১,৬০,৬৮১.৪৩ মেট্রিক টন পণ্য প্রায় ৬২,৯৪০টি ট্রাকসেলের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। বিক্রিত পণ্যের উপকারভোগীর সংখ্যা ট্রাক প্রতি ৪০০ পরিবার হিসাবে প্রায় ২,৫১,৭৬,০০০ পরিবার বা ১০,০৭,০৪,০০০ জন। সারাদেশব্যাপী টিসিবির ট্রাকসেল কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সার্বক্ষণিক মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। কোন অনিয়ম/অব্যবস্থাপনা পেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হচ্ছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে 'করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্স কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি প্রতি সপ্তাহে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, রপ্তানি বাজার প্রসার, টিসিবির কার্যক্রম মনিটরিং ও অন্যান্য সংকট মোকাবিলার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ কমিটি পর্যন্ত ২৩টি সভার মাধ্যমে প্রায় ৮৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে করোনা পরিস্থিতিতে পবিত্র রমজান মাসেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে ছিল। বাজারে অসম প্রতিযোগিতা নিরসনকল্পে 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২'-এর আওতায় প্রতিযোগিতা কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

(৩) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ:

- ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কাজ করছে এবং এ অধিদপ্তরকে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য 'জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ' গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় জেলাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যহত রাখা হয়েছে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং জনসাধারণ ইতোমধ্যে এই আইনের সুফল পেতে শুরু করেছে। ফলে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণসহ বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১,৯৫৩টি বাজার অভিযান পরিচালনা করে মোট ২৩,৬৮১টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৩,৮৩,০৮,৩০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এর ফলে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার উপজেলা পর্যায়ে অফিস ও লোকবল সৃষ্টিসহ জেলা পর্যায়ে লোকবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) জনবান্ধব রপ্তানি ও আমদানি নীতি প্রণয়ন:

- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমদানি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যবসাবান্ধব রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ প্রণয়ন করেছে। ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রব্যমূল্যের বাজার স্থিতিশীল রয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ঔষধের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ধারা অব্যাহত রাখাসহ রপ্তানি নীতিকে আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের শিল্পায়ন বৃদ্ধি নিশ্চিত করাসহ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য জনবান্ধব আমদানি নীতি ২০২১-২০২৪ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৫) খাদ্যে ভেজাল রোধ ও জননিরাপত্তায় ব্যবস্থা গ্রহণ:

- খাদ্যে ফরমালিন ও অন্যান্য রাসায়নিক প্রয়োগ রোধকল্পে ফরমালিন আইন, ২০১৫ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান থাকায় জনস্বাস্থ্যকে অধিক সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হয়েছে। জননিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এসিড আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এসিডের অপব্যবহার রোধপূর্বক সাধারণ জনগণের সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

(৬) রপ্তানি উন্নয়নে উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ:

নগদ সহায়তা প্রদান:

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় Export-led প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে সরকারের মেয়াদে রপ্তানি বাণিজ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত রপ্তানি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতা সম্প্রসারিত করে মোট ৪৩টি পণ্য ও সেবাখাতে রপ্তানি প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অধিক সম্ভাবনাময় ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ রয়েছে এমন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান খাত সম্প্রসারণ ও হার যৌক্তিকীকরণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ:

- রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত ও বিশেষ অগ্রাধিকার খাতে নীতি সুবিধা প্রদানে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;
- পণ্য ভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর একটি পণ্যকে 'বর্ষপণ্য' ঘোষণা করা হচ্ছে। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য-কে বর্ষ পণ্য-২০২০ ঘোষণা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'আইসিটি পণ্য ও সেবা' কে বর্ষপণ্য-২০২১ হিসাবে অনুমোদন দিয়েছেন;
- স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার, অপরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক/আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ আকরিক আমদানি ও স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যমান স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮ সংশোধনপূর্বক স্বর্ণ নীতিমালা, ২০২১ (সংশোধিত) ৩ জুন ২০২১ তারিখের গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০ জন অথরাইজড্ ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে বিদেশে স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির জন্য বৈধপথে দেশে স্বর্ণ আমদানি বৃদ্ধি পাবে। এতে একদিকে এ সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে অন্যদিকে বাংলাদেশ বিদেশে স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে স্বর্ণ আমদানির ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার করায় বৈধপথে স্বর্ণ আমদানি উৎসাহিত হবে;
- বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪০টি বাণিজ্য সংগঠনকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২টি উইমেন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির অনুকূলে টিও লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে; এবং
- পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর ২০টি দেশে বাংলাদেশের ২৩টি বাণিজ্যিক মিশন রপ্তানি সম্প্রসারণে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের দপ্তরে এবং চীনের কুনমিং-এর কনস্যুলেট জেনারেলের দপ্তরে নতুন দুটি বাণিজ্যিক উইং সৃজন করা হয়েছে। চীনের কুনমিং-এর কনস্যুলেট জেনারেলের দপ্তরে প্রথম সচিব পদায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের দপ্তরে লোকবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত হবে ও রপ্তানি আয় আরো বৃদ্ধি পাবে।

বাণিজ্য সহজিকরণের Ease of Doing Business (EoDB) লক্ষ্যে কার্যক্রম:

- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ও পরিচালন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে বিদ্যমান সিডিউল পুনর্বিন্যাসপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জুলাই ২০১৯ হতে 'Online Licensing Module (OLM)'-এর মাধ্যমে আইআরসি, শিল্প আইআরসি, ইমপোর্ট পারমিট, এক্সপোর্ট পারমিটসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া শিল্প ও বাণিজ্য ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং ইন্ডেন্টিং সার্টিফিকেট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রদেয় কাগজপত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে;
- জুলাই ২০১৯ এ Registered Exporter System (REX)-এর উদ্বোধন করা হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রপ্তানিকারক রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করেছে। REX-এর আওতায় রপ্তানিকারকগণ নিজেরাই statement of origin জারি করছেন;

- বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং Ease of Doing Business Index সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে 'কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রকাশিত হওয়ার ফলে ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থানের ৮ ধাপ অগ্রগতি হয়েছে; এবং
- বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও অধিক ব্যবসা-সহজিকরণের লক্ষ্যে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ সংশোধন করে ১৮ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে এক ব্যক্তি কোম্পানি (One Person Company বা OPC) গঠনের বিধান রেখে কোম্পানি (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০২০ বাংলাদেশ গেজেটে ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

(৭) বিদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও MoU স্বাক্ষর:

- বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে মেক্সিকো, চিলি, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কম্বোডিয়া ও তাজিকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে Trade and Investment Dialogue সংক্রান্ত MoU সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চলতি অর্থবছরে বেলারুশ, হাঙ্গেরি, সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। থাইল্যান্ডের সঙ্গে ষষ্ঠ জেটিসি ভিয়েতনামের সঙ্গে তৃতীয় জেটিসি এবং কুয়েত ও কম্বোডিয়ার, মধ্যে প্রথম জয়েন্ট ট্রেড কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৮) বাণিজ্যিক উইং স্থাপন:

- বাংলাদেশ দূতাবাসের বাণিজ্যিক উইং ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), তেহরান (ইরান), ইয়াংগুন (মায়ানমার), সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল লস এঞ্জেলস (যুক্তরাষ্ট্র)-এ কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং কুনমিং (চীন)-এর কনস্যুলেট জেনারেল দপ্তরের বাণিজ্যিক উইংয়ে প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) পদে কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়াতে বাণিজ্যিক উইং সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন করলেও অর্থ বিভাগ হতে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশ দূতাবাসে বাণিজ্যিক উইং সৃজনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনাপত্তি প্রদান করেছে;
- বাংলাদেশ দূতাবাসের বাণিজ্যিক উইং অস্ট্রেলিয়া (ক্যানবেরা), ফ্রান্স (প্যারিস), সিঙ্গাপুর (সিঙ্গাপুর), যুক্তরাজ্য (লন্ডন), নতুন সৃজিত সৌদি আরব (জেদ্দা)-এ কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং মালয়েশিয়া (কুয়ালালামপুর), কানাডা (অটোয়া) বাণিজ্যিক উইংয়ে প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) পদে কর্মকর্তা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

(৯) তৈরি পোশাক খাতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

- বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরি পোশাক খাত হতে অর্জিত হয়। এই খাতকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড উপখাত গড়ে উঠেছে। নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কমপ্লায়েন্স পরিপালনের সঙ্গে বেশ কিছু নীতি সহায়তা ও নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;
- বিশ্বব্যাপী সংক্রমণের কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে তৈরি পোশাকের রপ্তানি হ্রাস পেলেও সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ, আর্থিক প্রণোদনা ও যথাযথ নীতি সহায়তার কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতের রপ্তানি অনেকাংশে পূর্বের অবস্থানে ফিরে এসেছে। বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল উইং

নিয়মিত বিদেশি ক্রেতা, ক্রেতা সংগঠন ও সে দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ/ নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে রপ্তানি অক্ষুন্ন এবং প্রসারে কাজ করছে। এ খাতের চলতি মূলধনের সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং শ্রমিক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে;

- আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে দেশের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানানসই কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে German Agency for International Cooperation (GIZ)-এর কারিগরী সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের জন্য কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন কাজ শুরু করেছে;
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর Everything But Arms (EBA) টেকনিক্যাল মিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের একাধিক সভা ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত হয়। একইসময়ে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সচিব, শ্রম মন্ত্রণালয় এর সঙ্গে (ইইউ)'র কর্মকর্তাদের একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে ইইউ কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদত্ত একতরফা শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য তাদের চাহিদা মোতাবেক শ্রমিক অধিকারের অধিক উন্নয়ন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ, আইএলও কনভেনশন রেটিফিকেশন, আইএলও-এর পরামর্শ মোতাবেক শ্রম আইনে সংস্কার ইত্যাদি ইস্যুসমূহে আলোচনা করা হয়। ইইউ-এর চাহিদা মোতাবেক একটি National Action Plan for the Labor Sector of Bangladesh প্রণয়নপূর্বক ইইউ-তে প্রেরণ করা হয়েছে। এই প্ল্যান ইইউ থেকে ভবিষ্যতে সুবিধাজনক বাণিজ্য সুবিধা পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর ইইউ-তে শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা থাকবে না। ইইউ তাদের জিএসপি রেগুলেশন নতুন করে প্রণয়ন করছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইইউ-এর সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা জরুরি। এই আলোচনা ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;
- তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ওভেন, নীট, সুয়েটার মেশিন অপারেশন, কমপ্লায়েন্স নর্মস, প্রোডাকশন প্লানিং এ্যান্ড ম্যানেজমেণ্ট এবং ইনভেন্ট্রি ম্যানেজমেণ্ট -এর উপর ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০৫০ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে দক্ষ মিড-লেভেল ম্যানেজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মরত ম্যানেজারদের ৬ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশান এ্যান্ড টেকনোলজির সঙ্গে ২৯ জুন ২০২১ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত ১০৫ জন ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বর্তমানে বস্ত্র খাতে প্রদত্ত নগদ সহায়তাসহ উল্লেখযোগ্য সুবিধাদি:

- বন্ডেড ওয়ারহাউস সুবিধায় বিনাশুল্কে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা;
- ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুবিধা;
- হ্রাসকৃত শুল্কে মেশিনারিজ আমদানি;
- তৈরি পোশাক খাতে কমপ্লায়েন্স পরিপালন নিশ্চিত করতে সরকার বিনাশুল্কে ফায়ার ডোর ও এ সংশ্লিষ্ট ইক্যুপমেণ্ট আমদানির সুযোগ করে দিয়েছে;
- রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র ব্যাক-এর পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা ৪ শতাংশ হারে প্রদান করা হচ্ছে;

- বস্ত্রখাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে প্রদত্ত নগদ সহায়তা ৪ শতাংশ;
- নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্রখাত) সম্প্রসারণে সহায়তা (আমেরিকা/কানাডা/ইইউ ব্যতীত) ৪ শতাংশ;
- ইউরো অঞ্চলে বস্ত্রখাতের রপ্তানিকারকদের জন্য বিদ্যমান ৪ শতাংশের অতিরিক্ত বিশেষ সুবিধা ২ শতাংশ;
- উক্ত নগদ সহায়তা ছাড়াও এ খাতে তৈরি পোশাক খাতে ১ শতাংশ হারে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;
- রপ্তানিমুখী শিল্পের অনুকূলে Export Development Fund (EDF) হতে অতি অল্প সুদে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে EDF-এর পরিমাণ ০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৫১ হাজার কোটি টাকা); এবং
- তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে কর্পোরেট করহার ১২ শতাংশ এবং গ্রিন ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ। উক্ত পদক্ষেপসমূহের ফলে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক অধিকার রক্ষিত হচ্ছে এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন হচ্ছে।

(১০) দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি:

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ/পিটিএ সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করেছে। এ সকল দেশের সঙ্গে এফটিএ/পিটিএ সংক্রান্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ও ভুটানের মাননীয় ইকোনমিক এ্যাফেয়ার্স এবং রিজিওনাল ট্রেড এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রী নিজ নিজ দেশের পক্ষে ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে Preferential Trade Agreement (PTA) between Bangladesh and Bhutan স্বাক্ষর করেন, যা বাংলাদেশের প্রথম দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে Virtually সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। এ চুক্তির ফলে ভুটানের ৩৪টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ও বাংলাদেশের ১০০টি পণ্য ভুটানের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। এর প্রভাবে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য আমদানি- রপ্তানি বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।
- ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারত দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে Terms of Reference (ToR) between India-Bangladesh CEO's Forum স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে দুই দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে। ফলে তারা দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে দুদেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে পারবে।
- সম্প্রতি চীন বাংলাদেশের ৮,২৫৬টি পণ্যের (৯৭ শতাংশ) শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করেছে। যার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে।
- ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকালে দু'দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে Letter of Exchange-এর মাধ্যমে Addendum to the Protocol to the Transit Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of Federal Democratic Republic of Nepal স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে রেলপথে নেপাল বাংলাদেশের সঙ্গে পণ্য পরিবহণ করতে পারবে।

- বাংলাদেশ ও ভারত দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে Establishment of a Framework of Cooperation in the Area of Trade Remedial Measures between Bangladesh and India স্বাক্ষরিত হয়। এটি স্বাক্ষরের ফলে Trade Remedial Measures বিষয়ে ভারত বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবে। এছাড়াও, এ্যান্টিডাম্পিংসহ অন্যান্য শুল্ক বাধা আরোপের পূর্বে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(১১) আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ:

- OIC সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) চুক্তি এবং-এর ধারাবাহিকতায় প্রণীত Protocol এবং Rules Of Origin চুক্তিসমূহ বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৪৭৬টি পণ্যের একটি অফার লিস্ট ইতোমধ্যে OIC সদর দপ্তরে প্রেরণ করেছে। TPS-OIC কার্যকর হলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ রুলস অব অরিজিনের ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে সদস্য দেশে অধিক পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। OIC-এর Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC)-এর Trade Working Group-এর সভায় বাংলাদেশ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে; এবং
- Common Fund for Commodities (CFC) বিশ্বের ১২১টি সদস্য দেশের ২৫টি Constituency নিয়ে গঠিত একটি Intergovernmental প্রতিষ্ঠান। CFC সদস্য দেশসমূহের পণ্য বাজার উন্নয়নে প্রকল্প ভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ CFC Governing Council এ সদস্য হিসাবে সংস্থার নীতি নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নেদারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বর্তমানে CFC Governing Council-এর Managing Director পদে ২০২০-২৩ মেয়াদে ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

(১২) বর্ডার হাট:

- দুর্গম বর্ডার এলাকায় বসবাসরত দুই দেশের জনগোষ্ঠীর নিকট পণ্যবাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ও সীমান্ত এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মোট ৪টি বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২৭ মার্চ ২০২১ এ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে আরো ৩টি নতুন বর্ডার হাট (Baganbari-Ryngku, Saydabad- Nalikata ও Bholaganj-Bholaganj) উদ্বোধন করা হয়। বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠার ফলে সীমান্ত এলাকার জনগণের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সহজ হয়েছে।

(১৩) ই-কমার্স:

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসাবে সরকার ই-কমার্সকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। ই-কমার্সে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ই-বাণিজ্য করব, নিজের ব্যবসা গড়ব' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যার মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭,৪০০ জন নতুন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৪,৭৫০ জন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং ই-কমার্স খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে যা পরবর্তী সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ২০২০ সালে সংশোধন করা হয়েছে। ডিজিটাল কমার্সকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়।

- এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং করোনা পরবর্তী বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণ করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যপদ্ধতি যুগোপযোগী করা, সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার, রিসার্চ বেসড পলিসি প্রণয়ন, সর্বোপরি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জনবলকে বাণিজ্য সম্পর্কিত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১কে সামনে রেখে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনে সহায়ক বাণিজ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম (বাণিজ্য শর্ত, রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজিকরণ ইত্যাদি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

(১৪) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ক্ষেত্রে (WTO)তে অর্জন:

- বাংলাদেশ কর্তৃক ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা হয়েছে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ হতে তা কার্যকর হয়েছে। উক্ত এগ্রিমেন্টের আওতায় ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহকে এ, বি, ও সি ক্যাটাগরি চিহ্নিত করে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ডব্লিউটিও-তে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ক্যাটাগরি 'বি' বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে ডব্লিউটিও-তে নোটিফাই করা হয়েছে। এ ছাড়া ক্যাটাগরি 'সি'-এর আওতায় যেসব ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন তা উল্লেখ করে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে। WTO-এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবা খাতে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় ২৪টি দেশ (counting the European Union as one) ইতোমধ্যে তাদের সেবা খাতে Preferntial Market Access ঘোষণা করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সেবা খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সফল নেগোসিয়েশনের কারণে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS)-এর আওতায় সকল ধরনের মেধাসত্ত্বের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরও ১৩ বছরের জন্য শিথিল করা হয়েছে। পূর্বে এ সময় ছিল ২০২১ সাল পর্যন্ত। সেই হিসাবে এই বিশেষ সুবিধা আগামী ১ জুলাই ২০৩৪ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান সুবিধাদি বলবৎ রাখার জন্য বাংলাদেশের উদ্যোগে এলডিসি গ্রুপের পক্ষ থেকে ডব্লিউটিও'র আগামী মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে উপস্থাপনের জন্য একটি প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে ডব্লিউটিও'র জেনারেল কাউন্সিলে দাখিল করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে প্রাপ্য বর্তমান সুযোগ-সুবিধা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (১২ বছর) অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন পর্যায়ে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসটেন্স প্রোগ্রামের আওতায় ট্রিপস (TRIPS), এসপিএস (SPS),টিবিটি (TBT), নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা) বিষয়ে একাধিক কর্মশালা/প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১,২০০ জনের অধিক কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকবৃন্দকে বাণিজ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ডব্লিউটিও'র Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচির Tier-1এর আওতায় 'Strengthening Institutional Capacity and Human Resource Development for Trade Promotion' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় 'Export Potentiality of Trade

in Services of Bangladesh: Identifying Opportunities and Challenges' এবং 'Identification of Non-tariff Barriers Faced by Bangladeshi Products in Major Export Markets' শীর্ষক দু'টি স্টাডি সম্পন্ন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা হয়েছে।

- EIF-এর Tier-2 প্রকল্পের আওতায় 'Export Diversification and Competitiveness Development Project' প্রকল্পটি চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় High end Readymade Garments-এর উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-এর সঙ্গে যৌথভাবে 'Centre of Innovation, Efficiency & Occupational Health & Safety (OSH)' নামে একটি 'ইনোভেশন সেন্টার' স্থাপন করার লক্ষ্যে ২৪ মে ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় API বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি-১ (BRCP-1) প্রজেক্ট-এর আওতায় ৩৯টি দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টালের তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। এতে জনগণের বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য লাভ সহজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গঠিত ন্যাশনাল ট্রেড এ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন কমিটি (NTTFC)-এর সুপারিশ অনুসারে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩টি স্টাডি/গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(১৫) বাংলাদেশ ট্রেড এ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন:

- অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য জাতীয় মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান;
- রয়টার্স থেকে দৈনিক ভিত্তিক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার দর সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডিজিএফআই, টিসিবি, এনএসআই ও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ চাহিদা অনুসারে সরকারের অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ;
- কোরবানির ঈদ, ২০২০ উপলক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বাজারে চামড়ার নির্ধারিত বাজারমূল্য, বর্তমান স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য পর্যালোচনা করে কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য ধার্য করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কমিশনের সুপারিশ প্রেরণ;
- ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে শুল্ক ও করকাঠামো সংস্কার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ভোজ্যতেলের মূল্যের স্থিতিশীলকরণে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ ;
- পেঁয়াজের উৎপাদন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- অত্যাবশ্যকীয় পণ্য মশুর ডালসহ সকল প্রকার ডাল রপ্তানির অনুমতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান;
- ভোজ্য তেল (পরিশোধিত সয়াবিন ও পরিশোধিত পাম) তেল রপ্তানির অনুমতি প্রদান বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- শিল্প আইআরসি'র পাশাপাশি বাণিজ্যিক আইআরসি জারি/নবায়ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিশাধিত সয়াবিন তেলের মিলগেট, পরিবেশক ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

- অপরিশোধিত সয়াবিন, পাম ও পামওলিনের আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী এই তিন পর্যায়ের ভ্যাট কেবল আমদানি পর্যায়ে প্রদান বিষয়ক মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮-এর নিয়ন্ত্রিত পণ্য তালিকার এইচ.এস হেডিং ৮৭.১১-এর বর্ণিত ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি (সিসি) অপসারণ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- নগদ সহায়তার আবেদনপত্রের সঙ্গে বিল অব লেডিং-এর বিকল্প ফরোয়ার্ড কার্গো রিসিপ্ট (এফসিআর)/হাউস বিএল/হাউস এয়ার ওয়েবিল গ্রহণ সংক্রান্ত কমিশনের প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- মিক্সড প্লাস্টিক স্ক্র্যাপ আমদানি সংক্রান্ত মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- মুরগীর ডিমকে কৃষিপণ্য হিসাবে নগদ সহায়তা/প্রণোদনা পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং শতভাগ হালাল মাংস হতে প্রক্রিয়াজাত পণ্যসামগ্রীকে প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য হিসাবে সহায়তা/প্রণোদনা পণ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ বিষয়ক প্রতিবেদন;
- দেশে লবণের বার্ষিক চাহিদা নিরুপণসহ জাতীয় লবণ নীতি, ২০২০-এর উপর মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- কাঁচা চামড়া ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার বর্তমান মজুদ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা ও ওয়েট-ব্লু চামড়ার মূল্য পরিস্থিতি বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- আসন্ন ঈদুল আজহা ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত কোরবানির কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য বাজার মূল্য সম্পর্কে মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্রেড এ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা এবং শুল্ক সংক্রান্ত সহায়তা বিষয়ে মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিষয়ে নীলফামারী চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে ১টি সেমিনার আয়োজন;
- শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে একটি গণশুনানি;
- ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রণয়নকৃত বাজেটে শুল্ক, আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ;
- 'এ্যান্টিডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেফগার্ড মেজার্স' শীর্ষক সচেতনতা সেমিনার আয়োজন;
- ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক ডাম্পিং মূল্যে সুতা রপ্তানিতে সুতার উপর এ্যান্টিডাম্পিং শুল্ক আরোপের প্রস্তাবনা সম্পর্কিত আবেদন;
- প্রক্রিয়াগত কৃষিজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি কার্যক্রমে সহায়ক/Health Certification প্রক্রিয়া না থাকায় অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ বিষয়ক কাজ;
- পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ওপর এ্যান্টিডাম্পিং ডিউটি আরোপ বিষয়ে রিভিউ;
- বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত পাটপণ্যের উপর ভারত কর্তৃক কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে কনসালটেশন;

- বিএসটিআই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত ৩টি আন্তর্জাতিক মানের উপর মতামত;
- এফটিএ টেমপ্লেট এবং পলিসি গাইডলাইন অন পিটিএ/এফটিএ ২০২০ প্রণয়নকল্পে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ভিয়েতনাম, জাপান, আসিয়ান এবং থাইল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্ভাব্য মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে চাহিত তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- পিটিএ টেমপ্লেট প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাবিত Para-Tariff বিষয়ে মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সম্পাদিতব্য ট্রানজিট চুক্তি ও এ সংক্রান্ত প্রোটোকল-এর বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রেরণ;
- বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য Preferential Trade Agreement-এর আওতায় নেপালের পণ্য তালিকার উপর মতামত প্রদান;
- দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র Template প্রেরণ;
- Trade Agreement between Afghanistan and Bangladesh-এর ওপর মতামত প্রদান;
- নেপাল হতে প্রেরিত বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিতব্য 'Agreement on Operating Modalities for the Carriage of Transit/Trade Cargo between Nepal and Bangladesh' ও 'Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the government of Nepal for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic between two countries' শীর্ষক চুক্তির উপর মতামত প্রদান;
- ভারতের Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020-এর উপর মতামত প্রদান;
- MoU on Technical and Economic Cooperation between Maldives and Bangladesh বিষয়ে মতামত প্রদান;
- মালদ্বীপের সঙ্গে Bilateral PTA নেগোসিয়েশনের জন্য Template on PTA between Bangladesh and Maldives প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে Preferential Trade Agreement-এর text প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ-শ্রীলংকা পিটিএ তে সম্ভাব্য ট্যারিফ লাইনের সংখ্যা, সম্ভাবনাময় পণ্য ও তার তালিকা প্রেরণ;
- D-8 সচিবালয় হতে প্রাপ্ত Dispute Settlement Mechanism Document-এর উপর মতামত প্রদান;
- দশম D-8 সম্মেলনের জন্য Analytical Report on Trade প্রণয়ন;
- SAFTA Rules of Origin-এর আওতায় ভারতে ভোজ্য তেল রপ্তানিতে Country of Origin সার্টিফিকেট ইস্যু সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনে পর্যবেক্ষণ প্রণয়ন;

- যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের বাইসাইকেল রপ্তানিতে বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক বাধা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া ও ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ১২ তম ফরেন অফিস কনসাল্টেশন সভার জন্য হালনাগাদ তথ্য প্রদান;
- African Swine Fever সম্পর্কে ডব্লিওটিও-এর এসপিএস কমিটির আয়োজনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় Thematic Session-এর ওপর মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে Foreign Office Consultation সভার প্রস্তুতির লক্ষ্যে ইনপুটস প্রদান;
- বিভিন্ন দেশ (জাপান, ভারত, ইরান, শ্রীলংকা ও রাশিয়া)-এর সঙ্গে 'Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters' সংক্রান্ত চুক্তির উপর কমিশনের মতামত প্রেরণ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত সম্ভাব্য আলোচ্যসূচির উপর মতামত প্রেরণ ;
- ভিয়েতনামের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত প্রশ্ন প্রেরণ;
- Multiparty Interim Appeal Arbitration সম্বন্ধে মতামত প্রেরণ;
- স্যানিটারি ও ফাইটো স্যানিটারি মেজার্স বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আসন্ন ১২তম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে ডিক্লেয়ারেশন হিসাবে গ্রহণের লক্ষ্যে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলিজ, ব্রাজিল, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, ডমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে, পেরু, যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে ও ভিয়েতনাম কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদান;
- WTO-ICC webinar Business Dialogue on COVID-19 impact on Garments and Textile Trade বিষয়ে মতামত প্রেরণ;
- UNCTAD Report on the role of non-tariff measures by the UK in the Post-Brexit-এর উপর মতামত প্রদান;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত 'অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কাস্টমস শুল্ক সুবিধা প্রদান বিধিমালা ২০২১' এর ওপর মতামত প্রদান;
- বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদান;
- EIF-এর Policy Series প্রতিবেদনের জন্য তথ্য প্রেরণ;
- WTO Trade Monitoring Report -এর জন্য ইনপুট প্রেরণ;
- বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের মধ্যে Trade and Investment Dialogue সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের উপর মতামত প্রেরণ;
- প্লাস্টিক দূষণ হ্রাসে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা সংক্রান্ত ধারণাপত্রের ওপর মতামত প্রেরণ।

(১৬) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো:

২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি নিম্নরূপ:

রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জাপানে নিট পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধার রুলস অব অরিজিন দুই স্তর হতে এক স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাপানের রপ্তানি হয়েছে ১,০৭৯.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,১৮৩.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান

- দেশের রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে প্রদেয় নগদ সহায়তার আওতায় অধিক সংখ্যক পণ্য অন্তর্ভুক্তিসহ ঐ সকল পণ্যে নগদ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকার ৩৬টি খাতে রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান করেছে, যা নিম্নরূপ:

ক্রম	নগদ সহায়তার বিবরণ	নগদ সহায়তার শতকরা হার
১.	রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্র খাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাক	৪ শতাংশ
২.	বস্ত্র খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা	৪ শতাংশ
৩.	নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্রখাত) সম্প্রসারণ সহায়তা (আমেরিকা, কানাডা, ইইউ ব্যতীত)	৪ শতাংশ
৪.	ইউরো অঞ্চলে বস্ত্র খাতের রপ্তানিকারকদের জন্য বিদ্যমান ৪ শতাংশের অতিরিক্ত বিশেষ সহায়তা	২ শতাংশ
৫.	হাতে তৈরি পণ্য (হোগলা, খড়, আখের/নারিকেলের ছোবড়া, গাছের পাতা/খোল, গার্মেন্টস-এর ঝুট কাপড় ইত্যাদি)	১০ শতাংশ
৬.	কৃষি পণ্য (শাকসব্জি/ফলমূল) ও প্রক্রিয়াজাত (এগ্রো-প্রসেসিং) কৃষিপণ্য	২০ শতাংশ
৭.	গরু মহিষের নাড়ি, ভুঁড়ি, শিং ও রগ (হাড় ব্যতীত)	১০ শতাংশ
৮.	হালকা প্রকৌশল পণ্য	১৫ শতাংশ
৯.	শতভাগ হালাল মাংস	২০ শতাংশ
১০.	হিমায়িত চিংড়ি অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা:	
	(ক) হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে বরফ আচ্ছাদনের হার	
	(i) ২০ শতাংশ পর্যন্ত	১০ শতাংশ
	(ii) ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত	৯ শতাংশ
	(iii) ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত	৮ শতাংশ
	(iv) ৪০ শতাংশ তদূর্ধ্ব	৭ শতাংশ
	(খ) হিমায়িত অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে বরফ আচ্ছাদনের হার	
	(i) ২০ শতাংশ পর্যন্ত	৫ শতাংশ

ক্রম	নগদ সহায়তার বিবরণ	নগদ সহায়তার শতকরা হার
	(ii) ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত (iii) ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত (iv) ৪০ শতাংশ তদূর্ধ্ব	৪ শতাংশ ৩ শতাংশ ২ শতাংশ
১১.	চামড়াজাত দ্রব্যাদি	১৫ শতাংশ
১২.	সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তরিত শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে 'ক্রাস্ট' ও 'ফিনিশড' লেদার	১০ শতাংশ
১৩.	জাহাজ	১০ শতাংশ
১৪.	আলু	২০ শতাংশ
১৫.	ক) পেট বোতল-ফ্লেক্স খ) পেট বোতল ফ্লেক্স হতে উৎপাদিত পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার (PSF)	১০ শতাংশ
১৬.	ফার্নিচার	১৫ শতাংশ
১৭.	শস্য ও শাক-সবজির বীজ	২০ শতাংশ
১৮.	পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন ও জুট পার্টিকেল বোর্ড	২০ শতাংশ
১৯.	প্লাস্টিক দ্রব্যাদি	১০ শতাংশ
২০.	দেশে উৎপাদিত কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্য	১০ শতাংশ
২১.	আগর ও আতর রপ্তানি	২০ শতাংশ
২২.	পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি খাতে নগদ ভর্তুকিঃ ক) বৈচিত্র্যময় পাট পণ্য (Diversified Jute Products) খ) পাটজাত চূড়ান্ত দ্রব্য (হেসিয়ান, সেকিং ও সিবিসি) গ) পাট সুতা (ইয়ার্ন ও টোয়াইন)	 ২০ শতাংশ ১২ শতাংশ ৭ শতাংশ
২৩.	বাংলাদেশ হতে সফট্ওয়্যার, আইটিইএস ও হার্ডওয়্যার	১০ শতাংশ
২৪.	সিনথেটিক ও ফেব্রিকস-এর মিশ্রণে তৈরি পাদুকা	১৫ শতাংশ
২৫.	Active Pharmaceuticals Ingredients (API)	২০ শতাংশ
২৬.	অ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি	১৫ শতাংশ
২৭.	ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য	১০ শতাংশ
২৮.	Photovoltaic Module	১০ শতাংশ
২৯.	মোটরসাইকেল	১০ শতাংশ
৩০.	কেমিক্যাল পণ্য (ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কস্টিক সোডা এবং হাইড্রোজেন পার অক্সাইড)	১০ শতাংশ
৩১.	রেজার ও রেজার ব্লেডস	১০ শতাংশ

ক্রম	নগদ সহায়তার বিবরণ	নগদ সহায়তার শতকরা হার
৩২.	সিরামিক দ্রব্য	১০ শতাংশ
৩৩.	টুপি	১০ শতাংশ
৩৪.	কাঁকড়া ও কুঁচে (জীবন্ত হিমায়িত ও সফটসেল) পরিবেশ ও বন বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে	১০ শতাংশ
৩৫.	Galvanized Sheet/Coils (Coated with Zinc, Coated with Almunium ও Zinc এবং (Color Coated)	১০ শতাংশ
৩৬.	চাল	১৫ শতাংশ

পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ:

- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি পণ্যের পরিধি বিস্তারে পণ্য উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ এবং পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের মাধ্যমে সীমিত পণ্যের উপর রপ্তানি নির্ভরতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিবিধ কর্মসূচির আওতায় রপ্তানি অবদান রাখতে সক্ষম এমন সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা জাহাজ, ঔষধ, ফার্নিচার, বহুমুখী পাটপণ্য, ইলেকট্রনিক্স এ্যান্ড হোম এ্যাপ্লায়েন্স, এগ্রো-প্রসেস সামগ্রী, কাগজ, প্রিন্টেড ও প্যাকেজিং সামগ্রী, আইসিটি, রাবার, পাদুকা, কাট ও পলিশড ডায়মন্ড ইত্যাদি। এ সকল পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নকল্পে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমস্যাসমূহের সমাধানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পণ্য তালিকায় নতুন নতুন পণ্য সংযোজন:

- রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে **'এক জেলা এক পণ্য'** কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ৪১টি জেলার ১৪টি পণ্য নির্বাচন করা হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিজস্ব অর্থায়নে বর্তমানে আগর কাঠ ও আতর, রাবার এবং পাঁপড়ের রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাজার বহুমুখীকরণ:

- রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরা, বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রপ্তানি বিপণন উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলতঃ অপ্রচলিত রপ্তানি বাজারে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয় এবং বিভিন্ন দেশ হতে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, রাশিয়া, উজবেকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করে যা এসকল দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচন:

- বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর সরকার কর্তৃক রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রপ্তানিকারক ব্যক্তিকে সিআইপি নির্বাচন করা হচ্ছে। প্রাথমিক বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত ২০২০ ও ২০২১ সালের প্রাথমিক সিআইপির তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সিআইপি তালিকাসমূহ চূড়ান্ত করার কাজ চলমান আছে।

রপ্তানি সহায়ক প্রতিষ্ঠানের উপর সার্ভে/সমীক্ষা:

- বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রতিষ্ঠিত ১৪টি প্রতিষ্ঠান দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারে ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের রপ্তানি আয় ৩৪৮ মিলিয়ন ডলারের স্থলে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৩৮,৭৫৮.৩১ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং বর্তমানে রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা প্রায় ৭৫০। সংস্থার সেবার মানোন্নয়ন এবং দ্রুততর সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমস্যাদি চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি তা সমাধানের উপায় বের করার লক্ষ্যে ব্যুরো কর্তৃক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিদ্যমান অবস্থা, সম্ভাবনা, সমস্যাদি ও সমাধানকল্পে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। ছয় মাস মেয়াদে সার্ভে/সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পর ইতোমধ্যে উক্ত সার্ভে সংক্রান্ত Inception Report পাওয়া গেছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কার্যাবালি সম্পাদিত হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দেশের রপ্তানি-সহায়ক প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের নিকট সুপারিশ তুলে ধরা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ:

- বিশ্বব্যাপী চলমান প্যানডেমিকে ফিজিক্যালি মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই বিধায় ব্যুরো বাজার বহুমুখীকরণ কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে বিশ্বের স্বনামধন্য বিজনেস প্রমোটর/মেলা আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভার্চুয়াল ফরম্যাটে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সোর্সিং মেলা/রিমোট প্ল্যান/হাইব্রিড ক্যাটাগরীতে অংশগ্রহণ করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের মেলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৯টি ভার্চুয়াল ফরম্যাটে এবং ১টি মেলা ফিজিক্যালি অংশগ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে ১২টি সেক্টরকে প্রক্ষেপণ করে Sourcing Bangladesh, Virtual Edition-2021 শীর্ষক সোর্সিং মেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সোর্সিং মেলা ভার্চুয়াল ফরম্যাটে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে এক সপ্তাহব্যাপী চলবে। মেলার ওয়েবসাইট ছয় মাস পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে।

ব্যুরোর নিজস্ব অর্থায়নে রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ:

- রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণের জন্য শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার ই ব্লকের ই-৫/বি নং এক একরের প্লটটি ১৯ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বরাদ্দ গ্রহণ করে। প্লটে অবৈধভাবে বসবাসকারীরা ২০১০ সালে রিট পিটিশন দায়ের করে। ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ রিট পিটিশন খারিজ হওয়ার পর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে প্লটের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে প্লটের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক দখল গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে প্লটের প্রাচীরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্লটের নিরাপত্তার জন্য ৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ১০ জন অঙ্গীভূত আনসার নিয়োগ করা হয়েছে। ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য ১১ মে ২০২১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২,৩৭,৩৯.০২ লক্ষ টাকার ছাড়পত্র/লিক্যুইডিটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। ইপিবি কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপিতে অর্থ বিভাগের পত্রে বর্ণিত পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ:

- বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ২০১৫ সালে ২০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে আরও ৬.১০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমাণ ২৬.১০ একর। প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট জমির পরিমাণ ৩৫ একর। প্রকল্পের জন্য অবশিষ্ট জমি বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান 'চায়না স্টেট

কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন' কর্তৃক প্রকল্পের চীনা অংশের অবকাঠামোসমূহের নির্মাণ ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে চীন কর্তৃক বাংলাদেশের নিকট ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

(১৭) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি):

রমজানের মধ্যে বিক্রয় কার্যক্রম:

- টিসিবি কর্তৃক প্রতি বছর রমজানে ভোক্তাসাধারণের নিকট ছোলা ও খেজুরসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রি করা হয়। তবে রমজানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে কয়েক গুণ বেশি পণ্য বিক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে। ফলে রমজানে দেশের অধিকাংশ উপজেলাসহ সকল জেলায় টিসিবির নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি ভোক্তা সাধারণ সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় করতে সক্ষম হয়।

করোনাকালীন বিক্রয় কার্যক্রম:

- সরকার করোনার মধ্যে জনগণের জীবনযাত্রা সচল রাখার সুবিধার্থে টিসিবিকে জরুরি সেবা সংস্থা হিসাবে চিহ্নিত করে জরুরি কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে টিসিবি করোনার শুরু থেকে অদ্যাবধি দেশব্যাপী পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বল্পমূল্যে আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছে যা দারিদ্রবিমোচনসহ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে;

পেঁয়াজের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে কার্যক্রম:

- গত বছর ভারত হঠাৎ পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। এর ফলে দেশে পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের শুরুতেই পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাব্য সময় সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে পেঁয়াজ বিক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০২০-এর শুরু থেকে বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে টিসিবি কর্তৃক ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ ক্রয় এবং বিক্রয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ৭৩,০০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ ক্রয় করা হয় এবং মোট ৬৫,৮১৯.৯২ মেট্রিক টন ভোক্তাসাধারণের নিকট ট্রাকসেলের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। ফলে সারা দেশে পেঁয়াজের মূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে।

বন্যার্ত ও বন্যা পরবর্তী বিক্রয় কার্যক্রম:

- ২০২০ সালে জুলাই-আগস্ট মাসে দেশের কিছু জেলায় বন্যা দেখা দেয়। বন্যার্ত মানুষের ভোগ্যপণ্য চাহিদা পূরণকল্পে দেশব্যাপী সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতেও দেশের নিম্ন-আয়ের মানুষ যাতে সাশ্রয়ীমূল্যে ভোগ্যপণ্য পেতে পারে তার জন্য বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

আলুর মূল্য স্থিতিশীল রাখতে বিক্রয় কার্যক্রম:

- সম্প্রতি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে আলুর মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে আলু বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে ২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখ হতে টিসিবি কর্তৃক নিজস্ব ডিলারের মাধ্যমে ২৫ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রয় করা হয়।

আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন:

- টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২০ সালে কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, মাদারীপুর ও বগুড়ায় মোট ৪টি ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কার্যালয়সমূহ হতে বর্তমানে বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে অধিক সংখ্যক মানুষ সাশ্রয়ীমূল্যে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করছে।

টিসিবি'র গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি:

- বর্তমানে টিসিবি'র মোট গুদামের ধারণ ক্ষমতা ২৮,৯৫৯ মেট্রিক টন যার মধ্যে চট্টগ্রামে ৪০,০০০ বর্গফুটের ৮,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরকারি অর্থায়নে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশব্যাপী (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত) ১,৬০,৬৮১.৪৩ মেট্রিক টন পণ্য প্রায় ৬২,৯৪০টি ট্রাকসেলের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। উক্ত মেয়াদে বিক্রিত পণ্যের উপকারভোগীর সংখ্যা ট্রাক প্রতি ৪০০ পরিবার হিসাবে প্রায় ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৬ হাজার পরিবার বা ১০ কোটি ৭ লক্ষ ৪ হাজার জন।

(১৮) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর:

বাজার অভিযান/তদারকি:

- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১,৯৫৩টি বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ কার্যক্রম পরিচালনাকালে মোট ২৩,৬৮১টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উপর জরিমানা আরোপ করে মোট ১৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৮ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

অভিযোগ শুনানি:

- ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাপ্ত ১৪,৯১০টি অভিযোগের মধ্যে ১৩,৪৮৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৫ শতাংশ প্রণোদনা হিসাবে প্রদান:

- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭৬(৪) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৮৫ জন অভিযোগকারীকে আদায়কৃত জরিমানার ২৫ শতাংশ হিসাবে ৪৭,০৪,৬০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রণোদনা দ্রুত প্রদান সম্ভব হয়েছে।

ই-নোটিফিকেশন:

- অভিযোগকারীগণ যেন ঘরে বসে তাদের দাখিলকৃত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় 'ই-নোটিফিকেশন' শীর্ষক ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে।

হটলাইন সেবা (১৬১২১):

- ভোক্তা সাধারণের অভিযোগ দায়েরের জন্য ভোক্তা বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন (১৬১২১) স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এটুআই-এর এক সেবা (৩৩৩)র সঙ্গে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

টিসিবি'র ট্রাক সেল কার্যক্রম মনিটরিং:

- ভোক্তাগণ যেন টিসিবির পণ্য সঠিকমূল্যে ক্রয় করতে পারেন সে লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার অভিযান পরিচালনাকালে টিসিবির ট্রাক সেল তদারকি করা হয়।

সেমিনার:

- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা ও ৪৩২টি উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪৯৬টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সচেতনতামূলক সভা আয়োজন:

- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১,১৬৮টি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদ্‌যাপন:

- ১৫ মার্চ ২০২১ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪৯৬টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন:

পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতরে সরকারি দপ্তর হিসাবে ৩০ এপ্রিল ২০২১ থেকে ৬ মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত 'বিশেষ সেবা সপ্তাহ' পালন করা হয়েছে। বিশেষ সেবা সপ্তাহে অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে:

- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ দেশব্যাপী শুক্র ও শনিবারসহ সাতদিন বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে;
- ভোক্তাগণ যেন টিসিবি'র পণ্য সঠিক মূল্যে এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে টিসিবি'র ট্রাক সেল তদারকি করা হয়;
- বিশেষ সেবা সপ্তাহে 'মাস্ক পরিধান করুন-সুস্থ থাকুন' এ স্লোগানকে সামনে রেখে ভোক্তা-ব্যবসায়ী ও পথচারীর মধ্যে মাস্ক বিতরণ ও সচেতন করা হয়েছে;
- বিশেষ সেবা সপ্তাহে মাইকিং-এর ব্যবস্থা করে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে; এবং
- বিশেষ সেবা সপ্তাহে ঢাকা মহানগরীতে এক দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ সুসজ্জিত একটি ট্রাকে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রচারণামূলক কার্যক্রম:

- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩ লক্ষ প্যাম্পলেট, ৪ লক্ষ লিফলেট এবং ৫০ হাজার ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়েছে। মুদ্রণকৃত প্যাম্ফলেট, লিফলেট এবং ক্যালেন্ডার ভোক্তা-ব্যবসায়ীগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

বিবিধ কার্যক্রম:

- করোনা উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির দিনগুলোতে (শুক্র-শনিবারসহ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও জনস্বার্থে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে এবং স্বাস্থ্য-সুরক্ষাসামগ্রী মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং গ্লাভসের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সারাদেশে বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

- পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ কাঁচা চামড়ার সংরক্ষণ, ক্রয় ও বিক্রয় এবং পরিবহণসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ দেশব্যাপী উক্ত কাজ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এতে কাঁচা চামড়া নষ্ট হওয়ার হার হ্রাস পাওয়াসহ পার্শ্ববর্তী দেশে চামড়া পাচার বন্ধ হয়ে গেছে। পাশাপাশি প্রান্তিক/মৌসুমী ব্যবসায়ীরা কাঁচা চামড়া ন্যায্যমূল্যে আড়ৎদারদের নিকট বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে; এবং
- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার অভিযান পরিচালনাকালে হ্যান্ড-মাইকের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। 'মাস্ক পরিধান করুন-সুস্থ থাকুন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ভোক্তা-ব্যবসায়ী ও পথচারীর মধ্যে মাস্ক বিতরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(১৯) বাংলাদেশ চা বোর্ড:

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ চা বোর্ডের উদ্যোগে 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, চা শিল্পের প্রসার' স্লোগান নিয়ে ৪ জুন ২০২১ তারিখে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় প্রথম জাতীয় চা দিবস, ২০২১। ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি চা দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন;
- ২৪ জুন ২০২১ তারিখে দেশের চা বাগানের শ্রমিক ও শ্রমিক পোষ্যদের বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছে বাংলাদেশ চা বোর্ড। এবছর শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪৬৯ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কল্যাণ অনুদান, ১২৮ জন শ্রমিকের কন্যা বিবাহের জন্য অনুদান এবং বিশেষ কল্যাণ অনুদানের আওতায় ৩৯ জনকে অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হয়;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৩০টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেয়া হয়;
- ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: জহিরুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি'র সভাপতিত্বে চা শিল্পের অংশীজনদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন;
- ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ে নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গ্যালারি ও বঙ্গবন্ধু কর্নার' শুভ উদ্বোধন করা করেন;
- দেশের চা বাগানের শ্রমিক-পোষ্যদের চা শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে এ বছর প্রায় সাড়ে দশ লাখ টাকার 'শিক্ষা বৃত্তি ২০২০' প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ২০১৯ এর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বাগানের দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১,৮০৩ জন মেধাবী শ্রমিক-পোষ্যদের এ বছর বৃত্তি দেয়া হয়েছে;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ও বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চা শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত অংশীজনদের নিয়ে ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়;

- পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে 'Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chattogram Hill Tracts' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৩৭ শতাংশ এবং ভৌত অগ্রগতি ৭০.৪৪ শতাংশ। মোট বরাদ্দতকৃত ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.০৯ শতাংশ এবং ভৌত অগ্রগতি ৭৮.০৮ শতাংশ (আরডিপিপি অনুযায়ী);
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে (ওডিএ ও ইসি রিভলভিং ফান্ড) 'Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্প বৃহত্তর রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী এবং দিনাজপুর জেলার ১৬টি উপজেলায় ৫০০ হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৭.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ প্রকল্প কর্তৃক ৫৭০.৬৫ হেক্টর জমিতে চা আবাদ সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত অর্থছাড় হয়েছে ৭৬৯.৬৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬২১.৯১ লক্ষ টাকা। সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.০৪ শতাংশ এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৬.২৬ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ ৩১৮ লক্ষ টাকা, অর্থছাড় হয়েছে ৩০৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২২৪.৩৮ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৫৭ শতাংশ ও ভৌত অগ্রগতি ৭৪.৩৩ শতাংশ এবং জুন ২০২১ মাসের আর্থিক অগ্রগতি ৭.৮৩ শতাংশ এবং ভৌত অগ্রগতি ৬.১৪ শতাংশ;
- লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৮৭.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে 'Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat'-শীর্ষক প্রকল্প ৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ডিপিপি প্রথম সংশোধনী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৪.৩৫ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৫১ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে জুন ২০২১ মাসের ভৌত অগ্রগতি ৯১.৩৫ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮১.১১ শতাংশ;
- জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলা চত্বরে উচ্চফলনশীল বিটি-২ জাতের চা চারা রোপনের মাধ্যমে ২৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জামালপুর জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদের সূচনা করে বাংলাদেশ চা বোর্ড;
- গত ১৭-১৯ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদে ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের পাদদেশে চা চাষ সম্প্রসারণে ক্ষুদ্র চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিটিআরআই-এর পরিচালকসহ ৫ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ টিম বৃহত্তর ময়মনসিংহের শেরপুর জেলার শ্রীবদী, ঝিনাইগাতি, নকলা ও নালিতাবড়ি এবং ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় সৃজিত ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ও চাষীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন;
- গত ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন করা হয়;
- চট্টগ্রাম চা নিলাম কেন্দ্রে ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইন চা নিলাম কার্যক্রম শুরু হয়।

(২০) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর:

- প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানির দপ্তরের কার্যক্রমে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে e-governance-এর আওতায় সদর দপ্তরসহ আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ ইতোমধ্যে আধুনিকায়ন করা হয়েছে ও Website চালুকরাসহ সকল তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে;

- সেবাপ্রার্থীদের দলিলাদি সঠিক থাকা সাপেক্ষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সকল প্রকার সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবাগ্রহীতাদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং দপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য Online Licensing Module (OLM)-এর আওতায় অনলাইনে আমদানি (IRC) ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ERC) ইস্যু করা হচ্ছে। পাশাপাশি এ দপ্তরের সেবা প্রদানের Procedural Steps উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো হয়েছে। ফলে কম সময়ে হয়রানি মুক্ত ও দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভবপর হয়েছে। মাঠপর্যায়ে আঞ্চলিক অফিসসমূহে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত প্রায় ১৭টি সেবা OLM-এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। সোনালী ব্যাংক-এর সঙ্গে 'সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের' মাধ্যমে online payment facility চালু হয়েছে ফলে গ্রাহক ঘরে বসেই পেমেন্ট করতে পারছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকার নিবন্ধন সনদপত্র জারি ও নবায়নের পরিসংখ্যান:

ক্রম	বিভিন্ন প্রকার সনদপত্র	বিভিন্ন প্রকার নিবন্ধন সনদপত্র নতুন জারি ২০২০-২১ অর্থবছর	বিভিন্ন প্রকার নিবন্ধন সনদপত্র পুনঃনিবন্ধন ২০২০-২১ অর্থবছর	বিভিন্ন প্রকার নিবন্ধন সনদপত্র নবায়ন ২০২০-২১ অর্থবছর
১.	বাণিজ্যিক আইআরসি	৭,৩৭৬	১,৯৩৭	২৩,১১০
২.	মাল্টিন্যাশনাল আইআরসি	১৩৫	৫০	৪৯৫
৩.	শিল্প আইআরসি	৮১৩	৬২১	৫,৮২১
৪.	সাধারণ ইআরসি	২,৭১৪	৭১৭	৯,১৯৫
৫.	মাল্টিন্যাশনাল ইআরসি	৯৭	৪৫	৬৫৮
৬.	ইন্ডেন্টিং	২২৯	৭৩	১,০৪২

(২১) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর:

একক পদ্ধতিতে ব্যবসায় নিবন্ধন:

- নামের ছাড়পত্র প্রদান, নিবন্ধনের আবেদন দাখিল ও ব্যাংকে টাকা জমাদানের তিনটি প্রক্রিয়ায় নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করার পরিবর্তে উদ্যোক্তাগণ একক পদ্ধতিতে ব্যবসায় নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারেন।

কোম্পানি আইন সংশোধন:

কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-কে ২০২০ সালে সময়োপযোগী করে সংশোধন করা হয়।

- একজন ব্যক্তি একাই কোম্পানি নিবন্ধন করতে পারবে। ফলে স্বাধীনভাবে নিজের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- কোম্পানির ৫ শতাংশ শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় এজেন্ডা প্রদান করতে পারবেন;
- কোম্পানির কমন সিলের প্রয়োজনীয়তা রহিত করা হয়েছে; এবং
- কোম্পানি আইনের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ব্যবহার অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

ইলেকট্রনিক মর্টগেজ সার্টিফিকেট:

- ২০২১-এর জানুয়ারি থেকে ইলেকট্রনিক মর্টগেজ সার্টিফিকেট চালু হয়েছে। ফলে দাখিলকৃত মর্টগেজ নিবন্ধনের পর ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত মর্টগেজ সার্টিফিকেট গ্রাহকের ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়।

অনলাইনে সেবামূল্য পরিশোধ:

- কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে ফি প্রদানের অসুবিধা দূরীভূত করে অনলাইন ব্যাংকিং ও ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের-এর মাধ্যমে ফি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে ফি প্রদানের ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফাইড কপি সরবরাহ:

- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফাইড কপি অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহীতাদের সার্টিফাইড কপি গ্রহণের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না।

কোম্পানি, অংশীদারী ব্যবসা, বাণিজ্য সংগঠন এবং সোসাইটির নিবন্ধন:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২,১২৫টি কোম্পানি, ২৩৫৯টি অংশীদারী ব্যবসা, ১৮টি বাণিজ্য সংগঠন এবং ৩১৭টি সোসাইটির নিবন্ধন প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, নিবন্ধনের জন্য আবেদনকৃত কোম্পানির ৬,২১০টি কোম্পানি অর্থাৎ প্রায় ৫১ শতাংশ কোম্পানিকে একদিনে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

আর্কাইভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ:

- পুরনো রেকর্ডসমূহ ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষণের জন্য আরকাইভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রায় ৮০ লক্ষ ম্যানুয়াল রেকর্ডকৃত ডকুমেন্ট স্ক্যান করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস বাস্তবায়নে বেপজার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

- ইপিজেড-এ অবস্থিত বিনিয়োগকারীদের জন্য এ পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অনলাইন সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্তির লক্ষ্যে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)-এর মধ্যে ২৩ মে ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যার ফলে ইপিজেডের বিনিয়োগকারীদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস পাবার পথ সুগম হয়।

(২২) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন:

- ০৭ অক্টোবর ২০২০ থেকে ৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;
- এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ মঙ্গলবার সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে এবং বিভাগীয় প্রশাসন, সিলেটের সার্বিক সহযোগিতায় 'ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা' শীর্ষক দিনব্যাপী অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়;
- ১২ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে 'ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা' বিভাগীয় পর্যায়ের অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়;
- ০৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে 'পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে অংশীজনদের ভূমিকা' শীর্ষক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আয়োজনে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেমিনার ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী,

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন;

- বাজারে যোগসাজসের মাধ্যমে আলুর মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের সতর্কীকরণ গণবিজ্ঞপ্তি, বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি, করোনা পরিস্থিতিতে ঔষধের বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিষয়ক জরুরি গণবিজ্ঞপ্তি, জোটবদ্ধতা সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি, দরপত্র জালিয়াতি সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি এবং 'বাংলাদেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা এবং কাঁচা, ওয়েট ব্লু ও ফিনিসড লেদার/চামড়া খাতের বাজার' সমূহে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড ও কর্তৃত্বময় অবস্থা বিরাজমান কিনা তা যাচাই সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

টিভি স্ক্রলে প্রচারিত বিজ্ঞাপন:

- 'বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকুন। পণ্য ও সেবার মূল্য ও মান নিশ্চিত করুন';
- 'ব্যবসা-বাণিজ্যে সিন্ডিকেট/কার্টেল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেকোন ধরনের সিন্ডিকেট/কার্টেল সম্পর্কে কমিশনকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করুন';
- 'বাজারে পণ্য/সেবার কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি প্রতিযোগিতা আইনানুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। এ বিষয়ে কমিশনকে তথ্য দিন';
- 'রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ সন্তোষজনক। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সিন্ডিকেটকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে';
- 'বাজারে কার্টেল/সিন্ডিকেটকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইনানুযায়ী টার্নওভারের ১০ শতাংশ অথবা মুনাফার তিন গুণ জরিমানার বিধান রয়েছে';
- 'মনোপলি, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারসহ প্রতিযোগিতা পরিপন্থী অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা বৃদ্ধির চেষ্টা প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রতিযোগিতা আইন মেনে চলুন। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকারকে সহযোগিতা করুন';
- 'বাজারে কার্টেল/সিন্ডিকেটকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী টার্নওভারের ১০ শতাংশ অথবা মুনাফার তিনগুণ জরিমানার বিধান রয়েছে। প্রতিযোগিতা পরিপন্থী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসাবান্ধব ও ভোক্তাবান্ধব বাজার সৃষ্টিতে কমিশনকে সহযোগিতা করুন';
- 'প্রতিযোগিতা আইনের বিধান মেনে চলুন,ব্যবসাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখুন';
- UNCTAD কর্তৃক ৫ দিন ব্যাপী ৮ম ইউএন কম্পিটিশন এবং কনজ্যুমার প্রটেকশন বিষয়ক কনফারেন্স ১৯-২৩ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদে জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর অংশগ্রহণ করেন। করোনার কারণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়ালি উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন;
- প্রতিযোগিতা আইন ২০১২-এর ধারা ৩৯(১)-এর আওতায় ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমীপে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(২৩) বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই):

বার্ষিক সাধারণ সভা:

- ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এবং বিএফটিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব টিপু মুনশি, এমপি'র সভাপতিত্বে বিএফটিআই-এর নবম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিএফটিআই সার্ভিস রুলস্, ২০২০, অনুমোদন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করার সিদ্ধান্ত হয়;
- বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট রূপকল্প ২০৪১ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার সুপারিশসমূহ তুলে ধরা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। উক্ত ইনস্টিটিউটে প্রকল্পের টিএপিপি প্রস্তুত করে যথাক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে জমা দিয়েছে;
- বিএফটিআই, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইআরডি'র সমন্বয়ে National Board of Trade (NBT), Sweden-এর অর্থায়নে একটি Development Co-operation Project (FTA Negotiation Capacities of Bangladesh) শিরোনামে একটি প্রকল্পের TAPP প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর বাংলাদেশের উন্নত দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পথকে সুগম করতে এই প্রকল্প সহায়তা।

বিএফটিআই-এর ৫২তম বোর্ড সভা:

- ৩০ জুন ২০২১ তারিখে বিএফটিআই তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এবং বিএফটিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব টিপু মুনশি, এমপি'র সভাপতিত্বে বিএফটিআই-এর ৫২তম বোর্ড সভা জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকতা নিয়োগসহ বিএফটিআই-এ চলমান বিভিন্ন কার্যাবলির অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

গবেষণা ও স্টাডি:

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিএফটিআইয়ের বাংলাদেশ-ভারত 'Joint Feasibility Study on the proposed Bangladesh-India Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)' শীর্ষক গবেষণা চলমান রয়েছে। এর Inception Report ইতোমধ্যে জমা দেয়া হয়েছে এবং দুটি ভার্চুয়াল স্টেকহোল্ডার'স কনসাল্টেশন মিটিং এবং দুটি এডভাইজারি কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই Joint Study-এর Draft Report প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে; এবং
- বিএফটিআই, BRCP-1 প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে তিনটি স্টাডির কাজ হাতে নিয়েছে। স্টাডিসমূহের Inception Report ইতোমধ্যে প্রকল্পে জমা দেয়া হয়েছে। স্টাডির Draft Report প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ:

- বিএফটিআই ২৩ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিদেশস্থ বাণিজ্যিক উইং-এ পদায়নকৃত কর্মকর্তাদের 'Training Programme on the 'Trade Foundation Course for Commercial Counsellors-Designate & First Secretaries (Commercial)-Designate' প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করে;

- বিএফটিআই ৮ থেকে ১২ নভেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত 'Orientation Course for the Newly-Joined Officials of the Ministry of Commerce' প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করে;
- বিএফটিআই জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)'-এর মাধ্যমে ৪৯০টি উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ের গ্রামীণ নারীদের ৬২টি ব্যাচের মধ্যে ৫৯টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অক্টোবর হতে মার্চ ২০২১ মেয়াদে সম্পন্ন করে;
- বিএফটিআই ১৫-২৩শে এপ্রিল ২০২১ মেয়াদে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিদেশস্থ বাণিজ্যিক উইং এ পদায়নকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছয় দিনব্যাপী কমিউনিকেশন স্কিল ও নেটওয়ার্কিং ডেভেলপমেণ্ট বিষয়ক (English Language Course) সফলভাবে সম্পন্ন করে;
- ২৫-২৯শে এপ্রিল ২০২১ মেয়াদে বিএফটিআই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিদেশস্থ বাণিজ্যিক উইং-এ পদায়নকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত 'Basic orientation training program for the newly-designated supporting officials of the commercial wings of the Ministry of Commerce' প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করে;
- বিএফটিআই এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক এ প্রকল্প (২য় পর্যায়)'-এর ডিপিপিতে প্রকল্পের আওতাধীন ৪৫০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় নারী সেবাগ্রহীতার মধ্যে হতে আইটিএস, ই-লার্নিং, মার্চেন্ডাইজিং এবং অন্যান্য কারিগরি কাজে দক্ষ ও উদ্যোমী মহিলাদের নিয়ে Mind Inspire To National Achievement (MINA) দল গঠনপূর্বক তাদেরকে ই-লার্নিং পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশন প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুন ২০২১ হতে ১৭টি সেশনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এবং
- বিএফটিআই ৬ থেকে ১০ জুন ২০২১ মেয়াদে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত 'Refreshers Training Course for Ministry of Commerce Officials (6th batch)' প্রশিক্ষণ কর্মশালা zoom platform-এর মাধ্যমে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

পলিসি ও এডভোকেসি:

- বিএফটিআই বেশ কয়েকটি দেশের Trade policy review-এর উপর মতামত প্রদান করে,-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশসমূহ- India, Myanmar, Vietnam, Saudi Arabia, Nicaragua, Kyrgyzstan;
- বিএফটিআই Export Policy 2021, BD-India working group, এবং National ICT Policy 2018-এর উপর মতামত প্রদান করে;
- বিএফটিআই-এর সামগ্রিক কার্যাবলি, পরিকল্পনা, প্রয়াশ ও উদ্যোগসমূহ সংবলিত নিউজলেটারের জুলাই ২০২১ সংখ্যা প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে ডিপ্লোমা/মাস্টার্স কোর্স চালু করার জন্য বিএফটিআই Outline ও Course-Content তৈরি করার কাজ সম্পন্ন করেছে;
- প্রথমবারের মত বিএফটিআই ই-ক্যাবের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ইণ্টারন্যাশনাল ই-কমার্স এক্সপো আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কর্মশালা/সেমিনার:

- ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বিএফটিআই-এ '21st Centuries BFTI: Opportunities & Challenges' শীর্ষক বিএফটিআই-এর সার্ভিস রুলস এবং প্রস্তাবিত Restructring বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

(২৪) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি):

- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ও সেক্টর কাউন্সিলসমূহ ২০২০-২১ অর্থবছরে গবেষণা/প্রকাশনা ১৩টি, কর্মশালা/সেমিনার ৪৬টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ১৩২টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (অনলাইন) ৯০টি, প্রমোশন কার্যক্রম ৬টি ও সচেতনতা কার্যক্রম ৬টি সহ সর্বমোট ২৯৩টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেছে।

বিভিন্ন সেক্টর কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি:

আইসিটি সেক্টর:

- রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বিপিসি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে 'ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো' প্রকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে ই-বাণিজ্যর মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করছে যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

মৎস্য সেক্টর:

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ়করণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানে বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান বিশ্বে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে কাজ করছে। মৎস্য খাতের উন্নয়ন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত মৎস্য উৎপাদনের জন্য এফপিবিপিসি HACCP, Traceability, GAqP সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'ক্লাস্টার ভিত্তিক' মৎস্য চাষের মাধ্যমে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্মত মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। খুলনার ডুমুরিয়া অঞ্চলের গ্রামীণ মহিলাদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিংড়ি মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ২১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া নারী সমাজকে কর্মমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করা সর্বোপরি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। ইতোমধ্যে আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করার ফলে চিংড়ির উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ২-৩ গুণ বেশি পাওয়া যাচ্ছে, যা আমাদের রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুফল বয়ে আনছে। যা পরোক্ষভাবে এসডিজির নবম সূচককে প্রভাবিত করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত মৎস্যচাষ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জলবায়ু কার্যক্রম সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হবে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে এফপিবিপিসিও এসডিজির প্রয়োজনীয় উপাত্তের ঘাটতি পূরণে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। করোনাকালে উৎপাদনসহ এ খাতের রপ্তানি কার্যক্রম উজ্জীবিত রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনলাইন ও অফলাইনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চামড়া সেক্টর:

- বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক মুক্ত অর্থনীতির বাজারে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের বড় বড় ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পে কমপ্লায়েন্স ইস্যু একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করে ট্যানারির জন্য LWG সার্টিফিকেট অর্জন ইস্যুতে ট্যানারি ম্যানেজমেণ্টদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ২২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে;
- দেশে আহরিত মোট কাঁচা চামড়ার প্রায় ৫০ শতাংশ কোরবানির পশু থেকে সংগৃহীত হয়। চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও পদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ার কারণে চামড়ার গুণগত মান প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পায়। কোরবানির জন্য পশুকে তৈরি করা, জবাই করা, চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণে সতর্কতা ও কতিপয় নিয়ম অনুসরণ করা হলে এ ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব। কোরবানি ঈদ, ২০২০-এর পূর্বে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধিসহ কাঁচা চামড়া ছাড়ানো ও সংগ্রহ, সংরক্ষণে লবণ মেশানোর গুরুত্ব, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি নতুন TVC/বিজ্ঞাপন টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচার করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট সারাদেশব্যাপী বিতরণ করা হয়েছে; এবং
- প্রযোজ্য আইন ও নির্দেশনা অনুযায়ী কারখানা পরিচালিত হলে তা কমপ্লায়েন্স নামে পরিচিত যা বর্তমানে টেকসই উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সকল উৎপাদনে পরিবেশ দূষণ ও অন্যান্য জটিলতা বেশি থাকে সে সকল ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স প্রয়োজনীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত প্রয়োজনীয় সকল আইন ও নির্দেশনা পালন করে ট্যানারি পরিচালনায় আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত LWG সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারলে তা স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারে সকল ক্রেতার নিকট সহজেই গ্রহণযোগ্য হবে যা বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বিক্রয়মূল্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করবে। এক্ষেত্রে বর্তমানের LWG লেদার ম্যানুফেক্সারার অডিট প্রটোকল ৭.০.০ অনুযায়ী সোশ্যাল ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স অর্জন অত্যাবশ্যক। এসকল বিষয়কে বিবেচনায় রেখে ট্যানারি পরিচালনার জন্য একটি কম্প্লায়েন্স ম্যানুয়্যাল প্রকাশ করা হয়েছে।

কৃষি সেক্টর:

- উন্নত দেশের ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী কৃষি পণ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য মানসম্মত, প্রযুক্তিগত, উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন করা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারকদের নিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। রপ্তানি বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়েও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে;
- রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণকে সামনে রেখে জাপানে রপ্তানির জন্য গুণগতমান সম্পন্ন বিশেষ জাতের মিষ্টি আলু ও ওলকচু উৎপাদন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে; এবং
- ইউরোপের বাজারে বহুদিন ধরে পান রপ্তানি বন্ধ ছিল। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মতভাবে পান উৎপাদনের জন্য গবেষণা, কন্ট্র্যাক্ট ফার্মিং, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যার ফলে ইউরোপের বাজারে আবার পান রপ্তানি শুরু হয়েছে।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর:

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অর্ন্তগত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিগত কয়েক দশক ধরে দেশের শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি, কর্মসংস্থানসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। সারা দেশে প্রায় ১ লক্ষ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কারখানা রয়েছে। এ সমস্ত শিল্প কারখানায় প্রায় ১০ লক্ষাধিক দক্ষ-আধা-দক্ষ কর্মী ও উদ্যোক্তা নিয়োজিত রয়েছে। দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ শিল্পের অমিত সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সরকার হালকা প্রকৌশল খাতকে 'প্রোডাক্টস অব দি ইয়ার' ঘোষণা করেছে।

- সাধারণভাবে এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করে থাকে। স্থানীয় বাজারে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার আমদানি বিকল্প লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে যার বাজার মূল্য ২০ হাজার কোটি টাকা। আমদানি বিকল্প শিল্প হিসাবে এই খাত হতে মোট দেশজ চাহিদার প্রায় ৯০ ভাগ যোগান দিচ্ছে। সম্প্রতি লক্ষণীয় এ শিল্পের পণ্য দেশীয় বাজারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানি হচ্ছে।
- বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ অসম অথচ তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে দেশীয় শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ পণ্যের বহুমুখীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, কমপ্লায়েন্স ও স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্বারোপ এবং বাজার সম্প্রসারণ কর্মকান্ড জোরদার করার জন্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এ খাতে নিয়োজিত উদ্যোক্তা ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। উল্লেখ্য, করোনা মহামারিতে বাংলাদেশে মার্চ ২০২০ থেকে স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। এ সময়ে বিপিসি সব সেক্টর কাউন্সিলের সহযোগিতায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ৯০টি এবং অফলাইনে ১৩২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২২২টি অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টর সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের প্রায় ১১,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- Export Competitiveness for Jobs প্রকল্পের আওতায় 'চামড়া খাতের রপ্তানি উন্নয়নে পথনকশা' প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় রপ্তানিমুখী এ ৪টি সেক্টরের ক্লাস্টার ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নকল্পে ১৫টি কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।
- প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে পরিবেশগত, সামাজিক ও গুণগতমান (ESQ) কমপ্লায়েন্স পরিপালনে 'কমপ্লায়েন্স হ্যান্ডবুক' প্রণীত হয়েছে এবং ৩৫০টি হ্যান্ডবুক বিতরণ করা হয়েছে।
- পরিবেশ, সামাজিক ও গুণগতমান (ESQ) উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী ৪টি সেক্টরের-লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য, পাদুকা, এবং প্লাস্টিকসহ কারখানা সংস্কারে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে কারখানা এসেসমেন্ট পর্যায়ে উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন Export Readiness Fund (ERF) হতে গ্রান্ট প্রদান শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৬০টি কারখানার অনুকূলে ম্যাচিং গ্রান্ট বাবদ চাহিদার ৯০ শতাংশ হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ডলার করে মোট ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। ERF গ্রান্ট কার্যক্রমের আওতায় Window 2,3 কার্যক্রমে ১৬টি কারখানার অনুকূলে ম্যাচিং গ্রান্ট হিসাবে ১০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় এ প্রকল্পের আওতায় মেডিকেল এ্যান্ড পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইক্যুইপমেন্ট (MPPE) পণ্যসমূহ প্রস্তুতের জন্য ৫০টি কারখানাকে অনুদান প্রদান করা হবে। বিভিন্ন কারখানার ESQ কমপ্লায়েন্স উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৮টি ট্রেনিং মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের Export Competitiveness for Jobs প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০ একর জমি; বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জে ১০ একর জমি; বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈরে ৫.২০ একর জমি এবং কাশিমপুর, গাজীপুরে ৫ একর জমির উপর নির্মাণ করা হবে আন্তর্জাতিক মানের ৪টি অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার। বিশ্বমানের এসব টেকনোলজি সেন্টারে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, চামড়া-পাদুকা, আইটি ও প্লাস্টিকস খাতসহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের শিল্পসমূহের জন্য

লাগসই প্রযুক্তিগত সেবা, পণ্যের ডিজাইন সেবা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পসমূহকে রপ্তানি সক্ষম করে তোলা হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিতব্য ৪টি টেকনোলজি সেন্টারের প্রাথমিক রূপরেখার খসড়া প্রণীত হয়েছে। ৪টি টেকনোলজি সেন্টারের কোম্পানি আইনের ২৮ ধারায় নিবন্ধনের জন্য কোম্পানিসমূহের সংঘস্মারক ও সংঘবিধির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকনোলজি সেন্টার ৪টির ডিজাইন-ড্রইং সম্পন্ন করার কাজ চলমান রয়েছে।

৩৩. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(১) মাসিকভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতির চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি আশু করণীয় সম্পর্কে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ১,৯৪৯টি। এর মধ্যে সরকারের ফাস্ট ট্রাকভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা ৮টি। এসব চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পর্যবেক্ষণসহ মোট ৬৩৮টি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ৮১টি অনলাইন প্রকল্প মনিটরিং সম্পাদন করা হয়েছে। এ বিভাগের পর্যবেক্ষণের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।

চিত্র: কর্ণফুলী নদীর তলদেশে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন টানেল' নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন।

(৩) উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমতিক্রমে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টসমূহের সমন্বয়ে ১৫টি ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করে কনফারেন্সের কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪) প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ধীর গতিসম্পন্ন প্রকল্প চিহ্নিত করে প্রকল্পওয়ারি ৩০৮টি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৫) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-এর উপস্থিতিতে দেশের বরিশাল বিভাগীয় শহরে এডিপি বাস্তবায়ন বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

(৬) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতাধীন সেক্টরসমূহের কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২টি মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজনপূর্বক সংশ্লিষ্টদের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে ১২টি এডিপি রিভিউ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

(৭) আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২২টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং ৮টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও পরিকল্পনা কমিশনের সমন্বয়ে ৩০টি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

(৮) জাতীয় সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরসহ সংসদীয় কমিটির ২০টি সভায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পক্ষ হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪টি সভায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি মতামত প্রদান করেছেন।

(৯) ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬৪টি সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

(১০) ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ১,৩৫৯টি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় মোট ১৪,০৪৬ জন দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছেন। উক্ত সময়ে ই-জিপি সিস্টেমে ৯৮,৬৩৪টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে মোট ৭৮,৭৮৩টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কমিউনিটি ব্যাংক লিমিটেড এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডকে ই-জিপির আওতায় আনা হয়েছে।

(১১) পিপিআর, ২০০৮ সংক্রান্ত ইস্যুতে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতাধীন সিপিটিইউ কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাচিত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে। নতুন দরদাতা রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও দরপত্র দলিল বিক্রয় করে বর্ণিত অর্থবছরে ৪৬১.৩৬ কোটি টাকা আয় করা হয়েছে।

(১২) বিদ্যমান রিভিউ প্যানেলসমূহের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৯৫টি রিভিউ আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির যথাক্রমে ৫৩টি এবং ২৯৪টি প্রস্তাব পরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) ২৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্ব মূল্যের পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (PG3) [অভ্যন্তরীণ ক্রয়] ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ করে সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ১ কোটি টাকার উর্ধ্বের ফার্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল Selection of Consulting Firm (PS7) হালনাগাদ করে সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

(১৪) ক্রয়কার্যে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থার ৪৪৫ জন কর্মকর্তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ-এ ৩ সপ্তাহব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ই-জিপি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার ২,৫৩৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

(১৫) সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সিপিটিইউ কর্তৃক সিটিজেন ওয়েবপোর্টাল চালু করা হয়। যা ২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।

(১৬) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং বিশ্বব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মোট ৯টি ডিজবার্জমেণ্ট লিংকড ইন্ডিকেটর (ডিএলআই)-এর ডেস্ক রিভিউ সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০টি ডিজবার্জমেণ্ট লিংকড রেজাল্ট (ডিএলআর)-এর প্রতিপাদন সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৪২.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ প্রকল্প সাহায্য বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অবমুক্ত করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ইতোমধ্যে ১২০.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ প্রকল্প সাহায্য অবমুক্ত করা হয়েছে।

(১৭) ৮টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ১৬টি উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পক্ষ হতে অংশগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মতামত/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

(১৮) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ই-পিএমআইএস হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ৪৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম চূড়ান্ত করে ৬ জুন ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(১৯) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের অনিয়মের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

(২০) আশ্রয়ণ-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানার চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচরে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করে যথারীতি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা বরাবর মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

৩৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(১) বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষকদের মধ্যে বিশেষ গবেষণা অনুদানের চেক প্রদানের জন্য ৪ মার্চ ২০২১ তারিখ ঢাকাস্থ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন।

চিত্র: বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষকদের মধ্যে বিশেষ গবেষণা অনুদানের চেক প্রদান অনুষ্ঠান।

(২) দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত হতে গবেষণা প্রকল্পে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৫৭৯টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় (১) ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ন্যানো-টেকনোলজি ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ক (২) জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক (৩) খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক এবং (৪) পূর্ববর্তী বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ফেলোদের নবায়নসহ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,৩০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে ২২১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২০টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে ৯৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৭৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগারের ব্যবহার্য কেমিক্যাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য ২.৯৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬৬টি উপজেলায় দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।

(৭) বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে লকডাউনের মধ্যেও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। 'রূপপুর এনপিপি' ইউনিট-১-এর অভ্যন্তরীণ কন্টেইনমেন্ট প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৪৩.৪ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং ডোমের ইনস্টলেশনের কাজ শীঘ্র +৪৪.৫ মিটার উচ্চতায় শুরু হবে। দুর্ঘটনা স্থানীয়করণ অঞ্চল স্ল্যাবের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৪.৪৫ মিটার উচ্চতায় শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রেসারাইজারের ইনস্টলেশনের কাজ + ১৪.৭ মিটার উচ্চতায় চলছে। ব্যয়িত জ্বালানি পুলের প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +২৩ মিটার পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং কন্টেইনমেন্ট কংক্রিটিংয়ের কাজ +২২.০ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। রিঅ্যাক্টর সহায়ক গহ্বর প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +২৬ মিটার পর্যন্ত এবং ঢালাইয়ের কাজ+২৩.৩ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বহিঃস্থ কন্টেইনমেন্ট প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৬.৩ মিটার উচতা পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। রিঅ্যাক্টর পোলার ক্রেনটি +৩৮.৫ মিটার উচ্চতায় ইনস্টল করা হয়েছে। সংলগ্ন কাঠামোর অভ্যন্তরীণ প্রাচীর এবং বহিঃস্থ প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৬.৪৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। সংলগ্ন স্ট্রাকচার স্ল্যাবের নির্মাণকাজ +১৬.৪৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ট্রান্সপোর্টেশন পোর্টালের বিমের কংক্রিটিংয়ের কাজ +২১.১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। রিঅ্যাক্টর সহায়ক ভবনের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৪.৭৫ মিটার উচ্চতা থেকে +৮.৩ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। টারবাইন বিল্ডিংয়ের ইউএমএ অংশে স্ল্যাবের কংক্রিটিংয়ের কাজ + ১৬.০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। টারবাইন সেট কলামের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১২.২০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ইউএমএক্স অংশে কংক্রিটিংয়ের কাজ +৭.৮ মিটার থেকে +১৬.০০ মিটার পর্যন্ত চলমান রয়েছে। ইউবিএ অংশে +৭.৮ মিটার থেকে +১২.২৪ মিটার পর্যন্ত স্ল্যাবের রিইনফোর্সমেন্টের কাজ চলছে। টারবাইন ভবনের কনডেনসার ট্যাঙ্ক এবং পৃথক সংগ্রাহক ট্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং একটি ভিব্রো বিচ্ছিন্নতা প্রস্রবণ স্থাপনের কাজ চলছে। ইউনিট ওয়াটার ডিমিনারালাইজেশন প্ল্যান্টের সমস্ত স্ল্যাব এবং বিমের সংক্ষিপ্ত কাজ +৩.৯০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত

শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। কলামের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৭.৮ মিটার থেকে +১৬.০ মিটার উচ্চতায় সম্পন্ন হয়েছে। নরমাল অপারেশন পাওয়ার সাপ্লাই ভবনের বহিঃস্থ প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ প্রাচীর এবং কলামগুলির কংক্রিটিংয়ের কাজ -৩.৮ মিটার থেকে ০.০০ মিটার পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিট-১-এর টারবাইন ভবনের বিভিন্ন কলাম, টার্বো-জেনারেটর, এমবেডেড পার্টস নির্মাণের কাজ বিভিন্ন উচ্চতায় চলছে।

(৮) 'রূপপুর এনপিপি'এর ইউনিট-২-এর অভ্যন্তরীণ কন্টেইনমেন্ট প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৩৮.৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এসিএ মেঝে প্রাচীরের স্ল্যাবের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৮.০৪ মিটার পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বহিঃস্থ কন্টেইনমেন্ট প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ +৭.৫৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শেষ হয়েছে এবং +৮.০৪ মিটার থেকে +১৪.৪ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত রিইনফোর্সমেন্ট কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। কনট্যুর প্রাচীর এবং সংলগ্ন কাঠামো প্রাচীরের রিইনফোর্সমেন্ট কাজ +৮.৩৫ মিটার পর্যন্ত এবং ঢালাইয়ের কাজ+৭.৭৫ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। রিঅ্যাক্টর সহায়ক ভবনের বাইরের কাউন্টার প্রাচীরের কংক্রিটিংয়ের কাজ -৫.৪০ মিটার থেকে -০.০৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। স্ল্যাবের ঢালাইয়ের-এর কাজ -০.৫০ মিটার সম্পন্ন হয়েছে। কনট্যুর প্রাচীরের রিইনফোর্সমেন্টের কাজ -০.০৫ মিটার উচ্চতা থেকে +৪.৭ মিটার পর্যন্ত শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। টারবাইন ভবনের অভ্যন্তরীণ কলামের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৬.০ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ইউবিএ অংশে +৪.৮ মিটার উচ্চতায় স্ল্যাবের কংক্রিটিংয়ের কাজ চলছে। নরমাল অপারেশন পাওয়ার সাপ্লাই ভবনের স্ল্যাব -৩.৬০ মিটার থেকে -৪.৮৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং এর কাজ -৪.৫৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত চলমান রয়েছে। ইউনিট ওয়াটার ডিমিনারালাইজেশন প্ল্যান্টের গ্রিড লাইন কলামের রিইনফোর্সমেন্টের কাজ +৭.৮ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। স্ল্যাবের কংক্রিটিংয়ের কাজ +১৬.০ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ইউনিট-২-এর বিভিন্ন পার্টিশন ওয়াল, পেরিফেরাল ওয়াল, টার্বো জেনারেটর স্ল্যাব নির্মাণের কাজ চলছে।

(৯) 'রূপপুর এনপিপি'-এর কুলিং টাওয়ারের নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ইউনিট-১-এর প্রথম কুলিং টাওয়ারের রিং ফাউন্ডেশনের কংক্রিটিংয়ের কাজ -৩.৮৫ মিটার থেকে -২.৩৫ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিট-১-এর দ্বিতীয় কুলিং টাওয়ারের রাকার কলাম ইনস্টলেশন-এর কাজ চলছে। ইউনিট-২-এর প্রথম কুলিং টাওয়ারের ২১টি ব্লকের কংক্রিটিংয়ের কাজ -৩.৯৫ মিটার থেকে -২.৭৫ মিটার পর্যন্ত শেষ হয়েছে। ইউনিট-২-এর দ্বিতীয় কুলিং টাওয়ারের রিং ফাউন্ডেশনের কংক্রিটিংয়ের কাজ কাজ শতভাগ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কংক্রিটিংয়ের কাজ -৩.৯৫ মিটার পর্যন্ত শেষ হয়েছে।

(১০) জেনারেল কন্ট্রাক্টের আওতায় 'রূপপুর এনপিপি' নির্মাণের জন্য জেএসসি অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি ম্যানুফ্যাকচারিং ইক্যুইপমেন্ট (এলটিএমই) এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি তৈরির কাজ চলছে। ইউনিট-১-এর ক্ষেত্রে, রিঅ্যাক্টর প্রেশার ভেসেল, ৪টি স্টিম জেনারেটর, ২টি রিঅ্যাক্টর কুল্যান্ট পাম্প এবং প্রেসারাইজার ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ করা হয়েছে এবং এবং বর্তমানে ইনস্টলেশন কাজ চলছে। ইউনিট-২-এর ক্ষেত্রে, রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল এবং ২টি স্টিম জেনারেটর তৈরি করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়েছে। বুবলার ট্যাঙ্কটি ইউনিট-২-এর রিঅ্যাক্টরে ইনস্টল করা হয়েছে। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পূর্ণ স্কোপ অ্যানালিটিকাল সিমুলেটর ইনস্টল করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বাষ্প টারবাইন সেট, কনডেন্সার বল পরিষ্কারের ব্যবস্থা, টার্বো জেনারেটর, সম্পূর্ণ টারবাইন কনডেনসার, ৬টি রিঅ্যাক্টর কুল্যান্ট পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়েছে। কোর বাফল, ২টি পিজিবি পাম্প হাই প্রেসার হিটার, এলবিজে ট্যাঙ্ক, রিঅ্যাক্টর উচ্চতর ইউনিট, জেনারেটর রটার, জেনারেটর স্টেটর, পোলার সরঞ্জামের মতো ক্রেন গ্রিড বাংলাদেশে পৌঁছেছে। বিএইসি-র পরিদর্শকরা 'রূপপুর এনপিপি' নির্মাণের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জামের উৎপাদন প্রক্রিয়া তদারকির জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টে কাজ করছেন। এছাড়া মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সরঞ্জাম উৎপাদন কেন্দ্রের পরিদর্শন সম্পর্কিত বিষয় নিয়মিত পর্যবেক্ষণও করা হচ্ছে। রূপপুর এনপিপি নির্মাণের জেনারেল কন্ট্রাক্ট অনুসারে, রুশ পক্ষ 'রূপপুর এনপিপি'-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

(১১) রূপপুর এনপিপি নির্মাণের কমিশনিং ডকুমেন্টেশন পর্যালোচনা, মান নিয়ন্ত্রণ এবং নন-কনফারমেন্স ম্যানেজমেণ্ট; যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং পাইপিংয়ের গুণমান; এনপিপি-এর সিভিল নির্মাণের এবং ইরেকশন কাজের গুণমান; কুলিং টাওয়ার এবং জলগ্রহণের কাঠামো, নকশা পর্যালোচনা এবং কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেণ্ট; এবং 'রূপপুর এনপিপি'-এর জন্য পাওয়ার আউটপুট সিস্টেম পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে।

(১২) 'বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যাণ্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ১৫টি স্থানের মধ্যে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ), বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ), এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের (ডিওই) নির্দেশিকা অনুসারে ৫টি সাইট: (১) নিশানবাড়ি (পূর্ব), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (২) কুমিরমারা ও পদ্মামৌজা, বরগুণা সদর উপজেলা, বরগুনা; (৩) নিশানবাড়ি (পশ্চিম), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (৪) চরমোনতাজ, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী এবং (৫) মৌডুবি, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী স্থানসমূহকে প্রার্থী সাইট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সিসমিক ও টেকটোনিক স্টাডিজ, ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রকৌশল ও ভূ-প্রযুক্তিগত স্টাডিজ, এবং হাইড্রোলজিকাল অ্যান্ড হাইড্রোজোলজিকাল স্টাডিজ-এর আলোকে তৈরিকৃত প্রাধান্যতার ক্রম হতে দেখা যায় যে ৫টি প্রার্থী সাইটের মধ্যে নিশানবাড়ি (পূর্ব), বড়বাগী ইউনিয়ন, তালতলী উপজেলা, বরগুনা সাইটটি প্রথম স্থান হিসাবে বিবেচিত হয়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে উল্লিখিত স্টাডিসমূহ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে নতুন একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে প্রকল্পের কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়।

(১৩) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ৮৬টি প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করা হয়েছে। অনার্স, এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি অর্জনের জন্য ৫০ জন গবেষককে গবেষণা তত্ত্বাবধানে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩,৯৬,২৭৫ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮৭৫ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে। পরমাণু চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রসমূহে ৫৬,৬১৪টি রক্ত নমুনার ধর্ম ও গুণাগুণ বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে। পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৮০৫টি Tc99m জেনারেটর এবং ৩,০৬২.১২ জিবিকিউ I-131 সরবরাহ করে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে। শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৫,০৬০টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট এবং ১৪,৩৭৯ সিসি জীবাণুমুক্ত বোন গ্রাফট সরবরাহ করে ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৩০ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে। উইলসন রোগ নির্ণয়ে রোগীর প্রস্রাবের নমুনা, স্বর্ণ ও রূপার খাঁটিত্ব নির্ণয়সহ অন্যান্য নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে ২০ লক্ষ ৪০ হাজার ৫০০ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

(১৫) আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য ২১,৯৯২টি নমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষণসেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ১৩৬ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে। গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে ২৫৫.৩৫ টন খাদ্যসামগ্রী ও ৮০৬২.৫ সিএফটি চিকিৎসাসামগ্রীতে বিকিরণ প্রয়োগ এবং নমুনা বিশ্লেষণসেবা প্রদান করে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ০৮ হাজার ৮১৩ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে। বায়ু/পানি/মাটি/খাদ্যদ্রব্য/শাকসবজি ইত্যাদি নমুনাসহ অন্যান্য পদার্থের ৩,৮০৩টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পরমাণু স্থাপনায় কর্মরত ১১,২৯৯ জন বিকিরণ কর্মীর শরীরে প্রাপ্ত বিকিরণ মাত্রা নিরূপণে টিএলডি সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন পরমাণু স্থাপনায় ব্যবহৃত ১০০টি তেজস্ক্রিয়তা পরিবীক্ষণ যন্ত্রের ক্যালিব্রেশনসেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) বিসিএসআইআর কর্তৃক ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ১৩টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দেশে-বিদেশে ১২২টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ, ১৬টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ, ৫,৫১০টি শিল্প/বাণিজ্যিক পণ্য/পদার্থের বিশ্লেষণসেবা প্রদান এবং ৬টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেণ্ট অর্জনের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

(১৭) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে নবনির্মিত টাইটানিক জাহাজ প্রদর্শনী, শিশু স্পাইরাল প্রদর্শনী, পাহাড়ী ঝর্ণা 'সুনীল সরোবর', ছাদভিত্তিক অবকাশ কেন্দ্র 'সবুজ ছায়া' এবং নবনির্মিত বিমানজোন ও পুনঃসজ্জিত ৩টি বিমান দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৪টি শিশু চিত্রাঙ্কন, ২২৯টি বিজ্ঞান বক্তৃতা, ৬০৩টি অলিম্পিয়াড, ৫৯৯টি কুইজ প্রতিযোগিতা ও ১টি বিজ্ঞান বিষয়ক নাটিকা আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় মুভি বাস, মিউজু বাস, অবজারভেটরি বাস এবং ভ্রাম্যমাণ টেলিস্কোপের মাধ্যমে ৪৬০টি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

(১৮) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ১০টি বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়েছে। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন নিয়ে ২টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বস্তু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে সংগ্রহ করে বিজ্ঞান জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ঢাকা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সশস্ত্র বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক এলাকায় ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

(১৯) ব্যান্সডক হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ৭,০৪০টি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ৯,৪৭৮ পৃষ্ঠা তথ্য বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩৫,৬৬৫ জন গ্রাহক ব্যান্সডকের সেবা গ্রহণ করেছেন। ১১টি অবহিতকরণ সভা, ৬টি ই-বুক প্রশিক্ষণ এবং ২টি স্টেকহোল্ডার সভা আয়োজন করা হয়েছে।

(২০) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের উদ্যোগে সকল বিভাগীয় শহরে নভোথিয়েটার স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় রাজশাহী বিভাগে নভোথিয়েটার স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বরিশাল বিভাগে নভোথিয়েটার স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণপূর্বক পুরাতন স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা হচ্ছে। রংপুর ও খুলনা বিভাগে নভোথিয়েটার স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগে নভোথিয়েটার স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে।

(২১) দেশে গৃহপালিত প্রাণীসমূহের মধ্যে ব্ল্যাকবেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নত মানের মাংস, চামড়া ও অধিক বাচ্চা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের কিছু জেনেটিক বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রাণীর স্বাস্থ্য ও জাত উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ ও যে সমস্ত জেনেটিক মার্কার দিয়ে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ নিরূপিত/নিয়ন্ত্রিত হয় তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন সাভার, নাটোর, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ এবং বান্দরবান হতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের রক্তনমুনাসহ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ছাগলের বাচ্চা উৎপাদনের (litter size) সঙ্গে সর্ম্পকিত GDFA এবং BMP1 জীনের SNP (Single neucleotide polymorhism) নির্ণয়ের জন্য ৯০টি ছাগলের DNA পুল করে পলিমারেজ চেইন রিয়াকশন (PCR) করার পর কাঙ্ক্ষিত সাইজের ব্যান্ড পাওয়া গেছে এবং PCR নমুনা সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে। সিকোয়েন্সিং করে GDFA জিনের ক্ষেত্রে ১টি SNP এবং BMP1 জিনের ক্ষেত্রে ১টি SNP পাওয়া গেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাপ্ত SNP মার্কারের সঙ্গে ছাগলের বাচ্চা উৎপাদনের কোন সম্পর্ক আছে কি না তা নির্ণয়ের লক্ষ্যে GDFA জিনের ৯০টি নমুনার জেনোটাইপ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সম্পৃক্ততা যাচাই করা হচ্ছে।

(২২) দেশের দুধ উৎপাদন বাড়াতে উন্নত জাতের প্রাণীর সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম প্রজনন গাভীর উর্বরতায় প্রভাব ফেলে। সাধারণত ষাড়ের উর্বরতা নির্ধারণ করা হয় কিছু ক্লাসিক্যাল সিমেন প্যারামিটার (i.e. viability, motility, normal-abnormal, live-dead) দেখে। কিন্তু ক্লাসিক্যাল সিমেন প্যারামিটারগুলি ভালো হলেও অনেক সময় উন্নতজাতের ষাঁড়গুলি কম উর্বরতা প্রদর্শন করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রজনন সক্ষমতা সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য সিমেনের সাধারণ প্যারামিটারসমূহের পাশাপাশি সিমেনের গুণগতমান ও উর্বরতার সঙ্গে জড়িত কিছু জিন অ্যানালাইসিস করে দেশি ও সংকরজাতের পশুর এসব জিনের অবস্থা ও বৈচিত্র্য জানার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন এলাকা (শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, নরসিংদী, বরিশাল, পাবনা, নওগা, ঠাকুরগাঁ সদর এবং সাভার)

থেকে সংগৃহীত সংকর জাতের মোট ৬০টি ও দেশি জাতের মোট ১০০টি গরুর রক্ত নমুনার CatSper1 (exon 2) ও CatSper1 (exon 3, 4) জিনের ক্ষেত্রে PCR, Restriction digestion ও sequencing সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তরল ও হিমায়িত সিমেন, রক্ত নমুনা সংগ্রহ ও DNA পৃথকীকরণের কাজ চলমান আছে।

(২৩) বাংলাদেশে বিদ্যমান দেশীয় জাতসমূহ স্থানীয় আবহাওয়া ও প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজনক্ষম, স্বল্প পুষ্টি ও সহজে ব্যবস্থাপনাযোগ্য, স্থানীয় রোগবালাই ও পরজীবী প্রতিরোধক্ষম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দেশীয় এই জাতসমূহ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে গেলে যেকোনো সময় যেকোনো প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে প্রাণিসম্পদ হঠাৎ ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। ক্রমাগত অপরিকল্পিত সংকরায়ণের ফলে প্রকৃত স্থানীয় জাতগুলো ক্রমবিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্থানীয় জাতের গবাদিপ্রাণী ও পোল্ট্রির গাঠনিক ও জিনগত বৈশিষ্ট্যায়ন ও জৈব নমুনা সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য ও কৃষির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে Animal genetic resources সমৃদ্ধ এলাকা যেমন ঠাকুরগাঁও, নোয়াখালী, নাটোর, টাংগাইল ও সুবর্ণচর থেকে বিভিন্ন গরু, ভেড়া, হাঁস, ছাগল, মুরগি ও কবুতরের মোট ২১৪টি জৈব নমুনাসহ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত ২১৪টি রক্ত নমুনা হতে ডিএনএ পৃথকীকরণ ও 12srRNA এবং cytochrome c oxidase I (COI) এই দুটি প্রাইমার দিয়ে PCR-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৪) করোনার হোল জিনোম, ড্রাগ ডিজাইন, ভ্যাকসিন ডিজাইন, ভ্যারিয়েশন শনাক্তকরণসহ মোট ৪টি প্রকাশনা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের বায়োমার্কার উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পলিমরফিজম শনাক্তসহ একটি আন্তর্জাতিকমানের ডেটাবেজ 'Gas Can Base' তৈরি করা হয়েছে। উক্ত ডেটাবেজ হতে ক্যান্সার সম্পর্কিত যেকোন তথ্যই গবেষকগণ খুব সহজেই তাদের গবেষণায় কাজে লাগাতে পারবে, যা বাংলাদেশে ক্যান্সার গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

(২৫) ধান চাষের জন্য সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব জীবাণু সার উদ্ভাবন ও উৎপাদনের লক্ষ্যে বিগত অর্থবছরে ধান গাছের মূল ও তৎসংলগ্ন মাটি হতে ৭টি নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী উপযুক্ত স্ট্রেইন নির্বাচন ও তাদের molecular শনাক্তকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পৃথকীকৃত অণুজীবসমূহের মধ্যে পাঁচটি অণুজীবের ক্ষেত্রে ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড উৎপাদন, ফসফেট সলিউবিলাইজেশান এবং নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে প্রতীয়মান হওয়ায়, উক্ত পাঁচটি অণুজীবসমূহ পট এক্সপেরিমেন্টে প্রয়োগ করা হয়েছে। হেভি মেটাল সৃষ্ট মাটি ও পানির দূষণ প্রশমন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ট্যানারি বর্জ্য নমুনা হতে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ও পৃথকীকৃত ক্রোমিয়াম সহনশীল অণুজীবসমুহের মধ্যে ৪টির সর্বোচ্চ সহনশীলতা (৬,০০০ পিপিএম) নির্ণয় করা হয়েছে। এই ৪টির সর্বোচ্চ সহনশীল অনুজীবের ক্রোমিয়াম রূপান্তকরণ ও রূপান্তকরণের ওপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চলমান আছে। এ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ আর্ন্তজাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

(২৬) শিং মাছের MAS (Motile Aeromonas Septicemia) রোগ সৃষ্টিকারী প্যাথোজেন শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক ও হ্যাচারির ১৮টি উৎস হতে রোগাক্রান্ত ও সুস্থ শিং মাছ, মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহ করে সংগৃহীত নমুনা হতে ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণ, সংরক্ষণ এবং উক্ত ব্যাকটেরিয়া হতে ডিএনএ পৃথক করা হয়েছে। রোগাক্রান্ত শিং মাছ থেকে Aeromonas sp পৃথক করার পর পাঁচটি প্যাথোজেনিক জিনের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর সুস্থ মাছ সংগ্রহ করে উক্ত Aeromonas sp ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গবেষণাগারে এক্সপেরিমেন্টাল ইনফেকশন-এর মাধ্যমে সংক্রমণের তীব্রতা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং সংক্রমিত মাছ থেকে পুনরায় Aeromonas sp ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণের কাজ চলমান আছে। ফিশ জিন ব্যাংক তৈরির লক্ষ্যে দেশের বিলুপ্ত ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ৪৪ প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করা হয়েছে। মাছের রোগসৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রজাতির ৭৮টি জীবাণু শনাক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাদু পানির মাছ, লোনা পানির মাছ, চিংড়ি, লবস্টার, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়ার ডেটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

(২৭) চামড়া ও বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিবেশবান্ধব এনজাইম উৎপাদন পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮টি ব্যাকটেরিয়া হতে কেরাটিনেজ ও এমাইলেজ জীন পৃথক করে সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় গবেষণাগারে রক্ষিত ৩৫০ ব্যাকটেরিয়া নতুন করে মাইনাস ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণসহ ৬৫টি ব্যাকটেরিয়া হতে ডিএনএ পৃথক করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কম্পাউন্ড উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়া পৃথকীককরণ ও শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে কক্সবাজারের মহেশখালি এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে ৪৫টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, এর মধ্যে ৬টি নমুনা হতে ৩০টি ব্যাকটেরিয়া পৃথক করে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য প্রাইমারি স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১টি ব্যাকটেরিয়ার Staphylococcus aureus-এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সক্ষমতা পাওয়া গেছে। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি উভয় ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত মানুষের দেহের রক্তের নমুনা থেকে পৃথকীকৃত হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স NCBI-এর ডেটাবেজে জমা দেয়া হয়েছে। উক্ত জিনোম সিকোয়েন্সে ৫৪টি নিউক্লিওটাইডডিলিশন পাওয়া গেছে এবং এটি হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের নতুন একটি ভ্যারিয়েন্ট মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

(২৮) 'টাইপ-২ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস সংশ্লিষ্ট জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে বাংলাদেশি মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সংশ্লিষ্টতা নির্ণয়' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ৫০০ জন গর্ভবতী মহিলার রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। দশটি জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টের জন্য উক্ত ডিএনএ নমুনার প্রায় ৫,০০০টি পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (PCR) এবং জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট শনাক্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে। 'ন্যাশনাল জিন ব্যাংক স্থাপন' শীর্ষক স্থাপন প্রকল্পের অর্থায়নে একটি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান, শনাক্তকরণ এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্র খুঁজে বের করে একটি ডাটাবেজ তৈরি এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি হতে বিভিন্ন ৬০টি ঔষধি উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করে মলিকুলার পদ্ধতিতে প্রজাতি শনাক্তকরণ এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আরও, মলিকুলার বায়োটেকনোলজি বিভাগে NCBI ডেটাবেজ হতে HMG-coA Reductase জিনের (কোলেস্টেরল তৈরিতে সম্পৃক্ত) ৩৮৮টি Missense SNP নির্বাচন করে In silico অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে ৭টি ক্ষতিকারক SNP নির্ণয় করা হয়, এর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিকারক ২টি Missense SNP নির্বাচন করে বাংলাদেশি জনগণের মধ্যে এদের উপস্থিতি নির্ণয়ের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, মলিকুলার বায়োটেকনলজি বিভাগের তত্ত্বাবধানে এনআইবি থেকে জাতীয়ভাবে করোনা শনাক্তকরণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ষোল হাজারের অধিক নমুনার শনাক্তকরণ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, SARS COV-2 ভাইরাস-এর পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করা হয়েছে এবং করোনা শনাক্তকরণের জন্য qRT-PCR ডায়াগনস্টিক কিট উদ্ভাবনের কাজ চলমান আছে। একইসঙ্গে SARS COV-2-এর জেনেটিক মিউটশন শনাক্তকরণ ও এদের প্রভাব নিরূপনে গবেষণা কার্যক্রম পচালিত হচ্ছে।

(২৯) ঘৃতকুমারীর নতুন জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু ভ্যারিয়েন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি ভ্যারিয়েন্টের চারা টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়েছে। বর্তমানে এদের মাঠপর্যায়ে সক্ষমতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে চাষকৃত ঘৃতকুমারীর লিফ স্পট ও টিপ রট ডিজিজের জন্য দায়ী প্রায় ৪০টি ছত্রাক শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে এই রোগ সৃষ্টিতে কয়েকটি জীবাণুর ভূমিকা এনআইবি'র গবেষণা থেকে প্রথমবারের মত জানা গেছে। এনআইবি-এর গবেষণা মাঠে সংগৃহীত কালো এলাচের চারায় ফল এসেছে। কালো এলাচের টিস্যু কালচারের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং টিস্যু কালচারের মাধ্যমে পাওয়া কিছু চারা গবেষণা মাঠে লাগানো হয়েছে। অপরদিকে, বাংলাদেশে চাষ যোগ্যতা যাচাই-এর জন্য কিছু সাদা এলাচের চারা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মাঠে রোপন করা হয়েছে। মাঠে চারা গাছ টিকে থাকার ক্ষমতা এবং বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এবছর প্রথমবারের মত ফুল ও কিছু ফল এসেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পীড়ন-সহিষ্ণু জিন শনাক্তকরণ এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু ট্রান্সজেনিক বেগুনের জাত উন্নয়নের জন্য

ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে নেয়া গবেষণা প্রকল্পের আওতায় পীড়ন-সহিষ্ণু জিন শনাক্তপূর্বক বারি বেগুন-৪ এ সফলভাবে ট্রান্সফার সম্পন্ন হয়েছে। আইসিজিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ বেগুন উদ্ভাবনের কাজ চলমান আছে।

(৩০) রূপপুর NPP-এর Updated Preliminary Safety Analysis Report (PSAR)-এর Review and Assessment কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রাশিয়ান ফেডারেশনের Rostechnadzor-এর কিছু Regulatory documents (Regulations) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Adopt করার উদ্দেশ্যে নিউক্লিয়ার সেফটি সিকিউরিটি এবং সেফগার্ড বিভাগের বিজ্ঞানী/প্রকৌশলীগণ কর্তৃক Preliminary Review-এর কাজ চলমান রয়েছে।

(৩১) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত ৪ জন জুনিয়র কনসালটেন্ট দ্বারা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ইউনিট-০১ এবং ইউনিট-০২-এর রিঅ্যাক্টর ভবনসহ অন্যান্য সহায়ক ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি ও কাজের মান যাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ইউনিট-০১-এর রিঅ্যাক্টর ভবনে ৩৬০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাবশ্যকীয় পোলার ক্রেন স্থাপন করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত জুনিয়র কনসালটেন্টগণ পর্যবেক্ষণ করছেন। ইউনিট-০২-এর রিঅ্যাক্টর ভবনের +৫.৫০ মিটার থেকে +১৯.১০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত non-destructive টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের জুনিয়র কনসালটেন্টগণ কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন। 11URA Cooling Tower চত্বরে রেকার কলাম বসানো শুরু হয়েছে। তার জন্য Cooling Tower এ সময় রিং ফাউন্ডেশনের কাজ চলমান আছে। কর্তৃপক্ষের জুনিয়র কনসালটেন্টগণ সার্বক্ষণিক এর গুণগতমান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ফিল্ড এবং ল্যাবরেটরি টেস্ট পর্যবেক্ষণ করছেন।

(৩২) State Declarations Portal (SDP)-এর মাধ্যমে '2nd Quarterly Update Report, 2020 Under Protocol Additional to the Safeguards Agreement' রিপোর্টটি IAEA-তে পাঠানো হয়েছে। 'APNS Training Survey'-এর উপর একটি রিপোর্ট Asia Pacific Safeguards Network (APSN)-এ প্রেরণ করা হয়।

(৩৩) ১৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং স্থাপনাদির ভৌত সুরক্ষা সম্পর্কিত আইনি অবকাঠামো এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের ভৌত সুরক্ষা ও পারমাণবিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য IAEA কর্তৃক পরিচালিত The International Physical, Protection Advisory Service (IPPAS) মিশন পরিচালনাকালে সহযোগিতা এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৪) Nuclear Safeguard Agreement-এর উপর ভিত্তি করে Safeguards Report of BDA-Facility IAEA-তে পাঠানো হয়। এছাড়াও, Safeguard Agreement অনুযায়ী (a) AP Declaration (Quarterly Update) to IAEA based on Protocol Additional to the Safeguards Agreement; (b) ICR, MBR, PIL & Concise Note of BDZ-to IAEA based on Nuclear Safeguards Agreement; (c) Approval of revised Facility attachment of BDA-was sent to IAEA; (d) Revised Material Balance Report (MBR) from 19/05/2015 to 31/12/2020; (e) Yearly (2020) Update Declaration (Facility BDA-); (f) Yearly (2020) Update Declaration (Facility BDZ-) and (g) Article 2a(ix) 1st Quarterly Update declaration বিষয়সমূহ পাঠানো হয়।

(৩৫) জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত Center for Research Reactor (CRR) সাভার-এর Radiation Control Officer (RCO) Report কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং উক্ত তিন বছরের RCO Report কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

(৩৬) ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে সাভারে অবস্থিত বিএইসি ট্রিগা রিসার্চ রিঅ্যাক্টর (BTRR)-এর চালনার জন্য আগামী তিন মাসের জন্য সাময়িকভাবে অনুমতি প্রদান করা হয়। Draft Nuclear Material Licence (B class) Form এবং Import-Export and Transfer License (E Class) Form for Nuclear Material প্রণয়ন করা হয়। Radiation Monitoring Equipment list (Draft) for Airports, Seaports and Landports for the Prevention illicit trafficking of Nuclear and other Radioactive Materials-প্রণয়ন করা হয়।

(৩৭) ২৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (লাইসেন্সি) বরাবর Conditional Approval of Construction of the Activities at the Rooppur NPP Unit-1 প্রদান করা হয়।

(৩৮) RNPP-এর Construction Site-এ NDT কাজের জন্য Radioactive সোর্স ও এক্স-রে মেশিন আমদানি করার উদ্দেশ্যে Public Joint Stock Company (PJSC 'Energospetsmontazh')-কে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিকিরণ, পরিবহণ ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগ হতে আমদানি রপ্তানি লাইসেন্স ('ঙ' শ্রেণি) প্রদান করা হয়।

(৩৯) Bangladesh Insustrial X-ray (BIX), Mirpur, Dhaka-এর ইন্ডাসট্রিয়াল রেডিওগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত Ir-192 সোর্স-এর ফেরতযোগ্য ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টরটি (Decay sourceসহ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিকিরণ, পরিবহণ ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জনসাধারণ ও বিকিরণকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ৭ জুলাই ২০২০ তারিখে প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

(৪০) Mongla Custom House, Khalishpur, Khulna-এর নিরাপত্তা স্ক্রিনিং (Security Screening)-এর কাজে ব্যবহৃত Vehicle Scannerটির বিকিরণ নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক যাচাই-এর মাধ্যমে বিকিরণকর্মী, জনসাধারণ ও পরিবেশের বিকিরণ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিকিরণ, পরিবহণ ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগ-এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

(৪১) Square Hospital Ltd. Dhaka Angiogram/Luggage Scanner/Bauggage Scanner-এর বিকিরণ নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক যাচাইয়ের মাধ্যমে বিকিরণকর্মী, জনসাধারণ ও পরিবেশের বিকিরণ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৪ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিকিরণ, পরিবহণ ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগ-এর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ ধরনের আরও Angiogram মেশিন পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

(৪২) বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ স্থল ও সমুদ্র বন্দরে বিস্ফোরক ও চোরাচালান/অবৈধ দ্রব্যের শনাক্তকরণ কাজে ব্যবহৃত Vehicle Scanner/Luggage Scanner থেকে নির্গত বিকিরণ রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনসাধারণ, বিকিরণ কর্মী ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিকিরণ, পরিবহণ ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগ দ্বারা প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নিয়মিত রেগুলেটরি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(৪৩) বিভিন্ন গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মৌল শনাক্তকরণ ও পণ্যের মান নির্ণয় কাজে X-RF, X-RD ও ECD মেশিনের বিকিরণ সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিকিরণ, পরিবহণ ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগ দ্বারা প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নিয়মিত রেগুলেটরি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(৪৪) রেডিওফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবহার করে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সেলের কার্যকারিতা নিরূপণ করার জন্য Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (INMAS), Dhaka সহ দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত PET/CT মেশিন-এর বিকিরণ নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিকিরণ, পরিবহণ ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগ দ্বারা প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নিয়মিত রেগুলেটরি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(৪৫) RNPP-এর Construction Site এ NDT কাজের জন্য সোর্স ও এক্স-রে মেশিন আমদানি করার উদ্দেশ্যে Joint Stock Company 'Atomstroyexport'-এর অনুকূলে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিকিরণ, পরিবহণ ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগ হতে আমদানি রপ্তানি লাইসেন্স (ঙ শ্রেণি) প্রদান করা হয়।

(৪৬) বিভিন্ন সরকারি-রেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত সোর্স ব্যবহারের পর ক্ষয়প্রাপ্ত সোর্স এবং খালি কন্টেইনার রপ্তানির সময় বিমান, স্থল ও সমুদ্র বন্দরে উক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত সোর্স ও খালি কন্টেইনারের বিকিরণ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিকিরণ, পরিবহণ ও বর্জ্য নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক রেগুলেটরি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৪৭) ১২টি নিউক্লিয় স্থাপনার নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন, এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের জন্য ২১৯টি নতুন লাইসেন্স প্রদান, ১,৩৭৫টি লাইসেন্স নবায়ন, ৪১৩টি আমদানি/রপ্তানি পারমিট ও এনওসি প্রদান, ১৬০টি আরসিও (RCO) নতুন সনদ প্রদান, ৩৫২টি আরসিও (RCO) সনদ নবায়ন এবং ১৭৫টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের পরিদর্শন করা হয়েছে। ফ্যাসিলিটি অপারেটরদের জন্য বিকিরণ সংক্রান্ত বিষয়ে ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালার আয়োজন করে ১৩৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সেবা প্রদান করে মোট ৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬০৪ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

(৪৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন, ২০১৫ (২০১৫ সালের ১৯ নং আইন)-এর আওতায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এপিসিবিএল) গঠিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২০টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পর-এর সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ৭৯ জন কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(৪৯) বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ সেন্টমার্টিন দ্বীপের ২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকার ফিজিক্যাল ও স্পেস ওশানোগ্রাফি, বায়োলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি, কেমিক্যাল ওশানোগ্রাফি, জিওলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি, ইনভায়রনমেন্টাল ওশানোগ্রাফি এবং ওশানোগ্রাফিক ডেটা সেন্টার বিষয়ে গবেষণার জন্য ৮টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৩ জন ছাত্রছাত্রীক স্নাতকোত্তর পর্যায়ে থিসিস কার্যক্রমে সহায়তা করা হয়েছে, ৬টি প্রতিষ্ঠানকে বিশ্লেষণসেবা এবং ০২টি প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শকসেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৫০) Beach profiling along marine drive road of Cox's Bazar এবং Detecting floating marine debris in the eastern coastal zone of Bangladesh using remote sensing technique বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫১) Determination of Sedimentological & Mineralogical Distribution to delineate sedimentary process of the Nearshore Area of Maheshkhali-Kutubdia, Bangladesh বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫২) Phytoplankton assemblages in the south patches fishing ground of the Bay of Bengal with reference to the seasonal variability of nutrient abundance বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫৩) Quantification of potential nutritional value form 10 seaweeds, experimental extraction of phycocollolss form 3-5, seaweeds available around st, Martin's island and continuation of taxonomic base line study বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫৪) Assessment of Plastic Debris (Micro) in the coastal area of Maheshkali এবং Biogeochemical Process of the Moheshkhali Channel Physical, Biochemical and Primary Productivity Characteristics of the Channal বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫৫) Application of Different Statistical Sampling Design to Identify Best Data Collection Method in the Costal Marine Ecosystem A Comparative Study বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫৬) বাংলাদেশ রেফারেন্স ইন্সটিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট (বিআরআইসিএম) কর্তৃক করোনার নির্ভরযোগ্য টেস্টের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহে CDC, USA-এর ফর্মুলা অনুযায়ী স্পেসিমেন কালেকশন কিট-Viral Transport Media (VTM) প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কিটে আছে (১) সঠিকভাবে নমুনা সংরক্ষণের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদান সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত Viral Transport Medium (VTM), (২) নাক ও মুখগহ্বরের জন্য দুটি সোয়াব স্টিক (৩) একটি টাং ডিপ্রেসর। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিশ লক্ষ কিট সারাদেশে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, র‍্যাব হেড কোয়ার্টার্স, কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার, বারডেম হাসপাতাল, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্স জেনারেল হাসপাতাল, বেক্সিমকো ফার্মা, ব্র্যাক, নোয়াখালী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, ওএমসি হেলথকেয়ার প্রাঃ লিঃ, বিজিএমইএ, বায়োটেক কেয়ার লিঃ, ন্যাশনাল টিবি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য অফিসে এ সেবা সরবরাহ করা হয়েছে।

(৫৭) বিআরআইসিএম কর্তৃক কোভিড-১৯ স্পেসিমেন কালেকশন কিট-এর পাশাপাশি রুম টেম্পারেচারে সংরক্ষণযোগ্য 'স্যাম্পল স্টোরেজ রি-এজেন্ট' প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে (১) নমুনা সংরক্ষণের জন্য সল্ট, কায়োট্রপিক এজেন্ট, গ্লিসারল ইত্যাদি উপাদান সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত 'স্যাম্পল স্টোরেজ রি-এজেন্ট', (২) নাক ও মুখগহ্বরের জন্য দুইটি সোয়াব স্টিক।

(৫৮) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফর্মুলা অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল (IPA) সহযোগে যথাযথ মান নিশ্চিত করে বিআরআইসিএম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত BE CLEAN Handrub/Hand Sanitizer, যা হাত সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করার জন্য ব্যবহারোপযোগী। করোনা মহামারির প্রথম ৬ মাস, অর্থাৎ মার্চ থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর ৬টি সরকারি হাসপাতালে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল) প্রতিদিন বিনামূল্যে ১৫ লিটার করে হ্যান্ডরাব/স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, হাসপাতাল ও ব্যক্তি পর্যায়ে হ্যান্ডরাব, স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৬,০০০ লিটার হ্যান্ডরাব, স্যানিটাইজার উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

(৫৯) বিআরআইসিএম কর্তৃক স্পর্শ পরিহার করে হাত জীবাণুমুক্ত করার ব্যবহারোপযোগী অটোমেটিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ডিসপেনসিং ডিভাইস তৈরি করা হয়েছে। এক লিটার ধারণক্ষমতার এই ডিভাইসে বি ক্লিন হ্যান্ডরাব/স্যানিটাইজার ব্যবহৃত হয়। হাত ডিভাইসের নিচে স্থাপন করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে স্প্রে হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, পুলিশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)কে এ সেবা সরবরাহ করা হয়েছে।

(৬০) অস্ট্রেলিয়ার সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল (CDC) কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ্ধতিতে যথাযথ মান নিশ্চিত করে প্রস্তুতকৃত BE CLEAN Disinfectant, যা ঘরের ফ্লোর, রাস্তা-ঘাট, যেকোন non living surface জীবাণুমুক্তকরণে ব্যবহারোপযোগী। করোনা ভাইরাসসহ সকল ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি জীবাণু ধ্বংসকারী ২৫৪ ন্যানোমিটার

তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের UVC প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত UVC Disinfection Chamber এ রক্ষিত নথিপত্র, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, মোবাইল, চাবি, চশমা ইত্যাদি তিন মিনিটে জীবাণুমুক্ত হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পুলিশ অধিদপ্তর, হাইওয়ে পুলিশ, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ওএমসি হেলথকেয়ার প্রাঃ লিঃকে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৬১) করোনাসহ সকল ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি জীবাণু ধ্বংসকারী ২৫৪ ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের UVC প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ডিজইনফেকশন কনভেয়র কেবিনেটে রক্ষিত খাদ্যসামগ্রীর স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ও প্রকৃতি অপরিবর্তিত রেখে তিন মিনিটে জীবাণুমুক্ত হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে হেড কোয়ার্টার্স, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ওএমসি হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডকে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(৬২) গবেষণাগার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ২১ ধরনের অ্যানালাইটিক্যাল যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন এবং ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি ও হাসপাতালে ব্যবহৃত ২১ ধরনের মেডিক্যাল যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন সেবা-সুবিধা তৈরি করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিআরআইসিএম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে বায়োমেডিক্যাল যন্ত্রসমূহের ক্যালিব্রেশনসেবা প্রদান করছে। প্রাথমিকভাবে ১৬টি হাসপালে বায়োমেডিক্যাল যন্ত্রসমূহের ক্যালিব্রেশনসেবা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ট্রমা সেন্টার অ্যান্ড অর্থোপেডিক হসপিটালে ভ্যান্টিলেটর, ইসিজি মেশিন, সিরিঞ্জপাম্প, ওটি টেবিল, অ্যানেস্থেশিয়া মেশিন, কার্ডিয়াক মনিটর, সার্জিক্যাল ডায়াথার্মি ইত্যাদি যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন করা হয়েছে।

(৬৩) বিআরআইসিএম কর্তৃক এ পর্যন্ত ৩টি রেফারেন্স মেটেরিয়াল (RM) প্রস্তুতের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

- ❖ BRiCM Buffer (traceable to NIST, USA) বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত পিএইচ বাফার ক্যালিব্রেশন সল্যুশন (৪, ৭, ১০) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি অ্যানালাইটিক্যাল ল্যাবরেটরির একটি বেসিক যন্ত্র পিএইচ মিটার, যা পিএইচ বিশ্লেষণ/নির্ধারণের কাজে ব্যবহার করা হয়। এই পিএইচ মিটার ক্যালিব্রেশনের জন্য তিনটি মানের (৪, ৭, ১০) বাফার সল্যুশন দরকার হয়। বিআরআইসিএম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই ক্যালিব্রেশন বাফার সল্যুশনের মেট্রোলজিক্যাল ট্রেসেবিলিটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং (এনআইএসটি), ইউএসএ-এর সঙ্গে নির্ধারণ করা হয়েছে (traceable to NIST, USA)
- ❖ বিআরআইসিএম দেশে প্রথমবারের মতো প্রস্তুত করেছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ২টি রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড, Acetaminophen ও Dichlofenac Na। ফার্মাসিউটিক্যাল রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড উচ্চতর মানসম্পন্ন এবং প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রত্যায়িত স্ট্যান্ডার্ড ম্যাটেরিয়াল যা ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য এবং ঔষধের আইডেন্টিকেশন, গুণগতমান এবং যথাযথ পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য সকল ঔষধ কোম্পানিতে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রায় ১৬০টি কোম্পানি প্যারাসিটামল (Acetaminophen) ও প্রায় ৯০টি কোম্পানি Dichlofenac নিয়মিত বাজারজাত করছে। ফলে ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোর বিপুল চাহিদা পূরণে উক্ত দুটি রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ঔষধের বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির বৈজ্ঞানিকভাবে বৈধ ফলাফল নির্ধারণের জন্য রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডের প্রকৃত গুণমান এবং বিশুদ্ধতা জানা গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক।

(৬৪) বিআরআইসিএম কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে BRiCM LABS Coolant যা ইঞ্জিনের cooling সিস্টেমে ব্যবহার করা হয়। Coolant যে কোন ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখে এবং ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। Coolant হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রাতেও ইঞ্জিনকে সচল রাখতে সক্ষম। এটি ইঞ্জিনে উৎপন্ন তাপমাত্রা নির্গত করে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখে।

(৬৫) BRiCM LABS BioTex এনজাইম একধরনের প্রোটিন যা কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে। বিশ্বের সর্বত্রই বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে যেমন- খাদ্য ও কৃষি ক্ষেত্র, কাগজ শিল্প, চামড়া শিল্প, প্রাণী খাদ্য উৎপাদন এবং বিশেষ করে টেক্সটাইল শিল্পে এনজাইমের বহুল ব্যবহার রয়েছে। বিপুল পরিমাণ এনজাইমের প্রায় সবটুকুই বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে আমদানি করা হয়। বিআরআইসিএম দেশেই উৎপাদন করছে পরিবেশবান্ধব এসিড সেলুলেজ সমৃদ্ধ তরল এনজাইম (BRiCM LABS BioTex)-এর সুবিধা ১) উচ্চ শোষণ সম্পন্ন হওয়ায় এই তরল এনজাইম সব ধরনের কাপড়ের ক্ষেত্রে ব্যাক স্টেনিং প্রতিরোধ করে। ২) এটি সব ধরনের গার্মেন্টস ডাইয়িংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। ৩) আলাদাভাবে ডিসাইজ করার প্রয়োজন হয় না। ৪) ডিকালারাইজেশন করতে সাহায্য করে। ৫) কাপড়ের ওজন হ্রাস না করে অমসৃণতা, বল্লিন ওঠা, অতিরিক্ত সুতা বের হয়ে থাকা এসব রেগুলার সমস্যা দূর করা যায়। BioTex এনজাইমের ব্যবহার গার্মেন্টস শিল্পের ক্ষেত্রে বছরে প্রায় ২২ বিলিয়ন লিটার পানি এবং ৪,৬০,০০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার করা সম্ভব।

(৬৬) বিআরআইসিএম দেশেই উৎপাদন করছে BRiCM LABS Probiotic। প্রোবায়োটিক মূলতঃ শরীরের অভ্যন্তরে বসবাসকারী উপকারী ব্যাকটেরিয়া কিংবা ইস্ট, যা অন্ত্রের উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং পরিপাকনালীর কার্যক্ষমতা সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি করে, ফলে শরীর সুস্থ রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। প্রোবায়োটিক পরিপাক ক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে; বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন তৈরি করে; বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান নিষ্ক্রিয় করে; অন্য ক্ষতিকর জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতিকর জীবাণুর অতিরিক্ত বংশ বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে।

(৬৭) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ও বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (বিআরআইসিএম)-এর বিজ্ঞানীদের একটি টিম সম্প্রতি করোনা ধ্বংসকারী 'বঙ্গসেফ' ওরো-ন্যাজাল স্প্রে উদ্ভাবন করেছেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর এই স্প্রে দুই নাকে ও মুখগহ্বরে ব্যবহার করলে ন্যাসোফ্যারিংস ও ওরোফ্যারিংসে অবস্থানকারী ভাইরাস বেশিরভাগ ধ্বংস হয়। ফলে সংক্রমণের মাত্রা এবং মৃত্যুঝুঁকি কমে যায়। বিএমআরসি-এর অনুমোদন লাভপূর্বক এটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে এটি ডিজিডিএ'র অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৬৮) নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যের সমন্বয়ে (কেমিক্যাল ডোজ) ব্যবহৃত বর্জ্য সংবলিত পানিকে পরীক্ষাগারে পরিশোধন ও পরীক্ষণের জন্য বিআরআইসিএম কর্তৃক Jar Tester প্রস্তুত করা হয়েছে। এ যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে পরীক্ষাগারে বর্জ্যযুক্ত পানি পরিশোধনের পরীক্ষা পরিচালনা করা যায়। এ যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত সহজে ও কম খরচে অপরিশোধিত পানির পরিশোধন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যায়। সার কারখানায়, Water Treatment plant, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে, তৈরি পোশাক শিল্পে, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে পাট ও বস্ত্রশিল্পে, রাসায়নিক পরিক্ষাগারসমূহে, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায়, মৎস্যশিল্পে এটা ব্যবহার করা যায়। পরীক্ষাগারে যে কোনো ধরনের রাসায়নিক পদার্থের উপযুক্ত দ্রবণ তৈরির ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মিশ্রণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাগনেটিক স্টেরিয়ার প্রস্তুত করেছে বিআরআইসিএম। সব ধরনের পরীক্ষাগার/রাসায়নিক পরীক্ষাগারসমূহে, Water Treatement plant সমূহে এটি ব্যবহার করা যায়।

৩৫. বিদ্যুৎ বিভাগ

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪ কোটি ৭ লক্ষে উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ ৩৪ লক্ষ নতুন গ্রাহক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে।

(২) বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ৯৭ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে শতকরা ৯৯.৫০ ভাগে উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ২.৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস ৮.৭৩ শতাংশ হতে ০.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮.৪৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

(৪) মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৬০ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৮ কিলোওয়াট ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৪,৮৩১ কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন এবং পিজিসিবি কর্তৃক এপিএ-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং ডিপিডিসি ও ডেসকো কর্তৃক এপিএ বহির্ভূত ৫০ সার্কিট কিলোমিটারসহ মোট ৫৫৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করোনা সহায়তা তহবিল ও হাউজ কনস্ট্রাকশন ফান্ড বাই প্রাইভেট ফাইন্যান্স তহবিলে বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব নসরুল হামিদ ১০ জুন ২০২১ তারিখে মোট ১০ কোটি টাকার চেক অনুদান হিসাবে প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস চেক গ্রহণ করেন। এ সময় গণভবন প্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত ছিলেন।

(৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে।

(৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ চালু করা হয়:

ক্রম	বিদ্যুৎকেন্দ্র	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১.	সুতিয়াখালি, ময়মনসিংহ ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র (HDFC Sin Power Ltd)	৫০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	৪ নভেম্বর ২০২০
২.	মানিকগঞ্জ ১৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (মানিকগঞ্জ পাওয়ার জেনারেশনস লিমিটেড)	১৬২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ ডিসেম্বর ২০২০
৩.	পায়রা, পটুয়াখালী ২x৬৬০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (২য় ইউনিট)	৬২২	কয়লা	বিসিপিসিএল (JV of NWPGCL & CMC, China)	৮ ডিসেম্বর ২০২০

ক্রম	বিদ্যুৎকেন্দ্র	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৪.	টাঙ্গাইল ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র (ডুয়েল ফুয়েল)(টাঙ্গাইল পল্লী পাওয়ার জেনারেশন লিঃ)	২২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ডিসেম্বর ২০২০
৫.	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র (আনলিমা এর্নাজি)	১১৬	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৪ জানুয়ারি ২০২১
৬.	পটুয়াখালী ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র (ইউনাইটেড পায়রা পাওয়ার লিঃ)	১৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ জানুয়ারি ২০২১
৭.	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৩৮৩	গ্যাস	বিউবো	২৮ জানুয়ারি ২০২১
৮.	শাহজিবাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র	১০০	গ্যাস	বিউবো	১ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৯.	ভৈরব ৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র (ভৈরব পাওয়ার লিঃ)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মার্চ ২০২১
১০.	মানিকগঞ্জ ৩৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র (Inspectra Solar Ltd.)	৩৫	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	১২ মার্চ ২০২১
১১.	সিরাজগঞ্জ ৬.৫৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬	সৌর	NWPGCL	৩০ মার্চ ২০২১
১২.	ঘোড়াশাল ৪১৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং) (জিটি ইউনিট)	২৬০	গ্যাস	বিউবো	১ এপ্রিল ২০২১
১৩.	ভোলা ২২০ মেগাওয়াট সিসিপিপি [নতুন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ]	২২০	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৯ জুন ২০২১
		২,১৮০			

৩৬. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(১) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কাজে অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২১' গেজেট আকারে ১৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্য পদের বিপরীতে ২৩ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে প্রথম স্থান অর্জন, বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় (ইনোভেশনে)দ্বিতীয় স্থান এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অষ্টম স্থান অর্জন করে।

- মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয় করা হয়েছে।
- 'আকাশ পথে পরিবহণ আইন, ২০২০' ইংরেজীতে অনুবাদপূর্বক প্রণয়ন করা হয়েছে।
- 'বিমান ও সিভিল এভিয়েশন অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ গাইডলাইন ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে MoU on the field of cooperation in 'THE SUPPLY, INSTALLATION & PROCEEDINGS OF THE RADAR & ASSOCIATED AIR TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS, INCLUDING THE SYSTEMS OF COMMUNICATIONS, NAVIGATION AND SURVEILLANCE – AIR TRAFFIC MANAGEMENT ('CNS-ATM') OF THE HAZRAT SHAH JALAL INTERNATIONAL AIRPORT' স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরের লক্ষ্যে Technical Cooperation Agreement চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- জিটুজি ভিত্তিতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের CNS-ATM (Communications, Navigation and Surveillance-Air Traffic Management) সিস্টেমসহ রাডার ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে।
- গত ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে পর্যটন সহযোগিতার বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে পর্যটন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের (বিটিবি) জন্য রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ১৭টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৪ সংশোধনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় রিকোভারি প্ল্যান ও গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- OIC-এর আওতাধীন সংস্থা Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC)-এর আওতাধীন COMCEC Covid Response (CCR) program-এর আওতায় একটি প্রকল্প Rejuvenation of Small Business affected by Covid-19- A Case on Tour Operator of Bangladesh বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশের সকল পর্যটনস্থান সম্পর্কে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- সরকারের বিভিন্ন রাজস্ব ও সেবা ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে সরকারি হিসাবে জমা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত পরিপত্র সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণ প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
- 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১' বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণ-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

- জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট পুস্তিকায় সংযোজনের লক্ষ্যে তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমাকরণ এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের নগদ লভ্যাংশ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত ঋণের হিসাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ডিএসএল পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- EFT-এর মাধ্যমে বেতন - ভাতাদি ও অর্থ পরিশোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নামে পার্সোনাল লেজার অ্যাকাউন্ট (PL-A/C) খোলার অনুমোদন এবং পরিচালনার লক্ষ্যে আয়ন-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
- কর ব্যতীত প্রাপ্তি (NTR) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত করসমূহ (Non NBR Tax) সঠিকভাবে আদায় এবং জমা সংক্রান্ত নতুন ছক প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল, বাজেট ও আইন অধিশাখার পদসমূহ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগে ব্যবহৃত সরকারের বিভিন্ন পদনাম ও পদবীসমূহ বিধি বহির্ভূত ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত মোট ২৫টি পদের মেয়াদ ১ জুন ২০২০ হতে ৩১ মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে।

(৩) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক):

- ১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের নির্মাণকাজ ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন।
- 'সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় ১০২৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের রানওয়ে ওভারলে কাজের ০৭টি লেয়ারের সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে ৪ অক্টোবর ২০২০ হতে সরাসরি সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট চালু হয়েছে।

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান এক্সপোর্ট কার্গো এপ্রোনের উত্তর দিকে এপ্রোন সম্প্রসারণ প্রকল্পের শতভাগ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৭৩,১১৫ বর্গমিটার এক্সপোর্ট কার্গো এপ্রোন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে, এ বিমানবন্দরে ৪টি ডি-টাইপ এবং ৩টি ই-টাইপ অর্থাৎ অতিরিক্ত ৭টি সুপরিসর কার্গো এয়ারক্রাফট্-এর পার্কিং সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।
- করোনাকালীন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প প্রকল্পের আওতায় ৩য় টার্মিনাল ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্যবিধি মেনে দিবারাত্রি সার্বক্ষণিক চলমান রয়েছে।
- কক্সবাজার বিমানবন্দরের বিদ্যমান ৯,০০০ ফুট রানওয়েকে ১০,৭০০ ফুটে উন্নীত করার লক্ষ্যে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে রেসপনসিভ ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার এপ্রোন এবং ফায়ার স্টেশনের উত্তর দিকে এপ্রোন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১০টি স্টিল সুপার স্ট্রাকচার-এর মধ্যে ১০টির-ই নির্মাণকাজ হয়েছে। ফলে, প্রকল্পের ৮৬ শতাংশ বাস্তবকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের সিকিউরিটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৪টি, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবং চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১টি করে অত্যাধুনিক বডি স্ক্যানার সংস্থাপন করা হয়েছে। যা বর্তমানে অপারেশনে রয়েছে। পাশাপাশি, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে'র রপ্তানি কার্গো ভিলেজে অত্যাধুনিক ২টি (এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম) (ইডিএস) সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫টি প্যাট্রোল কার এবং ৪টি একসেস কন্ট্রোল সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ২টি সম্ভাব্য স্থানের উপর বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।
- ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত ৪৫০ জনের ক্যাপাসিটি সম্পন্ন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল ভবনের সম্প্রসারিত অংশ এবং সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নবনির্মিত ভিআইপি ও সিআইপি লাউঞ্জ, কনকোর্স হল এবং আগমনী হলের উদ্বোধন করেন। ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে তিনি কক্সবাজার বিমানবন্দরে ২টি এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ এবং অতিরিক্ত ১২০ জনের ক্যাপাসিটি সম্পন্ন বহির্গমন হলের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি, ১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অতিরিক্ত ৫০০ জনের ক্যাপাসিটি সম্পন্ন সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক বহির্গমন হলের সম্প্রসারিত অংশেরও শুভ উদ্বোধন করেন।

(৪) বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক):

- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের আগারগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। ভবন নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৭,৮৭৮.৬৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বাপক-এর নিজস্ব অর্থায়ন ৭৯০ লক্ষ টাকা। ১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান কার্যালয় ভবনটি ওয়েবিনার-এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। নবনির্মিত প্রধান কার্যালয় ভবনে ১৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সুন্দর পরিবেশে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- ‘জাতীয় হোটেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই)-এর আপগ্রেডেশন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ সোনা মসজিদ পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন মোট ২৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উপ-প্রকল্প ‘চাঁপাইনবাবগঞ্জস্থ সোনা মসজিদ পর্যটন মোটেলের সংস্কার ও উন্নয়ন’ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পর্যটন মোটেল সোনা মসজিদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ওয়েবিনারের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন।
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর আগারগাঁওস্থ নবনির্মিত প্রধান কার্যালয় ভবনের টপ ফ্লোর নির্মিত পর্যটন রুফটপ রেস্তোরাঁটি ৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় শুভ উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু দায়িত্বশীল পর্যটন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাওর অধ্যুষিত সুনামগঞ্জ জেলার টাংগুয়ার হাওরকে কেন্দ্র করে একটি বোটেল নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা। স্থানীয় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী করার লক্ষ্যে ২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বোটেলটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।
- দেশবরেণ্য শিল্পী হাশেম খান-এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ইন্সিটিটিউট-এর প্রিন্ট মেকিং ডিপার্টমেন্টের-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর আনিসুজ্জামান-এর মাধ্যমে নির্মিত আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিনন্দন ২ নৌকা (২৭ ফুট দীর্ঘ ও ৫ ফুট প্রশস্ত প্রতিটি) ৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবন লেকে ভাসানো হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০ লক্ষ টাকা। নৌকা দুটি মেহেগনি, ওয়াইট সিরিজ এবং লোহা কাঠ দ্বারা নির্মিত। নৌকা দুটিতে দেশজ সংস্কৃতি ঐতিহ্যসমূহ তুলে ধরতে বর্ণিল ধাতব (ইস্পাত) নক্সা ব্যবহৃত হয়েছে।

(৫) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান):

- জিটুজি ভিত্তিতে ৩টি ড্যাশ-৮-Q-৪০০ উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য বিমান ও Canadian Commercial Corporation (CCC)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ক্রয়কৃত প্রথম উড়োজাহাজ ২০ নভেম্বর ২০২০, দ্বিতীয় উড়োজাহাজ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং তৃতীয় উড়োজাহাজ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বিমানবহরে সংযুক্ত হয়েছে।

চিত্র: বিমানবহরে সংযোজিত নতুন ড্যাশ-৮-Q-৪০০ উড়োজাহাজ গ্রহণ।

- ৬ জুলাই ২০২০ থেকে হংকং এবং ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে চীনের গুয়াংজু-তে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা/ পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে।
- ৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখ হতে 'সিলেট-লন্ডন-সিলেট' রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু করা হয়েছে।
- ১২ নভেম্বর ২০২০-এ 'সিলেট-কক্সবাজার-সিলেট' এবং ১৭ মার্চ ২০২১ এ 'সিলেট-চট্টগ্রাম-সিলেট' রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করা হয়েছে।

(৬) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি):

- ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল অনলাইন প্রেস কনফারেন্স; ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ পর্যটন ব্রান্ডিং; ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ও প্যান প্যাসিফিক সোনারগাও হোটেলের ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পর্যটন বিষয়ক বিভিন্ন টিভিসি এবং বিশ্ব পর্যটন দিবসের থিম প্রচার; বাংলা ভাষায় স্মরণিকা প্রকাশ; বাংলা ও ইংরেজীতে ই-নিউজ লেটার প্রস্তুত এবং দেশে বিদেশে কমপক্ষে ৫,০০০ হাজার পাঠকের নিকট ই-মেইলে প্রেরণ; মোবাইলে এসএমএস ব্লাস্ট; সারা দেশে সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন ইত্যাদি।
- দেশের ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি সেক্টরে সেবার মান উন্নয়ন, পর্যটনবান্ধব কর্মী তৈরি, পর্যটকগণের সঙ্গে শোভন আচরণ; পর্যটকদের যথাযথভাবে গাইড করা, পর্যটন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রদান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ খাদ্য আইন, ভোক্তা অধিকার আইন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের চলমান কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে রেস্তোরা/খাবার হোটেলে কর্মরত কর্মী, আবাসিক হোটেল মালিক ও সেবা প্রদানকারী, পরিবহণ মালিক ও সেবা প্রদানকারী, পর্যটন সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও ইউএন ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে টেকসই পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যটন এলাকায় ভলান্টিয়ার গ্রুপ তৈরি ও ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী, নওগাঁ, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের মোট ৪৬২ জন ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়।
- জনসাধারণকে পর্যটনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি, সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে পর্যটনকে যুক্ত করা এবং বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণের সহায়তা প্রদান বিষয়ে ৫০টি জেলায় কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
- ২০২০ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য 'পর্যটন ও গ্রামীণ উন্নয়ন' এবং সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম আমার শহর'-এর উপর ভিত্তিতে দেশের ৪৩টি উপজেলায় 'গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, উন্নয়ন কর্মী ও পর্যটন অংশীজনসহ ৮০ হতে ১০০ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।
- 'করোনাকালীন পর্যটক ও পর্যটন খাতের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা' বাংলায় পুস্তিকা আকারে ও ৮টি ফ্লাইয়ার বাংলা ভার্সনে মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে এবং বাংলা ও ইংরেজিতে প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এ নির্দেশিকা পরিপালনের বিষয়ে থিম পার্ক, বিনোদন পার্ক, ওয়াটার পার্ক, পারিবারিক বিনোদন পার্ক, জাদুঘর, বিজ্ঞানকেন্দ্র, প্রত্নস্থল এবং বিনোদনকেন্দ্রে পর্যটক ও দর্শনার্থীদের সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

- করোনার প্রভাবে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, সংকট উত্তরণের উপায় এবং ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক পর্যটন বাজারে সুবিধা অর্জনের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এই শিল্পের বিভিন্ন অংশীজনের মতামতের আলোকে একটি Tourism Recovery Plan প্রস্তুত করেছে।
- National Tourism Human Capital Development Strategy, 2021-2030 প্রণয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকগণের সংগঠন Tourism Educators' Association of Bangladesh (TEAB)-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- করোনা পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটনশিল্পে Standard Operating procedure (SOP) অনুসরণ সম্পর্কে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২টি Television Commercial (TVC) প্রস্তুত করা হয়েছে। পর্যটন আকর্ষণের প্রচারের জন্য প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে পর্যটন আকর্ষণসমূহের ৫০টি ছবি ও ২০টি ভিডিও সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২১ সালের বিশ্ব পর্যটন দিবসে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষের লোগো সংবলিত স্যুভেনির/উপহারসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে অফিসে আগত অতিথিদের উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়।
- বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য IPE GLOBAL LTD নামক একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড চুক্তিবদ্ধ হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে পর্যটন মহাপরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের ৩টি রিপোর্টের মধ্যে Phase I: Situation Analysis of Tourism রিপোর্ট-১ দাখিল করে। পর্যটন মহাপরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের ২ নম্বর রিপোর্টের তথ্য সংগ্রহের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সরকারি অংশীজন/সংস্থার সঙ্গে কনসালটেন্সি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য উপাত্ত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মার্চ ২০২১ এর শেষ দিকে করোনা পরিস্থিতির অবনতির কারণে পূর্বনির্ধারিত অবশিষ্ট কনসালটেন্সি সভা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ পুনরায় শুরু হয়েছে।
- ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে 3rd D-8 Senior Officials Meeting on Tourism Cooperation নাইজেরিয়া কর্তৃক আয়োজিত উক্ত ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করা হয়।
- করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন খাতের পুনঃরুদ্ধারের জন্য OIC-এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা The Organization of Islamic Cooperation Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC)-এর COMCEC COVID Response Program Finances Projects-এ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ হতে দাখিলকৃত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- ৮ জুন ২০২১ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার সেজং বিশ্ববিদ্যালয়, UNWTO এবং ভুটানের ট্যুরিজম কাউন্সিল-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'The Asia and the Pacific Webinar: Digitalization in Tourism' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা হয়।
- ৩০ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত Commonwealth Tourism Seminar এবং কাজাকিস্তান কর্তৃক আয়োজিত 'Forum on Tourism Development in the Post-Pandemic Period' শীর্ষক সম্মেলনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অংশগ্রহণ করে।
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি প্রমোশনাল ওয়েবপোর্টাল চালু করেছে। ১৪ জুন ২০২০ তারিখে এই ওয়েবপোর্টাল বিসিসিতে হোস্ট করা হয়।

- www.beautifulbangladesh.gov.bd শীর্ষক এই ওয়েবপোর্টালে বাংলাদেশের সকল পর্যটন স্থানসমূহ অর্ন্তভুক্ত করার কাজ চলছে। এ ওয়েবসাইট একজন ট্যুরিস্টের নিকট one stop service হিসাবে কাজ করবে।
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন স্থানসমূহ সম্পর্কে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube ব্যবহার করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত বাংলাদেশের পর্যটন সংক্রান্ত ফটো, ভিডিও, কনটেন্ট ব্লগ আকারে পোস্ট করা হয়।
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতি মাসে ৩টি ই-নিউজলেটার প্রস্তুত করে এবং প্রস্তুতকৃত ডেটাবেজের ই-মেইলে প্রেরণ করে থাকে। ই-নিউজলেটারে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ যেমন: প্রত্নতাত্ত্বিক, বাংলাদেশি খাবার, সংস্কৃতি, উৎসব, ল্যান্ডস্কেপ, সাগর ও নদী, জীব ও প্রাণিবৈচিত্র ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়। এছাড়াও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রিন্টেড ভার্সনের একটি নিউজলেটার প্রস্তুত করা হয় যেখানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক বিগত মাসসমূহে গৃহীত কার্যক্রম ও কর্মসূচি স্থান পায়।
- Beautiful Bangladesh নামে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর Android ও iOS ভার্সনে একটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। উক্ত এ্যাপ্লিকেশনে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ যেমন: হেরিটেজ, আর্কিওলজি, কালচার ও ফেস্টিভ্যাল, সী বিচ ইত্যাদির তথ্য ও ছবিসহ বিশদ বর্ণনা রয়েছে। কিভাবে এসব স্থানে ভ্রমণ করা যাবে সে বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশ করা রয়েছে।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে যারা নিয়মিত ভ্রমণ করেন তাদেরকে নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ট্রাভেল শো 'Let's Explore Beautiful Bangladesh' নির্মাণ করেছে। এই ট্রাভেল শো তে অংশ নেয়া ট্রাভেলারদের মধ্যে বাইকার, সাইক্লিস্ট, হিল ট্র্যাকার, আর্কিওলজিস্ট, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিস্টসহ আরও অনেকে ছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাভেল শোটি প্রকাশ করার পরে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
- দেশের প্রতিটি বিভাগে ব্যতিক্রমী ও ঐতিহ্যবাহী খাবার নিয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় Food Week আয়োজন করে। সপ্তাহে সবকটি বিভাগের জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি খাবার জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার করা হয়।
- বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীনকালের অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক নির্দশনসমূহকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে 'প্রত্নতাত্ত্বিক সপ্তাহ' আয়োজনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচার করছে।
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কক্সবাজারসহ দৃষ্টিনন্দন গুলিয়াখালি সমুদ্র সৈকত, কটকা সমুদ্র সৈকত, মান্দারবাড়িয়া সমুদ্র সৈকতসহ আরও বেশ কিছু সমুদ্র সৈকতের ছবি ও এ্যানিমেশন ভিডিওর মাধ্যমে Sea Beach Week আয়োজন করে এবং সপ্তাহব্যাপী জুড়ে সবকটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি এবং এ্যানিমেশন ভিডিও শেয়ার করা হয়।
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নদীমাত্রিক বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহ এবং পাহাড়ি নদীসমূহ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় River Week আয়োজন করে। সপ্তাহ জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বাংলাদেশের নদীগুলোর ছবি, জেলেদের মৎস্য আহরণের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করা হয়।
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড দেশের সর্বোচ্চ পাহাড় চুড়াগুলো নিয়ে Hills Week আয়োজন করে; সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজনে চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের পাহাড়ের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করা হয়।
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় স্টেকহোল্ডারসহ অংশগ্রহণ করে। করোনার কারণে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বিভিন্ন দেশে আয়োজিত পর্যটন মেলার অনলাইন ভার্সনে স্টেকহোল্ডারসহ অংশগ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত একটি পর্যটন

মেলা ও চীনে অনুষ্ঠিত একটি পর্যটন মেলায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড স্টেকহোল্ডারসহ অংশগ্রহণ করে। এসকল মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণ বিটুবি সেশনে অংশগ্রহণ, কান্ট্রি ব্রান্ডিং, ইমেইল ক্যাম্পেইনসহ নানবিধ কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি হয়।

- ❖ Pacific Asia Travel Association (PATA) পর্যটন বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড উক্ত সংগঠনের একটি পূর্ণ সদস্য। প্রতিবছর সংগঠনটি সদস্য রাষ্ট্র, ট্যুর অপারেটের, ট্রাভেল এজেন্ট, হোটেলিয়ারসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে PATA Travel Mart (PTM) মেলা আয়োজন করে থাকে। এবছর মেলাটি চীনে অনুষ্ঠিত হবার পরিকল্পনা ছিল তবে করোনার কারণে মেলাটি ভার্চুয়ালি ২৩-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড উক্ত মেলায় অংশগ্রহণ করে।
- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক নওগাঁর পত্নীতলা, যশোর সদর, হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও চুনারুঘাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর, বরিশালের উজিরপুর, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া, কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার ৮টি পর্যটন স্পটে সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যটন সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ২০টি জেলার প্রতিটির পর্যটন স্পটের বিবরণ ও ছবি সংবলিত ব্রোশিউর মুদ্রণ করা হয়েছে। ৬৪ জেলার পর্যটন আকর্ষণের বুকলেট প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- ❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সানুগ্রহ সম্মতি ও নীতিগত অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড 'ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Institute Of Tourism And Hospitality (BSIITH)' শিরোনামে একটি আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- ❖ হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দরে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার পরিচালনার জন্য উন্মুক্ত দর পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশের একটি ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপ/ডিজিটাল গাইড প্রণয়নের জন্য উন্মুক্ত দর পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বিমান এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। এই ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপে বাংলাদেশের পর্যটন স্পটসমূহ থাকবে, যেখানে ক্লিক করলে উক্ত পর্যটন স্পটের টেক্স, অডিও এবং ভিজ্যুয়াল বিবরণ পাওয়া যাবে। এই ডিজিটাল পর্যটন ম্যাপ বিদেশে বাংলাদেশের সকল মিশনেও দেয়া যাবে।
- ❖ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বজুড়ে উপস্থাপনের জন্য আইকনিক ল্যান্ডমার্ক এবং নতুন Tourism Brand Name চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

(৭) বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল):

- ❖ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা হোটেলটি ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৯.৮৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে।
- ❖ গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি)-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল) ১৭ জুন ২০১২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর সঙ্গে ১০ বছর মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং ১ জুলাই ২০১২ তারিখ হতে বিএসএল উক্ত সম্মেলন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিআইসিসি পরিচালনা করে বিএসএল মোট ৫.৩৫ কোটি টাকা আয় করেছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএসএল বলাকা ভিআইপি লাউঞ্জ পরিচালনা করে মোট ৮.৪৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে।
- ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বিএসএল-এর নিজস্ব তিনটি ভবন রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন অফিস, দেশি-বিদেশি ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট এ তিনটি ভবনের স্পেস ভাড়া প্রদান করে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএসএল ১.১৬ কোটি টাকা আয় করেছে।
- ঢাকাস্থ মিরপুর সেকশন-১৩ এ বিএসএল-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসিক কমপ্লেক্সের ৫টি বহুতল ভবন (মোট ১৪০টি ফ্ল্যাট) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য ভাড়াভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএসএল উক্ত আবাসিক কমপ্লেক্স হতে ভাড়া বাবদ মোট ১.৩৬ কোটি টাকা আয় করেছে।

(৮) হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল):

- হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের পর্ষদ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনার আয়োজনে সরকারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- সোনারগাঁও হোটেলের সার্বিক পরিচালনা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও আগত অতিথিদের প্রত্যাশিত সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সুসংহতকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিপালন নিশ্চিত করা হয়েছে।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- দেশীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরা তথা পর্যটন শিল্পের বিকাশে অবদান রাখা হয়েছে।
- ২০২০ সালে করপূর্ববর্তী ক্ষতি ১১.২৪ কোটি টাকা (অনিরীক্ষিত)।
- ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ক্ষতি ২.২৬ কোটি টাকা (অনিরীক্ষিত)।
- সম্পূর্ণ হোটেল সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনাসহ সংস্কারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আধুনিক সুযোগ- সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- হোটেলের ওয়েসিস-এ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত Tent আচ্ছাদিত অনুষ্ঠানস্থল তৈরি করা হয়েছে, যাতে দুই হাজার অতিথিকে একইসঙ্গে আপ্যায়ন করা যাবে।
- হোটেলের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৩৭. ভূমি মন্ত্রণালয়

(১) ২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় ৮টি সার্কেল ভূমি অফিস, ২টি উপজেলা ভূমি অফিস, ৩৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ২৫১টি পদ (নড়াইল জেলার ২টি উপজেলা ভূমি অফিস, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ১০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও ৯০টি পদ, গাজীপুর জেলার ২টি সার্কেল ও ১৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১১২টি পদ, চট্টগ্রাম জেলার ৩টি সার্কেল ভূমি অফিস ও ৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ২১টি পদ, রংপুর জেলার ৪টি সার্কেল ভূমি অফিস ও ৭২টি পদ, ৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও ২৮টি পদ) সৃজনের লক্ষ্যে জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় তাঁর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের স্থান সংকুলানের জন্য ভূমি ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সারাদেশে জরাজীর্ণ উপজেলা, পৌর এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য দুটি প্রকল্পের অধীনে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ১,৫০০টি পৌর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১২৯টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৯৯৫টি পৌর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। জনদুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে ৭৬,০০,৪২৬টি হোল্ডিংয়ের ডেটা এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়েছে। সারাদেশে অধিগ্রহণকৃত জমির তথ্য/হিসাব সংরক্ষণ এবং সায়রাত মহালসমূহের তথ্য অন্তর্ভুক্তির জন্য সফট্ওয়্যার সিস্টেমে ইতোমধ্যে ২৮,৯৮৯টি ডেটা এন্ট্রি হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন।

(৩) মাঠপর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন এবং ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডের উপরে অর্পিত দায়িত্বসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। অর্পিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে ই-মিউটেশনসহ, ভূমিসেবা অটোমেশনের সকল কার্যক্রমের মাঠপর্যায়ের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান ও তদারকি, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও তদারকিকরণ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তঃবিভাগীয় বদলি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম রয়েছে।

(৪) ভূমি ক্রয়-বিক্রয়/হস্তান্তরের পর ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও নামজারির (মিউটেশন) মধ্যে সমন্বয়সাধনের বিষয় ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস হতে দলিলের একটি কপি এবং এলটি নোটিশের একটি কপি প্রাপ্তির পর নামজারি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আওতাধীন সকল দপ্তরসমূহকে নির্দেশনা দিয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করা হয়। প্রাথমিকভাবে সাভার উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে প্রাপ্ত দলিল এবং এলটি নোটিশের মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনের পাইলটিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত দলিলে দাতা এবং গ্রহীতার জন্মতারিখ, মোবাইল নম্বর এবং বর্তমান ঠিকানা না থাকায় প্রেরিত দলিল দিয়ে নামজারি করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত প্রেক্ষাপটে জরুরিভাবে দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় দলিল দাতা এবং গ্রহীতার জন্মতারিখ, মোবাইল নম্বর এবং বর্তমান ঠিকানা উল্লেখ করে দলিল সম্পাদন করে দলিলের তৃতীয় কপি প্রেরণের জন্য দেশের সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসকে নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজ করা হলে এ তিনটি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ৬ জুন ২০২১ তারিখে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আইন ও বিচার বিভাগ ই-রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ নিয়েছে। ই-রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে ডিজিটাল রেকর্ডরুম ও ই-মিউটেশনের ইন্টিগ্রেশন-এর বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে।

(৫) ভূমি সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ভূমি সেবা সপ্তাহ, ২০২১ উদ্‌যাপন করা হয়। করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৬-১০ জুন ২০২১ মেয়াদে এ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। এ সেবা সপ্তাহে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে ২ নম্বর রেজিস্টারে ডেটা এন্ট্রি কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস ও ইউডিসিকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক প্রচারের নির্দেশনা দেয়া হয়। সকল জেলা হতে 'ভূমিসেবা সপ্তাহ ২০২১' নির্দেশনা মোতাবেক উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(৬) সাত দিনের মধ্যে কোম্পানি টু কোম্পানি নামজারি সম্পন্ন করা এবং ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে দুই দিনের মধ্য অ-দায় সনদ ইস্যুকরণ সংক্রান্ত পত্র ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭) নিবন্ধনের জন্য তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ভূমি সেবাসমূহের সঙ্গে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ডেটাবেজ-এর আন্তঃসংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি ১২ জুলাই ২০২০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

(৮) বর্তমানে ৪৯১টি উপজেলায় অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর নাগরিক নিবন্ধনসহ হোল্ডিং এন্ট্রির কাজ চলমান আছে। মোট ৩,৮৮,৭৬,৫৯২টি হোল্ডিং-এর মধ্যে সর্বমোট ৬৪,৩১,০০০ হোল্ডিং এন্ট্রি করা হয়েছে।

(৯) ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত ই-মিউটেশন আবেদন সংখ্যা ৪৫,৬৬,৮৭২টি, মোট নিষ্পন্ন ৩৬,৫৪,৩৪৪টি, পেন্ডিং ৯,১২,৫২৮টি।

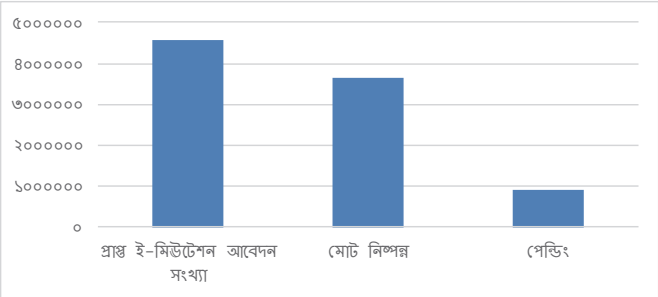

সারাদেশে ই-মিউটেশনের গ্রাফ।

(১০) ভূমি সেবাসমূহ আরও সহজলভ্য, স্বল্পসময়ে প্রদান নিশ্চিতকরণে এবং জনগণ যেন ঘরে বসে করতে পারে সে লক্ষ্যে বর্তমানে ই-নামজারি সিস্টেমে TCV data analysis চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি ভূমিসেবা TCV data analysis করা হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট stakeholder-এর নিকট থেকে তথ্য নিয়ে উক্ত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল সেবাসমূহ আরও যুগোপযোগী করা হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে যেসব ডিজিটাল সেবা উদ্ভাবন করা হয়েছে সেগুলো TCV হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে সেটা Analysis করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(১১) হট লাইন (১৬১২২) কল সেন্টারে সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

মোট প্রাপ্ত কল	নিষ্পত্তি	পেন্ডিং
৮০,৫১৪	৭৬,৫০৪ (৯৫ শতাংশ)	৩,৮৮৬ (৫ শতাংশ)

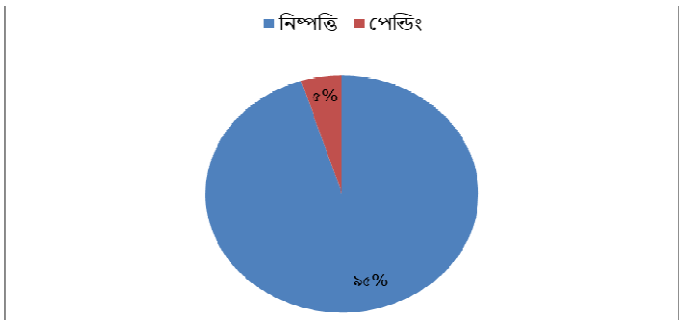

চিত্র: হট লাইন (১৬১২২) কল সেন্টারে সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পাই চার্ট।

(১২) ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের আওতাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারাদেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(১৩) ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ ৬৫৪,১৯,২১,১০৭ টাকা, আদায়ের হার ১১৬.৬৩ শতাংশ এবং সংস্থা ১৭৮,০৪,৪৮,৯১১ টাকা, আদায়ের হার ১৮.৭৮ শতাংশ।

(১৪) সারাদেশে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৪,১৭,৮৬৯টি ভুমিহীন পরিবারকে মোট ১,৪৬,৪৫০.৯৮ একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮১,৭৮৭টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৩,২২৪.৩৬১৭ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে।

(১৫) বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ, জবাবদিহি এবং গণমুখী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান জরিপ কার্যক্রম ও আধুনিক এবং তথ্য-প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক (Global Navigation Satellite System)/(Electronic Transfer Station) মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বিধায় চলমান ডিজিটাল জরিপকে 'বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (Bangladesh Digital Survey)' সংক্ষেপে BDS শিরোনামে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(১৬) বর্তমানে দেশে প্রায় ১,১২৪টি শ্রেণির জমির অস্তিত্ব রয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই শ্রেণির ভূমিকে বিভিন্ন নামে নামকরণ এবং এমন কিছু দুর্বোধ্য নাম রয়েছে যা সাধারণ জনগণের নিকট আদৌ বোধগম্য নয়। এই পরিস্থিতিতে ভূমির শ্রেণিসমূহকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য, সহজবোধ্য, প্রয়োগযোগ্য ও যুগোপযোগী করে ১৬টি শ্রেণিতে রূপান্তর করার পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়াও খতিয়ান ফরম সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

(১৭) আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সমগ্র দেশের সকল মৌজায় পর্যায়ক্রমে জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিসিএস (প্রশাসন/পুলিশ/বন/রেলওয়ে) ক্যাডারভুক্ত ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

(১৮) ২৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় রেজিস্ট্রেশন এবং ই-মিউটেশনের ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। সেবা সহজিকরণের জন্য এমন একটি সিস্টেম চালু করা হয়েছে যাতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকে হিসাবে ই-পর্চার বা নামজারি খতিয়ানের ডেটাবেজের সঙ্গে জমি রেজিস্ট্রেশনের ইন্টিগ্রেশন থাকবে। ফলে সাব-রেজিস্ট্রারগণ খতিয়ান যাচাই করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। জমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের পরই একটি ডিজিটাল নামজারির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত স্বয়ংক্রিয় এলটি নোটিশ পেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নামজারি কার্যক্রম শুরু করবেন। দেশের সতের উপজেলায় এ কার্যক্রমের পাইলটিং চলমান রয়েছে।

(১৯) এলডি ট্যাক্স অনলাইনে নেয়ার উদ্যোগ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে গ্রাহক রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-চালানের সঙ্গে নির্ধারিত সেটেলমেন্ট ব্যাংকের ইন্টিগ্রেশন হয়েছে। এর ফলে আগ্রহী করদাতাগণ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার পর ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ঘরে বসে কর দিতে পারবেন।

(২০) সেটেলমেণ্ট জরিপের ক্ষেত্রেও পরীক্ষামূলকভাবে দুটি মৌজার সম্পূর্ণ ডিজিটাল জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। যেসব জায়গায় একবার ডিজিটাল জরিপ হবে সেখানে ভবিষ্যতে আর জরিপ করার প্রয়োজন হবে না কারণ ম্যাপসমূহের পার্সেল মিউটেশন-এর সঙ্গে ইণ্টিগ্রেশন হবে এবং মিউটেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক চেঞ্জ হতে থাকবে।

(২১) ভূমি অধিগ্রহণ বিধিমালা প্রণয়ন করার কাজ চলমান রয়েছে। ইএফটি অথবা আইবাসের মাধ্যমে যাতে ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণ পায় তার ব্যবস্থা এই বিধিমালায় রাখা হবে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার মালিকানায় ইতঃপূর্বে কতটুকু জমি আছে তা যাচাই করার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যেই যদি প্রস্তাবিত প্রকল্প সংস্থান করা যায় তাহলে নতুন অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে বারিত করার বিধান সংযোজন করা হবে।

(২২) কল সেণ্টারের মাধ্যমে ভূমি-সংক্রান্ত নাগরিক সেবা প্রদান এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি হটলাইন সেবা চালু করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের কল সেণ্টার ১৬১২২-এ ফোন করে এনআইডির তথ্য দিয়ে পর্চার আবেদন দাখিল করা এবং সেইসঙ্গে মিউটেশন আবেদনের হালনাগাদ অবস্থা দ্রুত জানা যায়। যেকোনো নাগরিক হটলাইন নম্বর ১৬১২২- এ ফোন করে ভূমিসেবা সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ জানাতে পারেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(২৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৮২,০০,৮৭,৮২৯ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে ইজারাকৃত হাট-বাজার ইজারা থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৫৬৮,৫৬,৭০,৮৮৩ টাকা; ইজারাকৃত বালুমহাল ইজারা থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ১২৯,০০,৯৬,২৬২ টাকা; ইজারাকৃত চিংড়িমহাল ইজারা থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ২৬,৮৬,০৫৮ টাকা এবং ইজারাকৃত লবণমহাল থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ১,৪৭,৪৫৫ টাকা।

৩৮. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম:

- মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে করোনার বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, মাস্ক পরিধান করা, বার বার সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদির মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- করোনা সংক্রমণ রোধে সরকার দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করে। তবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সচল রাখতে সরকার নির্দেশনা প্রদান করে। বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিমসহ মাছের পোনা, পোল্ট্রি/পশু/মৎস্য খাদ্য, কৃত্রিম প্রজননসহ প্রাণি চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত ঔষধ, টিকা, সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং বিপণন ব্যবস্থা চালু রাখা হয়;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার রোধে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য মিডিয়াতে প্রাণিজ বিভিন্ন উপজাত গ্রহণের উপকারিতা এবং রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের সহযোগিতায় সকল গ্রাহকের নিকট 'নিয়মিত মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম খাই-রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই' শীর্ষক SMS প্রেরণ করা হয়;
- উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে ভ্রাম্যমাণ বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কোভিডকালে প্রায় ৯,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয়েছে;

চিত্র: কোভিডকালে ভ্রাম্যমাণ মাছ, দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম।

- কোভিড-১৯ এর ফলে অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রয় কার্যক্রম অধিক সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ১৮ লক্ষ গবাদিপশুর তথ্য আপলোড করা হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ২,৭৩৫ কোটি টাকার প্রায় ৪ লক্ষ গবাদিপশু বিক্রয় করা হয়েছে।

(২) কোভিডকালে প্রদত্ত প্রণোদনা:

- কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ৬,৭৯,৭৭১ জন খামারিকে ৮১৮.৮৩ কোটি টাকা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে ১,৫৫,৯৭২ জনকে ৮৪ কোটি টাকার উৎপাদন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬৩,০৮১ জন খামারিকে ১,৪৪৩ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

চিত্র: কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিদের নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

(৩) নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগসমূহের 'ইনোভেশন শোকেসিং-২০২১' শীর্ষক কর্মশালা:

- ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের 'ইনোভেশন শোকেসিং, ২০২১' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;

- ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৮টি দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ স্ব স্ব ইনোভেশন টিমসহ উক্ত শোকেসিং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন;
- শোকেসিং অনুষ্ঠানে ৩১টি নতুন আইডিয়া এবং ১টি রেপ্লিকেবল আইডিয়া উপস্থাপন করা হয়। যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাছাই করা হয়;
- মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা, চ্যাপা শুটকি প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ, রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর গর্ভ পরীক্ষা, পোল্ট্রি খামারে গবেষণা কার্যক্রমে ডিজিটাল রেকর্ডিং সিস্টেম, ডিজিজ এন্ড ভ্যাকসিন ক্যালেন্ডার, IoT (The Internet of Things) ভিত্তিক পানির গুণাগুণ পরিমাপক স্মার্ট ডিভাইস, তৃণমূল পর্যায়ে গবাদিপশু পালন, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রশিক্ষণ ও ঔষধ সরবরাহ, ই-কার্প ব্রিডিং মোবাইল এ্যাপস এবং চিংড়ির রোগ বাতায়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

মৎস্যখাত সম্পর্কিত:

(৪) জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌যাপন:

- ২১-২৭ জুলাই ২০২০ মেয়াদ পর্যন্ত দেশব্যাপী ‘মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌যাপিত হয়েছে। ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের মাধ্যমে ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০’ উদ্বোধন করেন। ২৫ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার কর্তৃক সংসদ ভবন লেকে; রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার লেকে এবং মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইডেন মহিলা কলেজ পুকুরে, ২৬ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টর পার্কের পুকুরে এবং ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ধানমন্ডি লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১০টি দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২০ উপলক্ষ্যে গণভবন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ।

(৫) অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ:

- ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জলাশয়ে ৪.২৭৫ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্ত করা হয়। রাজস্ব খাতে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে ৪৮৭টি উপজেলায় মোট ২১৭.৩৯ মেট্রিক টন পোনা অবমুক্ত করা হয়।

(৬) অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মেরামত:

- অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে বিদ্যমান মোট অভয়াশ্রমের সংখ্যা ৪৯৪টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৩৩৩টি মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মেরামত করা হয়েছে। সুফলভোগীর সংখ্যা ১.২৮ লক্ষ, বিদ্যমান অভয়াশ্রমসমূহ রাজস্ব খাতের আওতায় ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে।

(৭) হালদা নদী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা:

- হালদা নদী বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছের এক অনন্য প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র এবং একমাত্র বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জিন ব্যাংক। প্রাকৃতিক উৎস হালদা নদী হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮,৫৮০ কেজি ডিম আহরিত হয়েছে যা থেকে ১০৫.৭২৫ কেজি রেণু উৎপাদিত হয়েছে;
- হালদা নদী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি নিয়মিত অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। হালদা নদী রক্ষায় টেকসই ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ফেজ-১)' প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৮) জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান:

- জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা, ২০১৯' আলোকে জেলেদের নিবন্ধন ও তালিকা হালনাগাদকরণ অব্যাহত রয়েছে। হালনাগাদের ফলে বর্তমানে নিবন্ধিত মোট জেলের সংখ্যা ১৬,৮০,৯৭৮ জন। 'নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৯'-এর আওতায় ২০২০-২১ আর্থিক সালে স্থায়ীভাবে অক্ষম ২ জন জেলেকে ও ৪৯টি নিহত জেলে পরিবারকে মোট ২৫ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(৯) প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম:

- ১৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ২২ দিন মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়;
- মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৩৬ জেলার ১৫২ উপজেলার ইলিশ আহরণে বিরত ৫,২৮,৩৪২টি জেলে পরিবারকে ২০ কেজি হারে ১০,৫৬৬.৮৪ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়;
- এ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (র‍্যাব, বিজিবি, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, নৌ-পুলিশ, মাঠপ্রশাসন) সহযোগিতায় ২,৬৪০টি মোবাইল কোর্ট, ১৯,৮১৮টি অভিযান পরিচালিত হয়, এ সকল অভিযান/মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৪৫.৪১৩ মেট্রিক টন ইলিশ, ১,২৯১.৪৫ লক্ষ মিটার জাল জব্দ করা হয় এবং ৬,৯০৪টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৫,৫৩৩ জনকে জেল ও ৯০.৮৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

(১০) জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নভেম্বর ২০২০-মে ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত ১,৪৩৫টি মোবাইল কোর্ট ও ৮,২৯৮টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৪২০.৭৪ মেট্রিক টন জাটকা, ১,৫৮০.৭৮ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ এবং ১,৪১৬টি মামলা দায়ের করার মাধ্যমে ৪৮.৯২ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৭৭৩ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে এবং জব্দকৃত মালামাল নিলামে বিক্রির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৫২.৪৫ লক্ষ টাকা;
- জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি-মে ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে চার মাসে ৩,৭৩,৯৯৬টি জেলে পরিবারকে মোট ৫৬,২২৪.৮৮ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়েছে।

(১১) জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ২০২১ উদ্‌যাপন:

- ৪-১০ এপ্রিল ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত জাটকাসমৃদ্ধ ২০টি জেলা এবং ২০টি জেলার আওতাধীন ৯৮টি উপজেলায় 'মুজিববর্ষে শপথ নেবো, জাটকা নয় ইলিশ খাবো' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ২০২১ উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ২০২১ উপলক্ষ্যে সারাদেশে মাছ বাজার ও আড়তে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করা হয়।

(১২) সম্মিলিত বিশেষ অভিযান, ২০২১:

- মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী বেহন্দি ও অন্যান্য অবৈধ জাল নির্মূলে ১৭টি জেলায় জানুয়ারি ২০২১ মাসে দুই ধাপে 'সম্মিলিত বিশেষ অভিযান' পরিচালনা করা হয়। এ সময় ৪৯২টি মোবাইল কোর্ট ও ১,৬৮১টি অভিযানের মাধ্যমে ১১১ জনকে জেলেকে কারাদন্ড ও ৯.৬৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়সহ ২,৪৪৮টি বেহন্দি জাল, ২৭৪.১৮ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল, ৩,২৫৫টি অন্যান্য জাল, ৭৭,৬৫৪টি নৌকা/অন্যান্য সরঞ্জামাদি এবং ৪৪.২৯ মেট্রিক টন জাটকা আটকা করা হয়।

(১৩) সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা:

- 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০' ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। 'সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের মোট পরিমাণ ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৪ হাজার ৩২৯ টাকা;
- ২০২১ সালে ৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম মহানগরীসহ উপকূলীয় ১৪ জেলার ৬৬টি উপজেলার মোট ২,৯৮,৫৯৫ জেলে পরিবারকে ৮৬ কেজি হারে মোট ২৮,৬২৪.৯০ মেট্রিক টন চাল ভিজিএফ হিসাবে বিতরণ করা হয়;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক ৬টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনাসহ বঙ্গোপসাগরে ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত ৩১টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে;
- বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় জয়েন্ট ভেঞ্চারে টুনা ও টুনাজাতীয় মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে ইনফিনিটি মেরিটাইম রিসোর্স এ্যান্ড রোবোটিক্স টেকনোলজি লিঃ-এর অনুকূলে লং-লাইনার প্রকৃতির একটি এবং পার্স সেইনার প্রকৃতির একটি ফিশিং বোট আমদানির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।
- National Plan of Action (NPOA) - IUU Fishing, Bangladesh মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন করা হয়েছে।

(১৪) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম:

- Japan Fast Trade Ltd (SAT-134) ও Farid Nine Stars Agro Foods (BD) Ltd. (SAT-141) নামীয় মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (নরম কাঁকড়া) কারখানাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে EU approval-এর জন্য DG-SANTE-এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং কারখানাগুলি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে চিংড়ি ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছে;
- বাংলাদেশ হতে রাশিয়ান ফেডারেশনে মৎস্য পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে রাশিয়ার Rosselkhoznadzor কর্তৃক প্রেরিত Register of companies of third countries এ বাংলাদেশের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের তালিকা হালনাগাদ করে Rosselkhoznadzor কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ হতে রাশিয়ায় মৎস্য ও মৎস্য পণ্য, মৎস্য খাদ্য ও আর্টেমিয়া সিস্ট আমদানির বিষয়ে K.V Savenkov, Deputy Head, The Federal Service of Veterinary and Phytosanitary Surveillance of the Russian Federation (Rosselkhoznadzor), Russian Federation- কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- রাশিয়ান ভেটেরিনারি কর্তৃপক্ষ (Rosselkhoznadzor) কর্তৃক রাশিয়াতে মৎস্য ও মৎসপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশস্থ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা Apex Foods Limited (CTG-35)-এর উপর আরোপিত সাময়িক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে;
- চীনে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে সনদ স্বাক্ষরের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরের নমুনা বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মাশিয়াল কাউন্সিলরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে;
- চীনে কাঁকড়া ও কুঁচিয়া মাছ রপ্তানিতে অচলাবস্থা নিরসনে গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- চীনে কাঁকড়া ও কুঁচিয়া মাছ রপ্তানিতে অচলাবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ৩০ নভেম্বর তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভায় প্রতিষ্ঠান প্রোফাইল উপস্থাপনকারী ৫টি প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে এবং ৫টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত তালিকা চীনের বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়েছে এবং রপ্তানি পুনরায় চালু হয়েছে;
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের U.S.Department of Commerce-এর National Oceanic and Atmospheric Adminstration-এর আওতাধীন National Marine Fisheries Service কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Seafood Import Monitoring Program-এর আওতায় ১৩ প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য বা মৎস্যপণ্যের তথ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে;
- অস্ট্রেলিয়ায় রন্ধন ব্যতীত চিংড়িপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার New interim import conditions-এর শর্তানুযায়ী স্বাস্থ্যকরত্ব সনদের নতুন ফরম্যাট অস্ট্রেলিয়া সরকারের Department of Agriculure, Water and the Environment (DAWE) কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং DAWE কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;
- দক্ষিণ কোরিয়ার National Fishery Product Quality Management Service কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদের ফরম্যাট বিষয়ে আলোচনা সম্পন্ন হয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সনদের ফরম্যাট দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(১৫) National Residue Control Plan (NRCP):

- EU DG-SANTE-এর চাহিদা অনুযায়ী ২০২১ সালে বাস্তবায়নের জন্য National Residue Control Plan (NRCP)-2021 ও নমুনা সংগ্রহের স্থান এবং ২০২০ সালে বাস্তবায়িত NRCP-2020-এর ফলাফল প্রতিবেদন প্রণয়নকরতঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে DG-SANTE-এর নিকট প্রেরণ করা হয়;
- মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ঢাকায় gentamycin sulphonamides, Estradiol Hormone এবং oxalinic Acid পরীক্ষার Method Develop করা হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক চাহিদার আলোকে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে এতদ্‌সংক্রান্ত অধ্যাদেশ রহিত করে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

(১৬) ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়):

- প্রকল্পের আওতায় ৪,৪১০ জন আরডি/এফ এফ, ২৫০ জন লিফ এবং ৫৪০ জন সিবিজি সদস্যকে প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজের আওতায় মোট ৭৩৫টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন এবং ২৭টি সিবিজি গঠন ও ৮টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা হয়েছে।

(১৭) রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প:

- প্রকল্পের আওতায় ২০টি বিল নার্সারি খনন, ২০টি অভয়াশ্রম স্থাপন ও ২২টি অভয়াশ্রম মেরামত, ৬৭০ জন সুফলভোগীর মধ্যে ছাগল, সেলাই মেশিন ও ভ্যান বিতরণ করা হয়েছে। ৬,৫০০ জনকে উন্নত প্রযুক্তিতে মাছচাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ছোট মাছের চাষ বিষয়ক ৬৫টি প্রদর্শনী, উন্নত প্রযুক্তিতে মাছচাষের ৬০টি প্রদর্শনী, গলদা-কার্প চিংড়ি চাষের ৩২টি প্রদর্শনী এবং কই/তেলাপিয়া/পাঙ্গাস মাছের ৬৫টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

(১৮) ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২):

- প্রকল্পের আওতায় ৪৮,২১০ জন সুফলভোগীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫,০৭৪টি মাঠদিবস আয়োজন, ২৩টি বিল নার্সারি স্থাপন, ৫টি বিলে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং ২৩টি বিলে ১০,০৯৫ কেজি দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। নাটোরের সিংড়া ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় ২টি মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা কেন্দ্রের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২২টি উপজেলা মৎস্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠিত হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে মোট ৪,০৯৮ মেট্রিক টন মাছ বিক্রয় হয়েছে, যার মধ্যে ৮০৩.৩৮ মেট্রিক টন মাছ অনলাইন ওয়েবসাইট/এ্যাপস (pofishmarket.com)-এর মাধ্যমে বিক্রয় হয়েছে। ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭০টি উপজেলায় অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়।

(১৯) জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প:

- প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,১২৫ জন মৎস্যচাষিকে প্রশিক্ষণ, উন্নয়নকৃত জলাশয়ে ৩১৬টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও ৩,৫৯০টি বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। ১০,০২১.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,১৫০টি পুকুর-দিঘী/খাল/মরা নদী/বরোপিট পুনঃখনন করা হয়েছে।

(২০) বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প:

- প্রকল্পের আওতায় ১,৭৬০ জন মৎস্যচাষিকে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ও ১৪,৫৬০ জন নিবন্ধিত জেলেকে বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৩১টি মাঠদিবস ও পেন, খাঁচা ও পুকুরে মাছ চাষের জন্য ৪৬টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। ১৪,৩৩০ জন নিবন্ধিত জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে

উপকরণ সহায়তা হিসাবে ছাগল/ভেড়া/সেলাই মেশিন/ভ্যান/বাছুর এবং ২,৫০০ জন নিবন্ধিত জেলের মধ্যে ৫০০টি মৎস্যবান্ধব বেড় জাল বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লায় একটি ট্রেনিং সেণ্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

(২১) সাসটেইনেবল কোস্টাল এ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট:

- আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে সমুদ্রে Acoustic Survey পরিচালনার জন্য FAO-কে অনুরোধ করা হয়েছে। 'Marine Fisheries Management Plan' এবং 'Bangladesh Industrial Marine Fisheries Management plan'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পর গত দুই বছরে ৮০৬টি ব্যাচে ২৪,৫০৬ জন পুরুষ এবং ৬৪৪ জন নারীসহ মোট ২৫,১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসাবে ২০০টি চিংড়ি ক্লাস্টারের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ১০০ কোটি টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(২২) প্রাণিসম্পদ খাত সম্পর্কিত:

- ১ জুন বিশ্ব দুগ্ধ দিবস এবং ২৭ এপ্রিল বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন ডেইরি, ছাগল ও মহিষের খামারে ১১,২৭,৫৬১ লিটার দুধ, ৫৮৬টি গাভীর বাচ্চা, ১,৫২১টি ছাগীর বাচ্চা, ৬৭টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে এবং ৭২৬টি পাঁঠা বিতরণ হয়েছে;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন হাঁস-মুরগি খামারে ৯৬,২৭,১৩৩টি ডিম, ৩৮,৬৭,৯৩৫টি হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে;
- অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যক্রমের আওতায় পোল্ট্রি টিকা প্রদানকারী কর্মী ৯,৮৯৪ জন, হাঁস পালনে ২১,৩৮২ জন, দুগ্ধ উৎপাদন বিষয়ে ৪৮,২২৪ জন, গবাদি হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ে ৫৭,৭৬৮ জন, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে ২১,৬৩৮ জন, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন বিষয়ে ১১,৯২৮ জন, ব্রয়লার উৎপাদন বিষয়ে ১০,৪৬৮ জন, লেয়ার উৎপাদন বিষয়ে ৩,৫১৫ জন এবং সোনালী মুরগী পালন বিষয়ে ৮,৩৪৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর জন্য সর্বমোট ৩১,০২,২৩,৪৪৭ ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে;
- সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৯,৮৪,৩৭,০৭৭টি হাঁস-মুরগি, ১,০৯,৪৭,৭৪২টি গবাদিপশু এবং ৫৩,১২৭টি পোষা প্রাণীর চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে;
- প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২৮,৯৫,১৯,৭৩৮ ডোজ হাঁস-মুরগি এবং ২,২০,৬৭,৪২৫ ডোজ গবাদিপশু সর্বমোট ৩১,১৫,৮৭,১৬৩ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে;
- কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩৮,৮৭,৮৫০ ডোজ হিমায়িত ও ৫,৫৩,৮২০ ডোজ তরলসহ সর্বমোট ৪৪,৪১,৬৭০ ডোজ সিমেন উৎপাদিত হয়েছে;
- সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় ৩৮,৪৩,৫৩৩ ডোজ হিমায়িত ও ৫,২১,৪০০ ডোজ তরলসহ সর্বমোট ৪৩,৬৪,৯৩৩ ডোজ সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- ক্যাডিডেট বুল তৈরির সংখ্যা ৫০টি।

(২৩) ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প (আইএলএসটি):

- প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, ডুমুরিয়া এবং নাসিরনগর আইএলএসটি'র বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন, ছাত্রী হোস্টেল, বৈদ্যুতিক কাজ চলমান রয়েছে।

(২৪) মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়):

- প্রকল্পের আওতায় বিএলআরআই হতে ১০টি মহিষ সংগ্রহ, ১৮.৪৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ এবং সাভার, ঢাকা খামারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(২৫) উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প:

- প্রকল্পের আওতায় ৬০০ জন সুফলভোগীকে ১,৮০০টি ভেড়া সরবরাহ করা হয়েছে। ৭৫ জন সুফলভোগীকে ১,৫০০টি মুরগী সরবরাহ করা হয়েছে। ২,২৫০ সুফলভোগীদের মধ্যে ৪৫,০০০ হাঁস বিতরণ করা হয়েছে। ভেড়া খামারীদের মধ্যে ৯৯ মেট্রিক টন এবং হাঁস খামারীদের মধ্যে ৫৬৫ মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১,২৫০ জন খামারীকে ভেড়া, হাঁস ও মুরগীর ঘর প্রদান করা হয়েছে। মেডিসিন ও ভ্যাকসিন সরবরাহ চলমান আছে।

(২৬) আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প:

- প্রকল্পের আওতায় ১৮,৯২৫ জন সুফলভোগী খামারীর মধ্যে কৃমিনাশক, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স বিতরণ করা হয়েছে।

(২৭) পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প:

- প্রকল্পের আওতায় ১,৩০০ জন ভলান্টিয়ার ও ভ্যাকসিনেটরদের এক দিনের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩৫ লক্ষ ডোজ ক্ষুরা রোগের ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা ক্রয় করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলায় ৪,৪৯৮টি আইসপ্যাকসহ কুলবক্স সরবরাহ করা হয়েছে।

(২৮) Preventing Anthrax & Rabies in Bangladesh by Enhancing Surveillance & Response Project:

- প্রকল্পের আওতায় ৫০,০০০টি পাবলিক এ্যাওয়ারনেস ম্যাটেরিয়াল বিতরণ করা হয়েছে, ১৩ জন Community Animal Health Worker (CAHW) এবং ১৭ জন FDIL/CDIL Staff-এর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩৭৯টি এনথ্রাক্স ও ৪টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২৯) সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প:

- প্রকল্পের আওতায় ২১১টি সুফলভোগী পরিবারের মধ্যে উন্নত জাতের ক্রসব্রিড বকনা ও অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। উন্নত জাতের ক্রসব্রিড প্যাকেজের আওতায় ৩,১০৫টি সুফলভোগী পরিবারকে ২৯৯ মেট্রিক টন দানাদার প্রাণিখাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

(৩০) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন:

- কর্পোরেশনের আওতাধীন রাঙ্গামাটি, হাওড় অঞ্চল এবং উপকূলীয় অঞ্চলের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ২৪,০২৩ মেট্রিক টন মাছ অবতরণ হয় যা থেকে রাজস্ব আয় হয় ১,৪০৫.৮১ লক্ষ টাকা। কর্পোরেশনের আওতাধীন

কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ৭৪,৭৩৭ মেট্রিক টন মাছ প্রক্রিয়াজাত/সংরক্ষণ করা হয় যা থেকে ১২৮.৮৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়।

(৩১) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট:

- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ৪টি মাছের (জাতপুটি, আঙ্গুস, খলসে ও বৈরালি) মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করেছে। মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের লাইভ জিন ব্যাংক স্থাপন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। নতুন উদ্ভাবিত 'সুবর্ণ রুই' জাতটি মৎস্য অধিদপ্তর ও বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৩৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(১) মন্ত্রিসভা-বৈঠক: ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৩৩টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষাপূর্বক মোট ১৫৯টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত শুদ্ধতা যাচাই করে সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদানপূর্বক ৫টি সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত প্রেরণ করা হয়।

(২) মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ২৫০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এর মধ্যে ১৭৭টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ৭৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। গত তিন অর্থবছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নে দেয়া হলো:

অর্থবছর / বিষয়সমূহ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	মন্তব্য
মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৩১	২৭	৩৩	করোনার কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নের হার কম।
গৃহীত সিদ্ধান্ত	২৭৪	২৪৯	২৫০	
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার)	২৩৫ (৮৫.৭৭ শতাংশ)	১৯১ (৭৭ শতাংশ)	১৭৭ (৭০.৮০ শতাংশ)	

(৩) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার): প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নিকার-এর কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

(৪) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৪৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৭৫৪টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৭১৯টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(৫) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৬৮টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৬৫টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(৬) নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি: ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৭) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’, ‘একুশে পদক’, ‘বেগম রোকেয়া পদক’ এবং ‘জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার’ প্রদানের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়:

চিত্র: স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান।

- ০১ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০২১’ প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ হচ্ছেন – স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে মরহুম এ কে এম বজলুর রহমান; শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার; মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ; মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ড. মৃন্ময় গুহ নিয়োগী; সাহিত্য ক্ষেত্রে মহাদেব সাহা; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জনাব আতাউর রহমান; গাজী মাজহারুল আনোয়ার; সমাজসেবা/জনসেবা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডা. এম আমজাদ হোসেন এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

চিত্র: স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান।

- ৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ৯টি ক্ষেত্রে ২১ জন সুধীকে 'একুশে পদক, ২০২১' প্রদান করা হয়। সুধীগণ হচ্ছেন– ভাষা আন্দোলন ক্ষেত্রে মরহুম মোতাহার হোসেন তালুকদার (মোতাহার মাস্টার), মরহুম শামছুল হক এবং মরহুম আফসার উদ্দীন আহমেদ (এ্যাডভোকেট); শিল্পকলা (সংগীত) ক্ষেত্রে বেগম পাপিয়া সারোয়ার; শিল্পকলা (অভিনয়) ক্ষেত্রে জনাব জনাব রাইসুল ইসলাম আসাদ এবং সালমা বেগম সুজাতা (সুজাতা আজিম); শিল্পকলা (নাটক) ক্ষেত্রে জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার; শিল্পকলা (চলচ্চিত্র) ক্ষেত্রে সৈয়দ সালাউদ্দীন জাকী; শিল্পকলা (আবৃত্তি) ক্ষেত্রে ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; শিল্পকলা (আলোকচিত্র) ক্ষেত্রে জনাব পাভেল রহমান; মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে জনাব গোলাম হাসনায়েন, জনাব ফজলুর রহমান খান ফারুক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুমা সৈয়দা ইসাবেলা; সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে জনাব অজয় দাশগুপ্ত; গবেষণা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. সমীর কুমার সাহা; শিক্ষা ক্ষেত্রে বেগম মাহফুজা খানম; অর্থনীতি ক্ষেত্রে ড. মির্জা আব্দুল জলিল; সমাজসেবা ক্ষেত্রে প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামান; ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে কবি কাজী রোজী, জনাব বুলবুল চৌধুরী, জনাব গোলাম মুরশিদ;
- ২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে পাঁচজন বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব-কে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০২০' প্রদান করা হয়। পদকপ্রাপ্ত নারী ব্যক্তিত্বগণ হচ্ছেন- নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার; পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কর্নেল (ডাঃ) নাজমা বেগম, এসপিপি, এমপিএইচ; নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মঞ্জুলিকা চাকমা; সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে বেগম মুশতারী শফি (বীর মুক্তিযোদ্ধা) এবং নারী অধিকারে অবদানের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদা আক্তার;
- ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬টি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২টি প্রতিষ্ঠান এবং ৩৩ জন বিশিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলী ও চলচ্চিত্রকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯' প্রদান করা হয়;
- মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক: ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২০ সালে ২ জন সুধী ও ১টি প্রতিষ্ঠানকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক' প্রদানের সুপারিশ করা হয়;
- বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক নীতিমালা-২০২১: ১ মার্চ ২০২১ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক নীতিমালা-২০২১'-এর খসড়া অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা-২০২০: ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা-২০২০'-এর খসড়া অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদক প্রদান নীতিমালা-২০২০ (সংশোধিত): ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদক প্রদান নীতিমালা-২০২০ (সংশোধিত)'-এর খসড়া অনুমোদনের সুপারিশ করা হয় ।

(৮) মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের গত তিন অর্থবছরের বৈঠক: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত তিন অর্থবছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো:

অর্থবছর / কমিটিসমূহ	২০১৮-১৯ বৈঠক সংখ্যা	২০১৯-২০ বৈঠক সংখ্যা	২০২০-২১ বৈঠক সংখ্যা
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৬টি	৩০টি	৪৮টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২১টি	২২টি	৩৭টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৩টি	০৪টি	০৬টি

(৯) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি: মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ এবং ঢাকা জেলার দোহার পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণের প্রস্তাবসমূহ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র (নিকার) সভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যশোর জেলার যশোর পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কাজলা ও বোয়াইল ইউনিয়নের বিরোধপূর্ণ অংশ বিয়োজন করে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলা/থানার সঙ্গে সংযোজন করে মাদারগঞ্জ উপজেলা ও থানার সীমানা পুনর্গঠন এবং সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাধীন শ্যামনগর পৌরসভা গঠনের প্রস্তাবসমূহ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র (নিকার) সভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা জেলার দোহার পৌরসভার সীমানা সংকোচন; ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সীমানা সম্প্রসারণ; এবং মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার ডাসার থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণের প্রস্তাবসমূহ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র (নিকার) সভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

(১০) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি: ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে ১,৭৬৫টি সামরিক পদ, ৮,৪২০টি ক্যাডার পদ ও ২৮,৮৩৮টি নন-ক্যাডার পদসহ সর্বমোট ৩৯,০২৩টি পদ সৃজন এবং ১,৪৪২টি পদ বিলুপ্তি; ৪৬টি নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা/নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন; জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও সেতু বিভাগের Allocation of Business সংশোধন; বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালকের পদ গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ এ উন্নীতকরণ; তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনপূর্বক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় নামকরণ; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অফিস সময়সূচি ও সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ; গোপনীয় অনুবেদন ফরম ও গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা, ২০২০ অনুমোদন; বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদের বেতন গ্রেড ১১ হতে ১০ এ উন্নীতকরণ; ফায়ারম্যান পদবি পরিবর্তন করে ফায়ার ফাইটার নামকরণ; মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ডিপ্লোমাধারী সিনিয়র স্টাফ নার্সদের বেতন গ্রেড ১১ থেকে ১০ এ উন্নীতকরণ; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আইসিটি অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখাকে মধ্যম ক্যাটেগরি থেকে বিশেষ ক্যাটেগরিতে অন্তর্ভুক্তকরণ; ৬ মাসের কম বয়সী শিশু সন্তানসহ চাকরিতে নবযোগদানকারী মহিলা কর্মচারীগণের মাতৃত্বকালীন ছুটির (বাচ্চার বয়স ৬ মাস না হওয়া পর্যন্ত) বিধানকরণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত Bangladesh Service Rules (Part-1)-এর Rule 197 এর sub-rule (1) সংশোধন; বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর '১ ফিল্ড রেজিমেণ্ট আর্টিলারি'-এর নাম পরিবর্তন করে 'মুজিব রেজিমেণ্ট আর্টিলারি' ও ৩২ ফিল্ড রেজিমেণ্ট আর্টিলারি'- এর নাম পরিবর্তন করে 'রওশন আরা রেজিমেণ্ট আর্টিলারি' নামকরণ এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল-এর পদমর্যাদা গ্রুপ ক্যাপ্টেন থেকে এয়ার কমোডর পদে উন্নীতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

(১১) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি: ২০২০-২১ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৩টি সভায় ৫টি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। উপস্থাপিত ৫টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩টি প্রস্তাব কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়।

(১২) সচিব সভা: মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট একটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোট ৭টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৩) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা: ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৯১টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১৪) আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির সভা: ২০২০-২১ অর্থবছরে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডির আওতাধীন 'দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন হাটে Two Storied Rural Market Building নির্মাণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

(১৫) করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

(১৬) করোনা সংক্রান্ত সমন্বয় সভা: সারাদেশে করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য জুন ২০২১ মাসে পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ভিডিও কনফারেন্স করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

(১৭) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা: ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক্-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৭৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার শতভাগ।

(১৮) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর সভা: ২০২০-২১ অর্থবছরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৯৩তম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ১৯৪তম, ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে ১৯৫তম এবং ২৫ মে ২০২১ ১৯৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১৯) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন: (১) রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন সংহতকরণ ও একটি দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা মূল্যায়ন করা হয়।

(২০) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ গড়ে ৬৯.০৭ শতাংশ নম্বর অর্জন করেছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৯০ শতাংশের উর্ধ্বে; ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৮০-৮৯ শতাংশ; ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৭০-৭৯ শতাংশ; ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৬০-৬৯ শতাংশ এবং ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৬০ শতাংশের নিম্নে নম্বর অর্জন করেছে।

(২১) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২২) মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে বাস্তবায়িত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ওপর ফিডব্যাক প্রশিক্ষণ এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে বাস্তবায়িত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ওপর ফিডব্যাক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সমূহের ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ওপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রৈমাসিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২৪) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন National Integrity Strategy Support Project, Phase-2 এর আওতায় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মশালা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন National Integrity Strategy Support Project, Phase-2-এর মাধ্যমে ৮টি উপজেলা পরিষদে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ ও কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট ২০১৯-২০-এর ওপর ফিডব্যাক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২৬) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' অনুযায়ী সিনিয়র সচিব/সচিব পর্যায়ে জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়ে জনাব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি আপিল বোর্ড (সাবেক বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত গ্রেড-২ হতে গ্রেড-১০ ভুক্তদের মধ্যে ইয়াসমিন বেগম, যুগ্মসচিব (রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা) এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্তদের মধ্যে জনাব আল আমিন, কম্পিউটার অপারেটর (সাধারণ অধিশাখা)-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ প্রদান করা হয়েছে।

(২৭) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭-এর হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি হালনাগাদ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২৮) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন: সরকারি দপ্তরসমূহে ফলাফলধর্মী কর্মসম্পাদনে উৎসাহ প্রদান এবং দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট সকল সরকারি অফিসে এপিএ বাস্তবায়নের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করে থাকে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠপর্যায়ের প্রায় সকল সরকারি অফিসে এপিএ বাস্তবায়িত হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য 'সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন' সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জনের ভিত্তিতে প্রথম ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সম্মাননা এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২১-২২ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের এপিএ'র সমন্বিত মূল্যায়নের জন্য শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন, সিটিজেন চার্টার ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে;
- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক এপিএ'তে জনবান্ধব বিশেষ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে;

❖ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) সহ সরকারের বিভিন্ন নীতি-পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ফলে এ সকল লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও ফলাফল অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

(২৯) ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন: ২০২০-২১ অর্থবছরে ই-নথি ব্যবহারকারী অফিসের সংখ্যা (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর সংস্থাসহ) ৮১৪৮টি এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২,২৫,২৫,৭৫২ জন। মন্ত্রণালয়/বিভাগের ই-ফাইলিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ, পরিবীক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে ৪টি কর্মশালা এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৯ থেকে ১৬ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তিন দিনব্যাপী ১০টি ব্যাচে **'ই-নথি ব্যবস্থাপনা'** প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৩০) ৫১,৫১২-এরও অধিক সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইটের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন' প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। ৫১,৫১২-এর মধ্যে ৩৩,২৯৬টি অফিস পোর্টাল যুক্ত আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১৮,২১৬টি দপ্তর যুক্ত করার কার্যক্রম চলমান থাকবে। পরবর্তী সময়ে নতুন কোন সরকারি দপ্তর সৃষ্টি হলে যুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবপোর্টালের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদকরণ ৪টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৩১) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে নিয়ে এ পর্যন্ত ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়টি এপিএ'তে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহ প্রদান এবং প্রকল্প প্রণয়নে এটুআই-এর মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

(৩২) জেলা ব্র্যান্ডিং: বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে 'জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের' উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে সকল জেলা ব্র্যান্ডিং লোগো এবং ব্র্যান্ডবুক তৈরি করেছে। জেলা ব্র্যান্ডিং বুক-এর পুনর্মুদ্রণের কাজ চলমান রয়েছে। ব্র্যান্ডিং পণ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সহজে বাজারজাতকরণের জন্য 'একশপ' (Ekshop) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সুযোগ সৃষ্টি এবং সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম সম্প্রাসারণের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ৭টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৩৩) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) হলো সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কোন নাগরিক তার প্রত্যাশিত সেবা না পেলে তবে তা প্রতিকারের অনলাইনভিত্তিক (www.grs.gov.bd) একটি প্ল্যাটফর্ম। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে জিআরএস সফটওয়্যারে অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া পূর্বের তুলনায় সহজ করা হয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় রেজিস্ট্রেশন, অভিযোগ দাখিল এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের সমন্বিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(৩৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৮টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ৬টি সিটি কর্পোরেশন-এর সর্বমোট ৫৫৬ জন কর্মকর্তাকে জিআরএস এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জিআরএস এবং জিআরএস সফটওয়্যার-এর বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Platforms for Dialogue (P4D) প্রকল্পের সহায়তায় ২১টি জেলার ৫২৫ জন সাংবাদিককে (প্রতিটি জেলা হতে ২৫ জন সাংবাদিক) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২টি জেলার ৩৬০ জন স্বেচ্ছাসেবককে (বিভিন্ন শ্রেণি পেশার) জিআরএস এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জিআরএস বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৩৩-এর সঙ্গে জিআরএস-এর সংযোগ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(৩৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রম: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) নির্দেশিকা ২০১৭ অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম্যাটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২১-২২ এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেবা প্রদান পদ্ধতিতে সংস্কার ও উদ্ভাবন আনয়ন। এছাড়া ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৭৮টি দপ্তর/সংস্থা, ৮টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ৬টি সিটি কর্পোরেশনের মোট ৪১০ জন কর্মকর্তাকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে ১,০৮৫ জন কর্মকর্তাকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ৩-৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার মনোনয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five Accountability Tools) সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো (Logo) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী আপলোডের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ওয়েবসাইট নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে মতামত/নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

(৩৬) ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম: জনসেবায় উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সূচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, জেলা এবং উপজেলা বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করে থাকে। উদ্ভাবনী কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ১৪টি এবং উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশন বিষয়ক ৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনসমূহ নিয়ে উদ্ভাবন সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।

(৩৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে নাগরিক বা সেবা গ্রহণকারীর সুবিধার্থে ২০১৬ সাল থেকে এ যাবৎ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ৫৫৭টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিবছর মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা নূন্যতম একটি সেবা প্রক্রিয়া সহজ করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সহজিকৃত সেবাসমূহ নিয়ে সেবা সহজিকরণ সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।

(৩৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ডিভাইস, তথ্য সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২০ জারি করা হয়েছে। সরকারি দপ্তরে ২,৪২৫টি নাগরিক সেবার মধ্যে ১,০০০টি সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। অবশিষ্ট নাগরিক সেবা ডিজিটাল করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটুআই-এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশ সেবা ডিজিটাল করা হবে এবং ২০২২ সালের মধ্যে শতভাগ সরকারি সেবা ডিজিটাল করা হবে। পরবর্তী সময়ে নতুন কোন সেবা সৃষ্টি হলে ডিজিটাল করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ এবং ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে E-service monitoring committee রয়েছে। ডিজিটাল কার্যক্রমের জটিল বিষয়সমূহ সমাধানের জন্য 'Digital Service Digital Lab (DSDL)'; সকল সরকারি সেবা এক প্ল্যাটফর্মে প্রাপ্তির জন্য 'একসেবা' (Ek-seba); Mobile App-এর মাধ্যমে সরকারি সেবা পাওয়ার জন্য 'My Gov'; 'একসেবা' ও 'My Gov'-এর সেবাসমূহ কল সেন্টারের মাধ্যমে জানার জন্য '333' এবং Digital Identity Verification-এর জন্য 'পরিচয়' সফট্ওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩৯) সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) কার্যক্রম: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস)-এর বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Make Every Life Count' অর্জনে বাংলাদেশে একটি সমন্বিত ও কার্যকর সিআরভিএস ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৯ অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম-নিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে সিআরভিএস বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সিআরভিএস-এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তাসহ সরকারের সকল সেবা অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা (Integrated Service Delivery Platform -ISDP) গড়ে তোলা হবে।

(৪০) এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের দেশসমূহে সিআরভিএস বাস্তবায়নের বিষয় সমন্বয় করছে জাতিসংঘের অন্যতম সংস্থা Economic and Social Commission of Asia and the Pacific (ESCAP)। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ESCAP-এর Regional Action Framework (RAF) এর বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণসহ তাদের কর্তৃক আয়োজিত Ministerial Conference on CRVS-এ অংশগ্রহণ করছে। সিআরভিএস-এর আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশ হিসাবে ESCAP কর্তৃক নির্ধারিত অভিলক্ষ্য, এ্যাকশন এরিয়া, টার্গেট এবং সূচকসমূহ বাংলাদেশে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে।

(৪১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার সহযোগিতায় গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের নোটিফিকেশন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে 'কালীগঞ্জ মডেল' নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে কালীগঞ্জ মডেল সারাদেশের প্রতিটি বিভাগের একটি জেলার সকল উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে সকল জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৪২) 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আইসিডি কোড অনুযায়ী হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ International form of Medical Certification of Cause of Death (IMCCOD) পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে পরিচালিত হচ্ছে। একইসঙ্গে হাসপাতালের বাইরে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ Verbal Autopsy (VA) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত প্রকল্প চালুর পর মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে 'No cause of death' ডেটা গ্রুপ থেকে 'Cause of death' ডেটা গ্রুপে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১৪টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের প্রায় ১৪,০০০ চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী মৃত্যুর কারণ নির্ণয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মৃত প্রায় ১,৬৫,০০০ মানুষের মৃত্যুর কারণ আইসিডি কোড অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়েছে। যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিএইচআইএস-২ সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশে CRVS and Beyond বাস্তবায়নে সরকারের নেয়া বর্ণিত উদ্যোগসমূহ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-এর বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Leave No One Behind' অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

(৪৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যক্রম: সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন করেছে।

(৪৪) বর্তমান ২০২০-২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৯৫,৬৮৩ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ১৭.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩.১০ শতাংশ। প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা এবং কোভিড-করোনার কারণে কর্মসংস্থানহীন দরিদ্রদের সুরক্ষা দানের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি করেছে।

(৪৫) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুদক্ষ ও যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ২০১৫। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশে জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (২০১৫-২০২৫)। এতে শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের জনগণের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ৩৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

(৪৬) বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১২০টি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) রয়েছে। কার্যক্রমসমূহ আরও নিবিড়ভাবে সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক গুচ্ছ বা থিমেটিক ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সামাজিক কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।

(৪৭) সামাজিক নিরাপত্তার বাস্তবায়ন ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুপারিশের আলোকে আইসিটি ভিত্তিক কতিপয় ব্যবস্থা বিনির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে সুবিধাভোগীর ডেটাবেজ নির্মাণ, সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি এমআইএস, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থ বিতরণ, ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M & E) অন্যতম।

(৪৮) সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রথম পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ ৩০ জুন ২০২১ তারিখে শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের (২০২১-২০২৬) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনাতে ৩৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়ের কাজ করছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনই সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মূল প্রতিপাদ্য।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি:

(৪৯) আইন: 'আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' কর্তৃক নিম্নোক্ত ২২টি আইন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়:

ক্রম	শিরোনাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	তারিখসহ মোট সভা	সুপারিশের তারিখ
১.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২০	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১টি	৮ জুলাই ২০২০
২.	চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (পরিচালনা পর্ষদ) (The Medical college (Governing Bodies) (রহিতকরণ) আইন, ২০২০	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১টি	৫ আগস্ট ২০২০
৩.	চিকিৎসা ডিগ্রি (The Medical Degrees) (রহিতকরণ) আইন, ২০২০	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১টি	৬ আগস্ট ২০২০
৪.	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন আইন, ২০২০	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩টি	৯ সেপ্টেম্বর ২০২০
৫.	বয়লার আইন, ২০২০	শিল্প মন্ত্রণালয়	২টি	২০ সেপ্টেম্বর ২০২০

ক্রম	শিরোনাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	তারিখসহ মোট সভা	সুপারিশের তারিখ
৬.	মহাসড়ক আইন, ২০২০	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩টি	৯ নভেম্বর ২০২০
৭.	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২০	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১টি	১০ নভেম্বর ২০২০
৮.	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২০	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২টি	১ ডিসেম্বর ২০২০
৯.	কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	১টি	৩ ডিসেম্বর ২০২০
১০.	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২০	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২টি	১০ ডিসেম্বর ২০২০
১১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর আইন, ২০২০	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	১টি	১৪ ডিসেম্বর ২০২০
১২.	পেমেণ্ট এ্যান্ড সেটেলমেণ্ট সিস্টেমস আইন, ২০২০	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২টি	১৩ জানুয়ারি ২০২১
১৩.	বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০২১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১টি	২ মার্চ ২০২১
১৪.	ব্যাংক-কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২১	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১টি	২১ মার্চ ২০২১
১৫.	ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২টি	২৪ মার্চ ২০২১
১৬.	বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২০	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৩টি	৪ এপ্রিল ২০২১
১৭.	ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২০	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৩টি	১১ এপ্রিল ২০২১
১৮.	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২১	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১টি	৩১ মে ২০২১
১৯.	বাংলাদেশ পুলিশ (অধস্তন কর্মচারী) কল্যাণ তহবিল, আইন, ২০২১	জননিরাপত্তা বিভাগ	১টি	৬ জুন ২০২১
২০.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১টি	৬ জুন ২০২১
২১.	ঔষধ আইন, ২০২১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪টি	২৩ জুন ২০২১
২২.	অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন, ২০২০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২টি	২৩ জুন ২০২১

জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি:

(৫০) ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০২০' পালনকল্পে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বনানী কবরস্থান ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০২০'পালিত হয়।

(৫১) স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(৫২) ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট জারিকৃত আইনের সংখ্যা ২৯টি। এ সময়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ১০টি নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক অনুমোদন করা হয়।

(৫৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রিসভায় মোট ৩০টি আইনের খসড়া নীতিগত এবং ৩৯টি আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়।

(৫৪) Rules of Business, 1996-এর SCHEDULE I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (জননিরাপত্তা বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ) কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জারি ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(৫৫) দুর্নীতি দমন কমিশনে দুটি পদ শূন্য হওয়ায় জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, সাবেক সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়কে চেয়ারম্যান পদে এবং জনাব মোঃ জহুরুল হক, সাবেক চেয়ারম্যান বিটিআরসি, ঢাকাকে কমিশনার পদে নিয়োগ প্রদান করে ৩ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(৫৬) তথ্য মন্ত্রণালয় (MINISTRY OF INFORMATION)-এর নাম পরিবর্তন করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING) নামকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে জারি ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(৫৭) Rules of Business, 1996-এর SCHEDULE I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এর সেতু বিভাগের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে জারি ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(৫৮) অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স এ্যান্ড পিস (আইইপি) কর্তৃক ১৬৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের শান্তির স্ব-স্ব মাত্রাঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১১ জুন ২০২০ তারিখে গ্লোবাল পিস ইনডেক্স বা বৈশ্বিক শান্তি সূচক (জিপিআই) ২০২০ প্রকাশ করা হয়। উক্ত সূচকে চার ধাপ উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। ২.১২১ জিপিআই স্কোর নিয়ে ১৬৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৭তম। ২০১৯ সালে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০১তম। বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বৈশ্বিক শান্তি সূচক-২০২০'-এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৯) সাবেক ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ -এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬০) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক জননন্দিত মেয়র, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সিলেট শহর ও নগর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জনাব বদর উদ্দিন আহমদ কামরান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬১) দেশবরেণ্য প্রথিতযশা বর্ষীয়ান সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ভাষা-সৈনিক জনাব কামাল লোহানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬২) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সহধর্মিণী লায়লা আরজুমান্দ বানুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৩) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরীর পেশাদারিত্বমূলক অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণকরতঃ তাঁর অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৪) বরেণ্য সংগীতশিল্পী জনাব এন্ডু কিশোরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২২ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৫) মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহকারী একান্ত সচিব এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আবদুল হাই-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা, বাংলাদেশ সরকারের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এ্যান্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ)-এর 'থিমেটিক অ্যাম্বাসেডর হিসাবে মনোনীত হন।

(৬৭) জলবায়ু পরিবর্তন-সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের থিমেটিক অ্যাম্বাসেডর হিসাবে অন্তর্ভুক্তি আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও গৌরবময়, সু সংহত ও উজ্জ্বল করায় মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৮) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব নরেন দাসের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬৯) বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার রাষ্ট্রীয়ভাবে একদিনের শোক পালন করা হয় এবং বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয় ।

(৭০) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতির পিতার গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত এবং প্রণীত আইন/বিধিমালাসমূহের সংকলন প্রকাশের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির দুটি সভা যথাক্রমে ২২ এবং ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৭১) মুক্তিযুদ্ধের ৪ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার বীর উত্তম জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭২) খ্যাতিমান প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রথিতযশা সাহিত্যিক জনাব রাহাত খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৩) উপমহাদেশের বরেণ্য, বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব প্রণব মুখার্জির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে ভারতের সরকার, জনগণ এবং প্রয়াত প্রণব মুখার্জির শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৪) মহান মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল (অব.) মো. আবু ওসমান চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৫) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল, রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন পরামর্শক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে সরকারের প্রধান আইনজীবী জনাব মাহবুবে আলম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ সরকারি সফরে ১৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ২৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে প্রত্যাবর্তন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রস্থান ও প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৭৭) কুয়েতের আমির ও বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ'র ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও কুয়েতের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৮) দেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ-গবেষক জনাব রশীদ হায়দারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ১৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭৯) ১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত 'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২০' অনুযায়ী ক্ষুধা নিবারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন-দ্রুতগামিতার প্রবল প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হয়েছে — দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০২০ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম। অন্যদিকে এই সূচকে পাকিস্তানের অবস্থান ৮৮তম ও ভারতের ৯৪তম। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জিএইচআই)-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের এবারের স্কোর ২০.৪। গতবছর ১১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮৮তম, যেখানে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল ৯৪তম এবং ভারতের ছিল ১০২তম। 'বিশ্ব খাদ্য সূচক ২০২০'-এ অসামান্য অর্জন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করেছে। এ প্রেক্ষাপটে 'বিশ্ব খাদ্য সূচক ২০২০'-এ বাংলাদেশের অবস্থান উন্নততর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ১৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮০) দেশের খ্যাতিমান ও প্রবীণ আইনজীবী এবং সাবেক অ্যাটর্নি-জেনারেল ব্যারিস্টার রফিক-উল হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮১) বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু কুয়েতের আমির শেখ সাবাহ আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সাবাহ-এর ইন্তেকালে ১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে একদিনের শোক পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং মরহুমের রুহের মাগফেরাতের জন্য বাংলাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁর আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

(৮২) বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু বাহরাইনের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স খলিফা বিন সালমান আল খলিফার ইন্তেকালে ১৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে একদিনের শোক পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখাসহ মরহুমের রুহের মাগফেরাতের জন্য বাংলাদেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

(৮৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business, 1996-এর Rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ ফরিদুল হক খানকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগ দান করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(৮৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business, 1996-এর Rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ ফরিদুল হক খানকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(৮৫) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার সমন্বয়ক জনাব আব্দুল হান্নান খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৬) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বরেণ্য সাংস্কৃতিক ও নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব আলী যাকেরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৭) দেশের খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৮) দেশের নারী-অধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮৯) লোক সংস্কৃতি ও পল্লীসাহিত্য গবেষক এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ৩ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১০ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯০) বরেণ্য লোকসংগীত শিল্পী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব ইন্দ্রমোহন রাজবংশী'র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে জানিয়ে ৩ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১০ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯১) যুক্তরাজ্যের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অব এডিনবার্গ প্রিন্স ফিলিপ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, শোকসন্তপ্ত রানী ও রাজ পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে ৩ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১০ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯২) খ্যাতিমান সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি জনাব হাসান শাহরিয়ার-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ৩ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১০ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯৩) বরেণ্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মিতা হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে ৩ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১০ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯৪) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে ভারত সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০'-এ ভূষিত করার ঘোষণা প্রদান করে যা সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে এবং দেশের অবস্থানকে করেছে আরও সুসংহত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০'-এ ভূষিত করায় ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ৩ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১০ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯৫) খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিক জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোক প্রস্তাব ৭ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯৬) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেকের মাতা বেগম ফৌজিয়া মালেক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ৭ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯৭) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৯৮) একাদশ জাতীয় সংসদের ২০২১ সালের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ-২০২০' উপলক্ষ্যে একাদশ জাতীয় সংসদের দশম ও বিশেষ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়।

(৯৯) বিভাগীয় কমিশনার ও মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ২৪টি সারসংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০০) পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে উপস্থাপিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জারিকৃত বিভিন্ন পত্র সংশ্লিষ্টদের বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০২) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে কতিপয় নির্দেশনা অনুসরণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০৩) ৮ আগস্ট ২০২০ তারিখ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর ৯০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০৪) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক মাস্ক ব্যবহার সংক্রান্ত জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০৫) ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী পালনসহ শোকাবহ আগস্ট মাসব্যাপী কর্মসূচি যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য সকল সিনিয়র সচিব/সচিব, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০৬) হালনাগাদকৃত জেলার শ্রেণি অনুযায়ী জারিকৃত পরিপত্র পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল সিনিয়র সচিব/সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০৭) করোনাকালে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আওতাধীন আদালতসমূহ পরিচালনাকালে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল মাধ্যম ব্যবহার প্রসঙ্গে জরুরি প্রয়োজনে ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে আদালতের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সকল বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০৮) বেতার/টেলিভিশন সম্প্রচারে অংশগ্রহণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসরণ করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০৯) 'পশুর হাট' এ্যাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল জেলায় স্মার্ট খামারি তৈরি ও প্রাণিসম্পদ বিপণন সংক্রান্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গঠনের বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১০) বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১১) কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠ প্রশাসনে সমন্বয়সাধনে ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখ হতে সময়ে সময়ে ধারাবাহিকভাবে বিধি নিষেধ আরোপ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(১১২) করোনা সংক্রমণরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে নিয়মিত মাইকে প্রচারের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১৩) কোভিড-১৯ সংক্রমণের সম্ভাব্য দ্বিতীয় ওয়েভ মোকাবিলায় মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল সিনিয়র সচিব/সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১৪) অবৈধ কেবল নেটওয়ার্ক ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১৫) ভুটান থেকে বাংলাদেশে সড়কপথে পণ্য পরিবহনে বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১৬) সরকারি দাওয়াতপত্র, নির্বাচনি প্রচারপত্র, বইমেলা/বাণিজ্যমেলা এবং সরকারি বিজ্ঞাপন/প্রচারপত্রের প্লাস্টিকজাত Thermal Lamination Film ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে সকল সিনিয়র সচিব/সচিব ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১৭) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১৮) বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিসমূহ মোবাইল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে G2P পদ্ধতিতে প্রদান কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১৯) বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ (বিএনএনসি)-কে সহযোগিতার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২০) জেলা প্রশাসনের ওয়েবপোর্টালে পর্যটন বিষয়ক সেবাবক্সে 'Tourism Cell' নামক একটি মেন্যু অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২১) জেলা হাসপাতালে হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা বা অক্সিজেন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের আলোকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২২) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে '৫০টি জাতীয় পতাকা সংবলিত সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালি' শীর্ষক জাতীয় কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২৩) সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (শিশু সদন/শিশু পরিবার/শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র) কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা ও তদারকি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২৪) National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms (NCMID)-এর তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১২৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জনের ভিত্তিতে প্রথম ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সম্মাননা এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

(১২৬) ২০২১-২২ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের এপিএ'র সমন্বিত মূল্যায়নের জন্য শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন, সিটিজেন চার্টার ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

(১২৭) অদ্যাবধি ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৪০০টি দপ্তর/সংস্থা ও মাঠপর্যায়ের প্রায় ১৭,৩৯৬টি সরকারি দপ্তর, ৫,৮১৯টি ব্যাংক/বীমা কার্যালয়, ২,৩০৬ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ৬৫,৬২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এপিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত ১,২২৮টি দপ্তর এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে এপিএ স্বাক্ষর করছে। সকল বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং অধিকাংশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এপিএএমএস সফটওয়্যারের আওতায় আনা হয়েছে। এপিএ-তে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, আর্থিক বিষয়ে জবাবদিহি ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করায় এসকল বিষয়ে সরকারি অফিসসমূহে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি অফিসের প্রায় ১,০০০ সরকারি কর্মকর্তাকে এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি সরকারি অফিস নিজ উদ্যোগে কর্মকর্তাদের এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এপিএসমূহ এবং ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ অফিসসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে যা কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।

(১২৮) প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও এপিএ বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অর্জন বিষয়ে 'সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি প্রকাশনা মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়েছে।

(১২৯) মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক এপিএ-তে জনবান্ধব বিশেষ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

(১৩০) WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-এর খসড়া পর্যালোচনান্তে 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' কর্তৃক প্রদত্ত মতামতসমূহ WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018) হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত WAR BOOK, 2021-এ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

(১৩১) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়া রেকর্ড অধিশাখায় সংরক্ষিত ১৯৯২, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ এবং বিজ্ঞপ্তিসমূহের ৪০ খন্ড গোপনীয় ডকুমেন্ট (ক্ল্যাসিফায়েড ডকুমেন্ট) বই আকারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য জাতীয় আরকাইভস কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

(১৩২) সুশাসন নিশ্চিত করণার্থে প্রতিবেদনাধীন মেয়াদে তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার কাটিংসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পেপার কাটিংগুলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩৬টি পত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৪০. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি), বাংলাদেশের গ্রামীণ দুস্থ মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। প্রতিটি ভিজিডি চক্র ২ বছর মেয়াদি। ১০,৪০,০০০ জন সুবিধাভোগীকে মাসিক ৩০ কেজির প্যাকেটজাত খাদ্য (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। সারাদেশের ৪৯২টি উপজেলার মধ্যে ১৮৯টি উপজেলায় (জিওবি পরিচালিত ১৭০টি এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহযোগিতায় পরিচালিত ১৯টি) পুষ্টি চাল এবং অবশিষ্ট ৩০৩টি উপজেলায় সাধারণ চাল প্রদান করা হয়। সুবিধাভোগীদের মধ্যে ১০,০০,০০০ জনকে নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে জীবন দক্ষতা ও আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২) ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ল্যাকটেটিং মাদার ভাতাভোগীদেরকে প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে ২,৭৫,০০০ জনকে ২.৬৪ কোটি টাকা ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।

(৩) দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭,৭০,০০০ জন দরিদ্র ও গর্ভবতী মা'কে প্রতি মাসে ৮০০ টাকা হারে ৭৩৯.২০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দরিদ্র ও গর্ভবর্তী মা'কে ৩৬ মাসব্যাপী মাসিক ৮০০ টাকা হারে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

(৪) মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ৪৮৮টি উপজেলায় চালু রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৭,৯০০ জন উপকারভোগীকে ১১.১৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। একজন মহিলাকে ৫,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়।

(৫) বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ (বামকপ)-এর মাধ্যমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত ৩,৬৪৫টি সমিতির মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১.৮৩ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

(৬) দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বাজেটে সংস্থানকৃত থোক বরাদ্দ দ্বারা ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩ কোটি টাকা দ্বারা মোট ৩,৩২৭টি সেলাই মেশিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(৭) 'Income Generating Activities (IGA) Training of Women at Upazila level' শীর্ষক প্রকল্প ২০২০-২১ মেয়াদে ৪৩১টি উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে ৬৩,৭৬৫ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জনপ্রতি দৈনিক ২০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

(৮) ২০২০-২১ অর্থবছরে 'কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রকল্প'-এর আওতায় দেশের ৪,৫৫৩টি ইউনিয়নে এবং ৩৩০টি পৌরসভায় কিশোর-কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১টি ক্লাবে ২০ জন কিশোরী ও ১০ জন কিশোরসহ মোট সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। ক্লাবের বর্তমান মোট সদস্য সংখ্যা ১,৪৬,৪৯০ জন। এখানে কিশোর-কিশোরীদের গান, আবৃত্তি, জেন্ডার বৈষম্য বিষয়ক সচেতনতা, বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য-সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ ও তৈরির প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে।

(৯) জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় ১৬টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৫০০ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(১০) মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে ৩,০০০ জন উপকার ভোগীকে ৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

(১১) 'তথ্য আপা: প্রকল্পের (২য় পর্যায়)'-এর আওতায় অনলাইনের মাধ্যমে ১৬২ জন তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪৯০টি উপজেলার ১,৪১০ জন তথ্য সেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীকে 'ই-কমার্স এ্যান্ড ই-লার্নিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১২) 'তথ্য আপা: প্রকল্পের (২য় পর্যায়)'-এর আওতায় ই-কমার্স বাস্তবায়নের জন্য গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন এবং তাদের পণ্য আপলোডকরণে সহায়তা করার জন্য মোট ১,২৬৭ জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীকে ১২টি ইন্টার-এ্যাকটিভসেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৩) ২০২০-২১ অর্থবছরের তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭টি বিষয়ে মোট ২,৫৬,০০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) 'নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (২য় পর্যায়)' ১ম সংশোধন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৬,৩৫০ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধন)-এর মাধ্যমে ৪৯০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪৯০টি তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে উঠান-বৈঠক আয়োজন ও ডোর টু ডোর সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৩,৫২,৬৯৪ জন সহ জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ৬৩,০২,০৮২ জন গ্রামীণ অনগ্রসর মহিলাকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান এবং তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) ৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৫২টি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ডিজাইন সেন্টারে ১০টিসহ মোট ৬২টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

(১৭) জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ে সহযোগিতা করা ও তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে জয়িতা অ্যাপস চালু করেছে। জয়িতা বিপণন কেন্দ্র ও ফুড কোর্টে POS & Barcode System প্রবর্তন করা হয়েছে।

(১৮) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৩টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে ২,২৪৭টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৭টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল থেকে ১৭,৫০৩টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(২০) জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (১০৯-টোল ফ্রি) হতে মোট ১০,৫২,০৭৮টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(২১) জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে মোবাইল অ্যাপস জয়-এর মাধ্যমে ১৩৯টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(২২) জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১,০৭০টি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে।

(২৩) জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম এর মাধ্যমে মোট ৪৭,৬৭৩ জন রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(২৪) জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ও রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মোট ৬০৭টি জরুরি টেলিকাউন্সেলিং ও অনলাইন কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(২৫) জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার থেকে মোট ১,০৮০টি কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(২৬) জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার থেকে বিভিন্ন ধরনের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং দক্ষতার উপর মোট ৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় এবং এ প্রশিক্ষণে ২২৯ জন অংশগ্রহণ করেন।

(২৭) জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত করোনাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ৪টি অনলাইন ভিত্তিক জনসচেতনতা ও কল্যাণমূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় যেখানে ২,১৩৬ জন অংশগ্রহণ করে।

(২৮) আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী সারাদেশে এবং প্রথম বারের মতো বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসাবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ১,৩০০ জন দুস্থ মহিলাকে ২,০০০ টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। সারাদেশে ৩,২০০ জন দুস্থ মহিলাকে সেলাই মেশিন এবং টুঙ্গিপাড়ায় ১০০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১০০টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়।

(২৯) করোনা পরিস্থিতির কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সারাদেশে সীমিত পরিসরে ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে অনলাইনে শিশুদের মধ্যে আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

(৩০) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের (সদর কার্যালয়) কর্মকতা-কর্মচারীদের কন্যা শিশুদের সমন্বয়ে রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(৩১) বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ, ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫-১১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রথম দিন ৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অডিটোরিয়ামে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে প্রধান অতিথি হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন।

(৩২) ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে 'শেখ রাসেল আমাদের ভালোবাসা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(৩৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৭ই মার্চ ২০২১ তারিখে শিশু একাডেমি সভাকক্ষে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

(৩৪) আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনন্য দিন। ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় শিশু একাডেমিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। উক্ত অনুষ্ঠানে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনে ৫টি ক্যাটাগরিতে ৫ জন সফল নারীকে জয়িতা সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১'-এ সম্মাননা প্রদান।

(৩৫) 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে ২৬ শে মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের শিশুদের পরিবেশনায় 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এর তাৎপর্য' শীর্ষক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(৩৬) নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নারী মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিশু একাডেমিতে বেগম রোকেয়া পদক, ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর অগ্রযাত্রায় অবদানের জন্য ৫ জন মহিয়সী নারীকে 'বেগম রোকেয়া পদক ২০২০' সম্মাননা প্রদান করেন।

(৩৭) শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ২০২১; মহান বিজয় দিবস, ২০২০ এবং শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মতৃভাষা দিবস, ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

(৩৮) ১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়।

৪১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট:

- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ ৭১ নম্বর প্লটের ১৯.২৭ শতক জমির উপর ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে ৪টি বেইজমেণ্টসহ ২৯তলা বাণিজ্যিক ভবন (টাওয়ার-৭১)-এর ট্রাস্টের অংশ হিসাবে ২য় তলার ৬,০০০ বর্গফুট স্পেস মাসিক ৬,০০,০০০ টাকায় প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডকে ভাড়া দেয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ ৩৬ নম্বর প্লটের ২৪.০৯ শতক জমির উপর ডেভেলপারের মাধ্যমি শেয়ারিং পদ্ধতিতে ২টি বেইজমেণ্টসহ ১৯তলা বাণিজ্যিক ভবন (জয় বাংলা বাণিজ্যিক ভবন)-এর ট্রাস্টের অংশ হিসাবে নিচ তলার ২৪,৪৭০ বর্গফুট স্পেস মাসিক ২,৭১,৭০০ টাকায় আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক-কে ভাড়া দেয়া হয়েছে।

(২) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল:

- বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গেজেটভুক্তির জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কাউন্সিল কর্তৃক সভায় ৩৭৭ জনকে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, ১০৬ জনকে নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা), ১২০ জন মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী, ৩০ জন শব্দ সৈনিক, ৯১ জন যুদ্ধাহত, ৩৫ জন বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়োজিত/দায়িত্বপালনকারী এবং ২,৭২৭ জনকে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা গেজেটভুক্তির জন্য সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৯৮২ জনের বাহিনী গেজেট বাতিল করে বেসামরিক গেজেটভুক্তির সুপারিশ করা হয়। ১,৬২৯ জনের গেজেট ও সনদ বাতিলের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলকে বিবাদী করে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১,২৩৫টি রিট মামলা দায়ের হয়েছে। ৫৬টি রিট মামলার দফাওয়ারি জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যে সব মামলায় আদালত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক সমিতি/সংগঠনকে নিবন্ধনের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত কোন সংগঠন/সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়নি।

চিত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থার সঙ্গে এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

❖ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বেসামরিক গেজেট যাচাই-বাছাই নির্দেশিকা, ২০২০ অনুসরণে প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৪৮৮টি উপজেলা/মহানগরের বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হয় এবং উপজেলা/মহানগর যাচাই-বাছাই কমিটির প্রতিবেদন পরীক্ষা করে ১৬,৯০৮ জনের বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণ করা হয়।

৪২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(১) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৫,৪৫২ জন সহকারী শিক্ষক [১০ গ্রেড] হতে 'সিনিয়র শিক্ষক' [৯ গ্রেড] পদে পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২) পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২,১৫৫ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার লক্ষ্যে সুপারিশকৃতদের তালিকা জননিরাপত্তা বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩) করোনা সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সুরক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টারসমূহ বন্ধ রাখা হলেও 'আমার ঘরে, আমার স্কুল' শিরোনামে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে দৈনিক ৪ ঘণ্টা করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের পাঠদান কার্যক্রম চালু করা হয়। এসব ক্লাস বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে দেয়া হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের সুবিধামত সময়ে পুনরায় দেখতে পারে।

(৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে 'শিক্ষা টিভি' পরিচালনার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপনের অনাপত্তি প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(৫) করোনার কারণে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশের বিভিন্ন স্কুলে অনলাইন লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরে ৪,১৬,৫৫,২২৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪,৩৬,৬২,৪১২ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উৎসবের দিন সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর মাঝে পূর্ণসেট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

(৭) করোনা বাস্তবতা বিবেচনা করে ২০২০ সালের জেএসসি/সমমানের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এবং স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৮) করোনার কারণে অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ২০২০ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ মে ২০২০ তারিখে অনলাইনে এ ফলাফল ঘোষণা করেছেন।

(৯) ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষা শুরুর দিন ধার্য্য ছিল যা করোনার কারণে স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় এ পরীক্ষা গ্রহণ না করে পরীক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষা ও এসএসসি পরীক্ষা ফলাফলের ভিত্তিতে এইচএসসি পরীক্ষা ২০২০ ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ফলাফলের প্রকাশের জন্য Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 সংশোধনপূর্বক Intermediate and Secondary Education (Amendment) Act, 2021 ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। ৩০ জানুয়ারি ২০২১-এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

(১০) পরীক্ষার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা সত্ত্বেও করোনা বাস্তবতায় এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হয়। এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান গ্রুপভিত্তিক নৈর্বাচনিক বিষয়ে সময় ও নম্বর কমানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে আবশ্যিক ও চতুর্থ বিষয়ের কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না। তবে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে জেএসসি/সমমান ও এসএসসি/সমমান পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে সাবজেক্ট ম্যাপিং করে আবশ্যিক ও চতুর্থ বিষয়ে নম্বর দেয়া হবে।

(১১) নবগঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ময়মনসিংহের ১৬৯টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে নবগঠিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ময়মনসিংহের ১৬৯টি পদ সৃজনের বিষয়ে সম্মতি এবং বেতন গ্রেড নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর ২০২২ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন), ইবতেদায়ি, দাখিল এবং এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল, কারিগরি ট্রেড বই এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ এবং ইন্সপেকশন এজেন্ট নিয়োগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে।

(১৩) ২০২১ শিক্ষাবর্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি; ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচির আলোকে অ্যাসাইনমেণ্ট; ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত মাদ্রাসা স্তরের শিক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি; ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত মাদ্রাসা স্তরের শিক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচির আলোকে অ্যাসাইনমেণ্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৪) ২০২২ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি; এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি; ২০২১ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি; এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার্থীদের বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তকসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১৫) এসডিজি অর্জনের জন্য মাধ্যমিক স্তরে সমন্বিত দক্ষতা কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(১৬) বেসরকারিভাবে মুদ্রিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের নতুন ১৮টি পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন এবং ৪২টি পাঠ্যপুস্তক পুনঃঅনুমোদন করা হয়েছে। কারিগরি স্তরের ২৬টি পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন কার্যক্রমের চলমান রয়েছে ও ৩৫টি পাঠ্যপুস্তকের ডামি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের ডামি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৭) প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির এবং মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৮) বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণের পরে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৯০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজনকৃত পদে ৬৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের নামে ২টি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হয়েছে।

(২০) ২০২০-২১ অর্থবছরে যাচাই-বাছাই করে ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ২৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠদান ও ২৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ১৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস কর্তৃক অনলাইনে EIIN নম্বর প্রদান করা হয়েছে।

(২১) এন্ট্রি লেভেলের বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৪,৩০৪টি পদে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে গণবিজ্ঞপ্তি জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আবেদন যাচাইবাছাই করে ৩৮,২৮৩টি পদে নিয়োগ সুপারিশের লক্ষ্যে পুলিশ ভ্যারিফিকেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(২২) সরকারি ও বেসরকারি (এমপিও/নন-এমপিও) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) যেসকল শিক্ষক-কর্মচারীর বয়স ৪০ বা তদূর্ধ্ব তাদের www.surokkha.bd-তে নিবন্ধন করে ভ্যাকসিন গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং যে সকল শিক্ষক-কর্মচারীর বয়স ৪০ বছরের নীচে তাদের NID সহ তালিকা প্রণয়ন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২৩) একটি স্থায়ী একাডেমি চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বল্পপরিসরে একটি অস্থায়ী একাডেমির মাধ্যমে অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসেবা, প্রশিক্ষণ, থেরাপিউটিকসেবা, কাউন্সেলিং, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে ৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে NAAND (National Academy for Autism & Neurodevelopmental Disabilities)-এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন করা হয়েছে। অস্থায়ী একাডেমিতে শিক্ষার্থীর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এর একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হবে। একাডেমিতে কর্মরত মনোবিজ্ঞানীগণ অটিজম ও এনডিডি শিশু/শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাউন্সিলিং সেবা ও সাইকোথেরাপি প্রদান করা হচ্ছে।

(২৪) NAAND প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,৫০০ জনকে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০০ জন (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা) কর্মকর্তাকে ১০ দিনব্যাপী মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ এবং ১,৪০০ জনকে (মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর অভিভাবক) ০৫ দিনব্যাপী অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২৫) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চর ঈশ্বর ইউনিয়নের 'ভাসানচরে (আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩)' স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের শিশুদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(২৬) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) স্থাপন, পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা, ২০২১ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(২৭) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা (সংশোধন), ২০২১ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(২৮) বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে ৬০৯ জন সহযোগী অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে; বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে ১,০৯৬ জন সহকারী অধ্যাপককে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে; অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ৮৫ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে পদায়ন করা হয়েছে; অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ৯৮জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাকে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে পদায়ন করা হয়েছে।

(২৯) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি কলেজ/টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/মাদ্রাসায় কর্মরত ২২ জন গ্রন্থাগারিককে ২য় উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে; অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ৬৪ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাকে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে পদায়ন করা হয়েছে।

(৩০) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ১৯৯১ সংশোধনপূর্বক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

(৩১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৩২) বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামের ১টি কলেজ জাতীয়করণের লক্ষ্যে জিও জারি করা হয়েছে এবং ৫টি কলেজ জাতীয়করণের লক্ষ্যে জিও জারির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; জাতীয়করণকৃত ১৯৬টি কলেজের যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩৩) ৫৩টি পেনশন কেস এবং ৪টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে; ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০,৭১৪ জন এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণকে ৪৬৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৬৪ টাকা কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে।

(৩৪) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডে জমাকৃত আবেদনসমূহ থেকে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৮,৮০৯ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীকে ৮৯০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(৩৫) সেসিপ কর্তৃক প্রেরিত চাহিদার ভিত্তিতে সাধারণ শিক্ষা ধারার ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহে এনটিআরসিএ-এর মাধ্যমে ৬৭৬ জন শিক্ষকের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

(৩৬) ২০১৯ সালের ১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং উত্তীর্ণ ২২,৩৯৮ জন পরীক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে; এনটিআরসিএ'র পরিচালিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি নতুন বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৩৭) ২০২০-২১ অর্থবছরে উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায়-অটোমেশন সফট্ওয়্যার উদ্ভাবন ও পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে; ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। এ অর্থবছরে মোট ১,৯৬৭টি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা এবং তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪১,৯২,২৪,৩৪৯.৫০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান ও ১২০.৯৮ একর জমি প্রতিষ্ঠানের দখলে আনার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

(৩৮) প্রতিষ্ঠানের জন্য জনবল কাঠামো উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে কর্মশালার মাধ্যমে প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়; বি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পৃক্ততায় মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(৩৯) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহের আয় ব্যয় সংক্রান্ত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে অটোমেটেড পেমেণ্ট সিস্টেম চালুকরণে এ্যাপস তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

(৪০) জাতীয় শুদ্ধাচার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং সেবা সহজিকরণে উদ্ভাবনী দক্ষতার জন্য ৪ জন কর্মকর্তা এবং ২ জন কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়; ৭ জন কর্মচারীকে সন্তোষজনক কর্মসম্পাদনের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

(৪১) ২০২০-২১ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে করোনাকালীন ভার্চুয়ালি ডিগ্রী স্তরের ১,৮২,১০৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

(৪২) ২০২০-২১ অর্থবছরে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ২৬ জুন ২০২১ তারিখে করোনাকালীন ভার্চুয়ালি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশে ৬,৫২,১০৭ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে সারাদেশে ৩২,৭১,০৫৯ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

(৪৩) Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) অনুমোদন করা হয়েছে। Asia Pacific Quality Network (APQN) এর ইণ্টারমিডিয়েট সদস্যপদ পেয়েছে।

(৪৪) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) কর্তৃক অ্যাক্রেডিটেশন ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে ৬১টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে; External Quality Assessment Guidelines অনুমোদন; Application Format for Accreditation অনুমোদন এবং বিএসি'র জন্য আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ১১ জন জনবলের অনুমোদন করা হয়েছে।

(৪৫) 'বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের মান নিরূপণ, উন্নয়ন, ও নিশ্চিতকরণে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের পথ অনুসন্ধান' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

(৪৬) ইউনিভার্সিটি এবং ইণ্ডাস্ট্রির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প ও শিল্পসামগ্রী আবিষ্কার করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ওয়েব-বেজড ইউনিভার্সিটি-ইণ্ডাস্ট্রি কোলাবরেশন প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

(৪৭) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা নিশ্চিতকল্পে প্ল্যাজারিজম চেক করার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে ওয়েব সার্ভিস সাবস্ক্রাইব করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪৮) গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে সফট্ওয়্যার ব্যবহারের জন্য 'রিসার্চ প্রজেক্ট ম্যানেজম্যাণ্ট সিস্টেম' শীর্ষক সফট্ওয়্যার ক্রয় প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(৪৯) পাবলিক বিশ্বদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়নের প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং গবেষণাকর্মে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে এতদসংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক তিনটি (প্রমোশনাল রিসার্চ গ্রাণ্টস, কোলাবরেটিভ রিসার্চ গ্রাণ্টস ও একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেণ্ট রিসার্চ গ্রাণ্টস) নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(৫০) ইউজিসি পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ১০ জন শিক্ষক/গবেষককে ফেলো হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং ৬০,০০,০০ টাকা ছাড় করা হয়। ১৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১২০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ইউজিসি মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের অনুকূলে ২৬,০০০ টাকা হারে ৩১.২০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়; ইউজিসি পিএইচ.ডি ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ৭০ জন ফেলোর অনুকূলে ফেলোশিপ বাবদ বার্ষিক ৩,৬০,০০০ টাকা হারে সর্বমোট ২.৫২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়।

(৫১) বিদেশি ডিগ্রি সমতা বিধানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ৫৭৭টি আবেদনের বিপরীতে বিদেশি ডিগ্রির সমতা বিধান করা হয়েছে; ইউজিসি গবেষণা/শিক্ষা সহায়তা তহবিল থেকে অনুদান প্রদান কাজের গতি বৃদ্ধি এবং সেবাসহজিকরণ কল্পে আবেদনসমূহ গ্রহণে অনলাইন সাবমিশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। একইসঙ্গে EFT-এর মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

(৫২) উচ্চশিক্ষাস্তরে মৌলিক ও অনুবাদ পুস্তক প্রকাশের জন্য কমিশনে প্রাপ্ত ৮টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৪টি পাণ্ডুলিপি (১) বিকিরণ পদার্থবিদ্যা, (২) Nuclear Power in Bangladesh and Beyond (৩) সামাজিক আন্দোলন: প্রত্যয় তত্ত্ব ও ঘটনা এবং (৪) বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে কমিটি কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞগণের নিকট প্রেরণ করা হয়।

(৫৩) এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের এমপিও-এর বেতনভাতা বাবদ মোট ১০,০৩০ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৯৬ টাকা ব্যয় হয়েছে।

(৫৪) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০,৪৯৯টি স্কুলের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি এবং ৪২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজ অনলাইন ক্লাস চালু করেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (জুম, ম্যাসেঞ্জার, ফেইসবুকগ্রুপ, ইউটিউব) ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাস রেকর্ডিং করে কিশোর বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন এবং ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(৫৫) মার্চ ২০২০ এর পর শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক পাঠদান বন্ধ থাকলেও টেলিভিশন ও অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম চালু থাকে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা যেন আরও কিছু শিখনফল অর্জন করে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনায় এনে তাদের পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস এবং এ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের ২,০২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে এসাইনমেন্ট বিষয়ক qualitative এবং quantitative তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে Data analysis-করা হয়েছে। এ analysis-এর ফাইন্ডিংসমূহ ইতিবাচক। শিক্ষা কার্যক্রমে digital divide জনিত যে অসাম্য তৈরি হয়েছিল এসাইনমেন্টের মাধ্যমে তা দূর হয়েছে।

(৫৬) স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ডিজিটাল ক্লাসগুলোকে এমনভাবে অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে যেন দেশের যেকোন শিক্ষার্থী যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময় এই ক্লাসগুলো দেখতে পায়; 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শীর্ষক ভার্চুয়াল ক্লাসরুম 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' এর মাধ্যমে প্রচারের জন্য স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ২,৫০০ ক্লাস তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(৫৭) করোনার ফলে দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীগণের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা/অভিঘাত মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং একজন ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাইকোলজিস্টগণের সহায়তায় একটি কাউন্সেলিং ম্যানুয়াল প্রণীত হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ৫৮০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। অন্তত ২,০০,০০০ শিক্ষক যেন অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিতে পারে সে লক্ষ্যে একটি APP তৈরির কাজ চলমান আছে।

(৫৮) মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে National Assessment of Secondary Students (NASS) ২০১৯ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা ব্যবস্থার (৬ষ্ঠ, ৮ম এবং ১০ম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়) দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ, বিষয়ভিত্তিক শিখন যোগ্যতা এবং শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ও এলাকাগত বৈষম্য পরিমাপ করা হয়েছে।

(৫৯) কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাক-প্রস্তুতি গ্রহণ এবং একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে।

(৬০) মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কৈশোরকালীন পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'কৈশোরকালীন পুষ্টিসেবা কার্যক্রম বাস্তবয়নে পুষ্টিসেবা গাইডলাইন ২০২০' তৈরি এবং 'কৈশোরকালীন পুষ্টি অনলাইন প্রশিক্ষণ' চালু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায় এক লক্ষ শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; শিক্ষার্থীদের ওজন মাপার লক্ষ্যে ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওজন মাপার যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে; প্রত্যেক ছাত্রীকে আয়রন ফলিক এসিড খাওয়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহকে ৫ কোটি আয়রন ফলিক এসিডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৬১) অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য NAAND প্রকল্পের আওতায় অস্থায়ী একাডেমির উদ্বোধন করা হয় যেখানে বর্তমানে বর্হিবিভাগ সেবা হিসাবে শিশু ও অভিভাবকদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৬২) করোনাকালীন শ্রমিক সংকট থাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কৃষকের প্রায় ২,০০০ একর জমির বোরো ধান কেটে দিয়েছে।

(৬৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে ৪০৩২টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে; সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক এর ৯৫টি পদ আপগ্রেড করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ২য় গ্রেডের ৩টি পদ আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৬৪) সরকারি কলেজসমূহের বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক হতে ৬০৯ জনকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; ১০৯৬ জন সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত ৩য় শ্রেণির ১৯৮ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৬৫) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৫,৪৫২ জন সহকারী শিক্ষক [১০ গ্রেড] হতে 'সিনিয়র শিক্ষক' [৯ গ্রেড] পদে পদোন্নতি ও পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৩৮টি প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকা এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ২০টিসহ মোট ২৫৮টি শূন্য পদে পদোন্নতির জন্য সহকারী প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা এবং সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ফিডার টাইম প্রমার্জনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

(৬৬) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাঠপর্যায়ের দপ্তর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রম ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপের আওতায় নিয়ে এসেছে। মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন dshe.mmcm.gov.bd ড্যাশবোর্ড এর মাধ্যমে মূল্যায়নপূর্বক পরিদর্শন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়েছে।

(৬৭) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত '৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির পূনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির আলোকে মূল্যায়ন নির্দেশনা' শিরোনামে শিক্ষার্থীরা যেন শিখন ফল নির্ভর শিক্ষা লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে শ্রেণি উপযোগী অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনার কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় এ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সংক্ষিপ্ত করে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে মাঠপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট এর কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি-না তা নির্ধারিত ছক অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরজমিন পরিবীক্ষণ এবং প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৬৮) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের EMIS Upgradation (SD-১৭) অংশ হিসাবে ১০টি মডিউল চালু করা হয়েছে। ইএমআইএস এর ডেটা সেন্টার এবং নেটওয়ার্ক ও হার্ডওয়্যার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে যার অগ্রগতি ৭০ শতাংশ।

(৬৯) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারভুক্ত মাই গভ প্ল্যাটফর্ম (এক সেবা) চালু করেছে। ফলে এ সেবাসমূহ অনলাইনে যে কেউ যেকোনো স্থান থেকে গ্রহণ করতে পারবে।

(৭০) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ৫,৯২,৮২৯টি ক্লাস গ্রহণ করা হয়েছে; এ অধিদপ্তর এবং অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ক্লাস, সংসদ টিভি এবং এসাইনমেণ্ট বিষয়ক ৬,৫৭২টি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৭১) সারাদেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় প্রদানের লক্ষ্যে EFT-এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি প্রদানের Software তৈরিসহ ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(৭২) আইনজীবী প্যানেল নিয়োগ: এ অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত ০২ জন বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে;

(৭৩) মামলা সংক্রান্ত সফটওয়ারে ডাটাবেইজ তৈরি: মামলা সংক্রান্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ (এ বিভাগের উদ্ভাবিত অটোমেশন সফটওয়ার) প্রস্তুত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ডকে মামলা সংক্রান্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ সর্ম্পকে বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে, ফলে এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ড নিজ নিজ দপ্তর হতে মামলার তথ্য এন্ট্রিসহ মামলার হালনাগাদ তথ্য ডাটাবেইজ-এ সন্নিবেশিত করছে। ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ থেকে প্রতিটি মামলার ধরণ, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মামলা, মামলার রায় বা আদেশ-এর তথ্য, নিষ্পত্তিকৃত ও অনিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্যসহ সকল মামলার হালনাগাদ অবস্থা পাওয়া যাবে ফলে মামলার পরিচালনা ও তদারকী সহজতর হবে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৫,৬৭০টি মামলার তথ্যাদি ডাটাবেইজে এন্ট্রি করা হয়েছে;

(৭৪) সেসিপ-এর আওতায় সাধারণ শিক্ষা ধারার ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে জানুয়ারি ২০২০ থেকে ভোকেশনাল কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে ২টি ট্রেডের মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন এবং ৭টি ট্রেডের কার্যাদেশ জারি হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি ট্রেডের দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর জন্য দুটি লিফট সরবরাহ করা হয়েছে;

(৭৫) কুমিল্লা অঞ্চলে ১,০৩৭টি প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

(৭৬) বেসরকারি স্কুল সরকারিকরণের পরে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬৯০টি পদ সৃজন করা হয়েছে এবং সৃজনকৃত পদে ৬৭৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে: ছাগলনাইয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ছাগলনাইয়া, ফেনী; আহসান উল্লাহ মেমোরিয়াল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, আত্রাই, নওগাঁ; জামালগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, জামালঞ্জ, সুনামগঞ্জ; রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী; সিলেট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; চট্টগ্রাম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, খুলসী, চট্টগ্রাম; নবাবগঞ্জ বহুমুখী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর; বরিশাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, সদর, বরিশাল; সোনাগাজী মো: ছাবের মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী; হাতীবান্ধা এস এস মডেল হাইস্কুল, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট; পঞ্চখন্ড হরগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার , সিলেট; এম.সি একাডেমী (মাহমুদ চৌধুরী একাডেমী), গোলাপগঞ্জ, সিলেট; খুলনা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা; লালবাগ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, লালবাগ, ঢাকা; কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড মডেল কলেজ, কুমিল্লা; লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল; মতলব জে.বি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর; আটোয়ারী পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আটোয়ারী, পঞ্চগড়; নন্দিগ্রাম মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নন্দিগ্রাম, বগুড়া; মহালছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি; ঢাকা বধির হাইস্কুল, পল্টন, ঢাকা; সাবের মিয়া জসিমুদ্দীন (এস.জে) মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ; লক্ষ্মীছড়ি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি।

(৭৭) বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের নামে ২টি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হয়েছে : (১) বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাহবল, হবিগঞ্জ। (২) দি ফাদার অফ দি ন্যাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

(৭৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীকে আত্তীকরণ করার লক্ষ্যে এ বিভাগে ৭০টি প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৭৯) সরকারিকৃত শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণের লক্ষ্যে ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদ সৃজনে সম্মতিপ্রাপ্ত ২৪টি প্রতিষ্ঠানের পদ সৃজন ও বেতন স্কেল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

(৮০) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত ০৫টি প্রতিষ্ঠানের ১১৬টি পদ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৮১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় প্রাথমিক সম্মতির পর ১৩টি প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন, আর্থিক সংশ্লেষ, পদোন্নতি ও নিয়োগ নিষেধাজ্ঞা, ডিড অফ গিফট সম্পাদনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(৮২) সরকারিকৃত ৩টি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(৮৩) সরকারিকৃত ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডহক নিয়োগকৃত শিক্ষকদের বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরি নিয়মিতকরণের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

৪৩. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

(১) ৬৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অংশগ্রহণে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এবং ৬৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৬০ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ:

- ৩-৪ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদ পর্যন্ত ডিজিটাল প্লাটফর্মে '1st Bangladesh Taekwondo (poomsae) International LIVE Championship ২০২০' অনলাইন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আয়োজক দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ ৯টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য ও ১৮টি তাম্র পদক অর্জন করে।
- ১৭-১৮ অক্টোবর ২০২০ মেয়াদ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক এয়ার রাইফেল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২০ (অনলাইন) পুরুষ বিভাগের আবদুল্লাহ হেল বাকী তাম্র পদক অর্জন করেন।
- ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত অনলাইন ক্যালিবার পোলিশ ওপেন শ্যুটিং ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে বাংলাদেশের শ্যুটার শাকিল আহমেদ রৌপ্য পদক অর্জন করেন।
- ১৭-২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ মেয়াদ পর্যন্ত রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট ইন অটিস্টিক জিমন্যাস্টিকস্ মিখাইল ভোরোনিন কাপ, ২০২০-এ বাংলাদেশের জিমনাস্ট আবু সাইদ রাফি 'ইন্ডিভিজুয়াল অল অ্যারাউন্ড প্রতিযোগিতায়' তাম্র পদক অর্জন করেন।
- ২০ জানুয়ারি হতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ মেয়াদ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট-ইন্ডিজের মধ্যে তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টেস্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল তিনটি ওয়ানডে সিরিজে প্রথম ওয়ানডেতে ৬ উইকেটে, দ্বিতীয়টিতে ৭ উইকেটে এবং তৃতীয় ওয়ানডেতে ১২০ রানে ওয়েস্ট-ইন্ডিজকে হোয়াইট ওয়াশ করার গৌরব অর্জন করে।

- ২৩-২৯ মার্চ ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত নেপালে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবল সিরিজে বাংলাদেশ রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- ২৮ মার্চ হতে ২ এপ্রিল ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কাবাডি দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
- ১৭-২৩ মে ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'আরচ্যারি ওয়ার্ল্ড ২০২১ স্টেজ-২ এ বাংলাদেশ আরচ্যারি দল রৌপ্য পদক অর্জন করে।
- ২৩-২৮ মে, ২০২১ মেয়াদ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত শ্রীলংকা বনাম বাংলাদেশের মধ্যে তিনটি বঙ্গবন্ধু ওয়ানডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সিরিজ জয়লাভ করে।

(৩) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।

(৪) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর:

- ২১ জন আত্মকর্মী ও ৫ জন যুব-সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২০ প্রদান করা হয়েছে।
- ৭৪ জন যুব-সংগঠককে অনুন্নয়ন খাত হতে ১৪,৮০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭১৫টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে।
- ২,৮৪,৫৩০ জন যুব ও যুবমহিলাকে দক্ষতা-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৩৮,৭৭৩ জন যুব ও যুব মহিলাকে ১২,৭৮৮.৩৭ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- ঋণের ই-সার্ভিস কার্যক্রম ৪টি জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ৫,০০০ জনকে ২ বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে।

(৫) বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,১৭০ জন অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত মাসিক অনুদান/এককালীন জনপ্রতি ২৪,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৬) ক্রীড়া পরিদপ্তর :

- ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) আয়োজনের ফলে ইউনিয়ন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত মোট ১,১০,৫৬৫ জন ছেলে-মেয়ে উক্ত টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এর ফলে ফুটবলের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান খেলোয়াড় অন্বেষণপূর্বক তাদের দক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্র তৈরি হয়।
- ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, ২০২১ থেকে ৪০ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশ হতে ২,৭৩০ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড় শনাক্ত করা হয়।
- ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের পক্ষে বাংলাদেশ নারী হকি দল গঠন করা হয়। উক্ত নারী হকি দল ২০১৯ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত 'এয়ার এশিয়া ওমেন্স জুনিয়র এ এইচ এফ কাপ হকি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে, যা বাংলাদেশ নারী হকির জন্য একটি ইতিহাস। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৬ জন নারী হকি খেলোয়াড়কে ভিডিও রেফারেন্স ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে ৪২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়।

৪৪. রেলপথ মন্ত্রণালয়

(১) রেলওয়ে ট্র্যাক মেরামত:

- বাংলাদেশ রেলওয়ের বেশ কিছু ট্র্যাক পুরাতন এবং জরাজীর্ণ হওয়ায় যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থে রেলওয়ের ৮০০ কিলোমিটার জরাজীর্ণ ট্র্যাক পুনর্বাসন ও নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পুরাতন ১০০টি কোচের মেয়াদ ৩৫ বছরের বেশি হওয়ায় রাজস্ব খাত হতে ৫০টি ব্রডগেজ ও ৫০টি মিটারগেজ ক্যারেজ মেরামতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২) ভারত থেকে উপহার হিসাবে ১০টি বিজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ:

- ভারত সরকার কর্তৃক উপহার হিসাবে প্রাপ্ত ১০টি বিজি লোকোমোটিভ ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে গ্রহণ করা হয়। সংগৃহীত লোকোমোটিভ বাংলাদেশ রেলওয়ের বহরে যুক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র: ভারতের উপহার ১০টি বিজি লোকোমোটিভ হস্তান্তর অনুষ্ঠান।

(৩) ক্যারেজ ক্রয়ে চুক্তি সম্পাদন:

- যাত্রী পরিবহনের মান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য কোরিয়া থেকে ১৫০টি মিটারগেজ প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ ক্রয়ের জন্য ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৪) নতুন ট্রেন চালুকরণ:

- বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের জন্য ১০টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। একটি বিদ্যমান ট্রেন সার্ভিস বর্ধিত (মধুমতি এক্সপ্রেস) করা হয়।

(৫) লাগেজ ভ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং-এর চুক্তি সম্পাদন:

- ৭৫টি এমজি এবং ৫০টি বিজি লাগেজ ভ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং-এর জন্য ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে চুক্তিপত্র কার্যকর হয়।

(৬) বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন:

- ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন হতে ভার্চুয়ালি যমুনা নদীর উপরে ডুয়েলগেজ ডবল লাইন বিশিষ্ট পৃথক বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন হতে ভার্চুয়ালি বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

(৭) চিলাহাটি-হলদিবাড়ি ইন্টারচেঞ্জ রুট উদ্বোধন:

- ৫৬ বছর পরে ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক যৌথভাবে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি মালবাহী ট্রেন বাংলাদেশের চিলাহাটি এবং ভারতের হলদিবাড়ি পর্যন্ত পরিচালনার শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি ইন্টারচেঞ্জ রুটে রেল সংযোগ পুনঃচালু করা হয়।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক যৌথভাবে ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি ইন্টারচেঞ্জ রুট উদ্বোধন।

(৮) ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ফুলবাড়িস্থ অপদখলীয় জমি উদ্ধার ও শিশু পার্ক নির্মাণ:

- ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ফুলবাড়িস্থ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের উত্তর পাশে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের বিপরীত দিকে এবং রেলভবনের দক্ষিণ পাশের বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন ০.২৫ একর অপদখলীয় ভূমি উদ্ধার করে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। উক্ত ভূমিতে শিশু পার্ক নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(৯) পদ্মা সেতুর সঙ্গে পদ্মা সেতু রেল লিংক প্রকল্পের ভায়াডাক্ট সংযোগ স্থাপন:

- ৪ মে ২০২১ তারিখে মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতু রেলওয়ে ভায়াডাক্টের সঙ্গে পদ্মা সেতু সড়ক ভায়াডাক্টের সংযোগ স্থাপন করা হয়। ১৪ জুন ২০২১ তারিখে জাজিরা প্রান্তে পদ্মা সেতুর সঙ্গে পদ্মা সেতু রেল লিংক প্রকল্পের ভায়াডাক্ট সংযোগ স্থাপন করা হয়। জুন ২০২১ পর্যন্ত পদ্মা রেল লিংক প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪২.৫০ শতাংশ, আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.৬ শতাংশ।

(১০) মধুখালী হতে মাগুরা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ:

- ২৩ মে ২০২১ তারিখে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ ডব্লিউডি-১: (ট্র্যাক নির্মাণ)-এর বিপরীতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও CREC-CCCL JV এবং প্যাকেজ ডব্লিউডি-২: (সেতু নির্মাণ)-এর বিপরীতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও CRCC-MAHL JV-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ মে ২০২১ তারিখে গণভবন হতে ভার্চুয়ালি 'বাংলাদেশ রেলওয়ের মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ' প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং সুলভ মূল্যে আম পরিবহনের লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হতে ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'মধুখালী থেকে কামারখালী হয়ে মাগুরা পর্যন্ত নতুন রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে 'ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন' উদ্বোধনকালে বক্তৃতা প্রদান।

(১১) ম্যাংগো স্পেশাল ট্রেন চালু:

- করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আম মৌসুমে আম চাষিদের উৎপাদিত আম সহজে ও সাশ্রয়ীমূল্যে বাজারজাত ও পরিবহনের সুবিধার্থে ২৭ মে ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে 'ম্যাংগো স্পেশাল' ট্রেন পরিচালনার শুভ উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি ২৭ মে ২০২১ তারিখ হতে নিয়মিত রহনপুর-চাপাঁইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-ঢাকা রুটে চলাচল করেছে। জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত এই ট্রেনে মোট ২,২১৯ টন আম পরিবহণ করা হয়। এর ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের আমচাষিগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন।

(১২) ভারতের সঙ্গে ৫টি ক্রস বর্ডার ট্রাফিক হতে পণ্য পরিবহণ:

- ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫টি ক্রস বর্ডার ট্রাফিক পয়েন্ট হতে কোভিড সংক্রমণের কারণে লকডাউন পরিস্থিতিতেও আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এই ৫টি পয়েন্ট হতে চাল, গম, পাথর, ভুট্টা ইত্যাদি আমদানি করা হচ্ছে। করোনাকালীন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা মেটাতে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ভারত থেকে ১,৬১৩টি ট্রেনে মোট ৩৬,৯৩,৯৮৬ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি করা হয়েছে। এর মধ্যে চাল আমদানি করা হয়েছে ২,১৫,৬৯২ মেট্রিক টন এবং গম আমদানি করা হয়েছে ৭,৬৭,৮০৭ মেট্রিক টন। ক্রস বর্ডার ট্রাফিক পয়েন্ট হতে পণ্য পরিবহণ করে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭৬,৭৪,১৩,৯৮৪ টাকা আয় হয় যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১০০ কোটি টাকা বেশি।

(১৩) ক্যাটেল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা:

- ঈদ উল আযহা ২০২০ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটেল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করা হয়েছে। ঈদ উল আযহা ২০২১ উপলক্ষ্যে ১৭ জুলাই ২০২১ তারিখ হতে দেওয়ানগঞ্জ বাজার-ঢাকা, খুলনা-ঢাকা চাপাঁইনবাবগঞ্জ-ঢাকা রুটে ক্যাটেল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করা হয়।

(১৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য জনবল নিয়োগ:

- ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে 'বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্যাডার বহির্ভূত কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০' অনুমোদন হয়।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৭,৬৩৭টি পদবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত জিও জারি করা হয়েছে।

৪৫. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(১) টেকসই উন্নয়ন অর্জনের একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে আইনি কাঠামো সুসংহতকরণ। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৯টি আইন, ১টি অধ্যাদেশ, ১১৯টি চুক্তি, ৪০২টি সংবিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন করেছে।

(২) আইনি ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা এবং সকলের কাছে আইনের সহজবোধ্যতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন, বিধিমালা ও চুক্তির নির্ভরযোগ্য অনুদিত পাঠ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৩) মামলার বিচার, বিচারিক অনুসন্ধান, দরখাস্ত, আপিল শুনানি, সাক্ষ্য গ্রহণ, যুক্তিতর্ক গ্রহণ, আদেশ এবং রায় প্রদানকালে পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আদালতকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৪) গাজীপুর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা সমন্বয়ে আধুনিক, সুপরিকল্পিত শিল্প ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৫) বিভিন্ন প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধন, গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, আত্তীকরণ ও অভিযোজন করার ক্ষেত্রে প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল গঠন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৬) রাসায়নিক পরিমাপবিজ্ঞান বিষয়ে রেফারেন্স ল্যাবরেটরি হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা, গবেষণা, সেবা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেণ্টস্ আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৭) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানসহ, পঠন-পাঠন ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণকল্পে চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিরোনামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার লক্ষ্যে চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৮) উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কিশোরগঞ্জ জেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ শিরোনামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৯) কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সংগতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষি বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষাদানের পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রচলিত অন্যান্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং নূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ দেশে কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিরোনামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।